# গোল্ডেন বুদ্ধ

ক্লাইভ কাসলার

ক্রেইগ ডার্গো

অনুবাদ: হুজাইফা তুল ইয়ামান

নির্বাসিত দালাই লামাকে ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার দায়িত্ব চাপল সাবেক সি.আই.এ এজেন্ট জুয়ান ক্যাব্রিলোর কাঁধে। সেই সাথে ফিরিয়ে আনতে হবে প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি আর্টিফ্যাক্ট; নির্বাসনের সময় দালাই লামার হাতছাড়া হয়ে যায় স্বর্ণনির্মিত বুদ্ধ মূর্তিটি। এর সাথে সমগ্র তিব্বতের ভবিষ্যৎ আর বিশাল একটি অনাবিষ্কৃত তেলখনির ভাগ্যের প্রশ্ন সম্পর্কযুক্ত।

ওদিকে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো আবির্ভূত হয়েছে ম্যাকাউ-এর এক নব্য কোটিপতি। গোল্ডেন বুদ্ধ কিনে নিয়েছে সে। ওদিকে আগ্রহী আরো এক সিলিকন ভ্যালি বিলিওনিয়ার, ম্যাকাউ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর চাইনিজ প্রশাসন তো আছেই। আর জুয়ান ক্যাব্রিলোও বা কম যায় কিসে।

ত্রিমুখী সংঘাতে বিজয়মাল্য কার গলায় জুটবে বলা শক্ত। চীনের বিরুদ্ধে আরেক সুপার পাওয়ার রাশিয়াকে লেলিয়ে দিয়েও শেষরক্ষা কি হলো তবে? তিব্বতের স্বাধীনতা প্রশ্নেও একই রকম অনিশ্চয়তা।

একদল মার্সেনারী আর ওরিগণকে নিয়ে তিব্বতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল ক্যাব্রিলো। বুকে সাহস আর দায়িত্ববোধের কমতি নেই ওদের।

"ভয়ংকর সাসপেন্সে ঠাসা।"

–ডেইলি এক্সপ্রেস

"দুর্দান্ত অ্যাকশন, তীব্র গতি আর দারুণ সব পট-টেনশনের জন্যই পৃথিবী জুড়ে রয়েছে কাসলারের শত মিলিয়ন ভক্ত।"

–ডেইলি অবজার্ভার

"কাসলারকে অগ্রাহ্য করা দায়।"

–ডেইলি মেইল

"ক্লাইভ এডভেঞ্চারের রাজা।"

–সানডে এক্সপ্রেস

"ক্লাইভ কাসলারের প্রতিটা বইই আগ্রহ নিয়ে পড়ি আমি।"

–টম ক্ল্যান্সি

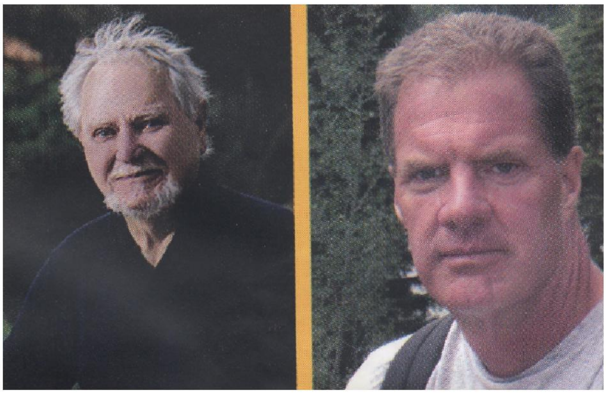

**ক্লাইভ কাসলার**

ক্লাইভ কাসলারের জন্ম ১৯৩১ সালের ১৫ জুলাই; ইলিনয়ের অরোরায়। মোট বিশটিরও বেশি বেস্টসেলার উপন্যাসের লেখক তিনি। বেশিরভাগই তার সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র ডার্ক পিটকে নিয়ে লেখা। ভদ্রলোক ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি নুমার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।

ইলিনয়ে জন্ম হলেও তিনি বেড়ে উঠেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার আলহাম্ব্রায়। প্যাসাডেনা সিটি কলেজে লেখাপড়া করেছেন তিনি।

এযাবৎকালে তার প্রকাশিত মোট গ্রন্থের সংখ্যা ৬৯টি। ডার্ক পিট, নুমা ফাইলস, ওরিগন ফাইলস এবং ফার্গো সিরিজের লেখক তিনি। তাঁর সহকারী লেখক হিসেবে এ পর্যন্ত কাজ করেছেন জ্যাক দুব্রুল, ক্রেইগ ডার্গো, গ্রাহাম ব্রাউন, পল কেমপ্রেস, জাস্টিন স্কট, গ্রান্ট ব্যাকউড, টমাস পেরি প্রমুখ।

**ক্রেইগ ডার্গো**

ক্রেইগ ডার্গো একজন আমেরিকান টেকনো-থ্রিলার, এডভেঞ্চার লেখক। ভদ্রলোক ফ্লোরিডার হলিউডে বসবাস করেন। তিনি ক্লাইভ কাসলারের ঐতিহাসিক জাহাজডুবি অন্বেষী অলাভজনক সংস্থা ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি নুমার একজন সক্রিয় সদস্য।

ক্রেইগ ডার্গো ক্লাইভ কাসলারের নাম্বার ওয়ান নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার নন ফিকশন এডভেঞ্চার দ্য সি হান্টার, দ্য সি হান্টার টু, ডার্ক পিট রিভেইল্ড এবং ওরিগন ফাইলস সিরিজের প্রথম দুটো বই গোল্ডেন বুদ্ধ এবং স্যাকরেড স্টোনের সহযোগী লেখক। তার এককভাবে রচিত একটা সিরিজও আছে, জন টাফ্‌ট।

**অনুবাদক**

হুজাইফা তুল ইয়ামানের জন্ম ১৯৯৭ সালের ২৩শে অক্টোবর; বায়তুল আমান, ফরিদপুর। বেড়ে ওঠা, লেখাপড়াসহ বাকি সব ফরিদপুরে হলেও আদি বাসস্থান মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর থানায়। বাবা প্রকৌশলী। পাঁচ ভাইবোনের মাঝে বয়সে সবার ছোট।

তিনি বর্তমানে ফরিদপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে মেকানিক্যাল টেকনোলজিতে অধ্যয়নরত।

# গোল্ডেন বুদ্ধ

ক্লাইভ কাসলার
ও
ক্রেইগ ডার্গো

অনুবাদ
হুজাইফা তুল ইয়ামান

সম্পাদনা
অসীম পিয়াস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

রোদেলা

গোল্ডেন বুদ্ধ
ক্লাইভ কাসলার ও ক্রেইগ ডার্গো
অনুবাদ : হুজাইফা তুল ইয়ামান
সম্পাদনা : অসীম পিয়াস

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট-২০১৬

রোদেলা ৩৯৭

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
রাকিবুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪, (বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন; ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৪২০·০০ টাকা মাত্র

---

GOLDEN BUDDHA By Clive Cussler
And Craig Dirgo Translated by Huzaifa Tul Yaman
Edited by Oseem Peeas
First Published *August 2016*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, (Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.E-mail:
rodel prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. 420.00 Only    US $ 10.00
ISBN : 978-984-91701-2-9    Code : 397

## অনুবাদকের উৎসর্গ

মরহুম বড়ভাই
ইঞ্জি: মো. এনামুল হাসান-কে

শৈশবেই যাঁর হাত ধরে লেখালেখির হাতেখড়ি। জীবনযুদ্ধে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। স্মৃতির ঝুলি হাতড়ে নিজের জন্য যাঁর অপরিমেয় ভালবাসার প্রমাণই পাই শুধু। যেখানেই থাকো না কেন ভাইয়া, ভালো থেকো। ছায়াহীন চারাগাছটা তোমার জন্য বড্ড বেশি একাকী বোধ করে!

যাঁদের উদ্দেশে-

আমার সহোদর লেরি, স্টিভ, ক্লিফ ও জন
এবং আমার একমাত্র বোন ডাউন;
যে তার ব্যস্ততার দিনগুলোতে একবারও
ভাল করে ঘুমোতে পারেনি।

-লেখক

# লেখকের ভূমিকা

এটা ডার্ক পিট বা নুমা ফাইলসের কোনো এডভেঞ্চার নয়; এটা হলো ফ্লাড টাইডে বর্ণিত সেই কার্গো জাহাজ ওরিগনকে নিয়ে রচিত ভিন্ন একটি কাহিনী।

পরিত্যক্ত আর নোংরা কাঠামোর আড়ালে ওরিগন আসলে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির একটি যান্ত্রিক অত্যাশ্চর্য। এটার পরিচালনায় আছে একদল উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান কর্মী, যাঁরা একটি দূরদর্শী কর্পোরেট সংস্থার ছত্রছায়ায় কাজ করে। দুষ্টের দমন, অশুভর হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য তাবৎ সাগরপথ ধরেই তাদের পদচারণা। এক্ষেত্রে দরকার পড়লে বিভিন্ন সংগঠন, সরকার বা ব্যক্তি বিশেষদের সাথে যোগাযোগ করে থাকে তারা।

ক্রেইগ ডার্গো আর আমি; দুজনে মিলে সম্পূর্ণ নতুন এই সিরিজটি হাজির করেছি আপনাদের কাছে। এতে এরকম ব্যতিক্রমী কিছু আগে দেখা গেছে বলে মনে হয় না।

–ক্লাইভ কাসলার

# অনুবাদকের ভূমিকা

অনুবাদকের ব্যাপারটা অনেকটা বেতনভুক্ত কর্মচারীর মতো; মূলকে ধরার প্রচেষ্টা থাকতেই হবে, দূর থেকে সংযমের অদৃশ্য সুতো নাড়েন লেখক। চেষ্টা করলেও বাড়ানো-কমানো সম্ভব নয়, আর নব্য একধারার থ্রিলারপ্রেমীদের কাছে তো Transcreation রীতিমতো গর্হিত অপরাধ। তবুও যথাসম্ভব ভাবানুবাদের চেষ্টা করেছি আমি। অনুবাদের গতি আর সাবলীলতা রক্ষা করতে ব্যাপারটা যথেষ্ট উপাদেয়।

অনুবাদের ব্যাপারে যাঁদের পরামর্শ আমাকে দারুণভাবে ঋদ্ধ করেছে তাঁরা হলেন সায়েম সোলায়মান রহসিন, মাহবুবুর রহমান শিশির, আবুল ফাতাহ মুন্না। শেষোক্তজন আগ্রহ না দেখালে হয়ত অনুবাদই করা হয়ে উঠত না বইটা।

অনুবাদক এবং সিরিজের প্রথম বই এটা, সে হিসেবে দুই পক্ষ থেকেই ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল সেটা।

অনুবাদ দিয়েই সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পণ আমার; পাঠকের আগ্রহ থাকলে ভবিষ্যতে হয়তো মৌলিক বা এডাপ্টেশনও প্রকাশ হতে পারে। বিচারকাঠি পাঠকের হাতে।

আর সুষ্ঠুভাবে বইটা প্রকাশ হওয়ায় মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অশেষ শুকরিয়া। কৃতজ্ঞতা সকল শ্রদ্ধাভাজনের প্রতি।

বায়তুল আমান, ফরিদপুর।

**হুজাইফা তুল ইয়ামান**

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

# পূর্বকথা

৩১ মার্চ, ১৯৫৯।
নর্বুলিংকার সামার প্যালেসের আশেপাশের ফুলগুলো ফোটার সময় হয়ে এসেছে। প্রাসাদটা দেখতে একটা পার্কের মতো। উঁচু উঁচু পাথরের দেয়াল ঘিরে রেখেছে চারপাশ। দেয়ালের ভেতরে শুধু গাছ আর ঘন বাগান। এ সবকিছুর মাঝে আবার ছোট আরেকটা হলুদ দেয়াল। শুধু দালাইলামা, তাঁর পরামর্শকবৃন্দ আর হাতেগোনা দুই-একজন সন্ন্যাসী এটা অতিক্রম করতে পারে। এখানে আছে কয়েকটা পুকুর, দালাইলামার বাসস্থান আর একটা মন্দির।

এটি ছিল ক্ষমতা ও সম্পদে ভরপুর সমুদ্রে কেন্দ্রীভূত একটি বিশৃঙ্খল দেশ।

পোটালার উইন্টার প্যালেসও খুব বেশি দূরে না, সামনেই একটা পাহাড়ের পাশে উঁচু জায়গায়। দেখে মনে হয় দালানটা পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়েছে। পোটালায় আছে এক হাজারেরও বেশি ঘর। শতশত সন্ন্যাসীর বাস সেখানে। প্রাসাদটা তৈরি করা হয়েছিল প্রায় শতবর্ষ আগে। এটার ভবনগুলোর গঠনও চোখে পড়ার মতো। পাথরের একটা আঁকাবাঁকা সিঁড়ি নেমে এসেছে সাততলা প্রাসাদের মধ্যস্থল থেকে; নিচে বিশাল একটা পাথরের চাঁই-এ এসে থেমেছে সেটা। শোয়ানো পাথরগুলোর উচ্চতা প্রায় আশি ফুট।

পাহাড়ের গোড়ায় বিশাল বিস্তীর্ণ একটা সমতল জায়গা আছে, দৈনিক দশ হাজার তিব্বতী এখানে জড়ো হয়। নর্বুলিংকাতেও বড় আরেকটা দল জমায়েত হয় প্রতিদিন। তাদের কাজই হলো তাদের প্রাণের নেতাকে রক্ষা করা। দখলদার চাইনিজদের মতো রাইফেল বহন করে না এরা, চাষাভুষাদের এই দলটা বরং ছুরি আর ধনুকেই বেশি অভ্যস্ত। তাদের মূল অস্ত্র কামান বা গোলাবারুদ নয়, মাংস, হাড় আর আত্মা নিয়ে তারা লড়ে। আর তাদের নেতাকে রক্ষা করতে প্রয়োজনে নিজেদের জীবন দিয়ে দিতেও প্রস্তুত।

শুধু দালাইলামার একটা নির্দেশই তাদের জন্য যথেষ্ট।

★★★

হলুদ দেয়ালের মাঝে দালাইলামা মহাকালার মন্দিরে প্রার্থনা করছিলেন। মহাকালা তার ব্যক্তিগত রক্ষাকর্তা। চাইনিজরা তাঁকে তাদের হেডকোয়ার্টারে রেখে নিরাপত্তা দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তিনি জানেন এটা ওদের আসল মতলব নয়। বরং এই পরিস্থিতিতে চাইনিজদের হাত থেকেই তার বাঁচা দরকার। মাত্রই তিনি চ্যাম্বোর গভর্নর নগাবো নগায়াং জিগমের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন। তাতেই এদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেছে। অত্র এলাকার দায়িত্বে থাকা চাইনিজ মিলিটারি অফিসার জেনারেল টানের সাথে কথা বলে জিগমে নিশ্চিত হয়েছে, চাইনিজরা এখানকার লোকজনের ওপর বোমা বর্ষণ করার তালে আছে। এরকম কিছু ঘটলে পরিস্থিতি হবে আরো ভয়াবহ।

প্রার্থনা শেষে উঠে দাঁড়িয়ে দালাইলামা একটা টেবিলের কাছে গিয়ে বেল বাজালেন। প্রায় সাথে সাথেই দরজা খুলে গেল, সেখানে দালাইলামার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বাহিনি কুসুন ডেপনের এক সৈন্যের মাথা দেখা গেল। খোলা দরজা দিয়ে কয়েকজন সিং ঘা যোদ্ধাকেও দেখতে পেলেন তিনি। এরা হলো সন্ন্যাসী পুলিশ। প্রায় সবাই ছয় ফুটের ওপর লম্বা, ভয়াল দর্শন মোচ আর কালো স্যুটে তাদেরকে আরো বেশি বিশাল এবং ভয়ঙ্কর দেখায়।

কিছু তিব্বতী হিংস্র পাহারাদার কুকুর অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে নিতম্বের ওপর ভর করে বসে আছে।

'ওরাকলকে ডেকে দাও', দালাইলামা শান্তস্বরে আদেশ দিলেন।

★★★

লাসায় নিজের বাসা থেকেই ল্যাংস্টন ওভারহল্ট দ্য থার্ড সব কিছুর দিকে নজর রাখছে। পরিস্থিতি এখন ক্রমশ আরো খারাপ হচ্ছে। এই মুহূর্তে সে রেডিও অপারেটরের পাশে দাঁড়ানো। অপারেটর রেডিওর ডায়াল নিয়ে ব্যস্ত।

'এখানকার অবস্থা খারাপ, ওভার।'

রেডিও অপারেটর টিপেটুপে অবাঞ্ছিত আওয়াজ কমিয়ে দিলো।

'লাল মোরগটা খোয়াড়ে ঢুকবে বলেই আমার বিশ্বাস, ওভার।'

'খুব দ্রুত সাহায্য দরকার, ওভার।'

অপারেটর আবারো কি একটা ঠিকঠাক করল।

'ঈগল আর উট পাঠালে বেশি ভালো হয় আমার, ওভার।'

কথা শেষ করেও সে স্থির দাঁড়িয়ে রইল, রেডিওটা শব্দ করা শুরু করেছে। শব্দগুলো জায়গামতো পৌছে গিয়েছে, বাকিটুকু এখন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ওভারহল্টের এরোপ্লেন দরকার–আর তা দরকার এখুনি।

BanglaBook.org

★★★

দালাইলামার ওরাকল দোরজে ড্রাকডেন একটা ঘোরের ভেতরে আছেন। সূর্য মন্দিরের দেয়ালের ওপরে বসানো ছোট জানালা গলে সূর্যাস্তের শেষ আলো এসে পড়ছে। ঘরের ভেতর ধূপ জ্বলছে। আলোকছটার ওপর নাচতে থাকা ধোঁয়া আর দারুচিনির মতো অদ্ভুত একটা ঘ্রাণে বাতাস ভরে উঠল। দালাইলামা পা আড়াআড়িভাবে ছড়িয়ে দিয়ে দেয়ালে হেলানো একটি বালিশের ওপর বসে আছেন। মাত্র কয়েক ফুট দূরে ড্রাকডেন বাঁকা হয়ে বসে আছে, নতজানু হয়ে কাঠের মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে। হঠাৎ গভীর স্বরে কথা বলে উঠল ওরাকল, 'আজ রাতেই এখান থেকে চলে যান, আজই!'

চোখ বন্ধ রেখে ঘোরের মধ্যেই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে ঠিক এক ফুট থাকতে থেমে দাঁড়াল। এরপর নিচু হয়ে পাখির পালকে তৈরি একটা কলম তুলে নিল। সেটা কালিতে চুবিয়ে একটি কাগজে বিস্তারিত একটা ম্যাপ এঁকেই ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

দালাইলামা দ্রুত ছুটে এসে লোকটার মাথা উঁচু করে ধরে গালে হালকা থাপ্পড় দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল ওরাকল। তার মাথার নিচে একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে দালাইলামা উঠে একটা মাটির কলসি থেকে এক কাপ পানি নিয়ে এসে ওরাকলের ঠোঁটে লাগিয়ে বললেন,

'চুমুক দাও, দোরজে।'

বয়স্ক লোকটা আস্তে আস্তে পুরো সংজ্ঞা ফিরে পেল, উঠে বসল সে। ওরাকল পুরোপুরি সেরে উঠেছে নিশ্চিত হয়ে দালাইলামা টেবিলের কাছে গিয়ে ম্যাপটা দেখতে লাগলেন।

ম্যাপে লাশা থেকে ভারতীয় সীমান্তে পালিয়ে যাওয়ার খুঁটিনাটি সবকিছুই দেখানো হয়েছে।

★★★

ওভারহল্টের জন্মই হয়েছে সৈনিক হওয়ার জন্যে। আমেরিকার বিপ্লব থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা যুদ্ধেই অন্তত একজন করে ওভারহল্ট লড়ছে। সিভিল ওয়ারের সময় তার দাদা ছিলেন একজন স্পাই। তার বাবা ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। আর ল্যাংস্টন ওভারহল্ট দ্য থার্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওএসএস-এর হয়ে কাজ করেছে। এরপর ১৯৪৭ সালে সে যোগ দেয় CIA-তে। ওভারহল্টের বর্তমান বয়স ৩৩, ১৫ বছর ধরে এস্পিওনাজ জগতে কাজ করছে সে।

কিন্তু এরকম কোনো অদ্ভুত পরিস্থিতিতে সে এর আগে পড়েনি। এবার কোনো রাজা, রানী, সরকার প্রধান বা স্বৈরশাসক বিপদে পড়েনি। পড়েছে এক

BanglaBook.org

ধর্মমতের প্রধান। এক অর্থে সে একজন রাজা আবার একজন প্রভুও; একজন দেবতা, একজন নেতা। দ্রুত কিছু না ঘটলে কমিউনিস্ট সরকার তাঁকে জেলে পুরে দেবে। আর সেটা হলে পাশার দান ওখানেই উলটে যাবে।

★★★

বার্মার মান্দালয়ে ওভারহল্টের মেসেজটা রিসিভ হল, সাথে সাথেই সেটা ফরোয়ার্ড করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সাইগনে। সেখান থেকে আবার ম্যানিলায়। এরপর দীর্ঘ একটা নিরাপদ আন্ডারওয়াটার কেবলের মাধ্যমে ক্যালিফোর্নিয়ার লং বীচে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌছে গেল মেসেজটা।

তিব্বতের পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করলে ঈওঅ বার্মায় তাদের লোকবল জড়ো করতে শুরু করে। সরাসরি সংঘর্ষে চাইনিজদের হারিয়ে দেয়ার মতো যথেষ্ট বড় নয় দলটা, তবে যতদিন না আরো ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত আরো একদল সৈন্য এসে পৌছায় ততদিন চাইনিজদের ঠেকিয়ে রাখতে যথেষ্ট।

*'হিমালয় এয়ার সার্ভিস'* ছদ্মনামের আড়ালে চৌদ্দটা সি-৪৭ নিয়ে একটা নৌ-বহর পাঠানো হয়েছে, এর মাঝে চারটাকে ফার্স্ট জেনারেশন গানশিপে পরিবর্তন করে ফেলা হয়েছে আর বাকি ১০টা সাপ্লাই বোঝাই। দলটার সাথে ছয়টা এফ-৮৬ ফাইটার এবং একটা ঝাঁ চকচকে বোয়িং বি-৫২ বোম্বারও রয়েছে।

★★★

অ্যালান ডুলস ওভাল অফিসে বসে আছেন। পাইপে ফুঁ দিচ্ছেন আর প্রেসিডেন্ট এইসেনহোয়ারকে বর্তমান অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। বোঝানো শেষে CIA ডিরেক্টর চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রেসিডেন্টকে ভাবার জন্য কিছু সময় দিলেন। এরপর নীরবতায় কাটল বেশ খানিকক্ষণ।

অবশেষে মুখ খুললেন উনি, 'মি. প্রেসিডেন্ট, সিআইএ ইতোমধ্যে বার্মায় একটা স্ট্রাইক ফোর্স রেডি করে ফেলেছে। আপনি নির্দেশ দেয়া মাত্র এক ঘণ্টার মাঝে ওরা আক্রমণ করতে পারবে।'

১৯৫২-এর নির্বাচনের পর থেকেই প্রেসিডেন্ট এইসেনহোয়ারের শনির দশা চলছে। প্রথমেই ঝামেলা লাগলো ম্যাককার্টি শুনানী নিয়ে, এরপর ভিয়েতনামে তার ফার্স্ট অ্যাডভাইজার ঝামেলা, এরমধ্যে একবার হার্ট অ্যাটাকও হয়েছে তার। স্থানীয়দের সাথে সৌহার্দ্য বাড়াতে আরকানসাসের লিটল রকস থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে হয়েছে, সোভিয়েতরা মহাশূন্য জয় করেছে আর তাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়েছে, খোদ লাতিন আমেরিকাতেই তার ভাইস প্রেসিডেন্ট গণ-পিটুনি খেয়ে মারা গিয়েছে। এখন আবার ইউএসের মাটি থেকে মাত্র নব্বই

BanglaBook.org

মাইল দূরে কিউবাতেই একজন কমিউনিস্ট নেতার উদ্ভব হয়েছে। সেটাও তার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দীর্ঘ বিরতির পর শান্তস্বরে বলে উঠলেন প্রেসিডেন্ট, 'না অ্যালান, একজন জেনারেল হিসেবে এতটুকু বুঝি, যুদ্ধ করতে হয় বেছে বেছে। সামনে পড়লেই যুদ্ধে নেমে পড়া ঠিক না। তিব্বতীদের ঝামেলায় আমাদের না জড়ানোই ভালো।'

ডুলস উঠে দাঁড়িয়ে এইসেনহোয়ারের সাথে হাত মিলালেন। 'আমি আমার লোকদের জানিয়ে দিব', বললেন CIA ডিরেক্টর।

লাসায় ওভারহল্টের কমান্ড পোস্টের টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেটা সিগারেটের গোড়ায় ভরে গিয়েছে। রেডিও ট্রান্সমিশন ঠিকঠাক পৌঁছেছে এতটুকু নিশ্চিত হওয়ার পর কয়েক ঘন্টা পার হয়ে গেছে কিন্তু জবাব আসেনি এখনো। প্রতি আধাঘন্টায় তিব্বতী মেসেঞ্জারেরা খবর পাঠাচ্ছে। চোখের দেখা বলছে লাসায় প্রাসাদের সামনে ভিড় মিনিটে মিনিটে শুধু বাড়ছেই, তবে মেসেঞ্জাররা সঠিক সংখ্যাটা জানাতে পারছে না। পাহাড় থেকে লাঠি, পাথর, ছুরি সজ্জিত জনস্রোত বইছে। সুসজ্জিত চাইনিজ বাহিনির জন্য কামানের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হতে যাচ্ছে এরা।

চাইনিজরা এখনো পর্যন্ত কোনো অ্যাকশন নেয়নি তবে খবর পাওয়া গিয়েছে যে রাস্তায় থাকা সৈন্যরা পৌরাণিক শহরটার দিকেই এগুচ্ছে। ওভারহল্ট পাঁচ বছর আগে গুয়েতেমালাতেও একই দৃশ্য দেখেছে। সেবার কার্লোস আর্মাসের নেতৃত্বে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের একটা মিছিল হঠাৎ করেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। চরম বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় তখন। প্রেসিডেন্ট জ্যাকব আরবেঞ্জের নির্দেশে গুলি চালানো হয় মিছিলে। ফলে সকাল হওয়ার আগেই সব হাসপাতাল ও মর্গ লাশ আর আহত মানুষে ভরে যায়। ওভারহল্ট নিজেই কলকাঠি নেড়ে বিক্ষোভটা ঘটায়।

এসব ভাবতে ভাবতেই রেডিওটা খড়খড় করে উঠল।

'টপ হ্যাট নেগেটিভ, ওভার।'

ওভারহল্টের হার্ট একটা বীট মিস করলো। তার আবেদন মঞ্জুর হয়নি!

'চলে যাওয়ার সময় দরকার হলে বাবা ভালুকই রাস্তা পরিষ্কার করে দেবে। ওখান থেকে তাই জায়গামতো চলে যাওয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। ওভার।'

তার মানে এইসেনহোয়ার লাসায় আক্রমণ করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু ডুলস নিজ দায়িত্বে অভিযানটা চালাতে চায়। অর্থাৎ এখন ওভারহোল্ট ঠিক ঠাক কাজ করতে পারলে তার বসকে আর তোপের মুখে পড়তে হবে না। এসবই ভাবনাতেই মগ্ন ছিলো। সম্বিত ফিরলো রেডিও অপারেটরের ডাকে,

BanglaBook.org

'স্যার? ওপাশ থেকে উত্তরের অপেক্ষা করছে', নীরবে বলল সে। ওভারহল্ট মাইক্রোফোনের জন্য হাত বাড়াল, 'বুঝতে পেরেছি। তবে তাই হোক। আর বাবা ভালুককে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ। বের হয়ে খবর দেবো, অফিস বন্ধ করে দিচ্ছি। ওভার।'

রেডিও অপারেটর মুখ তুলে চাইল ওভারহল্টের দিকে, 'কি থেকে কি হচ্ছে, বুঝতে পারছেন কিছু?'

'সব কিছু গুছিয়ে ফেলো, আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে।' ধীরে ধীরে বলল ওভারহল্ট।

★★★

হলুদ দেয়ালের মাঝে, দালাইলামার পলায়ন প্রস্তুতি এগুচ্ছে ধীরগতিতে। ওভারহল্টও সেখানে। দালাইলামার সাথে দেখা করার অপেক্ষায় আছে। পাঁচ মিনিট পর কালো গ্লাস আর হলুদ রোব পরিহিত দালাইলামা রুমটায় প্রবেশ করলেন। বোঝাই যাচ্ছে বিরক্তি চেপে রেখেছেন।

'তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি কোনো সাহায্য আসছে না', নীরবে বললেন তিনি।

'আমি দুঃখিত মহানুভব, তবে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি', ওভারহল্ট জবাব দিল।

'হ্যাঁ, ল্যাংস্টন। আমি সেটা জানি। যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিই এরকম। আমি তাই নির্বাসনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি আমার লোকদের মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে পারিনা', দালাইলামা জানালেন।

ওভারহল্ট মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েই পৌঁছেছে এখানে, যেভাবেই হোক যত অনুনয় বিনয়ই করতে হোক না কেন দালাইলামাকে সে পালানোর জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করবে। এখানে এসে দেখছে সিদ্ধান্তটা আগে থেকেই নেয়া হয়ে গেছে। এটা তার আগেই অনুমান করা উচিত ছিল। যেহেতু বছরখানেক ধরেই দালাইলামাকে দেখে আসছে ও। এতটুকু জানে যে নিজের মানুষদের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভেঙে যাওয়ার আশংকা দেখা দিবে এমন কোনো কাজ দালাইলামা করবেন না।

'আমি আর আমার লোকেরা আপনার সাথে যাব। আমাদের কাছে খুঁটিনাটি ম্যাপ, রেডিও আর পর্যাপ্ত সাপ্লাই রয়েছে', ওভারহল্ট প্রস্তাব করল।

'তোমরা সাথে আসলে তো খুবই ভালো। একটু পরেই বেরুবো আমরা', দালাইলামা জানালেন।

তারপর চলে যাবেন বলে ঘুরতেই ওভারহল্ট বলল, 'আমি যদি আর কোনো সাহায্যে আসতে পারতাম... '

BanglaBook.org

'যা করেছ যথেষ্ট। আপাতত তুমি তোমার লোকদেরকে জড়ো কর। এরপর নদীর কাছে এসে মিলিত হবে আমাদের সাথে', দরজা থেকে বললেন দালাইলামা।

★★★

নর্বুলিংকার অনেক উপরে, লক্ষ কোটি তারায় আকাশ ভরে গেছে। মাত্র কদিন বাদ আছে পূর্ণিমার, চাঁদ হলুদ আলো ছড়াচ্ছে পৃথিবীতে। সবকিছু নীরব, নিস্তব্ধ। গৃহপালিত পশুগুলো উঠানে বসে আছে; কস্তুরি হরিণ, পাহাড়ি ছাগল, একটা বয়স্ক বাঘ, কয়েকটা উট আর একটা গতি শ্লথ হয়ে আসা ময়ূর–কেউই নড়ছে না। হিমালয়ের উঁচু থেকে ভেসে আসা হালকা বাতাসের সাথে পাইন আর পরিবর্তনের সুবাস।

লাসার বাইরের উঁচু পাহাড়সারি থেকে তুষার-চিতার রক্তহিম করা চিৎকার ভেসে আসছে।

দালাইলামা আশপাশটায় নজর বুলালেন, এরপর চোখ বন্ধ করে আরেকবার সবকিছু ভাবতে লাগলেন। রোবসের বদলে পাজামা পরেছেন আজ, আর উপরে আলখাল্লার বদলে একটা কালো উলের কোট গায়ে চড়িয়েছেন তিনি। বাম কাঁধে ঝুলছে একটা রাইফেল আর ডান কাঁধে ভাজ করা একটা প্রাচীন আমলের থাংকা (অ্যামব্রোয়ডারি করা সিল্কের চাদর বিশেষ)।

'আমি প্রস্তুত, প্রতিকৃতিটা নিয়েছো তো?' নিজের প্রধান চাকরের কাছে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, ঠিকমতোই বাক্সে ভরা হয়েছে ওটা। পাহারাও দেয়া হচ্ছে সেই সাথে। আপনার মতোই যে কোনো মূল্যে এটাকে রক্ষা করবে ওরা।'

'তাই যেন হয়', নরম গলায় বললেন দালাইলামা।

দুজন মানুষ হলুদ দেয়ালটা পার হয়ে তাদের কাছে আসল।

দালাইলামার চাকর একটা রত্নখচিত বিশাল বাঁকানো তলোয়ার ধরে আছে। বেল্টের সাথে লাগানো চামড়ার খাপে সেটা ঢুকিয়ে রেখে তার প্রভুর দিকে ঘুরল সে, 'আমার কাছাকাছিই থাকবেন।'

তারপর কুসুন ডেপনের একজন কর্মচারীকে অনুসরণ করে বাইরের গেটটি পার হয়ে জনারণ্যে ঢুকে পড়ল তারা। কিছুক্ষণের মাঝেই ছোট্ট দলটা একটা ধুলোভরা রাস্তায় এসে পৌঁছুলো। কেউ অনুসরণ করছে কি-না নিশ্চিত হওয়ার জন্যে কুসুন ডেপন দুজন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো সেখানে। সেরকম কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার সামনে এগুতে শুরু করল ওরা। সামনে আরো এক জোড়া গার্ড আছে। কিছুদূর পর পর গার্ড

BanglaBook.org

রাখার উদ্দেশ্য হলো কেউ পিছু নিচ্ছে না সেটা নিশ্চিত করা। সামনেও দুজন সৈন্য আছে। তারাও নজর রাখছে সামনে কোনো বিপদ আছে কি-না। রাস্তা নিরাপদ দেখে ওরা আবার এগুনো শুরু করল। দলটার পেছন পেছন একটা ঠেলাগাড়িতে করে মূর্তিটা নিয়ে আসছে একজন বিশালদেহী সন্ন্যাসী। শক্ত করে হাতল দুটো ধরে রিকশাওয়ালাদের মতো জোরে ছুটছে সে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে কারো সাথে দেখা করতে দেরি করে ফেলেছে।

সবার ত্রস্ত পদশব্দ মিলেমিশে চাপা পড়া হাততালির মতো শোনাচ্ছে।

সাগরের গর্জন কানে আসছে সাথে ভেজা মসের ঘ্রাণ। এটা কিচু নদীর একটা শাখানদী। পাথরের ধাপ বেয়ে দলটা সামনে এগিয়ে যেতে লাগল।

★★★

কিচু নদীর অপর তীরে দাঁড়িয়ে ওভারহল্ট তার ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। কয়েক ডজন কুসুন ডেপনকে ঘন্টাখানেক আগেই ঘোড়া আর খচ্চরসহ এখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। এগুলোতে করেই সবচে দ্রুত পালাতে পারবে ওরা। তারা এই মুহূর্তে আমেরিকান লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তবে তাদের দৃষ্টিতে দ্বেষ বা ভীতি নেই, শুধু মেনে নেয়ার একটা ভঙ্গি।

কয়েকটা বড় ফেরিবোট এনে রাখা হয়েছে। একটু দূরেই ভাটিতে সেগুলো বাঁধা। এখন শুধু দালাইলামা আসার অপেক্ষা। ওভারহল্ট দেখল ওপার থেকে দ্রুত খানিক আলো ফেলা হল, নিশ্চিন্তে নদী পার হওয়া যাবে সেটার সংকেত। চাঁদের আলোয় দ্রুত নৌকাগুলোয় লোক উঠে গেলো, মিনিটখানিক পরেই পানিতে দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পেল ওভারহল্ট।

প্রথম নৌকাটা নুড়ি বিছানো পাড়ে এসে ঠেকল। একপাশ দিয়ে দালাইলামা নামলেন।

'ল্যাংস্টন, কেউ কিছু টের পায়নি তো?'

'না, মহানুভব।'

'তোমার সব লোক কী তোমার সাথে নাকি?'

ওভারহল্ট দূরে দাঁড়ানো ওর সাতজন লোকের দিকে ইঙ্গিত করল। রাস্তার একপাশে মালপত্র সমেত দাঁড়িয়ে আছে। এপারে পৌঁছে দালাইলামার প্রধান চাকর বোট থেকে নেমেই সৈন্যদেরকে ঘোড়ায় উঠে পড়তে বলেছে। সিল্কের ব্যানারে মোড়ানো বর্শাগুলো শোভা পাচ্ছে তাদের হাতে। ঘোড়াগুলোরও গা

BanglaBook.org

ভরা নানা অলংকার। হঠাৎ মাদী হাঁসের ডাকের মতো ট্রাম্পেটের মৃদু আওয়াজে আশপাশ ভরে গেল। রওনা দেয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।

ওভারহল্ট আর তার লোকেরাও ঘোড়ায় চড়ে জড়ো হয়েছে দালাইলামার সাথে। পরদিন যখন পূর্বাকাশে সূর্য উঠলো, তৎক্ষণে ওরা লাসা থেকে অনেক অনেক দূরে...

★★★

দুই দিন পার হয়েছে যাত্রার। ষোল হাজার ফুট দীর্ঘ চে-লে পাস এবং সাংপো নদী পার হয়ে এসেছে দলটি। রাতের বিশ্রামের জন্য থেমেছে *রা-মে* মঠে। কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন ঘোড়সওয়ার মেসেঞ্জাররা খবর দিলো যে চাইনিজরা নর্বুলিংকার ওপর গোলা বর্ষণ করেছে। অসহায় মানুষদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়েছে। মারা পড়েছে সহস্রাধিক মানুষ। খবরটা দালাইলামাকে বিষণ্ন করে তুলল।

ওভারহল্ট রেডিওতে ওদের সমস্ত অগ্রগতির কথা জানিয়ে দিল। সাহায্যের জন্য আর কাউকে ডাকতে হবে না ভেবে আশ্বস্ত বোধ করল ও। চাইনিজদের সাথে যাতে কোনো ভাবেই দেখা না হয় সে জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এই পথটা বাছা হয়েছে। সে এবং তার দলের লোকেরা অবশ্য বেশ ক্লান্ত বোধ করছে, কিন্তু এই নেপালিগুলো কোনো রকম বিরতি ছাড়াই ছুটে চলছে। ঝরা গ্রাম আর লুন্টসে জং শহর দুটোই ওরা পার হয়ে এসেছে।

কার্পো পাস মানে ভারতীয় সীমান্ত এখন আর মাত্র একদিনের পথ।

এমন সময়ে তুষার পড়তে শুরু করল। ভারতীয় সীমান্তের আগে শেষ তিব্বতী শহর মাংমাং-এর ওপর সারাদিন ঝড়ো বাতাস, তুষারঝড় আর কালো মেঘ দাপট দেখিয়ে গেল। এদিকে সফরে ক্লান্ত দালাইলামা তাঁর ভক্ত অনুসারীদের দুর্দশার চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। স্বদেশে তাঁর শেষ রাত কাটল দারুণ দুর্ভোগে।

তাঁর যাত্রাটাকে সহজ করতে তাঁকে যমো নামের এক প্রাণীর পিঠে চড়ানো হলো। যমো হলো ঘোড়া আর ইয়াকের মিলনে জন্ম নেয়া এক প্রজাতির প্রাণী। যমোটা যখন কার্পো পাসে উঠল তখন তিনি শেষ বারের মতো তাঁর প্রিয় দেশের মাটির দিকে মুখ ফিরিয়ে চাইলেন।

ওভারহল্ট তাঁর কাছাকাছি চলে এলো। দালাইলামা আবার পথের দিকে দৃষ্টি ফেরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। তারপর বললো, 'আমার দেশ কখনোই ভুলবে না, একদিন না একদিন আমরা আপনাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনবোই।'

BanglaBook.org

দালাইলামা মৃদু মাথা ঝাঁকালেন, তারপর যমোর গলায় চাপড় দিয়ে সামনের দিকে এগুলেন। দলের সবচাইতে শেষে থাকা সন্ন্যাসীটা অমূল্য শিল্পকর্মওয়ালা ঠেলাগাড়িটা ঢাল বেয়ে উঠানো শুরু করলো। পা-জোড়া ভাজ হয়ে আসছে তার। ছয়শো পাউন্ড ওজন জিনিসটার। ঠেলা দিতেই আবার নিচে নেমে পড়তে চাইছে। পতন ঠেকাতে সন্ন্যাসী তার গোড়ালি চেপে ধরল মাটিতে।

BanglaBook.org

অধ্যায় : ১

# বর্তমান সময়

রাত আটটা বাজে। দক্ষিণ দিক থেকে কিউবার সান্টিয়াগো বন্দরের প্রবেশপথের দিকে পুরাতন একটি মালবাহী জাহাজ বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে। যেন ভাঁজপড়া নীল টেবিলক্লথের ওপর দিয়ে অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে একটা পোকা। ক্যারিবীয় সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছে ওটা। জাহাজটার পূর্ব দিকের ব্রিজের নিচে একমাত্র চিমনি দিয়ে নীল ধোঁয়া বের হচ্ছে। সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়েছে, দেখতে লাগছে প্রকাণ্ড একটা কমলালেবুর মতো।

এখনো হাতে গোনা যে কয়টা ট্রাম্প স্টিমার দেখা যায় জাহাজটা সেগুলোর একটা। নামে বেনামে পৃথিবীর তাবৎ বন্দরগুলোতে ঘুরে বেড়ায় ওটা। এধরনের জাহাজের মধ্যে চলনক্ষম আর কয়েকটা জাহাজই টিকে আছে এখনো। কোনো নিয়মিত শিপিং রুট ব্যবহার করে না এরা। এদের শিডিউল নির্ভর করে মালপত্রের চালান আর এর মালিকের ইচ্ছের ওপর। ফলে প্রতিটা বন্দরেই দেখা যায় এদের গন্তব্য পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। বন্দরে পৌঁছে ঝটপট মালপত্র নামিয়ে আবার রাতের বেলাতেই কুয়াশার মতো মিলিয়ে যায় সাগরে।

জলাভূমি থেকে দুই মাইল দূরে উন্মত্ত সাগরে একটা নৌকা ঢেউয়ের মাথায় নাচানাচি করছে। ঢেউয়ের বাড়ি খেতে খেতে জাহাজটার সমান্তরালেই এগুচ্ছে নৌকাটা। কাছাকাছি আসতেই খোলা হ্যাচ থেকে একটা দড়ির মই ফেলা হলো নৌকাটায়। নৌকাটা পাইলটের। এর কাজ হলো জাহাজটাকে চালিয়ে বন্দরে নোঙ্গর করতে সাহায্য করা।

পাইলটের বয়স পঞ্চাশমতো। রোদেপোড়া বাদামি ত্বক আর ধূসর পাতলা চুলের অধিকারী। প্রাচীন জাহাজটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো লোকটা। জাহাজের কালো রঙ ম্লান হয়ে এসেছে, আরো একবার রঙ করা একান্ত জরুরি। পাটাতনের প্রতিটা ফাটা ফুটো থেকে ময়লা উপচে পড়ছে। বিশাল নোঙর রাখার জায়গাটা মরচে আর চল্টায় ঢাকা পড়েছে। উপরের গলুইয়ের নিচে লেখা প্রায় মুছে যাওয়া অক্ষরগুলো পড়ল পাইলট, *ওরিগন;* এই পুরোনো লক্কড়ঝক্কড় জাহাজটার এটাই নাম।

BanglaBook.org

অবাক বিস্ময়ে মাথা নাড়ল জেসাস মোরালেস। এই জাহাজতো আরো বিশ বছর আগেই বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা। এটার জায়গা জাহাজ ভাঙ্গার কারখানা, সমুদ্র না। দেখে মনেই হয় না এটা দিয়ে এখনো কাজ চলছে, বরং পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়। একটা কথা ভেবে মজা লাগলো তার! যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আমলারা যদি আখ আর তামাকের ক্ষেতের জন্য রাসায়নিক সার আনতে দেয়া জাহাজটার আসল অবস্থাটা জানতো তাহলে তাদের কী দশা হতো! কীভাবে যে জাহাজটা ম্যারিটাইম ইন্সুরেন্স চেকিং-এ উৎরে গেছে খোদা মালুম!

জাহাজটা গতি ধীর করতে করতে প্রায় থেমে পড়েছে। মোরালেস নৌকার একদম ধার ঘেষে দাঁড়ালো। নৌকার গলুই জাহাজের কাঠামোর সাথে ধাক্কা খেল। সেই মুহূর্তেই একটা ঢেউ এসে নৌকাটাকে ওপরে ঠেলে দিতেই মোরালেস লাফ দিয়ে দড়ির মইটা ধরে ফেললো। তারপর সেটা বেয়ে খোলা হ্যাচে উঠে এল। একাজটা তাকে দৈনিকই কম-বেশি দশ বার করে করতে হয়। দুজন ক্রু অপেক্ষা করছিল হ্যাচের পাশে, তারা তাকে ডেকে উঠতে সাহায্য করল। দুজনেরই দশাসই আকৃতি, সম্ভাষণ হিসেবে কেউ সামান্য হাসার চেষ্টাও করল না। একজন শুধু ব্রিজে ওঠার মইটা দেখিয়ে দিয়েই ঘুরে চলে গেল। ডেকে রইলো কেবল মোরালেস একা। কখনো যেন এদের সাথে লাগতে না হয় মনে মনে সেই প্রার্থনা করলো মোরালেস। মার খেয়ে ছাতু হয়ে যাবে তাহলে।

মই বেয়ে উঠার আগে জাহাজের উপরের অংশ পরীক্ষা করে নিল ও। জাহাজের ব্যাপারে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করল জাহাজটা চওড়ায় ৫৬০ ফুট, আর বিম ৭৫ ফুট। সম্ভবত এগারো হাজার টন মাল বহন উপযোগী জাহাজটা। মাল ওঠা-নামা করানোর জন্যে ৫টা ক্রেন আছে জাহাজে। দুটো চিমনির পেছনে আর বাকি তিনটা সামনের ডেকে। ওগুলো এখন মাল খালাস করার অপেক্ষায় আছে। মোট ছয়টা হোল্ড আর বারোটা হ্যাচ আছে, গুনে দেখল সে মোরালেস। প্রথম দিকে সম্ভবত একটা জরুরি মাল বহনকারী কার্গো লাইনার হিসেবেই ব্যবহৃত হত জাহাজটা। সম্ভবত উনিশ'শ ষাটের দশকে তৈরি। স্টার্নে ঝোলানো পতাকাটা ইরানের। এরকম জিনিসপত্র সচরাচর চোখে পড়ে না।

বাইরে থেকে ওরিগনকে দেখে হয়তো পুরাতন বলে চালিয়ে দেয়া যায় কিন্তু মেইন ডেক থেকে দেখলে এটাকে একেবারে রদ্দি মাল বলে রায় দেবে সবাই। ডেকের প্রতিটা মেশিনের কপিকল থেকে শুরু করে শিকলগুলো পর্যন্ত মরিচায় ঢেকে গেছে, এতোই বাজে অবস্থা। সেই তুলনায় ক্রেনগুলোকে বলা চলে কখনো ব্যবহারই করা হয়নি!

এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এমন সব জিনিসে ডেক ঢেকে আছে যেগুলোকে আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। বন্দরের পাইলট হিসেবে কর্মরত এই জীবনে এরকম নোংরা জাহাজ আর চোখে পড়েনি মোরালেসের।

BanglaBook.org

মই বেয়ে ব্রিজে উঠতে লাগল ও। মলিন বাঙ্কহেডস আর হলদে হয়ে আসা পোর্টহোলগুলো পেছনে ফেলে শেষমেশ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার আগে আরো একবার চারপাশ দেখার জন্যে থামল মোরালেস। জাহাজের ভেতরের অবস্থাও তথৈবচ, বাইরের তুলনায় কোনোমতেই ভালো অবস্থা বলা যাবে না। হুইলহাউজ ময়লা হয়ে আছে, সিগারেটের পোড়া মাথা কাউন্টার আর সেগুন কাঠের ডেকের জায়গায় জায়গায় পুড়িয়ে ফেলেছে। মৃত মাছি আর বিভিন্ন পোকা আর টিকটিকির পায়খানা জমে আছে কাঁচের এখানে সেখানে, বোটকা একটা গন্ধও বেরুচ্ছে সেখান থেকে। এমন সময় ক্যাপ্টেনকে দেখতে পেল সে।

বেল্ট উপচে পরা প্রকাণ্ড ভুঁড়িওয়ালা একজন মানুষ সম্ভাষণ জানাল মোরালেসকে। মুখচোখ কাটাদাগে ভর্তি, নাকটা বিশ্রীভাবে ভেঙে বাম গালের দিকে বেঁকে গেছে। চুলগুলো এক ধরনের চর্বিযুক্ত ক্রিমের সাহায্যে খুলির সাথে লেপ্টে রাখা হয়েছে। নোংরা, আঁশটে দাড়ি। ক্যাপ্টেনের শরীর জুড়েই নানান রঙের সমারোহ। তার চোখদুটো টকটকে লাল, দাঁতগুলো বাদামি-হলুদ আর হাতদুটো নীল উল্কিতে ভরা। মাথার পেছন দিকে নাবিকদের একটা নোংরা টুপি বসিয়ে রেখেছে। পরনে আরো নোংরা একটা ঢোলা কভারঅলস। মোরালেস নিশ্চিত লোকটা কয়েক মাস ধরে গোসল করে না। একটা কুকুরও এর সাথে টেকতে পারবে কি-না সন্দেহ।

লোকটা তার একটা ঘর্মাক্ত হাত বাড়িয়ে দিল মোরালসের দিকে। ইংরেজিতেই কথা বলছে।

'আপনাকে দেখে খুশি হলাম। আমি ক্যাপ্টেন জেড স্মিথ।'

'জেসাস মোরালেস, সান্টিয়াগো হার্বার অফিসের পাইলট।'

মোরালেস কেমন অস্বস্তিবোধ করছে। লোকটা আমেরিকান টানে ইংরেজি বলছে। একটা ইরানীয় রেজিস্ট্রিকৃত জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে এটা আশা করা যায় না।

স্মিথ ওর হাতে এক প্যাকেট কাগজ ধরিয়ে দিল, এই যে আমাদের রেজিস্ট্রেশন আর কার্গো ম্যানিফেস্টো।

মোরালেস ডকুমেন্টগুলোর ওপর একবার নজর বোলাল মাত্র, ঘাটের অফিসারেরা আরো কাছ থেকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে ওগুলো। তার একমাত্র দেখার বিষয় হচ্ছে, জাহাজটার বন্দরে প্রবেশ করার অনুমতি আছে কি-না। সেটা দেখে প্যাকেটটা ফেরত দিয়ে বললো, 'তাহলে জাহাজটা ভেড়ানো যাক।'

স্মিথ প্রাচীন একটা কাঠের হালের দিকে একটা হাত নাড়ল, 'জাহাজ এখন আপনার জিম্মায়, সেনর মোরালেস। কোন ঘাটে নোঙর ফেলব আমরা?'

'বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনো ঘাট খালি নেই। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদেরকে বন্দরের মাঝামাঝি নোঙর ফেলে থাকতে হবে।'

'সে তো আরো চারদিনের ব্যাপার। আমাদের শিডিউলে আরো কাজ পড়ে আছে, মাল খালাস করার জন্য আমাদের চারদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।'

BanglaBook.org

মোরালেস শ্রাগ করল, 'এ ব্যাপারে আমার কোনো হাত নেই। তাছাড়া ষাটের জাহাজগুলো অটোমোবাইল আর ফার্ম মেশিনারিজ নামাচ্ছে। কয়েকদিন হয় এগুলোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তাই আপনাদের আগে ওরাই সুযোগ পাবে।'

স্মিথ হাত নাড়তে নাড়তে বললো, 'ঠিক আছে। কি আর করা। মাল খালাস করার জন্যে বসে বসে আঙুল চোষা আর অপেক্ষা করা আমাদের জন্যে নতুন কিছু না।' তারপর বিশ্রী পচা দাঁতগুলো বের করে হাসির মতো করে বললো, 'যাক, এই সুযোগে ডাঙ্গায় নেমে এখানকার কিউবান মেয়েগুলোর সাথে একটু খাতির জমানো যাবে। কি বলেন?'

ব্যাপারটা চিন্তা করতেই মোরালেসের শরীর রি রি করে উঠলো। আর কোনো কথা না বলেই সে জাহাজ নোঙ্গর করায় মনোযোগ দিলো। স্মিথ ইঞ্জিন রুমে চিৎকার করে অর্ধেক স্পিডে চালাতে আদেশ করল। প্রাচীন জাহাজটা আবার চলতে শুরু করতেই মোরালেস ডেক থেকে ইঞ্জিনের কম্পন অনুভব করল। জাহাজটাকে সে সান্টিয়াগো হার্বারের প্রবেশপথের দিকে চালাতে লাগলো।

সমুদ্রের বাইরে থেকে বন্দরের মাঝে প্রবেশ করার নিচু খালটা দেখা যায় না। খালটার ঠিক প্রবেশ পথেই ডান দিকে সমুদ্রসীমার ২০০ মিটার ওপরে মরো ক্যাসেল নামে পরিচিত পুরোনো একটা কলোনিয়াল দুর্গ আছে।

মোরালেস খেয়াল করল, রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে স্মিথ আর ওর কর্মচারীরা আগ্রহ নিয়ে খালের দুপাশে কাটা পরিখাগুলো দেখছে। এগুলো ফিদেল কাস্ট্রোর বানানো। উনার ধারণা হয়েছিলো আমেরিকা কিউবাকে আক্রমণ করবে। তখন পরিখাটা খনন করিয়েছিলেন। দূরবীন দিয়ে সবাই কামান আর বন্দুক বসানো জায়গাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

মোরালেস নিজে নিজেই হাসল। যা দেখতে ইচ্ছে হয় দেখুক। পরিখার বেশিরভাগ অংশই নষ্ট হয়ে গেছে। দুটো মাত্র ছোট দুর্গে সামান্য কিছু সৈন্য থাকে। অবৈধ কোনো জাহাজের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর জন্যে।

মোরালেস বয়ার মাঝ দিয়ে সাবধানে অরিগনকে চালিয়ে নিয়ে এলো। খালটা শেষ হতেই সেটা চওড়া হয়ে বিশাল সান্টিয়াগো বন্দরে রূপ নিলো।

হুইলটাকে অদ্ভুত মনে হচ্ছে মোরালেসের কাছে। যদিও প্রায় সবই ঠিক আছে, তবুও খানিক খুঁত-খুঁতানি রয়েই গেল। কারণ দেখে মনে হচ্ছে এটা জাহাজের চেয়েও পুরনো। ষাটের দশকের জাহাজেও এরচে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হতো। যখনই সে হুইল ঘুরিয়েছে, রাডারটা কাজ করতে খানিক দেরি করেছে। পোর্টে ঘোরানোর আগে সে অল্প কিন্তু দ্রুত কয়েকবার স্টারবোর্ডের দিকে হুইল ঘুরিয়েছে। এবারও ঘটছে ব্যাপারটা, দুই সেকেন্ড বিলম্ব। স্টিয়ারিং যন্ত্রগুলো ঠিক-ঠাকই কাজ করেছে, কিন্তু খানিক পরে পরে। তারমানে ঝামেলাটা এখানে না অন্য কোথাও। দেরি হলেও কাজ ঠিকমতোই হয়। কিন্তু দেরিটা হয় কেনো?

BanglaBook.org

'আপনার হালে কোনো গড়বড় আছে বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ', স্মিথ স্বীকার করল। 'কয়েকদিন ধরেই এটার এই অবস্থা। ভেবেছি এরপর শিপইয়ার্ড আছে এরকম কোনো বন্দরে নামলেই, রাডারের রশিগুলো পালটে ফেলব'।

মোরালেসের বিশ্বাস হচ্ছে না কথাটা। তবে জাহাজ শহরের উপকূলের খোলা অংশে প্রবেশ করছে এখন। তাই ও মন থেকে খুঁত-খুঁতানি ভাবটা দূর করে দিল। জাহাজের রেডিওর মাধ্যমে বন্দরের অফিসারদের কল করে নিজের অবস্থানের কথা জানাল সে। জাহাজটাকে নোঙর করার অনুমতি দিয়েছে ওরা।

মোরালেস নোঙর ফেলার জায়গা নির্দেশ করা বয়াগুলো দেখিয়ে দিল স্মিথকে আর জাহাজকে আরো ধীরগতিতে এগুনোর নির্দেশ দিল। এরপর স্টার্ন ঘোরাতে লাগল, যতক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের মুখ আর ঢেউ এক সমান্তরালে না আসে। সেটা হতেই জাহাজ থামানোর আদেশ দিলো। ওরিগন একটা কানাডিয়ান কন্টেইনার শিপ আর একটা লিবিয়ান অয়েল ট্যাংকারের মাঝে এসে থামল।

'আপনি এখন আপনার নোঙর ফেলতে পারেন', স্মিথকে বলল মোরালেস। মাথা ঝুঁকিয়ে স্মিথ জানাল–সে বুঝতে পেরেছে। মুখের সামনে একটা লাউড স্পিকার ধরে আছে ও।

'নোঙর ফেলো', ক্রুদের নির্দেশ দিল স্মিথ। কয়েক সেকেন্ড পর হসহোলের সাথে চেইনের ঘর্ষণের ঝনঝন শব্দে বোঝা গেলো আদেশপালিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর নোঙরটা পানিতে পড়তেই ছলাৎ একটা শব্দে পানি ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল। চেইন লকার থেকে ছড়িয়ে পড়া ধুলোয় জাহাজের চারপাশের পানি ঘোলাটে হয়ে গেল।

মোরালেস হাতে ধরা হুইল থেকে হাত সরিয়ে স্মিথের দিকে ঘুরল, 'কাগজপত্রগুলো হার্বার অফিসারদের হাতে দেয়ার সময় অবশ্যই পাইলট ফি-টা পরিশোধ করে দিবেন।'

'দেরিই বা করব কেন?' ঘোঁত ঘোঁত করে বললো স্মিথ। তারপর কভারঅলের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক তাড়া ভাঁজপড়া আমেরিকান একশ ডলারের নোট বের করে আনল। পনেরোটা নোট গুনল সে, সামান্য দ্বিধা বোধ করছে। মোরালেসের বিস্মিত অভিব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'হাহ! আচ্ছা ঠিক আছে, সমান সমান দুই হাজার ডলার দিচ্ছি।'

সামান্য দ্বিধা না করেই মোরালেস টাকাটা নিয়ে ওয়ালেটে ঢুকিয়ে রাখল সাথে সাথে।

'আপনার মনটা অনেক বড়, ক্যাপ্টেন স্মিথ। আমি অফিসারদের জানিয়ে দেব যে পাইলট-ফি পুরোটাই দিয়ে দেয়া হয়েছে।'

স্মিথ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করে দিলো তারপর তার বিশাল একটা হাত কিউবানের কাঁধে রেখে বললো, 'এবার মেয়েদের ব্যাপারে আসা যাক, সান্টিয়াগোর কোথায় দেখা পাওয়া যাবে এদের?'

BanglaBook.org

'সাগরের পাশের যে কোনো রেস্তোরাতেই আপনারা সস্তায় ফুর্তি আর মদ দুটোই পাবেন।'

'ঠিক আছে। আমি সবাইকে জানাচ্ছি।'

'গুড বাই, ক্যাপটেন।' মোরালেস বললো কিন্তু হ্যান্ড শেকের জন্যে হাত বাড়াল না। এই জাহাজে উঠার পর থেকেই গা ঘিনঘিন করছে তার। ক্যাপ্টেনের নোংরা হাতে ধরে সেটা আর বাড়াতে চায় না। চারপাশের অবস্থা দেখে মোরালেসের স্বভাবসিদ্ধ কিউবান সৌজন্যবোধ বিদায় নিয়েছে। আর একটা মুহূর্তের জন্যেও সে ওরিগনে থাকতে চায় না। হুইলহাউজ ছেড়ে মই বেয়ে ডেকে নেমে সেখান থেকে অপেক্ষমাণ পাইলটের নৌকায় নামল, জীবনের সবচাইতে নোংরা জাহাজটার দৃশ্য মাথা থেকে সরাতে পারছে না। আর অরিগনের মালিকেরাও এটাই চেয়েছিলো।

মোরালেস যদি আরো কাছ থেকে জাহাজটা পরীক্ষা করে দেখত তাহলে ঠিকই বুঝতে পারত এসবই সাজানো। ওরিগন পানিতে অনেকখানি ডুবে থাকে, এর কারণ হচ্ছে বিশেষভাবে লাগানো ব্যালাস্ট ট্যাংকগুলো। যখন এটা পানি দিয়ে ভরে ফেলা হয় তখন এটা জাহাজটাকে এমনভাবে নিচু করে দেয় যাতে মনে হয় এতে মালপত্র বোঝাই হয়ে আছে। এমনকি ইঞ্জিনের কম্পনও আলাদা মেশিনের সাহায্যে সৃষ্টি করা। ওরিগনের ইঞ্জিন পুরোপুরি শব্দনিরোধী এবং কম্পনহীন।

আর জাহাজজুড়ে থাকা ময়লার আস্তরণের ব্যাপারটা? খুব যত্ন করে রং করে ওরকম বানানো হয়েছে।

★★★

পাইলট তার বোট নিয়ে ওরিগন ছেড়ে চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে স্মিথ সন্তুষ্টচিত্তে ডেকের ওপর বসানো একটা হ্যান্ড রেইলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দেখে মনে হয় না নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এটা। রেইলটা ধরে নিচের দিকে একটা সুইচে চাপ দিল স্মিথ। ডেকের যে চওড়া অংশটায় ও এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল সেটা হঠাৎ করেই নিচু হতে শুরু করল এবার। কম্পিউটার, অটোমেটিক কন্ট্রোল আর বড় বড় কিছু কনসোলে ভরা বিভিন্ন যোগাযোগ যন্ত্র আর অস্ত্রপাতিতে সজ্জিত বিশাল আলোকোজ্জ্বল একটা রুমে পৌছার পর সেটা থামল। কমান্ড সেন্টারের ডেক দামি পুরু কার্পেটে মোড়া, বিদেশি কাঠের প্যানেল করা দেয়াল। আর আসবাবপত্রগুলো দেখে মনে হয় এগুলো যেন সরাসরি কোনো ডিজাইনারের শোরুম থেকে এসেছে। এটাই ওরিগনের আসল কন্ট্রোল রুম। অরিগনের হৃদপিণ্ড।

ছয়জন মানুষ, তার মাঝে চারজন পুরুষ দুজন মহিলা; শর্টস, ফুল গোঁজা শার্ট বা সাদা ব্লাউজ পরনে তাদের। সবাই বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সামনে ব্যস্ত হয়ে আছে। একজন মহিলা সান্টিয়াগো উপকূলের দিকে তাক করা টিভি মনিটরগুলোর দিকে

BanglaBook.org

তাকিয়ে আছে। আরেকজন লোক ক্যামেরা জুম করে বন্দরের পাইলটের ওপর নজর রাখছে। এদের কেউ পেটমোটা ক্যাপ্টেনের দিকে এক নজর তাকালোও না। শুধু খাকি শর্টস আর সবুজ গলফ শার্ট পরা একজন লোক তার দিকে এগিয়ে এল।

'পাইলটের সাথে সব ঠিকঠাকভাবে শেষ হয়েছে তো?' জাহাজের কর্পোরেট প্রেসিডেন্ট ম্যাক্স হেনলে তাকে জিজ্ঞেস করল। জাহাজের ইঞ্জিনসহ সমস্ত যন্ত্রপাতি পরিচালনা করে সে।

'পাইলট হুইলের দেরির ব্যাপারটা খেয়াল করেছে।'

হেনলে হাসল, 'যদি ব্যাটা জানতো যে, সে একটা অকেজো হুইল ঘুরিয়েছে! তবুও জিনিসটা ঠিকঠাক করতে হবে। তুমি তার সাথে স্প্যানিশে কথা বলেছ?'

স্মিথ হাসল, 'না, বলেছি চোস্ত আমেরিকান ইংরেজিতে। ওর ভাষায় কথা বলতে পারি এটা ঐ ব্যাটাকে জানানোর দরকার কী? এক্ষেত্রে আমরা নোঙর করার পর সে যদি রেডিওতে কোনো চালাকি করত তাহলে সেটা আমি ধরতে পারতাম সহজেই।' স্মিথ তার কভারঅলের নোংরা একটা হাতা উঁচিয়ে অসংখ্য দাগে ভর্তি টাইম্যাক্স ঘড়িটা বের করে সময় দেখলো, 'সন্ধ্যা নামার আর আধাঘণ্টা বাকি আছে মাত্র।'

'মুন পুলের যন্ত্রপাতি সব রেডি।'

'আর ল্যান্ডিং ক্রুরা?'

'প্রস্তুত।'

'আমি চট করে এসব নোংরা কাপড় ছেড়ে ভালো কিছু পরে আসি।' বলতে বলতে হলওয়ে ধরে পা বাড়ালো ক্যাব্রিলো। যাচ্ছে নিজের কেবিনের দিকে। হলওয়েটা আধুনিক শিল্পীদের আঁকা চিত্রকর্মে ভরা।

ক্রু কেবিনটা দুটো কার্গো হোল্ডের মাঝে লুকানো। ফাইভ স্টার হোটেলের যেকোনো রুমকেই টেক্কা দিতে পারবে অনায়াসে। ওরিগনে অফিসার আর ক্রুদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। তারা সবাই শিক্ষিত, নিজ নিজ ক্ষেত্রে দারুণ দক্ষ, সবাই একসময় কোনো না কোনো সশস্ত্র বাহিনীতে ছিলো। জাহাজটার মালিক এর স্টাফরাই। এখানকার সবাই-ই এটার শেয়ার হোল্ডার। কারোরই আলাদা কোনো পদমর্যাদা নেই। তবে কাজের স্বার্থে পদবি আছে। ক্যাব্রিলো চেয়ারম্যান, হেনলে প্রেসিডেন্ট, বাকি সবারও কোনো না কোনো পদবি আছে। এরা সবাই ভাড়াটে সৈন্য বলা যায়। টাকা পেলে যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা দেশের হয়ে বিপজ্জনক সব চোরাগোপ্তা হামলার ক্ষেত্রে এদের চেয়ে দক্ষ কেউ নেই।

★★★

বিশ মিনিট আগে রুম ছেড়ে যাওয়া মানুষটার সাথে কেবল প্রবেশ করা মানুষটার মাঝে কোনো মিলই খুঁজে পাবে না কেউ। তৈলাক্ত চুল, অপরিচ্ছন্ন দাড়ি, নোংরা

Banglabook.org

কভারঅল আর দুর্গন্ধ পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। টাইম্যাক্সটাও বদলে গিয়েছে, এখন সেখানে শোভাবর্ধন করছে একটা স্টেইনলেস কনকর্ড ঘড়ি। সেই সাথে একশো পাউন্ডের মতো ওজনও যেন কমে গিয়েছে।

হুয়ান রড্রিগেজ ক্যাব্রিলো আবার নিজের পরিচয়ে ফিরে এসেছে। চল্লিশ বছর বয়স্ক লম্বা একজন মানুষ। রুক্ষ সুন্দর দেখতে, ছোট ছোট নীল দুটো চোখ। ক্রু-কাটে ছাঁটা সোনালি চুল তার, ওয়েস্টার্ন কাউবয়দের মতো গোফও রেখেছে আবার ঠোঁটের ওপর।

দ্রুত করিডোর ধরে দূরের একটা দরজার কাছে চলে গেল ও। কন্ট্রোল রুমের দরজা সেটা। জাহাজের মাঝখানে একটা গুহামতো জায়গায় বসানো রুমটা। মুন পুলটা প্রায় তিনটা ডেকের সমান উঁচু। ওরিগনের সমস্ত আন্ডারওয়াটার যন্ত্রপাতি সেখানে জড়ো করে রাখা হয়েছে-ডাইভিং গিয়ারস, সাবমারসিবলস-এগুলোর কয়েকটার ভেতর মানুষও আছে, আন্ডারওয়াটার ইলেক্ট্রনিক সেন্সর, একজোড়া ইউ এস সাবমেরিনের স্টেট অভ দ্য আর্ট এর সমতুল্য আন্ডারওয়াটার ক্র্যাফট সাবমেরিন। এর মাঝে একটা হলো পঁয়ষট্টি ফুট লম্বা নোমাদ ১০০০ এবং আরেকটা বত্রিশ ফুট লম্বা ডিস্কোভারি ১০০০। পাটাতনের নিচের দিকে একটা দরজা খুলে গেল আর পানি ঢোকা আরম্ভ হলো। ভেতরের বাইরের পানির স্তর সমান হওয়ায় পানি ঢোকা থামলো।

বাইরের থেকে যেরকম দেখায় জাহাজটা আসলে সেরকম নয়। বাইরের দিকটা আর ডেকের এমন অবস্থা করে রাখা হয়েছে যেন এগুলো দেখে মনে হয় যে খুব ময়লা। হুইলহাউজ আর ওটার নিচে অফিসার এবং ক্রুদের অব্যবহৃত কোয়ার্টারও অগোছালো অবস্থাতে রেখে দেয়া হয়েছে পোর্ট অফিসার আর হার্বার পাইলটদের সন্দেহ এড়ানোর জন্য।

ক্যাব্রিলো আন্ডারওয়াটার অপারেশন রুমে ঢুকে একটা বিশাল টেবিলের সামনে গিয়ে থামলো। সান্টিয়াগোর সমস্ত রাস্তাঘাটের ত্রি-মাত্রিক হলোগ্রাফিক চিত্র দেখা যাচ্ছে এখানে। ওরিগনের সিকিউরিটি এবং সার্ভেইল্যান্স বিশেষজ্ঞ লিন্ডা রস টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কিউবান আর্মির ইউনিফর্ম পরিহিত একদল লোককে কি সব বোঝাচ্ছে। লিন্ডা রস আগে নৌ-বাহিনীর লেফটেনেন্ট কমান্ডার ছিল, সেখান থেকে ক্যাব্রিলো তাকে মিষ্টি কথায় ভুজিয়ে ভাজিয়ে রিজাইন করিয়ে ওরিগনে এনে ঢুকিয়েছে। ওয়াশিংটনে চার বছর নেভি ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে কাজ করেছে সে। তার আগে নেভির একটা স্যাটেলাইট গাইডেড মিসাইল ক্রুজারে ইন্টেলিজেন্স অফিসার হিসেবে কাজ করেছে।

লিন্ডা পাশ ফিরে ক্যাব্রিলোর দিকে তাকাল। কথার মাঝে কোনোরকম বাধা না দিয়ে ক্যাব্রিলো পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ। ঠিক মাথা ঘুরিয়ে দেয়া সুন্দরী বলা যাবে না, তবে লিন্ডা একজন আকর্ষণীয়া মহিলা। যে কোনো পুরুষই ওর সৌন্দর্যের প্রশংসা করবে। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা আর ১৩০ পাউন্ডের মতো ওজন। নিয়মিত শরীর চর্চার মাধ্যমে শরীরের আকর্ষণ

BanglaBook.org

পুরোটাই ধরে রেখেছে। তাই হেয়ার স্টাইল বা মেকাপের পেছনে সময় দেয়া লাগে না। মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান মহিলা লিন্ডা। ওরিগনের সবাই-ই ওকে ব্যাপক পছন্দ করে।

পাঁচজন পুরুষ এবং একজন মহিলা সান্টিয়াগো শহরের ত্রি-মাত্রিক মডেলটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মনোযোগ দিয়ে লিন্ডার শেষ মুহূর্তের নির্দেশনাগুলো শুনছে। লিন্ডার হাতে একটা ছোট ধাতব দণ্ড। ওটার শেষ মাথায় একটা লাইট লাগানো। এটা দিয়েই বিভিন্ন জিনিস দেখাচ্ছে।

'সান্তা উরসুলার দুর্গ। স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধের সময় বানানো হয়েছিল এটা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এটাকে গুদাম হিসেবে কাজে লাগানো শুরু হয়। তারপর ক্যাস্ট্রো ক্ষমতায় বসার পর এটাকে একটা কারাগারে রূপান্তর করা হয়।'

'কারাগার থেকে ঠিক কত দূরে নামব আমরা?' ওরিগনের এস্কেপ মাস্টার এবং স্থল অভিযানের পরিচালক এডি সেং প্রশ্ন করল।

'এক মাইলের দুশো গজ কম', লিন্ডা জবাব দিল।

সেং চিন্তিত মুখে ওর হাতদুটো বুকের ওপর ভাঁজ করে দাঁড়ালো, 'ইউনিফর্ম পরে কারাগারে ঢোকার সময় হয়তো কেউ টের পাবে না কিন্তু যদি গোলাগুলি হয় তাহলে প্রায় মাইলখানেক আঠারো জন বন্দীকে নিয়ে ঠিকভাবে ফিরতে পারবো কি-না বলতে পারছি না।'

'লোকগুলোর যে অবস্থা তাতে কিন্তু আসলেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে ব্যাপারটা', ওরিগনের মেডিকাল অফিসার জুলিয়া হ্যাক্সলে বলল। সেও যাচ্ছে দলটার সাথে। বন্দীদের শুশ্রূষার জন্যে। বিশাল বক্ষা ছোটখাটো একজন মহিলা সে, কুস্তি লড়ার জন্য উপযুক্ত ফিগার। এর আগে চার বছর সান্টিয়াগো নাভাল বেসে চিফ মেডিকাল অফিসার হিসেবে কাজ করে এসেছে। সবাই সেখানে তাকে যথেষ্ট সম্মান করত।

'শহরে আমাদের এজেন্ট বিশ মিনিট আগেই একটা ট্রাক চুরি করে রেখেছে। ট্রাকটা হোটেলে খাবার সাপ্লাইয়ের কাজে লাগে। তোমরা যেখানে নামবে তার পাশেই শ্রমিকদের হাজিরা নেয়ার একটা ঘর আছে। সেটার এক ব্লক দূরে ট্রাকটা ড্রাইভারসহ অপেক্ষা করবে। সে-ই তোমাদের কারাগারে নিয়ে যাবে। কাজ শেষে আবার তোমাদেরকে জায়গামতো ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এরপরে সে ট্রাকটা কোনো একটা খাদে ফেলে দিয়ে বাইসাইকেলে করে বাড়ি ফিরবে।'

'নাম কী ড্রাইভারের? কোনো পাসওয়ার্ড বলতে হবে নাকি আবার?'

'পাসওয়ার্ড হচ্ছে *ডস*', লিন্ডা স্মিত হাসল।

সেং কেমন সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো, 'দুই? এতটুকুই?'

'হ্যাঁ, জবাবে সে বলবে *উনো*, এক।'

'ঠিক আছে, মনে রাখতে সুবিধা হবে।' এটাই সহজ।

BanglaBook.org

লিন্ডা হাতের রিমোটে একটা সুইচ টিপল। শহরের ত্রিমাত্রিক মডেল মুছে সেখানে ফুটে উঠল সান্তা উরসুলা কারাগার। ভেতরের কামরা, প্রিজন সেল আর রাস্তাসহ সব।

‘আমাদের সোর্স জানিয়েছে পুরো কারাগারে মাত্র দশজন গার্ড আছে। দিনের বেলায় ছয়জন, দুইজন সন্ধ্যায়, আর দুইজন মাঝরাত থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত পাহারা দেয়। গেটে যে দুজন থাকবে তাদের সামলাতে কোনো সমস্যা হবে না তোমাদের। ওরা ভাববে তোমরা কোনো মিলিটারি ইউনিট, বন্দীদেরকে অন্য কোনো সুরক্ষিত কারাগারে নিয়ে যেতে এসেছ। তোমরা দশটার দিকে ভেতরে ঢুকবে। পাহারায় থাকা দুই গার্ডের ব্যবস্থা করে বন্দীদেরকে নিয়ে সাবমেরিনে চড়ে ১১টার মাঝেই ফিরে আসতে হবে। সামান্য দেরি হলেও এখান থেকে পালানো সমস্যা হয়ে যাবে।’

‘কেন?’ সেং এর টিমের একজন প্রশ্ন তুলল।

‘খবর পেয়েছি প্রতি রাত বারোটায় এখানকার নিরাপত্তা কর্মীরা নাকি চেক করতে আসে। আমাদেরকে তার আগেই এখান থেকে ফিরতে হবে।’

‘মাঝরাতের পর অভিযানটা চালালে সমস্যা কোথায়? তখন প্রায় পুরো শহরই ঘুমে বিভোর থাকবে। রাত দশটায় তো সাধারণ মানুষে আশপাশ গিজগিজ করবে’, ল্যান্ডিং ফোর্সের একজন সদস্য জিজ্ঞেস করল।

‘ভোরের আগে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করলে যে কেউই সন্দেহ করবে। এ সময়ে করবে না। আর বাকি আটজন গার্ডও ভোরের আগ পর্যন্ত শহরের বাইরে বারগুলোতে সময় কাটায়।’ লিন্ডা বললো।

‘এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?’ সেং জিজ্ঞেস করল।

লিন্ডা মাথা ঝাঁকালো, ‘শহরে আমাদের এজেন্ট দুই সপ্তাহ ধরে তাদের পেছনে ঘড়ি ধরে নজরদারি করছে।’

ক্যাব্রিলো বলল, ‘বন্দীদের মুক্ত করে এখানে নিয়ে আসাটা খুব কঠিন হবে না। খালি মারফির ল’ কাজ না করা শুরু করলেই হয়। ঝামেলা হবে তোমরা ফিরে আসার পর এই বন্দর ছেড়ে পালানোর সময়। যে মাত্রই ক্যাস্ট্রোর হার্বার সিকিউরিটি ফোর্স টের পাবে যে আমরা নোঙর তুলে পেছনের খাল দিয়ে খোলা সাগরের দিকে রওনা দিয়েছি, তখনই ওরা ধরে ফেলবে যে ডালমে কুছ কালা হ্যায়। আযাব শুরু হতে আর দেরি হবে না।”

লিন্ডা ক্যাব্রিলোর দিকে তাকিয়ে বললো, ‘ওদেরকে ঠেকানোর মতো অস্ত্রশস্ত্র আমাদের আছে।’

‘তা ঠিক’, ক্যাব্রিলো স্বীকার করল। ‘কিন্তু প্রথমেই তো আর আমরা আক্রমণ করতে পারি না। তবে ওরা যদি আমাদের ওপর আক্রমণ করেই বসে তখন সেটা প্রতিহত করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ই থাকবে না।’

‘আচ্ছা একটা কথা জানা হয়নি। আমরা আসলে কাদেরকে বের করে আনছি জেল থেকে? এরা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কেউ, নইলে তো আমাদের সাথে যোগাযোগ করার কথা না।’ সেং প্রশ্ন করলো।

BanglaBook.org

ক্যাব্রিলো ওর দিকে তাকাল, 'সফলভাবে এখানে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত সেটা বলা যাবে না। এদের মধ্যে কেউ কিউবান ডাক্তার, কেউ ব্যবসায়ী বা সাংবাদিক। তবে সবাই ক্যাস্ট্রো সরকারের বিরোধী। এরা প্রত্যেকেই সমাজের খুব সম্মানিত মানুষ। মুক্ত অবস্থায় এরা কতটা বিপজ্জনক সেটা ক্যাস্ট্রো জানে। এরা যদি মায়ামির কিউবান কমিউনিটির কাছে পৌঁছুতে পারে তাহলে সেখান থেকেই একটা বিপ্লবের সূচনা করতে পারবে।'

'কত পাচ্ছি আমরা?'

'দশ মিলিয়ন ডলার পাব। যদি তাদেরকে সশরীরে আমেরিকার মাটিতে পৌঁছে দিতে পারি।'

সেং-সহ টেবিলের আশেপাশের সবার মুখেই হাসি ফুটে উঠল। সেং বলল, 'তাহলে তো সবার ট্যাকেই কিছু না কিছু মালপাতি পড়বে!'

'লাভও হয় আবার ভালো কাজও হয়, এসব কাজ করাই আমাদের মূলনীতি।' আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বলল ক্যাব্রিলো।

★★★

ঠিক কাটায় কাটায় আটটা ত্রিশ মিনিটে সেং এবং তার ছোট ফোর্সটা দুজন ক্রুসহ নোমাদ ১০০০-তে চড়ে বসলো। ক্রু দুজন সাবমেরিনটা চালাবে আর অপারেশন চলাকালীন সময়ে পাহারা দেবে। এটাকে দেখে সাবমেরিনের চাইতে বরং কোনো বিলাসবহুল প্রমোদতরীর মতো লাগে। ডিজেল ইঞ্জিনে চালিত হওয়ায় এটা পানির ওপরে দারুণ গতিতে ছুটতে পারে। তবে পানির নিচে এটা ব্যাটারিতে চলে। পানির এক হাজার ফুট নিচেও এটা ১২ নট গতিতে ছুটতে পারে। ভেতরে বারোজন মানুষ আরামে বসার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ক্যাব্রিলো নানান কারিগরি ফলিয়ে এর তিনগুণ বেশি মানুষও আটানোর ব্যবস্থা করেছে।

মুন পুলের মাঝামাঝি বিশাল একটা ক্রেনের সাহায্যে সাবমেরিনটা ঝোলানো। ক্রেনের অপারেটর কন্ট্রোল রুমের দিকে তাকাতেই ক্যাব্রিলো ওটা নামানোর নির্দেশ দিলো। আস্তে আস্তে বিশাল জলযানটা কালো পানিতে নেমে গেলো। স্থির হওয়ার পর ডাইভারেরা ক্রেনটা ছাড়িয়ে নিল আর সেটা ওপরে উঠে গেলো।

'রেডিও চেক, তোমরা কী আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' সেং বলল।

'হ্যাঁ, তুমি যেন পাশেই বসে আছো।' লিন্ডা রস আশ্বস্ত করল তাকে।

'এখন আমরা রওনা দিতে পারি?'

'কোনো জাহাজ নেই আশেপাশে, শুধু তিনটা মাছ ধরা নৌকা সাগরের দিকে যাচ্ছে। ওগুলোর তলা আর প্রপেলারগুলো এড়াতে কমপক্ষে তিরিশ ফুট নিচ দিয়ে যেতে হবে তোমাদের।'

'কফি রেডি রেখো', বলল সেং।

'যাত্রা শুভ হোক', টিপ্পনী কাটল ক্যাব্রিলো।

BanglaBook.org

'তোমার জন্য বলা সহজই', জবাব দিলো সেং।

কয়েক মুহূর্ত পর নোমাদের ভেতরে আলো জ্বলে উঠল, সাগরের অথৈ জলরাশিতে ডুব মারল ওটা।

★★★

সাবমেরিনের পাইলট গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সাহায্যে সাবমেরিনের দিক ঠিক রাখছে। আর লেজার মনিটরিং সিস্টেমের সাহায্য নিয়ে দুটো কন্টেইনার শিপের ফাঁক গলে বেরিয়ে এলো। ওগুলো ঘাটে মাল নামাচ্ছে। আরো খানিকটা এগিয়ে আড়ালে এসে পানির ওপর ভেসে উঠল ওটা। তারপর একটা লেসার ক্যামেরা ব্যবহার করে ঘাটের কাছাকাছি চলে এলো।

'ভাসমান ঘাটটা দেখা যাচ্ছে', চিফ পাইলট জানাল।

কোনো ভারী অস্ত্রশস্ত্র বা সার্ভাইভাল গিয়ার আনেনি ওরা। যা এনেছে তারও বেশিরভাগই লুকিয়ে রেখেছে। শহরের মানুষ যাতে ওদেরকে দেখে ভয় না পায় সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। শুধু ওদের ইউনিফর্মটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিলো। দলের প্রত্যেকেই স্পেশাল ফোর্সে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাই সবসময়েই কঠিন নিয়ম মেনে অভ্যস্থ, অযথা মারপিট তাদের ধাতে নেই। যখন একেবারেই নাচার, জীবন বাঁচানোর জন্যই এটা করতে হয় ওদের। সেং নিজেও একটা মেরিন টিমে কাজ করেছে আগে, এখন পর্যন্ত তার দলের কেউ মারা যায়নি।

নোমাদটা ভাসমান ঘাটটার সাথে মৃদু ধাক্কা খাওয়ার সাথে সাথেই সেং আর তার লোকেরা সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে আসল। সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যন্ত্রপাতি রাখার ছোট ঘরটার দিকে রওনা দিল। দরজাটা সামান্য চেষ্টাতেই খুলে গেলো। সেং মাথা ঢুকিয়ে কেউ আছে কি-না চেক করলো, তারপর নীরবে সবাইকে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিল।

★★★

যেসব জাহাজ মালপত্র নামাচ্ছে ওগুলোর আর ক্রেনের মাথার ওপরের আলোয় ঘাটের ওপরে দিনের মতো আলো। সৌভাগ্যবশত বের হওয়ার দরজাটা পেছনের দিকে, ওরা তাই অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারপর দুজন দুজন করে ঘাটের শেষ মাথায় গোলাঘরটার কাছে চলে আসল।

সেং-এর ঘড়িতে ৯:৩৬ বাজে, কারাগারের সামনের গেটে পৌছানোর আরো ২৪ মিনিট সময় আছে। নয় মিনিট পর ওরা ট্রাকটা খুঁজে পেল। গোলাঘরটার পাশে একটা কম পাওয়ারের লাইটের নিচে পার্ক করা। সেং চিনতে পারল, এটা একটা ১৯৫১ ফোর্ড ডেলিভারি ভ্যান। দেখেই মনে হয় বছরখানেক আগেই এটা বিশ লাখ মাইল পার করে ফেলেছে। আলো

BanglaBook.org

আঁধারিতেই চোদ্দ ফুট কার্গো বডির এক পাশে স্প্যানিশে লাল কালিতে লেখাটা পড়া গেলো, গঞ্জালেস ফুড পার্ভেয়রস। ভেতরে ড্রাইভারের ধরানো সিগারেটের আগুন দেখা যাচ্ছে শুধু।

সেং খোলা জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হাতে স্বয়ংক্রিয় রুগার পি-নাইন্টি সেভেন পয়েন্ট ফোরটি ফাইভ ক্যালিবার। তারপর শান্তস্বরে বলল, *'ডস।'*

ট্রাকের ড্রাইভার নন-ফিল্টারড সিগারেটের আরো খানিক ধোঁয়ার মেঘ ছেড়ে জবাব দিল, *'উনো।'*

'পেছনে গিয়ে বসো সবাই, আমি সামনে বসব।' সেং তার টিমকে নির্দেশ দিয়ে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কেউ কোনো কথা বলল না। ঘাট ছেড়ে শহরের রাস্তায় পড়ার সময় জরাজীর্ণ গিয়ারে কড়কড় শব্দ তুলল। রাস্তার ধারের সবকটি লাইট নষ্ট। সম্ভবত কোনোদিন বদলানো হয়নি। কিছুদূর পরেই ট্রাকটা একটা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। রাস্তাটা ঢালু হয়ে সান জুয়ান পাহাড়ের দিকে উঠে গিয়েছে।

সান্টিয়াগো কিউবার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। সতেরো দশকের সময় দ্বীপটার রাজধানী ছিল। এখন ওরিএন্তে প্রদেশের অন্তর্গত। পাহাড়, কফি আর আখ ক্ষেতে ঘিরে থাকা এই শহরটা অসংখ্য গলি, উপ-গলি, ছোট ছোট প্লাজা আর ঝুলন্ত ব্যালকনিওয়ালা স্প্যানিশ আমলের বিভিন্ন দালানের একটা গোলক ধাঁধা।

সেং চুপচাপ রাস্তার ধারটা মনোযোগ দিয়ে দেখছে আর পোর্টেবল জিপিএসের সাহায্যে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ড্রাইভার ওদেরকে ঠিক পথেই নিয়ে যাচ্ছে কি-না। রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখা অর্ধ শতাব্দী আগের গাড়িগুলোর কথা বাদ দিলে, বেশিরভাগ রাস্তাই গাড়িশূন্য। ডিনার শেষে হাঁটতে বের হওয়া মানুষে ভরে আছে ফুটপাতগুলো। কেউ কেউ আবার বারে বসে আছে, সেখান থেকে উচ্চ আওয়াজে বাজনা ভেসে আসছে। বেশিরভাগ দোকানপাট আর অ্যাপার্টমেন্টের রঙ ম্লান হয়ে গিয়েছে, পলেস্তারা খসে গিয়েছে জায়গায় জায়গায়। নর্দমাগুলো পরিষ্কারই আছে, কিন্তু জানালাগুলো দেখলে মনে হয় না জানি কতদিন ঝাড়ুর দেখা পায় না! বেশিরভাগ মানুষকেই খুশি খুশি দেখাচ্ছে। অনেকেই হাসছে, কেউ কেউ আবার হঠাৎ গলা ছেড়ে গানও গেয়ে উঠছে। শহরের কেন্দ্রস্থল ছেড়ে নীরবে চলে যাওয়ার সময়ও কেউ ট্রাকটার দিকে একবার দেখে দুইবার তাকাল না।

সেং ইউনিফর্ম পরা কিছু মানুষকে দেখতে পেল। কিন্তু ওদের দেখে মনে হচ্ছে বিদেশি অনুপ্রবেশের চাইতে বরং মেয়েদের সাথে কথা বলার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহ। ড্রাইভার আরো একটা বাজে গন্ধওয়ালা সিগারেট ধরাল। সেং ধূমপান করে না। ও দরজার দিকে ঝুঁকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল, বিরক্তিতে নাক কুঁচকে রেখেছে।

দশ মিনিট পর ট্রাকটা দুর্গ কারাগারের সামনে এসে পৌছাল। ড্রাইভার সেটা ছাড়িয়ে আরো পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গাড়ি থামালো।



BanglaBook.org

'আমি এখানে অপেক্ষা করব', প্রায় শুদ্ধ ইংরেজিতে বলল ড্রাইভার। ঘাট থেকে এতদূর আসা পর্যন্ত এই প্রথম কোনো কথা বলল ড্রাইভার।

সেং বুঝতে পারল কারণটা, 'শিক্ষক না ডাক্তার?'

'আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়াই।'

'থ্যাংক ইউ।'

'বেশি দেরি করবেন না। মাঝরাত পর্যন্ত এখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখলে লোকজনের সন্দেহ হবে।'

'আমরা তার আগেই বেরিয়ে আসব', সেং আশ্বস্ত করলো তাকে।

সেং ট্রাক থেকে নেমে রাস্তার ওপর নিচ দুই দিকেই সাবধানী দৃষ্টি চালাল। সব ফাঁকা। তারপর পেছনে গিয়ে দরজায় নক করলো। দরজা খুলে বাকি সবাই নুড়িবিছানো রাস্তায় নেমে আসল। তারপর একসাথে একটা ইউনিটের মতো মার্চ করে কারাগারের সামনের গেটের দিকে এগিয়ে গেল। বেল টিপল সেং। গেটের পেছনের গার্ড অফিস থেকে শব্দ শোনা গেলো। কয়েক মিনিট পরে একজন বিস্মিত গার্ড উদয় হল গেটে, চোখ-মুখ রগড়াচ্ছে। পাহারা বাদ দিয়ে ঘুমাচ্ছিল নিশ্চয়ই। অনধিকার প্রবেশকারী ভেবে ভাগতে বলতে গিয়েও সেং-এর ইউনিফর্মের কর্ণেলের চিহ্নটার দিকে চোখ যেতেই শশব্যস্ত হয়ে দরজা খুল দিয়ে খটাশ করে স্যালুট ঠুকে জিজ্ঞেস করল, 'এত রাতে দুর্গে কী জন্য এসেছেন, স্যার?'

'কর্ণেল অ্যান্টোনিও ইয়ারায়ো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে এখানকার একজন বন্দীকে জিজ্ঞেসাবাদ করার জন্য। নতুন একটা তদন্তে আমেরিকার একটা স্পাই অপারেশনের কথা জানা গিয়েছে। আমাদের ধারণা তাদের কাছে এমন কিছু তথ্য আছে যেগুলো কাজে লাগতে পারে।'

'মাফ করবেন, স্যার। কিন্তু আমাকে যে একটু কাগজপত্রগুলো দেখাতে হবে।'

'আপনার সেটাই করা উচিত, সার্জেন্ট।' বলল সেং। তারপর গার্ডের হাতে একটা এনভেলাপ ধরিয়ে দিল। 'ডিউটিতে আর কোনো গার্ড নেই কেন?'

'আছে, আরো একজন গার্ড প্রিজনার সেলগুলোর ওদিকে পাহারা দিচ্ছে।'

'হুম। খামাখা এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো কারণ দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে আপনাদের অফিস কোয়ার্টারে নিয়ে চলুন।'

গার্ড সাথে সাথেই তাকে মাত্র একটা ডেস্ক আর দুটো চেয়ারওয়ালা একটা শ্রীহীন অফিস রুমে নিয়ে এল। দেয়ালে ক্যাস্ট্রোর যুবক বয়সের একটা ছবি টাঙানো।

'এখানে দায়িত্বে থাকা অফিসারের নাম কী?' সেং জানতে চাইল।

'ক্যাপটেন হুয়ান লোপেজ।'

'সে এখন কোথায়?'

'শহরে। তার প্রেমিকার বাড়িতে। আগামীকাল সকাল নয়টার দিকে ফিরবে।'

BanglaBook.org

'আহাহা! কতই না করিৎকর্মা লোকটা!' সেং বিরক্ত হয়েছে যেন। 'আচ্ছা, আপনার নামটা যেন কী?'

'লেফটেনেন্ট গ্যাব্রিয়েল সাঞ্চেজ, স্যার।'

'আর সেলের দায়িত্বে থাকা গার্ডের নাম?'

'সার্জেন্ট ইগনেজ ম্যাক্কো।'

'তাড়াতাড়ি কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখো, কাজ শুরু করতে হবে।'

গার্ড ডেস্কে বসে এনভেলপ থেকে কয়েকটা কাগজ বের করল। এই ফাঁকে সেং পেছনে চলে এসে পকেট থেকে একটা ছোট পিস্তল বের করল। ওদিকে এনভেলপ থেকে বের হয়েছে দুটো কমিকস-এর বই। সাঞ্চেজ তা দেখে বলতে গেলো, 'কর্ণেল, আমিতো কিছুই বুঝ...'

ট্রাংকুলাইজার ভর্তি ছোট তীরটা ওকে থামিয়ে দিলো। অজ্ঞান হয়ে টেবিলে গড়িয়ে পড়ার আগে সাঞ্চেজ অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেং-এর দিকে।

সেং বাকিদের দিকে এক রোল ডাক্ট টেপ ছুড়ে দিল। প্রত্যেকটা পদক্ষেপই এত ভালোভাবে রিহার্সেল করা হয়েছে এতদিন যে তাকে আর মুখ ফুটে নির্দেশ দিতে হল না। দুজন লোক টেপ দিয়ে সংজ্ঞাহীন গার্ডকে বেঁধে ফেলল। তার পকেট খুঁজে একটা কিম্ভূ গোল চাবি খুঁজে পাওয়া গেল। তারপর লোকটাকে একটা ক্লোজেটের ভেতরে ভরে দিল। আরেকজন সিকিউরিটি অ্যালার্ম আর বাইরে যোগাযোগের মাধ্যমগুলো অকেজো করার দিকে মন দিলো।

রুমটা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সুড়ঙ্গ পথে নামার সময় প্রতিটা ধাপই সেং-এর চেনা মনে হলো। হলোগ্রাফিক নকশাটার সবকিছুই মাথায় ঢুকে রেখেছে ও।

সেরকম কোনো তাড়া নেই, তবুও সময় অপচয় করতে চায়না ওরা। সেং এখন বুঝতে পারছে কেন মাত্র দুজন মানুষ পুরো কারাগারটার গার্ডের দায়িত্বে আছে। দেয়ালগুলো অসম্ভব পুরু আর সুড়ঙ্গের ভেতরের সেলগুলোতে ঢোকা এবং বের হওয়ার জন্য একটাই মাত্র পথ, সেটাও রাস্তার চাইতে বহু নিচুতে অবস্থিত। ওরিগন টিম যেই রাস্তা ধরে এসেছে বন্দীদের পালানোর জন্য এটাই একমাত্র রাস্তা। একটা দড়িতে বাঁধা বাল্বলাইট প্যাসেজওয়ে উজ্জ্বল করে রেখেছে। ছাদ অনেক উঁচুতে, কিন্তু দুই দেয়ালের মাঝের জায়গাটুকু একেবারেই সরু। সিঁড়ি শেষমেশ ব্যাংকের ভল্টের মতো মোটা, প্রকাণ্ড একটা স্টিলের দরজার কাছে এসে শেষ হল সুড়ঙ্গটা। একটা টিভি ক্যামেরা তাকিয়ে আছে সেং আর ওর লোকদের দিকে। এটাই সবচেয়ে কঠিন অংশ–মনে মনে ভাবল সেং। পকেট থেকে চাবিটা বের করে স্টিল লকে প্রবেশ করাল সেটা। সেং মনে মনে প্রার্থনা করা শুরু করে দিয়েছে, চাবিতেই যেন কাজ সারা হয়ে যায়। কোনো কোড ফোড চেয়ে না বসে!

BanglaBook.org

ওর সন্দেহই সত্য প্রমাণিত হল। সে চাবিটা ধরে একটা মোচড় দিতেই দরজার ওপাশে তীক্ষ্ণ একটা হুইসেল শোনা গেল। এক মিনিট পরে কাছের একটা লাউড স্পিকার থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'ওখানে কে?'

'কর্ণেল অ্যান্টোনিও ইয়ারায়ো, স্টেট সিকিউরিটি। একটা ইন্টারোগেশন টিম নিয়ে এসেছি, বন্দীদের কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে হবে।'

খানিক নীরবতা। সেং অবশ্য কোনো উত্তরের আশাও করেনি। আবার বললো, 'খুলে দিন, আমার সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে। লেফটেনেন্ট সাঞ্চেজ আমাদের সঙ্গে আসত, কিন্তু সে নাকি কোনোভাবেই সামনের গেট ফাঁকা রেখে এখানে আসতে পারবে না। আপনি তো সার্জেন্ট ইগনেজ ম্যাক্কো, তাই না?' সেং হাতের এনভেলপটা তুলে ধরল। 'আপনি কিছু জানতে চাইলে বলতে পারেন। আমার কাছে সব কাগজপত্র আছে।'

'কিন্তু স্যার, সকাল আটটার আগে দরজা খোলা হলে ফোর্ট ক্যানোভারে স্টেট সিকিউরিটি অফিসে অ্যালার্ম বেজে উঠবে।' আগের চেয়ে নরম গলায় বলল ম্যাক্কো।

'আমি লেফটেনেন্ট সাঞ্চেজকে এখানকার এলার্ম বন্ধ করে দিতে বলেছি।' ধাপ্পা দেয়ার চেষ্টা করলো সেং।

'সেটা তো সম্ভব না, স্যার। দরজাটার আলাদা একটা সিস্টেম আছে, শহরের সিকিউরিটি কমান্ড্যান্টের অফিসের সাথে সংযোগ আছে এটার। সকাল আটটার আগ পর্যন্ত এটা খোলা যাবে না।'

নতুন ঝামেলা তবে অপ্রত্যাশিত নয়। সেং বাজি ধরে বলতে পারে সিকিউরিটি অফিসার হঠাৎ আলার্ম বাজলে সেটাকে যান্ত্রিক গোলযোগ হিসেবেই দেখবে আর সিকিউরিটি পুলিশের স্কোয়াড পাঠানোর আগে নিশ্চয়ই দুর্গে একটা ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নিবে।

ম্যাক্কোকে সেটা বলতেই পটে গেলো। কয়েক সেকেন্ড পর ঝন ঝন শব্দ করে তালা খুলে গেলো আর বিশাল দরজাটা নীরবে খুলে গেল। খুলেই সার্জেন্ট ম্যাক্কো অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকে দিলো একটা।

সেং আর সময় নষ্ট করল না, ম্যাক্কোর গলা বরাবর ট্রাংকুলাইজার গান তাক করে ছোট ট্রিগারটায় চাপ দিল। বিস্ময়ে গার্ডের চোখ দুটো গোল গোল হয়ে উঠল, পরমুহূর্তেই বালির দলার মতো পাথরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল সে।

কারাগারটার ভেতরের অবস্থা খুব একটা সুখকর না। মরিচা পড়া লোহার দরজাগুলো সেই উনিশ শতাব্দীর শেষকালে লাগানো এবং এখনো এগুলো খোলার জন্য ম্যাক্কোর বেল্টে ঝোলানো চাবির প্রয়োজন হয়। সেং গার্ডের বেল্ট থেকে চাবির রিং খুলে নিয়ে প্রথম সেলগুলোর দরজা খুলতে লাগল। দরজাগুলো আধা খোলা হতেই জুলিয়া হাক্সলে দ্রুত গতিতে ভেতরে ঢুকে সেলের বন্দীদের অবস্থা পরীক্ষা করা শুরু করলো। সেং-এর টিম এর বাকিরা হতবিহ্বল বন্দীদের তুলে ধরে ওকে সহায়তা করতে লাগল।

'পাঁচজনের অবস্থা খারাপ। হেঁটে গাড়ি পর্যন্ত যেতে পারবে না। স্ট্রেচারে করে নিতে হবে।' জুলিয়া জানাল।



BanglaBook.org

'পাঁচটা স্ট্রেচার নেয়ার মতো লোক নেই। এদেরকে পিঠে করে নিতে হবে', সেং জবাব দিল।

'এই শালারাতো ভাবছে আমরা ওদেরকে শেষ করে দিতে নিয়ে যাচ্ছি।' লম্বাকৃতির, লালচুলো একজন বলল।

'এখন এদেরকে বোঝানোর মতো সময় নেই', তাড়া দিল সেং। ও জানে কেন্দ্রীয় সিকিউরিটি অফিস ভেবে অবাক হচ্ছে রাতের এই সময়ে সান্তা উরসুলার কারাগারে অ্যালার্ম বেজে উঠল কেন। নিশ্চিত তারা ফোন করেছে এবং লাইন বন্ধ পেয়েছে। ব্যাপারটা কী চেক করতে কত দ্রুত এক স্কোয়াড লোক পাঠাবে সেটা যে কেউই অনুমান করে নিতে পারে। 'জুলিয়া, তুমি কতজন নিজ পায়ে হাঁটতে পারবে সেটা গুনে ফেল। আর বাকিরা, যারা হাঁটতে একেবারেই অক্ষম তাদেরকে বয়ে নিয়ে যাও।'

চলতে শুরু করছে ওরা, প্রায় সবাইকেই টেনে-হেঁচড়ে নিতে হচ্ছে ওদের। প্রত্যেকের কাঁধেই কেউ না কেউ আছে, হাত দিয়ে আবার অন্যদেরকে ধরে টেনে-হেঁচড়ে সুড়ঙ্গ ছেড়ে সিঁড়ির শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। জুলিয়া পেছন দিকটা দেখছে, দুজন মহিলাকে উঠতে সাহায্য করছে ও। উৎসাহব্যঞ্জক শব্দ বলছে মুখ দিয়ে, তবে সেটা শুধু ওর গলার স্বরেই বোঝা যাচ্ছে। কারণ মার্গারিটা অর্ডার করা ছাড়া ওর স্প্যানিশ জ্ঞান বড়ই অপ্রতুল।

★★★

পাথুরে ঘুরসিঁড়ি বেয়ে উঠা দুর্বল বন্দীদের জন্য অত্যাচারের মতো লাগছে। কিন্তু ফিরে আসার কোনো উপায় নেই আর। এখন ধরা পড়া মানেই হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। কষ্ট করে করে একেকটা ধাপ পার হচ্ছে, বুক উঠা-নামা করছে বারবার। বাতাসের জন্য ফুসফুস আকুলিবিকুলি জুড়ে দিয়েছে, তবুও নিস্তার নেই। যারা অনেক আগেই আশা ছেড়ে দিয়েছিল তারা এখন আবার স্বাভাবিক মানুষের মতো বেঁচে থাকার একটি সুযোগ দেখতে পাচ্ছে। কৃতজ্ঞবোধ করছে এই দুঃসাহসী লোকগুলোর প্রতি যারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করতে এসেছে।

কিন্তু সেং তাদেরকে সহানুভূতি জানানো বা তাদের মুখের দিকে তাকানোর সময়ই পাচ্ছে না। সান্ত্বনার সব চিন্তাই মাথায় এসেও আবার চলে যাচ্ছে। নিরাপদে ওরিগনে পৌঁছানোর পর সমবেদনা জানানো যাবেক্ষণ।

তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে বন্দীদেরকে মেইন গেটের দিকে পাঠানোর দিকে মনোযোগ দিলো।

অবশেষে সারির সামনের অংশ গেটের গার্ড অফিসে পৌঁছুল। সেং সাবধানে নুড়ি বিছানো পথ ধরে রাস্তায় নেমে আসল। কোনো গাড়ি বা মানুষের আওয়াজ বা চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। ট্রাকটা তারা যেখানে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানেই আছে।

BanglaBook.org

দুস্থদের বয়ে নিয়ে আসা সদস্যরা পরিশ্রমের ঠেলায় হাফাচ্ছে। গরমে ঘামে ভিজে জবজব হয়ে গেছে। সতর্কতার সাথে সেং অন্ধকার রাস্তা এবং বিল্ডিংগুলো ওর লেসার নাইট বাইনোকুলারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করে দেখল। সমস্ত এলাকাটা ফাঁকা। সন্তুষ্ট হয়ে বাকি সবাইকে ঠেলে গাড়ির দিকে এগিয়ে দিলো ও।

তারপর দ্রুত গার্ড অফিসে ফিরে এসে গার্ডকে পরীক্ষা করল। এখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সামনেই একটা লাল বাতি জ্বলছে নিভছে। সম্ভবত ওরা যখন সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেছে তখনই অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। ফোনটা বেজে উঠল এমন সময়। সেং ধরে স্প্যানিশে বলে উঠল, *'উনো মমেন্তো।'*

এরপর সে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দৌড়ে বেরিয়ে এল।

★★★

ওরিগন টিম আর মুক্ত বন্দীদের ট্রাকের পেছনে একেবারে ঠাসাঠাসি করে বসতে হলো। ড্রাইভার গিয়ার পাল্টালো আর ট্রাকটা হঠাৎ লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল। রাস্তা আগের মতোই আছে, গাড়িঘোড়ার চিকন সারি। কিউবানরা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে শান্ত সুরভিত সন্ধ্যাটা, ফুটপাতের চেয়ার টেবিলে বসে ক্যান্টিন থেকে ড্রিংক করছে, গাইছে, নাচছে।

সেং জানালার বাইরে কান পেতে আছে, কোনো সাইরেন বা অ্যালার্মের শব্দ শোনা যায় কি-না। রাতের বাতাসে শুধু গানের শব্দই ভেসে আসছে। তবে ওদের গাড়িটাই সবচে বেশি ক্যাঁচকোঁচ করছে, নাট-বল্টুগুলো খুলে যেতে পারে যে কোনো সময়। এই শব্দও ধীরে ধীরে শহরের শব্দের মাঝে চাপা পড়ে গেল। কিউবানরা ট্রাকটার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। এরকম গাড়ি সান্টিয়াগোর পথে অহরহই দেখা যায়। ভাবার জন্য তাদের মনে আরো অনেক কিছুই আছে।

ড্রাইভার অসম্ভব আস্তে চালাচ্ছে গাড়িটা, তবে সেং-ও ওকে তাড়া দিচ্ছে না। ধীরে সুস্থে একটা ট্রাক রাস্তা ধরে চলছে সেটা কেউ সন্দেহের চোখে দেখবেনা। মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা পার হয়ে গিয়েছে, কিন্তু সময় আসলে মাত্র পনেরো মিনিট গড়িয়েছে। ড্রাইভার একটা গোলাঘরের পাশের ঘাটের কাছে নিয়ে ট্রাকটা থামাল। জনশূন্য ঘাটের এদিক ওদিক তাকিয়ে সেং বাকি সবাইকে যন্ত্রপাতি রাখার ঘরটার দিকে এগুতে বললো। নিরাপদেই পৌছানো গেলো সেখানে।

ভাগ্য আবারো ওদেরকে সহায়তা করলো। ঘাটে মাত্র দুটো জাহাজ থেকে কার্গো কন্টেইনার নামানো হচ্ছে। যদিও আশংকা দূর হয় নি এখনো, তবুও সেং অনেকটাই ভারমুক্ত অনুভব করল। তারপর বাকিদেরকে কাঠের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে বলল। অন্ধকারের মাঝেই সে নোমাদের সহকারী পাইলটের অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ভাসমান ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে মাত্রই সাথে

BanglaBook.org

আসা কিউবানদের সাহায্য করছে। আরেকজন পাইলট নিচেই আছে, সে তাদেরকে নোমাদের মেইন কেবিনে গাদাগাদি করে জড়ো করছে।

সবার শেষে জুলিয়া আর সেং ঘাট থেকে সাবমেরিনের আপার ডেকে নেমে আসলে পাইলট জানাল, 'সময়মতোই এসে পৌছেছ তোমরা।'

'যত দ্রুত সম্ভব জাহাজে নিয়ে চলুন আমাদের। এলার্ম এড়ানোর উপায় ছিলো না। কিউবান সিকিউরিটি ফোর্স এখনো কেন এসে পৌছেনি সেটা ভেবে অবাক হচ্ছি', সেং বলল।

'ওরা যদি আপনাদের পিছু নিয়ে এই পর্যন্ত না আসতে পারে তাহলে জীবনেও চিন্তা করতে পারবে না আসলে কোত্থেকে এসেছেন আপনারা', হ্যাচ বন্ধ করার সময় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল সাবমেরিন পাইলট।

'তবে ওরিগন পালিয়ে গেলেই সব টের পেয়ে যাবে।'

কয়েক সেকেন্ড পরেই নোমাদ কালো পানির নিচে ডুব দিল। পনেরো মিনিট পরেই ওরিগনের মুন পুলে মুখ উঁচাল ওটা। কয়েকজন ডুবুরি এসে ক্রেনের তার জুড়ে দিল ওটার সাথে। এরপর ধীরে ধীরে এটাকে জাহাজের দোতলার সমান উঁচুতে তুলে ব্যালকনির সাথে আটকে দেয়া হলো। বন্দীরা নামতেই কয়েকজন ক্রু'র সাহায্যে হ্যাক্সলের মেডিকাল টিম তাদেরকে ওরিগনের অত্যাধুনিক হাসপাতালে নিয়ে গেলো।

তখন রাত এগারোটা বেজে তিন মিনিট।

বন্দীদের একজন ক্যাব্রিলোকে অফিসার মনে করে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল তার দিকে। লোকটা বেশ চিকন, সময়ের আগেই চুল পেকে গিয়েছে।

'স্যার, আমি জুয়ান টুরাল। দয়া করে বলবেন কারা আপনারা? আমাকে আর আমার বন্ধুদেরকে সান্তা উরসুলা থেকে বেরই বা করে নিয়ে আসলেন কেন?'

'আমরা একটা সংগঠন, আর আমাদেরকে এই কাজটা করতে ভাড়া করা হয়েছে।'

'কারা ভাড়া করেছে আপনাদের?'

'আমেরিকাতে থাকা আপনাদের বন্ধুরা। আমি শুধু এতটুকুই বলতে পারি।'

'তারমানে এটার পেছনে আপনাদের কোনো আদর্শগত বা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্য নেই?'

ক্যাব্রিলো স্মিত হাসল, 'ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্য আমাদের সবসময়ই থাকে।'

'আমি এই দিনটার আশা বহুদিন থেকেই করছিলাম, তবে সেটা অন্য কোনো মহল থেকে।'

'আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিজে নিজে আপনাদের উদ্ধারের সামর্থ্য নেই, তাই আমাদের শরণাপন্ন হয়েছে তারা। খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।'

'দুঃখের ব্যাপার হলো, আপনাদের কাছে টাকাটাই মুখ্য।'

BanglaBook.org

'ব্যাপারটা পুরোপুরি তা না, তবে টাকার ভূমিকা অবশ্যই আছে। টাকা আমাদের এই কাজটা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই টাকা দিয়েই আমরা আমাদের দাতব্য প্রকল্পগুলো চালাই। সরকারের অধীনে কাজ করার সময় আমরা এভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতাম না।' বলতে বলতে ক্যাব্রিলো ওর ক্রনোগ্রাফের দিকে তাকাল। 'আপনার সাথে পড়ে আরো বিস্তারিত কথা হবে না হয়। আমাদের ঝামেলা এখনও শেষ হয়নি।'

এরপর ও ঘুরে চলে গেল আর পেছন থেকে টুরাল তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

★★★

এগারোটা সতেরো।

রওনা দেয়ার জন্যে এটাই উপযুক্ত সময়, ভাবল ক্যাব্রিলো। সেং কারাগারে অ্যালার্মের জবাব দেয়ার পর অনেকক্ষণই হয়ে গিয়েছে। শহরজুড়ে পলাতক আসামী আর তাদের উদ্ধারকারীদের খোঁজ শুরু হয়ে যাওয়ার কথা এতোক্ষণে। ওদের একমাত্র যোগসূত্র ঐ ট্রাক ড্রাইভার। কিন্তু কিউবান সিকিউরিটি ফোর্সকে দেয়ার মতো কোনো তথ্য তার জানা নেই। তাই তাকে ধরে নির্যাতন চালানো হলেও লাভ হবে না। তার সাথে যে যোগাযোগ করেছিলো সে ওরিগনের কথা কোথাও উল্লেখ করেনি। ড্রাইভার জানে ওরা দ্বীপের অন্য অংশ থেকে এসেছে।

ক্যাব্রিলো ফোন তুলে ইঞ্জিন রুমে কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টকে ফোন করল, 'ম্যাক্স?'

হেনলে প্রায় সাথে সাথেই সাড়া দিল, 'হুয়ান?'

'ব্যালাস্ট ট্যাংকগুলো কী রেডি?'

'ট্যাংকের পানি পাম্প করে পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলা হয়েছে, আর বেশি গতি তোলার জন্যে জাহাজটাও খানিকটা উঁচু করা হয়েছে।'

'ভাটা শুরু হচ্ছে, জাহাজটাও দুলছে প্রচুর। জাহাজ প্রণালির দিকে মুখ করে থাকা অবস্থায় রওনা দিলেই ভালো হবে। নোঙর তুলে ফেলা মাত্রই আমি ইঞ্জিন খুবই আস্তে চালিয়ে দেব। হঠাৎ সরে গিয়ে কোনো কারো নজরে পড়তে চাই না। তারপরেও যদি এলার্ম বেজে ওঠে বা যদি ভাগ্য ভালো হয় তাহলে মেইন চ্যানেলে পৌঁছানো মাত্রই ফুল স্পিডে তুলে দেব। জাহাজের ইঞ্জিনের প্রতি আউন্স শক্তিই আজ আমাদের প্রয়োজন হবে।'

'তোমার ধারণা এতো রাতে এই সরু চ্যানেলের মাঝ দিয়ে পাইলট ছাড়াই তুমি আমাদেরকে ফুল স্পিডে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে?'

'জাহাজের কম্পিউটার সিস্টেম আমাদের আসার পথে চ্যানেলের প্রতিটা ইঞ্চি আর বয়া মার্কারগুলো চিহ্নিত করে রেখেছে। আমরা পালাবো অটোমেটিক পাইলটে। আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা অটিসের ওপর ছেড়ে দিয়েছি।' অটিস হচ্ছে অটোমেটিক সিস্টেমের কন্ট্রোলার ক্রুদের নাম। এটা ওরিগনকে নির্দিষ্ট দিকে একেবারে ইঞ্চি ধরে চালিয়ে নিতে পারে।

BanglaBook.org

'কম্পিউটারাইজড অটোমেটিক কন্ট্রোল হোক আর যাই হোক, ষাট নট গতিতে এই সরু চ্যানেল ধরে এগুনো কোনো সহজ কথা না।'

'আরে হয়ে যাবে', বলে ক্যাব্রিলো আরেকটা নাম্বার টিপল, 'মার্ক, তোমার কী অবস্থা? অস্ত্রপাতি সব রেডি?'

মার্ক মার্ফি ওরিগনের অস্ত্র বিশেষজ্ঞ। তার পশ্চিম টেক্সাসের টানে জবাব দিল, 'কোনো কিউবান মিসাইল লাঞ্চার রকেট ছুড়লেও আমরা সেটা ফিরিয়ে দিতে পারব।'

'খোলা সাগরে আকাশপথেও কিন্তু হামলা হতে পারে।'

'সবকিছুরই ব্যবস্থা করতে পারব আমরা।'

লিন্ডা রসের দিকে ফিরল ক্যাব্রিলো, 'লিন্ডা?'

'সব সিস্টেমই চলছে', লিন্ডা জবাব দিল।

শুনে ক্যাব্রিলো আয়েশি ভঙ্গিতে ফোনটা ক্রেডলে রেখে একটা কিউবান সিগার ধরাল। তারপর কন্ট্রোল সেন্টারে দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজের ক্রুদের দিকে তাকাল। তারা সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে দারুণ প্রত্যাশা।

ক্যাব্রিলো সিগারে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। রওনা দেয়া যাক।'

তারপর কম্পিউটারে ভয়েস কমান্ড দিতেই ধীরে ধীরে ওরিগনের নোঙ্গর উঠে আসতে শুরু করলো। ওপরে টেফলনের আবরণ থাকায় নোঙ্গরের শেকলে কোনো শব্দ হচ্ছে না। আরেকটা কমান্ড করতেই, ওরিগন ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতো শুরু করলো সামনে....

নিচে ইঞ্জিনরুমে ম্যাক্স হেনলে বিভিন্ন মিটার আর যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর চোখ রাখছে। তার চারটা ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিন সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য একটা বৈপ্লবিক অগ্রগতি। সমুদ্রের স্রোত থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ একটা বিশাল চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চালিয়ে আরো শক্তিশালী ও জটিল করে নেয়া হয় এতে। এই বিদ্যুতের সাহায্যেই জাহাজের পেছনদিককার প্রপেলার প্রচণ্ড শক্তিতে ঘোরানো সম্ভব হয়।

ওরিগনের ইঞ্জিন যে শুধু বিশাল এই কার্গো শিপকে অবিশ্বাস্য গতিতে চালাতে পারে তাই না, এটার জন্য কোনো জ্বালানিরও প্রয়োজন হয় না। সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতেই কাজ চলে যায়। তাই জাহাজ চালানোর শক্তির অভাব ওরিগনের কখনোই হবে না। এতে জাহাজের আরো একটা সুবিধা হচ্ছে যে, এর জন্য কোনো বিশাল তেলের ট্যাংকের প্রয়োজন নেই। সেই জায়গাটা বরং অন্য কয়েকটা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

পৃথিবীর আর মাত্র চারটা জাহাজের ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিন আছে। এরমাঝে তিনটা প্রমোদ তরী আর চতুর্থটা একটা তেলবাহী জাহাজ। আর ওরিগনে যারা ইঞ্জিনটা স্থাপন করেছে তারা মরে গেলেও এটা ফাঁস করবে না।

BanglaBook.org

হেনলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রগুলোর নিজের জিনিসের মতো যত্ন নেয়। তাই খুব সামান্যই সমস্যা দেখা দেয় এগুলোতে। প্রায় নিজের শরীরের মতোই যত্ন নেয় এগুলোর হেনলে। ফলে যে কোনো সময় যে কোনো কঠিন বা দীর্ঘস্থায়ী অভিযানের জন্য এগুলো প্রস্তুত থাকে। জাহাজটা এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চ্যানেল ধরে সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কমান্ড সেন্টারের ওপরে একটা সুসজ্জিত প্যানেল কোনো শব্দ না করেই সরে গেল একপাশে। একটা জানালা দেখা যাচ্ছে ওখান দিয়ে। জাহাজের ভেতরের গুঞ্জন থেমে গেলো হঠাৎ করেই, এমন ভাব যেন কিউবান সিকিউরিটি ফোর্সের লোকজন তাদের কথা শুনতে পাবে।

ক্যাব্রিলো খেয়াল করল একটা জাহাজ ওদের আগেই বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 'কোন জাহাজ ওটা?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

কেউ একজন ঘাটে জাহাজের আসা যাওয়ার তালিকাটা দেখে বলল, 'একটা চাইনিজ মালবাহী জাহাজ, হংকুতে চিনি নিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য ওটা তার শিডিউলের চাইতে এক ঘণ্টা আগেই বন্দর ছাড়ছে।'

'নাম কী জাহাজটার?' ক্যাব্রিলো জানতে চাইল।

'ইংরেজিতে রেড ডন। চাইনিজ সেনাবাহিনীর জাহাজ।'

'বাইরের দিকের সব বাতি নিভিয়ে দাও, আর ওদের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত স্পিড বাড়িয়ে দাও।' কম্পিউটারে কমান্ড দিল কাব্রিলো, তারপর ঘুরে বলল, 'আমরা ওটাকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করব।'

বাইরের ডেক আর নেভিগেশন লাইটগুলো নিভে গেল। জাহাজটাকে অন্ধকারে রেখে, দুই জাহাজের মাঝের দূরত্ব কমিয়ে আনা হচ্ছে। কমান্ড সেন্টারের ভেতরের আলোও কমিয়ে সামান্য নীল-সবুজ আভায় পরিণত করা হলো।

রেড ডন জাহাজ চ্যানেলে প্রবেশ করল আর প্রথম সারি মার্কার বয়া পার হতে হতে ওরিগন ওটার মাত্র পনেরো গজের ভেতর চলে এলো। ক্যাব্রিলো জাহাজটাকে ঠিক এতটুকু দূরত্বে রাখছে যাতে চাইনিজ জাহাজটার ডেক লাইটের আলো যেন এসে ওরিগনের গায়ে না পড়ে।

ক্যাব্রিলো জানালার উপরের দেয়ালে বিশাল ঘড়িটার দিকে তাকাল, মিনিটের লম্বা কাটাটা কেবলই ১১:৩৯-এ ক্লিক করল। আর ২১ মিনিট পরেই কিউবান কোস্ট গার্ড বন্দর পরীক্ষা করতে বের হবে।

'রেড ডনকে অনুসরণ করতে গিয়ে কিন্তু আমরা পিছিয়ে পড়ছি। মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে', লিন্ডা বলে উঠল।

ক্যাব্রিলো মাথা ঝাঁকালো, 'ঠিক বলেছ। আর দেরি করা যাবে না। রেড ডনকে যে কাজে লাগাতে চেয়েছি তা হয়ে গিয়েছে।'

ক্যাব্রিলো ঝুঁকে কম্পিউটারের রিসিভারে কথা বলতে শুরু করল, 'ফুল স্পিডে জাহাজটাকে পাশ কেটে যাও।'

BanglaBook.org

বড় ইঞ্জিনওয়ালা ছোট স্পিড বোটের মতো ওরিগনের সামনের দিকটা পানির ওপরে উঠে গেলো আর পেছনের দিকটা আরো বেশি ঢুকে গেলো পানির নিচে। একই সাথে প্রপেলারের গতি বেড়ে গেলো বহুগুণ। লাফ দিয়ে চ্যানেলের দিকে আগে বাড়ল জাহাজ, বিশ ফিট পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল রেড ডনকে। মনে হলো ওটা যেন পানিতে স্থির হয়ে ভেসে আছে। চাইনিজ নাবিকেরা অবাক বিস্ময়ে ওরিগনের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতি সেকেন্ডেই দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে ছুটতে থাকল ওরিগন রাতের সাগর চিরে।

গতি ওরিগনের একটা চরম ক্ষমতা, জাহাজটার জীবনীশক্তি বলা চলে ওটাকে। চল্লিশ নট ছাড়িয়ে এরপর পঞ্চাশ হলো। সান্টিয়াগোর প্রবেশপথের কাছে মরো ক্যাসল পার হওয়ার সময় জাহাজটার গতি দাঁড়াল বাষট্টি নটে। এই আকৃতির পৃথিবীর আর কোনো জাহাজ ওটার গতির ধারে কাছেও আসতে পারবে না।

কিছুক্ষণ পরেই বাতিঘরের আলো শৈলশিরার ওপরে উঠতে উঠতে একসময় দিগন্তের গায়ে একটা ফুটকিতে পরিণত হল।

★★★

তীক্ষ্ণ স্বরে এলার্ম বেজে উঠলো বন্দরে, একটা জাহাজ বিনা অনুমতিতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু রাডার আর ফায়ার কন্ট্রোল অপারেটর কোনো মিসাইল না ছুড়ে হা করে তাকিয়ে আছে। অফিসাররা বিশ্বাসই করতে পারছে না এরকম বিশাল একটা জাহাজ এত অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে যেতে পারে। তারা ধারণা করলো নিশ্চয়ই তাদের রাডারেই কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। আর এরকম গোলমেলে একটা টার্গেটে মিশাইল ছুড়তে পারবে না।

খোলা সাগরে ওরিগন বিশ মাইল যাওয়ার আগেই কিউবান সিকিউরিটি ফোর্সের এক জেনারেল দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলল। ওরিগনের হঠাৎ প্রস্থান আর সান্তা উরসুলার বন্দীদের পলায়ন একই সূত্রে বাঁধা। পলায়নপর জাহাজে মিসাইল ছোঁড়ার নির্দেশ দিল সে। কিন্তু তার মুখ থেকে আদেশ জায়গামতো পৌছানোর বহু আগেই ওরিগন ওদের নিশানা-সীমা পেরিয়ে এসেছে।

তাই বাধ্য হয়ে কিউবান এয়ার ফোর্সের জেটগুলোকে জাহাজটা যেকোনো মূল্যে রোখার আদেশ দিলো সে। ইউনাইটেড স্টেটস কোস্টগার্ডের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছানোর আগেই রহস্যময় জাহাজটাকে ডুবিয়ে ফেলতে হবে। ওরিগনের পলায়ন অসম্ভব এরকম একটা ধারণা নিয়ে পেছনে হাত ছড়িয়ে বসে আয়েশ করে সে ধোঁয়ার মেঘ ছুড়তে লাগল ছাদের দিকে। ওরিগনের দিকে একজোড়া মিগ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ইতোমধ্যে।

BanglaBook.org

★★★

সান্টিয়াগো থেকে কিউবার শেষ প্রান্তে গিয়ে সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজ ধরে মিয়ামির দিকে জাহাজ চালানো যে আত্মহত্যারই

নামান্তর সেটা চার্ট না দেখেই বলে দিতে পারে ক্যাব্রিলো। প্রায় ছয় হাজার মাইলের মাঝে ওরিগন কিউবান উপকূল থেকে কেবল পাঁচশো মাইল পার হয়েছে, এখনো শুটিং রেঞ্জের মাঝে আছে ওরা। ওদের জন্য সবচাইতে নিরাপদ কোর্স হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিমে হাইতির দক্ষিণ পাড়ে পৌঁছে সেখান থেকে ঠিক পশ্চিম দিকে পুয়ের্টোরিকোর দিকে জাহাজ চালানো। পুয়ের্টোরিকো আমেরিকার অন্তর্গত। ওখানেই আরোহীদের নামিয়ে দেয়া যাবে। সেখানে বন্দীরা ফ্লোরিডায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত নিরাপদে থাকবে আর তাদের ভালোমতো স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা যাবে।

লিন্ডা হঠাৎ ঘোষণা করল, 'দুটো অপরিচিত এয়ারক্রাফট এদিকেই আসছে।'

'আমি দেখেছি ওগুলো', মার্ফি জানাল। একটা কনসোলের সাথে লাগানো রাডার স্ক্রিন আর নব এবং সুইচের সারির ওপর ঝুঁকে আছে ও।

'কি বিমান ওগুলো?' লিন্ডা প্রশ্ন করল।

'কম্পিউটার বলছে, একজোড়া মিগ-টুয়েন্টি সেভেন এস।'

'কত দূরে আছে?' ক্যাব্রিলো নাক গলাল।

'ষাট কিলোমিটার। দূরত্ব ক্রমেই কমছে', মার্ফি জানাল, 'ব্যাটারা জানে না ওদের জন্য কি অপেক্ষা করছে।'

ক্যাব্রিলো ওর কমিউনিকেশন এক্সপার্ট হ্যালি কাসিমের দিকে ঘুরল, 'স্প্যানিশে চেষ্টা করো ওদের সাথে, জানিয়ে দাও কোনো তেড়িবেড়ি করলে আমাদের সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল দিয়ে আকাশ থেকে ফেলে দিব ওদের।'

সতর্কবার্তা স্প্যানিশে বলতে হল না ওকে, কম্পিউটারই ওর আদেশ অনুবাদ করে নিয়ে রেডিওতে প্রচার করে দিল মেসেজটা। আলাদা বিশটা ফ্রিকোয়েন্সিতে পৌঁছে গেল নির্দেশটা।

কয়েক মিনিট পর মাথা নাড়ল ও, 'ব্যাটারা শুনছে, কিন্তু কোনো জবাব দিচ্ছে না।'

'ওরা ভাবছে আমরা ধাপ্পা দিচ্ছি।' লিন্ডা বলল।

'চেষ্টা চালিয়ে যাও', কাসিমকে বলল ক্যাব্রিলো, তারপর মার্ফির দিকে ঘুরল ও, 'ওদের মিসাইলের রেঞ্জ কত?'

'দশ মাইল রেঞ্জের ছোট ছোট রকেট থাকার কথা।'

ক্যাব্রিলো কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, ত্রিশ মাইলের মাঝে আসার পরও ওরা হাল ছেড়ে না দিলে ওদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবে। ভালো হয় আমরা আগে থেকেই ওদের আশ পাশ দিয়ে একটা মিসাইল ছুড়ে দিলে।'

মার্ফি কিছু হিসাব নিকাশ সেরে লাল একটা বোতামে চাপ দিয়ে বললো, 'এই গেলো মিসাইল।'

জাহাজের সামনের দিক থেকে আকাশের দিকে একটা মিসাইল ছুটে যেতেই কমান্ড সেন্টার থেকেও সুউশ শব্দটা শোনা গেল। ওরা সবাই মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে, উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল মিসাইলটা।

BanglaBook.org

'চারমিনিট লাগবে বিমানগুলোর পাশ কেটে যেতে', মার্ফি বলল।

জানালার উপরের বিশাল ঘড়িটার দিকে চোখ ঘুরে গেল সবার। কেউ কোনো কথা বলছে না, উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। সময় গড়াচ্ছে, অথচ সেকেন্ডের কাঁটাটা ঘুরতে আজীবন লাগিয়ে দিচ্ছে যেন। শেষে মার্ফি যান্ত্রিকস্বরে বলে উঠল, 'দুইশো গজ ওপর দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে মিসাইলটা।'

'এটার মানে কি ওরা ধরতে পেরেছে?' চিন্তিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্যাব্রিলো।

দীর্ঘ নীরবতার পর হাসিমুখে রিপোর্ট করল মার্ফি, 'বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ওরা। কিউবান দুজনকে ভাগ্যবান বলব আমি।'

'হুম, কোন পরিস্থিতিতে জেতার কোনো সম্ভাবনা নাই তা বোঝার সামর্থ্য আছে দেখছি।'

'আসলেই', হেসে বলল লিন্ডা।

'যাক আজ কাউকে মারতে হয়নি।' স্বস্তির স্বরে বলল ক্যাব্রিলো। তারপর চেয়ারের সামনে ঝুঁকে পড়ে কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে শুরু করল সে, 'গতি কমিয়ে নাও।'

চোরাগোপ্তা অভিযান প্রায় শেষ, কাজটাও ঠিকভাবেই শেষ হয়েছে। কিন্তু এর জন্য ওরিগনের ক্রু এবং কর্মকর্তারা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছে না। তাদের সফলতার মূল কারণ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, যথাযথ পরিকল্পনা আর বুদ্ধিমত্তার সম্মিলন।

কমান্ড সেন্টার আর নেভিগেশন সিস্টেমের দায়িত্বে থাকা টেকনিশিয়ান বাদে বাকি সবাই আপাতত ঝামেলামুক্ত। কয়েকজন তাদের রুমে সাটিয়ে একটা ঘুম দিতে গেল, বাকিরা জল খাবারের জন্য জাহাজের ডাইনিং রুমের দিকে এগুলো।

ক্যাব্রিলো ওর সেগুন কাঠে প্যানেল করা কেবিনে ফিরে এলো আবার। তারপর কার্পেটের নিচে লুকানো একটা সিন্দুক থেকে একটা প্যাকেট বের করল। এটা ওদের পরবর্তী কন্ট্রাক্ট। ভেতরের জিনিসগুলো বের করে পরবর্তী ঘণ্টাখানিক নিরিখ করে প্রাথমিক কার্যপদ্ধতি এবং কৌশল ঠিক করল ও।

আড়াই দিন পর ওরিগন পুয়ের্টোরিকোর সান জুয়ান বন্দরে প্রবেশ করে কিউবানদের বুঝিয়ে দিল। সূর্য ডোবার আগেই জাহাজটা আবার সাগরে নেমে পড়ল, ওদের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টে। এবার ওরা একটা মহামূল্যবান পুরাকীর্তি চুরি করবে আর একজন মহান নেতাকে তাঁর হারানো ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে একটা জাতিকে মুক্ত করবে। কিন্তু জাহাজ বন্দর ছাড়ার সময় ক্যাব্রিলো ওতে ছিল না। সূর্য ওঠা মাত্র ও রওনা দিয়েছে পূর্ব দিকে।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ২

বারগান্ডি ফ্যালকন ২০০০এক্স ছয়টার পরপর হিথ্রো ছাড়ল, জেনেভায় গিয়ে পৌঁছুল সুইস সময় সাড়ে নয়টায়। জেট এয়ারক্রাফটটায় আছে ম্যাক পয়েন্ট এইট জিরো ইঞ্জিন যা একবারে চার হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মাইল দূরত্ব পাড়ি দিতে সক্ষম। জেটটার দাম পড়েছে চব্বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উইন্সটন স্পেন্সার এর একমাত্র মালিক।

কোয়েন্ট্রিনের জেনেভা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছতেই শোফার রোলস রয়েসে করে তাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসল। সাথে সাথেই কোনো রকম রেজিস্টারের বালাই না করে একটা স্যুইটে পৌঁছে দেয়া হয়েছে তাকে। রুমে পৌঁছে ফ্রেশ হওয়ার জন্য কয়েক মিনিট সময় নিলেন স্পেন্সার। একটা বাঁকা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। ওনার নাকটা লম্বা আর অভিজাত, চোখদুটো নিস্প্রভ নীল এবং দুটোর মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান, ত্বকে বাদামিভাবের অভাব, চোয়াল এবং থুতনি আলাদা করা যায় না। সত্য বলতে কি তাকে সবসময় কেমন উদাসীন দেখায়, যেন নিজের মধ্যে নেই। দেখতে সে এরকম আহামরি কিছু না যে কেউ তাকে অনুকরণ করবে। কেমন একটা তেলতেলে চেহারা তার।

ব্যবহার শেষে দামি কলোনি পারফিউমটা আবার ওর বার্বেরী টয়লেট্রি ব্যাগে ভরে রাখলেন। এরপর সকালের নাস্তার জন্য রুম ছাড়লেন। যে নিলামের জন্য জেনেভায় এসেছেন সেটা শুরু হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

★★★

'মি. স্পেন্সারের আর কিছু লাগবে?' ওয়েটার জিজ্ঞেস করল।

জবাব দেয়ার আগে স্পেনসার তার অবশিষ্ট খাবারের দিকে তাকালেন একবার, 'না, আমার এতেই হয়ে যাবে।'

ওয়েটার মাথা ঝাঁকাল। তারপর অ্যাপ্রনের পকেট থেকে ব্রাশ বের করে টেবিলে থাকা অল্প কিছু ময়লা ঝাট দিয়ে নিয়ে নীরবে চলে গেল। কোনো বিল দিতে হল না স্পেন্সারকে। ব্রেকফাস্টের বিল আর বখশিশ দুটোই রুম চার্জের মাঝে গণ্য হবে। যেই বিল স্পেনসার কোনোদিন দেখবেনও না।

ডাইনিং রুমের আরেক কোণ থেকে মাইকেল ট্যালবট স্পেনসারের দিকে তাকিয়ে আছে। ট্যালবট সান ফ্রান্সিস্কোর একজন আর্ট ডিলার। আগেও স্পেন্সারের সাথে দেখা হয়েছে তার। গত বছর হতচ্ছাড়া ব্রিটিশটা তিনবার তার মক্কেলকে নাকানিচোবানি খাইয়ে নিলাম জিতে নিয়েছে। ব্যাটার মক্কেলদের টাকার ভাণ্ডার অফুরন্ত।

ট্যালবট আশা করছে আজকে হয়ত ভিন্ন কিছু ঘটবে। স্পেন্সার একটা সোয়েটারের ওপর ধূসর স্যুট পরেছে, গলায় বেঁধেছে নীল ফুটকিওয়ালা নেকটাই, কালো জুতো জোড়া তার আঙুলের নখের মতোই পরিষ্কার। পরিপাটি করে আচড়ানো চুলে বয়সের সাথে সাথে ধূসর ছাপ পড়েছে। ট্যালবট ধারণা করল, সম্ভবত বছর ষাটেক বয়স হবে তার।

যখন ট্যালবট লন্ডনে ব্যবসা করত তখন সে স্পেন্সারের দোকানে ঢোকার চেষ্টা করেছে কয়েকবার। দোকানটার কোনো টেলিফোন নাম্বার ছিল না। এমনকি ছোট পাথুরে বিল্ডিংটার সামনের দিকে কোনো নামও লেখা ছিলো না, একটা ভিডিও ক্যামেরার পাশে একটা কলিং বেল ঝোলানো। গত একশো বছর ধরেই সম্ভবত ওটা এ অবস্থায় আছে। ট্যালরট দুবার ওটার সুইচ টিপেছিল, কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দেয় নি।

স্পেন্সার বুঝতে পারছেন ট্যালবট তার দিকে তাকিয়ে আছে, উনি চোখের কোণ দিয়ে একবার সেদিকে তাকালেন শুধু। স্পেন্সার নিশ্চিত অন্য সাতজনের ভেতর এই আমেরিকানটাই সর্বোচ্চ দাম হাকবে। ট্যালবটের মক্কেল একজন সিলিকন ভ্যালি সফটওয়্যার বিলিওনিয়ার। এশিয়ান শিল্পের ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী সে। বিলিওনিয়ারের যেকোনো মূল্যে ওটা পাওয়ার ইচ্ছে। লোকটার যা ইগো তাতে সহজেই সে জিনিসটার জন্য নির্ধারিত মূল্য ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু ব্যাপারটা টের পাওয়া মাত্রই রেগে সরে পড়বে। 'হঠাৎ আঙুল ফুলে কলা গাছদের এই দশাই হয়', ভাবছেন স্পেন্সার। রুমে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন উনি। নিলাম একটার আগে অনুষ্ঠিত হবে না।

★★★

'সাতত্রিশ নম্বর লট, গোল্ডেন বুদ্ধ।' সমীহের সঙ্গে বলল নিলামদার।

একটা বিশাল মেহগনির বাক্স চাকার সাহায্যে মঞ্চে আনা হলো, নিলামদার বন্ধ দরজাটা টান দিয়ে খুলে দিলো।

ক্রেতার সংখ্যা কম। এটা একটা চোরাই নিলাম। বেছেবেছে এমন সব মানুষদেরকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যারা খানিকটা ধোঁয়াটে অতীতওয়ালা মাস্টারওয়ার্কের জন্য টাকা ভাঙতে কসুর করবে না।

স্পেন্সার এখনো কোনো কিছুর দাম হাকেনি। একুশ নম্বর লটে ড্যাগাসের বানানো একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি তোলা হয়েছিল। বারো বছর আগে একটা জাদুঘর থেকে চুরি গিয়েছিলো ওটা। ওটায় খানিকটা আগ্রহ বোধ করেছিলো স্পেন্সার

BanglaBook.org

কিন্তু তার দক্ষিণ আমেরিকান মক্কেল তাকে যতদূর দামাদামি করার অনুমতি দিয়েছে, দাম ইতোমধ্যেই সেটাকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্পেন্সার ধীরে ধীরে মক্কেলদের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে। দাম কয়েক মিলিয়ন হলেও গা করছে না। আজকের নিলামটা হবে তার অবসর গ্রহণের প্রথম ধাপ। নিলামদার বাক্সটার দরজা খুলতেই স্পেন্সার তার বুক পকেটে থাকা ছোট স্যাটেলাইট ফোনের বাটনে চাপ দিল। তারপর কোটের লেপেলে জড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র মাইক্রোফোনে কথা বলা শুরু করল।

'আপনার বসকে জানান, ওরা জিনিসটাকে নিলামে তুলেছে।' হাজার মাইল দূরে থাকা একজন কর্মচারীকে বলল স্পেন্সার।

'স্যার জানতে চাইছেন যে, যেটা আশা করা হচ্ছে ওটা সেটাই কি-না।' লোকটা জানাল।

ভিড়ের মাঝে অস্ফুটস্বরে শব্দ উঠতেই বিশাল মূর্তিটার দিকে তাকাল স্পেন্সার।

'যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও বেশি।' ধীরে ধীরে বলল সে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর লোকটা জবাব দিল, 'তাহলে যেকোনো মূল্যেই ওটা চাই।'

'হয়ে যাবে।' বলে স্পেন্সার মূর্তিটার পেছনের ইতিহাস সম্পর্কে ভাবতে লাগল।

★★★

১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান ভিয়েতনামের শাসকেরা কুবলাই খানের বাহিনীর সাথে যুদ্ধ জয়কে উদযাপন করতে, গোল্ডেন বুদ্ধ তৈরি করে। বুদ্ধের মূর্তিটা তৈরি করা হয় লাওসের পাঁচশো ছিয়ানব্বই পাউন্ড খাটি স্বর্ণ দিয়ে। সিয়ামের জেড পাথর দিয়ে বানানো হয় চোখ। একটা বার্মিজ রুবির মালা গলায় পরানো হয় মূর্তিটার। পেটের কাছটায় থাইল্যান্ডের নীলকান্তমণি বসানো। নাভিতেও একটা উজ্জ্বল পাথর বসানো। ক্ষণে ক্ষণে আভা ছড়ায় ওটা থেকে। মূর্তিটা ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দালাইলামাকে উপহার হিসেবে দেয়া হয়।

দীর্ঘ পাঁচশো সাতাশি বছর গোল্ডেন বুদ্ধ তিব্বতের একটা আশ্রমে ছিল, পরবর্তীতে দালাইলামা নির্বাসনের সময় তার সাথে করে নিয়ে যান। দালাইলামার সাথে ইউনাইটেড স্টেটসে যাওয়ার সময় ম্যানিলা এয়ারপোর্টে গায়েব হয়ে যায় এ মূর্তিটা।

বরাবরই প্রধান সন্দেহ করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ফার্ডিনান্ড মারকোসকে। তখন থেকেই এটার মালিকানার খোঁজ কেউ জানত না, এরপরে হুট করে এই নিলামে ওটাকে তোলা হয়েছে। বিক্রেতার পরিচয় অজানা।

এরকম একটা দুষ্প্রাপ্য ভাস্কর্যের মূল্য নির্ধারণ করা অসম্ভব। নিলামের আগে এর দাম অনুমান করা হয়েছে ১০০ থেকে ১২০ মিলিওনের মাঝে।

BanglaBook.org

★★★

'পঞ্চাশ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার থেকে ডাক শুরু করছি', নিলামদার জানাল।

'শুরুটা নেহায়েতই কম দিয়ে', স্পেন্সার ভাবলেন। শুধু সোনার দামই তো এর দ্বিগুণ হবে। সৌন্দর্য নয়, ইতিহাস এটাকে অমূল্য একটা শিল্পে পরিণত করেছে।

'ডাক পঞ্চাশ মিলিওনে আছে, ষাটের জন্য আছেন কেউ?' নিলামদার প্রশ্ন করল।

ডাক আশিতে পৌঁছলে স্পেন্সার প্যাডেল উঁচু করলেন।

'আশি মিলিয়ন। এবার নব্বই?' একঘেয়ে সুরে বলে চলছে নিলামদার।

ট্যালবটের দিকে তাকালেন স্পেন্সার। আর দশজন আমেরিকানের সাথে কোনো পার্থক্য নেই, কানে স্যাটেলাইট ফোন ঠেকিয়ে আছে এইমুহূর্তে। চিন্তিত ভঙ্গিতে প্যাডেল উঁচু করে রেখেছে যাতে নিলামদার ওর ইঙ্গিত মিস না করে।

'নব্বই। এবার একশো?' গমগম কণ্ঠস্বর ভেসে আসল নিলামদারের।

একশো মিলিয়নের ডাকটা আসল স্পেন্সারের পরিচিত এক সাউথ আফ্রিকান ডিলারের কাছ থেকে। এই ডিলারের মক্কেল হীরায় নিজের ভাগ্য খুলে নিয়েছে। স্পেন্সার মহিলাকে বেশ পছন্দ করে, একাধিকবার একসাথে শেরিও খেয়েছে ওরা। তাই মহিলার মক্কেলের স্বভাব সম্পর্কে স্পেন্সার অবগত। দাম অতিরিক্ত বাড় বেড়ে গেলে পরবর্তীতে কম দামে কেনার আশায় সে হাল ছেড়ে দেয়। লোকটা শিল্প ভালোবাসে, তবে তার বাজেটের মাঝে পড়লে এবং পরবর্তীতে লাভের সম্ভাবনা থাকলে তবেই সে কেনে।

একশো দশ মিলিয়নের ডাকটা আসল রুমের পেছন দিক থেকে। লোকটার দিকে ঘুরে তাকাল স্পেন্সার। বয়স আন্দাজ করা শক্ত, কিন্তু স্পেন্সারের অনুমান বয়সে ষাটোর্ধ্ব হবে লোকটা। লোকটার পাকতে শুরু করা চুল-দাড়ি দেখে তার এই ধারণা হয়েছে। দুটো জিনিস অস্বাভাবিক লাগছে তার কাছে। স্পেন্সার এই রুমের সবাইকে মুখ বা পরিচয়ে চেনেন, তবে এই লোকটা তার কাছে একেবারেই অপরিচিত। লোকটা যে ছোটখাটো একটা দেশের বার্ষিক বাজেটের সমান ডাক দিয়ে বসেছে সে ব্যাপারে সে যেন একেবারেই সচেতন নয়। যেন সে কোনো লোকাল চ্যারিটি অকশনে স্পা'র উইকএন্ড ট্রিপের জন্য ডাক দিচ্ছে। লোকটার অবশ্যই এতো টাকা দেয়ার যোগ্যতা আছে নইলে নিলাম কোম্পানি তাকে ডাকত না। কিন্তু কে সে?

'একশো বিশ মিলিয়ন ডলার', একজন জার্মান ওষুধ ব্যবসায়ী ডাক দিল।

'একশো বিশ। একশো ত্রিশ আছে কেউ?'

ট্যালবট আবারো প্যাডেল নাড়ল।

দামাদামি এবার একশো চল্লিশ মিলিয়ন এসে থামল, সেই ধূসর চুলো লোকটা ডেকেছে। স্পেন্সার আবারো ঘুরে তাকালেন, আশংকা দানা বেঁধে উঠছে মনে। লোকটা সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর হঠাৎ চোখ টিপল সে। স্পেন্সারের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল অনুভূতি বয়ে গেল।

BanglaBook.org

স্পেন্সার তার পাশে ফিরে তাকালেন। ট্যালবট নেতানো স্বরে কথা বলছে ফোনে। সম্ভবত সিলিকন ভ্যালি বিলিওনিয়ার ঝিমিয়ে পড়েছে।

'তাকে বলুন ডাক একশো পঞ্চাশে এসে পৌঁছেছে। আরো একটা ডাক আসছে সম্ভবত।' ফিস ফিস করে নিজের ফোনে বললেন স্পেন্সার।

'স্যার জানতে চান, আপনি এখনো কোনো ডাক দিয়েছেন কি-না।'

'না, কিন্তু ওরা জানে যে আমি এখানে আছি।' স্পেন্সার বলল।

স্পেন্সার এই নিলামদারের কাছ থেকে অনেক কিছু কিনছে এ পর্যন্ত। লোকটা স্পেন্সারের দিকে বাজপাখির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর যেকোনো অভিব্যক্তিই ডাক বলে গণ্য হবে।

'উনি দুশো মিলিয়ন দাম হাকতে বলেছেন, বাকি সবাই যাতে বাদ পড়ে যায়।' লোকটা জানাল।

'বুঝেছি।' স্পেন্সার বলল।

এরপরে প্রায় ধীর গতিতে সে তার দুটো ছড়ানো আঙুল রাখল ঠোঁটের ওপর।

'বর্তমান ডাক দুশো মিলিয়ন', আবেগহীন কণ্ঠে বলে উঠল নিলামদার।

ডাক এক লাফে পঞ্চাশ মিলিয়ন বেড়ে গেছে, যেখানে নিলামদার প্রতিবার দশ দশ করে ডাক বাড়াচ্ছিল।

দু'শো মিলিয়ন ডাক এসেছে, দুশো দশের জন্য কেউ আছেন?'

কবরের মতো শীতলতা কক্ষ জুড়ে, স্পেন্সার পেছন ফিরে তাকাল। কিন্তু ধূসরচুলো লোকটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

'দু-শো মিলিয়নে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে মূর্তিটা, এক!' নিলামদার বলে চলছে। 'দুই। ফেয়ার ওয়ার্নিং!' সামান্য অপেক্ষা করল সে। 'তিন, দুইশো মিলিয়ন এবং ক্রেতার পারিতোষিকে বিক্রি হয়ে গেল মূর্তিটা।'

নীরব কক্ষে প্রশংসার ঢল বয়ে গেল এবার।

আরো আধাঘণ্টা থাকলেন স্পেন্সার, আর্টিফ্যাক্টটা বাক্সে ভরা এবং এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছানোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য। সেরাতেই পাঁচটাতে মূর্তিটা হস্তান্তরের জন্য পূর্ব দিকে ছুটলেন উনি। নিরাপত্তার জন্য একটা বিমান ভাড়া করেছেন, এতে তার ম্যাকাওয়ের মক্কেলের খোঁজ বের করা যাবে না। নিলাম কোম্পানিই অস্ত্র সজ্জিত গাড়িতে করে পুরাকীর্তিটা এর নতুন মালিকের বাড়ি পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি তাকেও এশিয়ায় পৌঁছে দেবে।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৩

সান জুয়ানে কিউবানদের নামিয়ে দিয়ে আসার পর ছয় দিন পার হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে গুড হোপ অন্তরীপ ঘুরে এসেছে ওরিগন। কন্ট্রোল রুমের ভেতরে উচ্চশক্তিসম্পন্ন চার বাই আট ফুট স্ক্রিনে জাহাজের পেছনের সাগর দেখানো হচ্ছে। পশ্চিমে সূর্য ডুবতে বসেছে। ওরিগন এখন ভারতীয় মহাসাগরের একটা ফাঁকা জায়গায় অবস্থান করছে। অল্প কিছু মালবাহী জাহাজ চলাচল করছে আশপাশ দিয়ে। বিশ মিনিট আগে হ্যালি কাসিম একটা নীল তিমির দেখা পেয়েছে। আন্ডারওয়াটার সেন্সরের সাহায্যে ওটার ওজন-টোজন হাবিজাবি মেপে দেখলো। তারপর স্ক্যান করে পুরাতন ডাটা ব্যাংকের সাথে মিলিয়ে দেখতে লাগলো।

'তিমিটা একটা বাচ্চা', বললো কাসিম।

কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকা অন্যজন কম্পিউটারে গেম খেলা রেখে চাইল ওর দিকে। এর নাম ফ্র্যাংকলিন লিংকন। লম্বামতো, গায়ের রং কালো।

'করার মতো আর কিছু পাচ্ছ না?'

'সময় তো কাটে এভাবে', কাসিম জানাল।

'এভাবেও কাটে। আর এতে কম্পিউটারের পাওয়ারও খুব কম ব্যবহৃত হয়।' গেমসের দিকে ইঙ্গিত করে লিংকন বলল।

একটা হুইসেল বেজে উঠল, ওরিগন গতি কমিয়ে থেমে গেল পানিতে।

উত্তর দিক থেকে একটা উভচর প্লেন এগিয়ে আসছে, বাতাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে ওরিগনকে পাশ কাটিয়ে খানিকটা সামনে এগিয়ে গেলো। তারপর আবার ঘুরে সুনিপুণভাবে পানিতে নেমে এলো প্লেনটা।

'চেয়ারম্যান এসে পৌঁছেছেন', কাসিম খেয়াল করল।

★★★

নিরাপদে ওরিগনে পৌঁছে হুয়ান রড্রিগেজ ক্যাব্রিলো ওর নিজের রুমের পথ ধরল। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। ধূসর উইগ আর নকল দাড়ি ভরা ব্যাগটা ফেলে দিল বিছানায়। জুতোজোড়া ছুড়ে ফেলেই শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করে দিল।

BanglaBook.org

অন্যান্য জাহাজে যেখানে বাথরুম কল্পনা করাই দায় সেখানে তারটায় বিশাল একটা বাথরুম আছে। জাহাজের একপাশে পিচকিরিওয়ালা কপারের টাব আছে। সেখানকার আয়তকার পোর্টহোলের মাধ্যমে বাইরের পানি দেখা যায়। টাবের পাশেই ম্যাক্সিকান টাইলসে সজ্জিত আলাদা একটা শাওয়ার আছে। জাহাজের পেছনের দিকের দেওয়ালে একটা তামার তৈরি বেসিন আছে। ওটার নিচে অনেক ড্রয়ার।

রুমটার মেঝে কাঠের আর তার ওপর সুতো উঠানো কম্বলে ঢাকা। মেঝের শেষ মাথায় একটা বসার বেঞ্চি। সিংক আর বসার বেঞ্চির মাঝখানে একটা খুপরিমতো টয়লেট।

ক্যাব্রিলো সিংকের ওপরের আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে।

তার ক্রু কাটে ছাঁটা সোনালি চুল আবারো ছাঁটা দরকার। জাহাজের নাপিতের কাছে যেতে হবে, মনে মনে ঠিক করলো ও। লোকটা ম্যাসেজও ভালো করে। ধকলের ফলে ক্যাব্রিলোর চেহারা ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে, চোখদুটো লাল। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও, গাটে গাটে ব্যথা করছে।

মেহগনি বেঞ্চে বসে, ট্রাউজার ছেড়ে ওর নকল পা দুটোর দিকে তাকাল ক্যাব্রিলো। হংকং-এ নুমার একটা অপারেশনে চাইনিজ যুদ্ধজাহাজ চেঙ্গদোর সাথে নৌযুদ্ধে পা-টা হারানোর পর এটা তার বদলানো তৃতীয় পা। এই পা-টা ভালো, প্রায় আসলটার মতোই কাজে দিচ্ছে।

উঠে কপার টাবে পানি ঢালতে শুরু করে দিল ও।

ভরে গেলে শেভ করে দাঁত মাজল। এরপর নকল পা-টা খুলে পানিতে নেমে পড়লো। পানিতে ভিজতে ভিজতে অতীতে ফিরে গেল ও।

★★★

ক্যাব্রিলোর পূর্বপুরুষরা ছিলো পরিব্রাজক। তারাই ক্যালিফোর্নিয়া আবিষ্কার করেছিলো। স্প্যানিশ পদবি থাকা সত্ত্বেও ওকে স্প্যানিশদের মতো দেখায় না। অরেঞ্জ কাউন্টিতে একটা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠেছে ও। সত্তরের দশকে ক্যালিফোর্নিয়া ছিল মাদক এবং যৌনতায় ভরপুর, তবুও সেপথ মাড়ায়নি ক্যাব্রিলো। পারিবারিকভাবেই ও রক্ষণশীল এবং দেশপ্রেমিক স্বভাবের। তার পরিচিত সবাই যখন চুল বড় রাখত তখন সে চুল ছোট করে পরিছন্ন রাখত। ছেঁড়া জিন্স আর টি-শার্ট পরার চল এল যখন তখন ওর ওয়ার্ডরোব থাকত পরিষ্কার এবং ফিটফাট কাপড়ে ভরা। সময়ের বিরুদ্ধে ওর প্রতিবাদের ধরন ছিল না এটা, ও মানুষটাই আসলে এরকম।

এসব অভ্যাস এখনো রয়ে গিয়েছে ওর।

কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়েছে ও। ইউনিভার্সিটিতে ROTC (Reserve officers' Training Corps) প্রোগ্রামের সক্রিয় সদস্য ছিল। তাই স্নাতকে পড়ার সময়েই CIA তাকে জব অফার করায় অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

BanglaBook.org

তারা যেরকম একজন এজেন্ট খুঁজছিল হুয়ান ক্যাব্রিলো ছিল ঠিক সেরকম। পড়াশোনায় ভালো হলেও ও আতেল ছিলো না, চুপচাপ কিন্তু একঘেয়ে ছিলো না, কঠোর স্বভাবের হলেও দরকারের সময়ে নমনীয় হতে পারতো।

স্প্যানিশ, রুশ এবং আরবিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি এবং ছদ্মবেশে পাকা হয়ে উঠে ও। কোনো দেশে ঢুকেই তৎক্ষণাৎ সেখানকার মানুষের অবস্থা খুব সহজেই নির্ণয় করার ক্ষমতা আছে ওর। ভয়ডর কম ওর তবে ও লাগাম ছাড়া না। অল্প কয়েক বছরের মাঝেই সে CIA-র জন্য মস্তবড় একটা অ্যাসেট হয়ে দাঁড়ায়।

এরপরে আসল নিকারাগুয়া।

আরেকজন এজেন্টের সাথে মিলে উদীয়মান কমিউনিস্টদের উত্থানে বাধা দেয়ার কাজ পায় ও। প্রথম দিকে ভালোই চলছিলো। কিন্তু কয়েক বছরের মাঝেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়। পৃথিবীর আদিমতম গল্প এটা–মানুষ অল্প, অথচ নেতা অনেক। ওয়াশিংটনের নেতারা গোলাগুলির নির্দেশ দেয়, আর তার ভুক্তভোগী হয় নিকারাগুয়ার নেটিভ ইন্ডিয়ানরা। কিন্তু উপরের দিকে থুতু ছুড়লে যেমন নিজের গায়েই পড়ে সেরকমই হয়ে গেলো ব্যাপারটা।

ফলে আরো অনেকের মতো ক্যাব্রিলোও মূল্যহীন হয়ে গেলো এসময়। সে তার পার্টনারকে একটা সুযোগ করে দেয়।

এখন ওর সেই পার্টনারের অবস্থান CIA-র একেবারে উপরের দিকে। উপকারের প্রতিদান সে ঠিকই দেয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই লোকটা ওদের সংস্থাটাকে একের পর এক কাজ দিয়ে আসছে। এতে তার নিজের পকেটেও যাচ্ছে ভালোই।

আর ক্যাব্রিলো এবং ওর টিমকে যেটা করতে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে অসম্ভবকে সম্ভব করা।

★★★

গোসল শেষ করে ক্যাব্রিলো পোশাক পরে নিলো। কাসিম আর লিংকন তখনও নজর রেখে চলেছে। মাঝরাতে ওরা যখন ছাড়া পেল, তখন কাসিম আরো একটা তিমিকে স্ক্যান করছে আর লিংকন ক্লন্ডাইকের বত্রিশটা গেম খেলে ফেলেছে। দুজনেই সান জুয়ান থেকে কেনা তিনটা ম্যাগাজিন পড়েছে। লিংকনের আগ্রহ বিমান সাময়িকীর ওপরে আর কাসিমের ঝোঁক অটোমোবাইল ডাইজেস্টের প্রতি।

BanglaBook.org

খোলাখুলি বলতে গেলে, কাজ তাদের সামান্যই। ওরিগন নিজেই নিজের পথ চলে।

ত্রিশ মিনিট পর।

পরিষ্কার পাজামা, মাড় দেয়া সাদা শার্ট আর বিল ব্লাস ব্লেজার পরা হুয়ান রড্রিগেজ ক্যাব্রিলো কর্পোরেট মিটিং রুমের টেবিলে বসে আছে। লিন্ডা রস

টেবিলের আরেক প্রান্তে বসে ডায়েট কোকে চুমুক দিচ্ছে। রসের পাশে বসেছে এডি সেং। একগাদা কাগজে চোকা দিচ্ছে সে। মার্ক মার্ফি টেবিলের আরেকটু দূরে বসা, একটা ছুরি দিয়ে একটা চামড়ার টুকরো ফালি ফালি করছে। কাজটায় মজা পেয়ে সে এবার এক তা কাগজের ওপর ছুরির ধার পরীক্ষা করা শুরু করলো।

'নিলামটা কেমন হলো?' ম্যাক্স হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'জিনিসটার দাম উঠেছিলো দুশো মিলিয়ন', স্বাভাবিকভাবে বলল ক্যাব্রিলো।

'ওয়াও, এ তো অনেক দাম!' রস মন্তব্য করল।

টেবিলের শেষ প্রান্তে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত মনিটরে ভরা। তার সামনে বসে আছে মাইকেল হ্যালপার্ট। একটা লেজার পয়েন্টার চালু করে ক্যাব্রিলোর অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো, মাথা নেড়ে শুরু করতে বলল ক্যাব্রিলো।

'ওয়াশিংটন থেকে লিচেনস্টাইনের ভাদুজে আমাদের উকিলের কাছে কাজটা এসেছে। গতানুগতিক একটা কাজ। অর্ধেক টাকা এখন আর বাকিটা ডেলিভারির পরে দেয়া হবে–এরকমটাই বলা হয়েছে। দশ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে পাঁচ মিলিয়ন ডলার ইতোমধ্যে নিয়ে ফেলেছি আমরা। ভানুয়াটুতে আমাদের ব্যাংকে টাকাটা দেয়া হয়েছে প্রথমে, সেখান থেকে সাউথ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক তা দিয়ে সোনার বার কিনে রাখা হয়েছে।'

মার্ফি ছুরি থেকে একটা কাগজের ছিলকা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'এতসব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে আমরাই বরং গোল্ডেন বুদ্ধ চুরি করি। এতে করে আমাদের অনেক সময় এবং শক্তি বেঁচে যাবে। শেষমেশ সোনাই তো পাচ্ছি আমরা।'

'তাহলে এতো বড় কোম্পানি খোলার কী দরকার ছিলো?' হেসে উঠল ক্যাব্রিলো। জানে মার্ফি মজা করছে, 'আমাদের সুনামের কথা ভুলে গেলে চলবে না। কোনো মক্কেলের সাথে দুই নম্বরি করলে কথাটা জানাজানি হয়ে যেতে সময় নেবে না। আর আমি কিন্তু ইদানীং কোনো পত্রিকায় ভাড়াটে নাবিকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখি নি।'

'আপনি আসল পত্রিকাগুলোতেই চোখ বুলাননি', হাসছে সেং, 'ম্যানিলা টাইমস বা বুলগেরিয়ান বিউগলে চোখ রাখা উচিত ছিল আপনার।'

'ঐতিহাসিক কোনো কিছু চুরি করার এই এক সমস্যা, বিক্রি করা অনেক কষ্ট', মন্তব্য করল লিন্ডা।

'আমি গ্রিসের একজন লোককে চিনি যে মোনালিসা কিনতে রাজি আছে', মার্ফি বলল।

হাত নাড়ল ক্যাব্রিলো, 'ঠিক আছে, এইবার মূল আলোচনায় ফিরে আসি।'

প্রধান মনিটর জুড়ে একটা বিশ্ব মানচিত্র দেখা যাচ্ছে। হ্যালপার্ট হাতের পয়েন্টার দিয়ে ওদের গন্তব্যের দিকে নির্দেশ করল।

BanglaBook.org

'আকাশপথে এই জায়গা পুয়ের্টোরিকো থেকে দশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। সাগরপথে আরো বেশি', সে জানাল।

'ওখানে যেতে যেতেই তো সব টাকা খরচ হয়ে যাবে। ঐদিকে আর কোনো কাজ আছে নাকি আমাদের?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'না, নেই', হ্যালপার্ট জানাল। 'তবে আমি একটা ধান্দায় আছি। আমরা মূর্তিটা নির্দিষ্ট সময়ে ডেলিভারি করতে পারলে বোনাসের ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের উকিলকে ধরেছি।'

'কত এবং কখন?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'আরো এক মিলিয়ন ডলার বোনাস। যদি আমরা ৩১শে মার্চের মাঝে গোল্ডেন বুদ্ধ হস্তান্তর করতে পারি।'

'মার্চের একত্রিশ তারিখে কেন?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'কারণ তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক ঐদিনই দালাইলামা তার লোকদের কাছে ফিরে যাবেন।'

'ওহ্। ঠিক আছে, তাহলে মোট সাতদিন পাচ্ছি আমরা। এরমাঝে তিনদিন যাত্রাপথেই কেটে যাবে। বাকি চারদিন হাতে পাব আমরা একটা সুরক্ষিত বিল্ডিং থেকে ছয়শো পাউন্ড ওজনের সোনার মূর্তিটা চুরি করে পঁচিশশো কিলোমিটার দূরের একটা পাহাড়ি দেশে দিয়ে আসতে, যেখানকার কথা বেশিরভাগ মানুষ বইয়েই পড়েছে শুধু।'

হ্যালপার্ট মাথা ঝাঁকাল।

'মজাই লাগছে', ক্যাব্রিলো জানাল।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ৪

চাক 'পিচ্চি' গুন্ডারসন সস আর পনিরের টুকরো দিয়ে ডিনার সারছে। সিটেশন এক্স বিমানটা চালানোর পাশাপাশি নিচের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে আছে সে। ছয় ফিট চার ইঞ্চি আকৃতির গুন্ডারসনের ওজন ২৮০ পাউন্ড। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে টাকল খেলত সে, স্নাতক হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে ঢুকে পড়ে। দীর্ঘদিন ডিআইএ-তে কাজ করার অভিজ্ঞতা উড়ার প্রতি তার আকর্ষণকে আরো বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে সে এটাকেই নিজের পেশা বানিয়ে নেয়। এই মুহূর্তে লাঞ্চের সাথে একটা বিয়ারের বোতল সাবাড় করতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু তার বদলে এক বোতল ব্রেইনহেমের গ্রিংগার এল পান করেছে সে। কিছুক্ষণ পরপরই সব চেক করে দেখছে সে, গ্রিন সিগন্যাল।

'মি. সিটেশন আরামেই আছে', অটোমেটিক সুইচ কন্ট্রোলে থাবড়া মেরে কোর্স চেক করার সময় মন্তব্য করল সে।

স্পেন্সার ককপিটের দরজায় টোকা দিয়ে খুলে ফেলল, 'ম্যাকাও এয়ারপোর্টে আপনাদের কোম্পানি কী আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো গাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে?'

'চিন্তা করবেন না। তারা সবকিছু ঠিক করে রেখেছে', গুন্ডারসন বলল।

★★★

ব্যস্ত আওমেন বন্দর। সাম্পান, বজরা তো আছেই সাথে আধুনিক কার্গো জাহাজ এবং প্রমোদতরী দিয়ে ভরা। ডাঙ্গা থেকে সাগরের দিকে জ্বলন্ত কাঠের সাথে মশলার ঘ্রাণ বয়ে নিয়ে আসছে বাতাস। দক্ষিণ চীন সাগর থেকে বারো মাইল দূরে, নামার জায়গা থেকে এক মিনিটের পথে থাকতে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেল গুন্ডারসন।

স্পেন্সার মেঝেতে বেঁধে রাখা গোল্ডেন বুদ্ধের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

★★★

একই মুহূর্তে, ক্যাব্রিলো খাবার শেষে এক্সপ্রেসো চেখে দেখছে। জাহাজের ডাইনিং-এ বসে কথা বলছে সে, মুখে একটা ন্যাপকিন ধরা।

BanglaBook.org

'ম্যাকাও-এ আমাদের একজন লোক আছে। আমরা গোল্ডেন বুদ্ধ খুঁজে পাওয়ার পর সে ওটা ট্রান্সপোর্টেশন-এর ব্যবস্থা করে দিবে।' ক্যাব্রিলো বললো।

'তার পরিকল্পনা কী?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'এখনো কিছু ঠিক করে নি, তবে ব্যবস্থা একটা করবেই', জানাল ক্যাব্রিলো।

সেং কথা বলে উঠল এবার, 'আমি রাস্তাঘাট, বন্দর এবং পুরো শহরের একটা বিস্তারিত ম্যাপ জোগাড় করেছি। গোল্ডেন বুদ্ধ যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে বলে ভাবছি আমরা, সেখান থেকে নৌবন্দর বা এয়ারপোর্ট কোনোটাই এক মাইলের বেশি দূরে না।'

'ভাগ্যটাতো ভালোই দেখছি', লিন্ডা রস মন্তব্য করল।

'পুরো দেশটাই তো মাত্র সাত বর্গ মাইল', সেং জানাল।

'আমরা কী তীর থেকে দূরে নোঙর ফেলব?' মার্ফি জিজ্ঞেস করল।

ক্যাব্রিলো মাথা ঝাঁকাল।

'তাহলে আমার সারাদেশের জিপিএস নাম্বার প্রয়োজন হবে। কাজে লাগবে', মার্ফি জানাল।

ওরিগনের অফিসারদের আরো এক ঘণ্টা লেগে গেল সব তথ্য জোগাড় করতে।

★★★

'ওম', লোকটি শান্তস্বরে বলছে, 'ওম।'

গোল্ডেন বুদ্ধ ফিরে পেলে এই লোকটা সবচাইতে বেশি লাভবান হবে। কিন্তু চারপাশ দিয়ে ঘটে যাওয়া ধ্বংসাত্মক কাজকারবার সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তার। ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসের একটা পাথুরে বাগানের বাইরে যোগাসনে বসেছে সে। সত্তর বছরের কাছাকাছি এসেও সাধারণ লোকদের মতো বয়স্ক বলে মনে হয় না তাকে। সময় তাকে মানুষ হিসেবে আরো বেশি পরিণত করে তুলেছে।

১৯৫৯ সালে চাইনিজরা তাকে নিজ দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। ১৯৮৯ সালে অহিংসভাবে দেশ স্বাধীন করার প্রচেষ্টার জন্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পায় সে। বর্তমানে যেখানে একশো বছরের একটা বাড়িকেই ঐতিহাসিক বাড়ি বলে আখ্যা দেয়া হয়, সেখানে এই লোকটা প্রাচীনতম একটা ধর্মমতের চৌদ্দতম অবতার।

এ মুহূর্তে দালাইলামার মন পড়ে আছে তার স্বদেশে।

BanglaBook.org

★★★

উইন্সটন স্পেন্সার একই সাথে ক্লান্ত এবং বিরক্ত। লন্ডন ছাড়ার পর থেকে এক বিন্দু বিশ্রাম পাননি উনি। বয়স তাকে ধরে ফেলেছে। পাইলট একটা মাঠের শেষ প্রান্তে সিটেশন এক্সকে থামানোর জন্য পাক দিচ্ছে। পাইলট দরজা খুলে

সিঁড়ি নামিয়ে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন উনি, এরপর নেমে গেলেন। গাড়িটা এক ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে, পেছনের দরজা খোলা। গাড়ির দুপাশেই কালো ইউনিফর্ম পরা দুজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, হোলস্টারে পিস্তল গোঁজা। কেমন খ্যাপাটে দেখাচ্ছে তাদের। একজন এগিয়ে আসল সামনে।

'জিনিসটা কোথায়?' সরাসরি প্রশ্ন করল সে।

'মেইন কেবিনের ভেতরে একটা বাক্সে', স্পেন্সার বললেন।

লোকটা তার সঙ্গীকে ইংগিত করল, অপর জন এগিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে গুন্ডারসন সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসল।

'আপনি কে?' গার্ডদের একজন জিজ্ঞেস করল তাকে।

'আমি এই প্লেনের পাইলট।'

'আমাদের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত ককপিটে বসে থাকুন।'

'আরে', কিছু বলতে শুরু করেছিল গুন্ডারসন। কিন্তু গার্ডদের মাঝ থেকে অপেক্ষাকৃত লম্বা জন তার হাত ধরে ককপিটের ভেতর ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর দুজন ধরাধরি করে বাক্সটা নামিয়ে একটা চাকাওয়ালা ঠেলার ওপর নামিয়ে রাখলো। তারপর ঠেলাটাসহ বাক্সটা ট্রাকে ঢুকিয়ে দিল ওরা। দুজন মিলেও তুলতে কষ্ট হচ্ছে। বাক্সটা ভেতরে ঢোকানোর পর ট্রাকটা সামান্য সামনে আগানো হল, যাতে ওরা দরজা বন্ধ করতে পারে। একজন গার্ড দরজা লক করছিল, এমন সময় গুন্ডারসন আবার ফিরে আসল, 'নিশ্চিত থাকতে পারো, এই ব্যাপারে নালিশ জানাব আমি।' গার্ডকে বলল ও।

গার্ড সামান্য হাসল, এরপর সামনে এগিয়ে ট্রাকের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে পড়ল।

'আ-মা মন্দির?' ড্রাইভার জানালা দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ', স্পেন্সার বললেন।

অপর গার্ড কাছেই পার্ক করে রাখা একটা গাঢ় সবুজ রঙের মার্সিডিজ বেঞ্জ লিমুজিনের দিকে ইংগিত করল।

'আপনি ওটাতে করে আসবেন।'

জানালা তুলে দিয়ে গিয়ার ঠিক করে ট্রাক চালাতে শুরু করল ড্রাইভার।

স্পেন্সার লিমুজিনে চড়ে বসে অনুসরণ করতে লাগলেন সেটাকে।

BanglaBook.org

★★★

ট্রাক আর লিমুজিন ম্যাকাও-টাইপা ব্রিজ পার হয়ে ক্লোভারলিফ ঘুরে হোটেল লিসবোয়া পার হলো। তারপর ডা. হেনরিখ রোড ধরে এগিয়ে সান মো লা বা নিউ রোডে পড়ল। দ্বীপের পশ্চিম অংশে পৌঁছে রয়া ডাস লোরচাসের মোড় পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে সাগরপথের সমান্তরালে চলতে থাকল গাড়ি দুটো।

সাগরপাড়ের দৃশ্যগুলো দেখতে এডভেঞ্চার মুভির মতো। পানিতে সাম্পান আর ময়লা ভাসছে, পাড়ের দোকানগুলো মেয়াদত্তীর্ণ চিকেন থেকে শুরু করে

আফিম টানার পাইপসহ রাজ্যের জিনিসে ঠাসা। ট্যুরিস্টরা দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে, ক্রেতা-বিক্রেতারা বিভিন্ন আঞ্চলীয় টানে একঘেয়ে কাটাকাটা স্বরে দামাদামি করছে। গাড়ি দুটো রয়া দো আলমিরান্তে সারজিয়োর একটা শাখাপথে বাস টার্মিনাল পার হয়ে আ-মা মন্দিরের মাঠের বায়ে এসে থামল।

ম্যাকাওয়ের সবচাইতে প্রাচীন মন্দির এটা। চৌদ্দ শতাব্দীরও আগে নির্মিত। গভীর বনভূমিতে ঢাকা একটা পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত মন্দিরটা। এখান থেকে সাগর দেখা যায়। পাঁচটা কুঠি আছে মন্দিরটায়। লিমুজিন থেকে নেমে ট্রাকের দিকে এগুনোর সময় বাতাসে ভেসে আসা ধূপের গন্ধ নাকে ধাক্কা মারল স্পেন্সারের। একই সময় কেউ একজন অশুভ আত্মা তাড়ানোর উদ্দেশ্যে আতশ বাজি ফুটালো। অবচেতন মনেই স্পেন্সার মাথা নিচু করে ফেললেন, তারপর জানালা গলে ড্রাইভারের দিকে তাকালেন।

'আপনি ঠিক আছেন তো, স্যার?' ড্রাইভার প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ', ভীতস্বরে জানালেন স্পেন্সার। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি কিছু সময়ের জন্য ভেতরে ঢুকব। আমার জন্যে অপেক্ষা করুন।'

ড্রাইভার মাথা ঝাঁকালো, স্পেন্সার পথ ধরে হাঁটা শুরু করলেন।

আ-মা মন্দিরে প্রবেশ করে, পেছনের একটা রুমে ঢুকলেন স্পেন্সার। প্রধান পুরোহিত অফিস হিসেবে ব্যবহার করে ঘরটা। দরজায় নক করল স্পেন্সার। হলুদ রোব পরা মোড়ানো মাথার একজন লোক হাসিমুখে এসে দাঁড়াল।

'মি. স্পেন্সার। আপনার বাক্সটার জন্য এসেছেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ', জবাব দিলেন স্পেন্সার।

সন্ন্যাসী একটা বেল বাজালেন, অন্য আরেকটা ঘর থেকে আরো দুজন সন্ন্যাসী এসে হাজির হলো।

'আমি যে বাক্সটার কথা বলেছিলাম মি. স্পেন্সার সেটার জন্য এসেছেন', প্রধান সন্ন্যাসী জানাল তাদের, 'উনি তোমাদের বুঝিয়ে দেবেন কী করতে হবে।'

মন্দিরে খুব বড় অঙ্কের দান করে নিশ্চিত করা হয়েছে, যতদিন পর্যন্ত দরকার হবে ততদিন এই নকলটা এখানে থাকবে। জায়গামতো মিথ্যেটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই বাকিটুকু সমাধান হয়ে যাবে।

'বুদ্ধমূর্তিটা বাইরে রেখে এসেছি আমি, এটা একবার দেখাতে চাই আপনাদের। রাখার মতো জায়গা আছে তো এখানে?' স্পেন্সার প্রশ্ন করল।

'অবশ্যই। ভেতরে নিয়ে আসুন ওটা', সন্ন্যাসী বললেন।

বিশ মিনিটের মাঝে অদল-বদল ঘটে গেল, চোখের সামনেই গোল্ডেন বুদ্ধ লুকিয়ে ফেলা হল। ত্রিশ মিনিট পর মাইলখানেক দূরে সুসজ্জিত ট্রাকটা দিনের শেষ ডেলিভারি সম্পন্ন করল। গার্ড দুজন চলে যাওয়ার পর স্পেন্সার বিলিওনিয়ার লোকটার সাথে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল বুদ্ধের মূর্তির দিকে।

'আমি যা আশা করেছিলাম তার চাইতেও বেশি আকর্ষণীয়', বিলিওনিয়ার বলল।

BanglaBook.org

'আপনি যা ভাবছেন তার চাইতে অনেক কম', স্পেন্সার মনে মনে **বলল**। মুখে বলল, 'আপনি পছন্দ করেছেন দেখে খুশি হয়েছি আমি।'

'উপলক্ষটা উদযাপন করা যাক', বিলিওনিয়ার হাসিমুখে বলল।

লোকটার প্রাসাদতুল্য ভবনের ডাইনিং রুমে চেরিকাঠের টেবিলে রুপোর থালায় ভর্তি সুস্বাদু খাবার ছড়ানো। বানর আর জল-শজারুর মাংস এড়িয়ে গেল স্পেন্সার, পিনাট সসে মাখানো মুরগির মাংস মনে ধরলো ওর। মশলাযুক্ত খাবার দিয়ে ভ্রমণক্লান্ত পাকস্থলীর ক্ষুধা নিবারণ করল, আজ রাতে ওর পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব না।

স্পেন্সার টেবিলের শেষ মাথায় বসেছেন, বিলিওনিয়ার বসেছেন প্রধান আসনে। একেক পাশে তিনজন করে মোট ছয়জন মহিলা কর্মচারী বসেছে তাদের মাঝে। বেরির ক্রিমওয়ালা মিষ্টি, সিগার আর কনিয়াক খেয়ে লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'আমরা এখন পান করা বন্ধ করে মহিলাদেরকে তাদের কাজ করার সুযোগ করে দেই, কী বলেন উইন্সটন?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

লোকটা জানে না মাত্র এক সপ্তাহের জন্য নকল গোল্ডেন বুদ্ধটার মালিক থাকবে সে। আর উইন্সটন স্পেন্সারেরও জানার কোনো উপায় নেই যে সে আর দিন পনেরও বাঁচবে না।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৫

ল্যাংস্টন ওভারহল্ট দ্য ফোর্থ ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে তার অফিসে ডেস্কের পাশের লম্বা চেয়ারে নিতম্ব ঠেকিয়ে বসে আছে। হাতে একটা কালো টেনিস ব্যাট ধরা, ওটার হাতল ঘামে ভেজা এক প্রস্থ সাদা কাপড়ে মোড়ানো। ধীরে ধীরে কৌশলের সাথে রাবারের বলটাকে দুই ফুট ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছে সে, আবার ব্যাটে ফিরে আসছে খানিক পর। প্রতি চতুর্থ আঘাতে বেশি ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছে বলটা, দিক পরিবর্তন করার সুবিধার্থে।

ওভারহল্ট অস্থি সর্বস্ব না হলেও যথেষ্ট চিকন। তালপাতার সেপাই-এর চাইতে বলিষ্ঠ আছে অবশ্য। ১৬৫ পাউন্ড ওজন তার, লম্বায় ছয় ফুট এক ইঞ্চি। চতুষ্কোণাকৃতির চেহারায় এক ধরনের রুক্ষ সৌন্দর্য আছে। তার চুলগুলো সোনালি, সামনের দিকে সামান্য ধূসর ছোপ লাগতে শুরু করেছে। CIA কম্পাউন্ডের মাঝেই এক নাপিতের কাছ থেকে প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর চুল ছাঁটে সে।

ওভারহল্ট একসময় দৌড়বিদ ছিলো।

হাইস্কুলে সিনিয়র থাকতে অনুশীলন করতে শুরু করে সে। তখন জিম ফিক্সের 'দ্য কমপ্লিট রানার' পড়ে উন্মত্ততায় ভাসছে দেশ। কলেজ এবং গ্রাজুয়েট জীবনেও সে দৌড়ের চর্চা চালিয়ে যায়। বিয়ে, সিআইয়ে-তে যোগদান, ডিভোর্স, পুনঃবিবাহ কোনোটাই তার নেশাকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। চাপ কমানোর ক্ষেত্রে অল্প যেকয়টা জিনিস তাকে সহায়তা করে দৌড় তার মাঝে একটা।

কঠিন চাপ হচ্ছে ওভারহল্টের আরেক সঙ্গী।

গ্রাজুয়েট স্কুল থেকে বেরিয়ে ১৯৮১ সালে CIA-তে যোগ দেয়ার পর সে ছয়জন ডিরেক্টরের অধীনে কাজ করেছে। আর কয়েক যুগের মধ্যে প্রথম সুযোগ পেয়েছে দালাইলামাকে দেয়া তার বাবার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে পরিণত করার। একই সাথে পুরোনো বন্ধুহুয়ান ক্যাব্রিলোর ঋণ শোধের। তাই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজে কোনো সময় অপচয় করছে না। এমন সময় তার ফোন বেজে উঠল।

'স্যার, ডিডিও ফোন করেছেন। আপনার সাথে যত দ্রুত সম্ভব দেখা করতে চান', সহকারী বলল।

ওভারহল্ট ফোনের জন্য হাত বাড়াল।

BanglaBook.org

★★★

ওয়াশিংটন ডিসির আবহাওয়া টেক্সাসের পিচের মতো গরম আর কাচা মরিচের মতো ঝাঁঝালো হয়ে আছে। হোয়াইট হাউজের ভেতরে এয়ার কন্ডিশনার যত বাড়ানো সম্ভব তত বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কোনোভাবেই তাপমাত্রা ৭৫ ডিগ্রির নিচে নামানো যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্টের বাসভবনের বয়স হয়েছে। নিত্য নতুন আধুনিক জিনিস সংযোজনের পাশাপাশি পুরোনো বিল্ডিংটার ঐতিহাসিক কাঠামোও ঠিক রাখা হচ্ছে।

'এমন কোনো অফিশিয়াল ছবি আছে যেটায় প্রেসিডেন্ট ওভাল অফিসে একটা টি শার্ট পরে বসে আছেন?' ঠাট্টা করলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমি চেক করে দেখব, স্যার', CIA ডিরেক্টরকে কেবল ভেতরে নিয়ে আসা কর্মচারী বলল।

'ধন্যবাদ, জন', বলে লোকটাকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন প্রেসিডেন্ট।

কর্মচারী লোকটা দরজা বন্ধ করে চলে যেতেই প্রেসিডেন্ট ডেস্কের ওপর দিয়েই ডিরেক্টরের সাথে করমর্দন করে তাকে বসার জন্য ইঙ্গিত করলেন।

'আমার এইসব কর্মচারীরা খুবই বুদ্ধিমান, কিন্তু রসিকতা বোঝে না। গাধাটা সম্ভবত আমার কথামতো হোয়াইট হাউজের ইতিহাস ঘাটছে', সে বসতেই প্রেসিডেন্ট বললেন।

'ওরকম কাজ কেউ যদি করেও থাকেন তাহলে লিন্ডন জনসন-ই (আমেরিকার ৩৬-তম প্রেসিডেন্ট) করেছেন বলে আমার ধারণা', ডিরেক্টর বললেন হাসিমুখে।

সতেরো বছর বয়স থেকে যদি কেউ CIA-র ডিরেক্টরকে চেনে তাহলে তার কাছে এসব চোরাই খেলাগুলোকে যথেষ্ট আকর্ষণীয়ই মনে হবে। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরই তখন আসল ঘটনা দেখার সুযোগ পাবে। তবে সময় তার উদ্যমে ব্যাঘাত ঘটায়নি, স্পাই গেম এখনো তার কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হয়।

'কি বলতে এসেছ বলে ফেলো?' প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

'তিব্বত', কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললেন ডিরেক্টর।

প্রেসিডেন্ট মাথা ঝাঁকালেন। তারপর ডেস্কের ফ্যানটা ঘুরিয়ে এমনভাবে বসালেন যাতে বাতাস দুজনেরই লাগে, 'ব্যাখ্যা করো।'

CIA ডিরেক্টর তার ব্রিফকেস থেকে কিছু কাগজ বের করলেন।

তারপর তার পরিকল্পনা খুলে বললেন।

BanglaBook.org

★★★

বেইজিং-এ প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও মনোযোগ দিয়ে কিছু ডক্যুমেন্ট পড়ছেন। চীনের অর্থনীতির সত্যিকারের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে। ভয়ানক চিত্র। আধুনিকতার স্রোতে পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে গণহারে। কিন্তু এখনো চীনের সীমান্তের মাঝে কোনো খনির হদিশ পাওয়া যায়নি। কয়েক বছর আগেও অবস্থা এরকম ছিল না। তখন তেলের দাম কম ছিল। ইদানীং দাম বেড়ে

যাওয়ায় প্রয়োজন মেটাতে প্রচুর টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে হাত গলে। এদিকে ঝামেলা তৈরি করছে জাপানিরা। ওদের তেলের চাহিদা চাইনিজদের এমন একটা প্রতিযোগিতায় ফেলে দিয়েছে যেখানে জেতার সম্ভাবনা অতি নগণ্য।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন জিনতাও। অন্যান্য দিনের চাইতে বাতাস আজকে অনেক পরিষ্কার। হালকা বাতাস বেইজিং থেকে ফ্যাক্টরির ধোঁয়া বয়ে আনছে। কিন্তু এ বাতাস জানালার গোবরেটে বেড়ে ওঠা কালিঝুলি সরিয়ে নেয়ার মতো শক্তিশালী না। জিনতাও দেখলেন একটা চড়ুই পাখি এসে বসল গোবরেটে। ধূলোর মাঝে ছাপ ফেলে দিচ্ছে পাখিটার ছোট ছোট পা। কয়েক সেকেন্ড পর গা ঝাড়া দিল পাখিটা। এরপর থেমে ভেতরে সরাসরি জিনতাও এর দিকে তাকাল।

'টাকা পাবো কোথায়?' জিনতাও পাখিটাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর তেলই বা পাব কোথায়?'

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৬

পিচকালো আকাশের নিচে সমান্তরাল দুটো দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে গেল ওরিগন। দমকা হাওয়া বইছে; বাতাসের সাথে ভেসে আসা বৃষ্টি পালে এসে পড়ছে। জাহাজের মধ্যাংশে কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালিয়ে, সামনে অথবা পেছনের দিকে কোথাও চলে গেল প্রকোপ। সামনের দিকের ভেজা পতাকাগুলো গোয়ার ছেলের মতো এদের লাঠির ওপর ভর করে ঝুলে আছে।

কন্ট্রোল রুমের ভেতরে ফ্রাংকলিন লিংকন রাডার স্ক্রিনের দিকে নজর রাখছে। জাহাজ বিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ পার হওয়ার সময় ঝড়ের তাণ্ডব কমে আসতে লাগল। হেঁটে কন্ট্রোল রুমের কম্পিউটার টার্মিনালের কাছে গিয়ে কয়েকটা বোতাম টিপতেই চাইনিজ উপকূল রেখার স্যাটেলাইট চিত্র ভেসে আসলো মনিটরে।

ম্যাকাও আর হংকং এর ওপরে একরাশ ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ওর সাথে নাইট শিফট ভাগ করে নেয়া হ্যালি কাসিমের দিকে তাকাল লিংকন। কন্ট্রোল প্যানেলের পা উঠিয়ে দিয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন সে। মুখ সামান্য খুলে আছে।

'কাসিম হারিকেন বা এই এলাকার সাইক্লোনের মাঝেও দিব্বি সেটে ঘুম দিতে পারে', ভাবছে লিংকন।

★★★

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘুম থেকে জেগে উঠলেন স্পেন্সার। সন্ধ্যার দিকে গোল্ডেন বুদ্ধ দেখতে আ-মা মন্দিরে গিয়েছিলেন তিনি। মূর্তিটা এখনো মেহগনির বাক্সেই রাখা, বসে আছে সোজা হয়ে। প্রকৃত অবস্থান যত কম মানুষ জানে ততই মঙ্গল। কিন্তু তারপরও তার অস্বস্তি গেলো না।

স্পেন্সার জানে যে মূর্তিটা মূল্যবান ধাতু আর পাথরের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু অদ্ভুত কোনো কারণে ওটাকে জীবন্ত বলে মনে হয়। প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রভা ছড়াচ্ছিল স্বর্ণের দলা, ভেতরে যেন একটা বাতি জ্বলে রয়েছে। বড়বড় জেডের চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, ওগুলো তার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ অনুসরণ করছে। কারো কারো কাছে মুখটা একজন অবতারের হাস্যমুখ হিসেবে মনে হয়, তবে স্পেন্সারের মনে হয় ওটা থেকে বিদ্রূপ ঝরছে।

BanglaBook.org

মনটা আগে থেকেই খুঁতখুঁত করছিলো তবে সন্ধ্যায় নিশ্চিত হলো কাজটা তার বুদ্ধিমানের মতো হয়নি। স্পেন্সারের কাছে এটা কোনো রঙে রাঙ্গানো ক্যানভাস না; ভালবাসা, সম্মান আর নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি। আর স্পেন্সার কি-না একটা মনিহারি দোকানের মালের মতো বদলে দিয়েছে ওটা।

★★★

যোগে বসা অবস্থায় মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন দালাইলামা। তাঁর মন সম্পূর্ণ স্থির, ঝামেলা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন তিনি। উনি তার খুলির ভেতরে একটা আলোর বল দেখতে পাচ্ছেন। বলটার চারপাশ অমসৃণ আর ঘনঘন স্পন্দিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে তিনি সেটাকে মসৃণ করলেন। তারপর বলটা নিজে নিজেই ধসে পড়তে লাগল, শুধু সাদা আলোর একটা বিন্দু অবশিষ্ট থাকল। এবার তিনি তার শারীরিক খোলস পরীক্ষা করায় মনোযোগ দিলেন।

কিছু একটা বিরক্ত করছে তাকে, মাত্রাটা বাড়ছেই ধীরে ধীরে।

আঠারো মিনিট পর তার ধ্যান ভঙ্গ হলো আর তিনি নিজপায়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আট গজ দূরে, বেভারলি হিলস এস্টেটের বৃক্কাকৃতির পুলের সামিয়ানার নিচে তার প্রধান কর্মচারী বসে আছে। দালাইলামা এগিয়ে গেলেন। যেই হলিউড অভিনেতা তাকে আতিথিয়তা করছে সে হেসে উঠে দাঁড়াল।

'আমার বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে', দালাইলামা বললেন।

হলিউড অভিনেতা অমত বা পীড়াপীড়ি করল না।

'আমাকে আমার জেটটা আনার সময়টুকু দিন, মহানুভব', সে বলল।

★★★

তিব্বতরের উত্তরে স্যাং আর অ্যামদো প্রদেশের মাঝের সীমান্তে বাসাতুংওয়াল শান পাহাড় সমভূমির মাঝে উঁচু হয়ে আছে। তুষারে ঢাকা চূড়া আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর চোখ রাখছে যেন। আনাড়ি চোখে বাসাতুংওয়াল শান এলাকাটাকে জনবিরল আর অনুর্বর বলে মনে হতে পারে। ভূপৃষ্ঠের ক্ষেত্রে কথাটা হয়ত সত্য।

তবে এর নিচে কয়েক শতাব্দী ধরে লুকানো একটা গোপন রহস্য আছে, খুব কম মানুষই জানে সেটা।

পাথুরে পথ ধরে একটা ইয়াক হেঁটে যাচ্ছে, পিঠে একটা ময়না পাখি বসা। চলার ওপর আছে বলে চুপ আছে পাখিটা। প্রথম দিকে ধীরে ধীরে চলছিল, এবার গতি বাড়াল ইয়াকটা। পাথুরে ভূমিতে কম্পন উঠল হঠাৎ। ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো ইয়াকটা, তাতে উড়ে যেতে বাধ্য হল পাখিটা। মাটিতে খুর গেড়ে গ্যাট মেরে দাঁড়িয়ে থাকল ইয়াক। কম্পন থামলে ভূপৃষ্ঠ স্থির হলো, আবার পথ চলতে শুরু করল ওটা।



BanglaBook.org

কয়েক মিনিটের মাঝেই তার পায়ের পশম আর শরীরের নিম্নাংশ খনিজ ধুলোয় মেখে গেল, যে খনি অগণিত প্রজন্মের কিছু মানুষের ধনী এবং পাগল হওয়ার কারণ।

★★★

ওরিগনের অপারেশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ট্রুইট জেগে আছে। ম্যাকাওয়ের সময়ের সাথে এখনো মানিয়ে নিতে পারে নি সে, ম্যাকাওর দিন তার কাছে রাত। কম্পিউটারে লগ ইন করে মেসেজ চেক করল সে। কয়েক ঘন্টা আগে ক্যাব্রিলো একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। চেয়ারম্যান তাকে সাধারণত যেরকম মেসেজ পাঠায় সেরকমই, সংক্ষিপ্ত।

'জর্জের বাড়ি থেকে কনফার্মেশন পেয়েছি। সব প্রক্রিয়া চলছে, পৌছুতে আর ৩৩ ঘন্টা সময় লাগবে সম্ভবত।'

CIA এখনো এই ব্যাপারটার সাথে জড়িত। দুদিনের মাঝেই ওরিগন এসে পৌছবে। ট্রুইটকে খুব অল্প সময়ের মাঝে আরো অনেক কাজ করতে হবে। হোটেলের চব্বিশঘন্টার রুম সার্ভিসে ফোন করে ডিম আর বেকনের অর্ডার করল সে। এরপরে বাথরুমে গিয়ে শেভ আর গোসল সেরে ছদ্মবেশ পরতে শুরু করলো।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৭

হুয়ান ক্যাব্রিলো বেকন আর গর্গনজোলা পনির পোরা ওমলেটে শেষ কামড় দিয়ে প্লেটটা দূরে সরিয়ে রাখলো।

'অবাক করা ব্যাপার, যে আমাদের কারো ওজন এখনো তিনশো পাউন্ড হয়ে যায় নি!' মজা করে বলল ও।

'শুধু জালাপেনো পনির খেতেই ঘুম থেকে ওঠা যায়', হেনলে বলল, 'ইস, শেফ যদি আমার ডিভোর্সড স্ত্রীর সাথে এনিয়ে আলোচনা করত। তাহলে আমি এখনো বিবাহিত থাকতাম।'

'ডিভোর্স এর পর চলছে কেমন?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'আমার গত বছরের বার্ষিক ইনকাম ছিলো ত্রিশ হাজার ডলার। সেটার তুলোনায় ভালোই', হেনলে স্বীকার করল।

'ভালোই, তবে আমি কিন্তু কোনো উকিলের নাক গলানো পছন্দ করবো না', সতর্ক করল ক্যাব্রিলো।

'তুমি জানো, আমিও দিব না', হেনলে টেবিলের ওপরে রাখা একটা জার থেকে ওদের কাপ দুটোয় আরেকবার কফি ভরতে ভরতে বলল। 'আমি জেনির মেজাজ ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষায় আছি।'

ক্যাব্রিলো ওর কফির কাপ তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমরা ২৪ ঘণ্টার মাঝেই বন্দরে পৌছে যাব। ম্যাজিক শপে কাজ চলছে কেমন?'

'বেশিরভাগ সাজ-সরঞ্জামই লাগানো হয়ে গিয়েছে, আমি কে কি ছদ্মবেশ নেবে তা ভাবতে শুরু করে দিয়েছি।'

'চমৎকার', ক্যাব্রিলো বলল।

'তুমি এবার কোনো বেশ ধরতে চাও?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'মুখে বেশি দাড়ি-দুড়ি ঝোলানো যাবে না, ম্যাকাওয়ে এখন ভ্যাপসা গরম', ক্যাব্রিলো জ্ঞান দিল।

'সাহেব', টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হেনলে, 'আপনার ইচ্ছেই আমার আদেশ।'

BanglaBook.org

★★★

ওডেসার শিপইয়ার্ডে ওরিগনের কাজ করানোর সময় জাহাজের ভেতরে নতুন দুটো ডক বসানো হয়েছে। উঁচু পাইলট হাউজটা বাদে ভেতরের অংশকে তিন

তলার কাঠামো দেয়া হয়েছে। একেবারে নিচের তলায় মুন পুল, মেশিন শপ, অস্ত্রাগার আর স্টোর রুমের পাশে ইঞ্জিন আর ফিজিক্যাল প্লান্টস বসানো হয়েছে। উপরের তলাগুলোয় যেতে হয় লোহার সিঁড়ি অথবা ভারি লিফটের সিঙ্গেল এলিভেটরের সাহায্যে। এর উপরের তলা অস্ত্র আর যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ একটা লাইব্রেরি, কম্পিউটার রুম, ম্যাপ রুম আর বিভিন্ন অফিস আর শপ ভরা। একদম উপরের তলায় করা হয়েছে একটা ডাইনিং রুম, কয়েকটা চিত্তবিনোদনের রুম, একটা পূর্ণাঙ্গ জিম, ক্রু কেবিন আর মিটিং রুম আর বোর্ডরুম। তৃতীয়তলার চারপাশ ব্যায়ামের জন্যে দুই লেন বিশিষ্ট একটা দৌড়ানোর ট্র্যাক দিয়ে ঘেরা। ওরিগন নিজেই আস্ত একটা শহর।

হেনলে ডাইনিং রুম থেকে রানিং ট্র্যাক পার হয়ে, এলিভেটর এড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। তারপর দরজা খুলে নিচে নামতে লাগল। প্যানেলিং করা মেহগনি কাঠের সিঁড়ি। নিচে চিকন কার্পেটে মোড়া একটা রুমে থামল হেনলে, কৃতজ্ঞ মক্কেল আর ওরিগনের লোকজনের অর্জিত মেডাল আর ফলকে ভর্তি দেয়াল। জাহাজের সামনের দিকে এগিয়ে গেল ও। কিছুক্ষণ পরেই হলওয়ের দেয়াল পোর্টসাইডের কাচে পরিণত হলো। কাচের পেছনে যেটা আছে ওটাকে হলিউড কস্টিউম ও সেট শপ বলে ভালোভাবেই চালিয়ে দেয়া যাবে। ওকে দেখে কেভিন নিক্সন হাত নাড়লো।

হেনলে শপের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ঠাণ্ডা পরিবেশ বিরাজ করছে ভেতরে। তেল, ভিনাইল আর মোমের গন্ধে ভরে আছে রুমটা।

'তুমি কতক্ষণ ধরে আছো এখানে?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

নিক্সন একটা ধাতব ফ্রেমের ওপরে কাঠ বসানো ওয়ার্কবেঞ্চের সামনে একটা তিনপায়া টুলে বসে আছে। বেঞ্চটায় নানান যন্ত্রপাতি ছড়ানো ছিটানো। ওর হাতে একটা সোনালি রেশমের পাগড়ি ধরা ছিল, নামিয়ে রাখলো সেটা।

'দুঘণ্টা। আমি আজ তাড়াতাড়ি উঠেছি। তারপর চলে এসেছি এখানে।' বলল সে।

'ব্রেকফাস্ট করোনি?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'কয়েকটা ফল খেয়েছি শুধু। আমাকে দশ পাউন্ডের বেশি ওজন কমাতে হবে।' নিক্সন বলল।

নিক্সন বিশালাকৃতির মানুষ সন্দেহ নেই, তবে সে তার ওজন ঠিকই বইতে পারে। রাস্তায় দেখলে তাকে গাঁট্টাগোঁট্টাই দেখায়, মোটা বলে মনে হয় না। কিন্তু ওর ওজন ওঠা-নামার মধ্যেই আছে। ২৪০ থেকে ২১০ পাউন্ডে চলে এসেছিলো একবার। গত গ্রীষ্মে এপালেচিয়ান ট্রেইলে ঘুরতে গিয়ে ওর ওজন ২০০ পাউন্ডেরও নিচে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু জাহাজে বসে বসে শেফের খাবার চাখার কারণে আবারো মুটিয়ে গিয়েছে।

হেনলে বেঞ্চটা পার হয়ে নিক্সনের কাজ দেখতে লাগল। 'এটা কী কোনো ধর্মীয় পোশাক?'

BanglaBook.org

'ম্যাকানিজরা গুড ফ্রাইডেতে এটা পরে', নিক্সন বলল।

'হুম! আমাদের মোট ছয়টা লাগবে তাহলে।' হেনলে জানাল।

নিক্সন মাথা ঝাঁকালো, 'দুইজনকে শামান আর চারজনকে অনুতপ্ত মানুষ সাজাব।'

হেনলে দেয়ালের দিকে এগোল, সেখানে দেয়ালের গায়ে আরো কয়েকটা বেঞ্চ ঠেস দিয়ে রাখা। 'আমি মুখোশের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি।'

নিক্সন মাথা ঝাঁকিয়ে সিডি প্লেয়ারের রিমোট কন্ট্রোলের জন্য হাত বাড়াল। একটা বোতাম চাপল সে, জনি রিভারের *'সিক্রেট এজেন্ট ম্যান'* চলতে শুরু করল।

'কেভিন, গানটা তোমার খুব পছন্দ, না?'

জবাব না দিয়ে নিক্সন নিজেই গুনগুন করে গানটা গাইতে লাগলো।

গানের কলি–মানুষের জীবনে সমস্যা থাকবেই।

★★★

'ট্রুইট গুড ফ্রাইডের প্যারেডের রাস্তার একটা ম্যাপ পাঠিয়েছে', ক্যাব্রিলো বলল, 'ভাগ্য খারাপ এবার, শহরের প্রধান অংশে গাড়ি-ঘোড়া চলার কোনো সুযোগই পাবে না।'

এডি সেং টেবিলের ওপর দিয়ে একটা ফোল্ডারের জন্য হাত বাড়াল। 'ব্যাপারটা শুনে অবাক হলাম, চাইনিজদেরও খ্রিস্টানদের মতো কোনো উৎসব আছে!'

'১৫৩৭ থেকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ম্যাকাও পর্তুগালের অধীনে ছিল। মোটামুটি ত্রিশ হাজার লোক ক্যাথলিক এখানকার', লিন্ডা রস তথ্য জোগান দিল।

'তাছাড়া চাইনিজরা উৎসব পছন্দ করে,' ম্যাক মার্ফি বলল।

'ট্রুইট জানিয়েছে ওরা গতবছরের মতো এবারো একটা বিশাল আতশবাজি প্রদর্শন করতে যাচ্ছে। উপকূলে একটা প্রমোদতরি থেকে বাজি ছোড়া হবে', ক্যাব্রিলো বলল।

'তাহলে তো আর রাতের অন্ধকার সুবিধাটুকুও পাবো না আমরা', ফ্রাংকলিন লিংকন মন্তব্য করল।

লিংকনের বন্ধু হ্যালি আর সহ্য করতে পারল না, 'কি লজ্জা, কি লজ্জা–ফ্র্যাংকি, আকাশ কালো থাকলেই শুধু অন্ধকারের সাথে ভালোভাবে মিশে যেতে পারো তুমি!'

লিংকন কাসিমের দিকে ঘুরে মধ্যমাঙ্গুলি দিয়ে ওর নাকে ঘষল, 'সেটা ঠিক আছে, কায। তবে কি-না আতশবাজি তোমার মতো লিলিফুলের মতো সাদা মার্কা অতিকায় দানবের ক্ষেত্রেও কাজটা কঠিন করে দিবে।'

BanglaBook.org

'ওজনের ব্যাপারটা এখনো রয়েই যাচ্ছে', ওদের খুনসুটিতে কান না দিয়ে ক্যাব্রিলো বলল, 'গোল্ডেন বুদ্ধুর ওজন ছয়শ পাউন্ড!'

'দুপাশে চারজন চারজন করে আটজন সহজেই তুলে ফেলতে পারবে মূর্তিটা', জুলিয়া হ্যাক্সলে বলল।

'আমার ধারণা হেনলে আর নিক্সন নতুন কোনো উপায় বের করে ফেলবে', ক্যাব্রিলো বলল, 'কোনো পরামর্শ আছে তোমাদের?'

ক্রুরা অপারেশনের প্লান-পরিকল্পনা করতে লাগল। ম্যাকাও আর মাত্র একদিনের পথ।

★★★

তিব্বতের স্বাধীন এলাকার চেয়ারম্যান লেগচগ রাইডি ঝুরেন নেপালের সীমান্ত যুদ্ধের রিপোর্ট পড়ছে। সরকারি বাহিনী গতকাল তিনশোর মতো মাওবাদী বিপ্লবীকে মেরে ফেলেছে। ২০০২ সালের বসন্তের পর থেকে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণের তীব্রতা বাড়ছেই শুধু। বিদ্রোহ কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ার কয়েক বছর পর সরকার ব্যাপারটাকে একটা হুমকি হিসেবে দেখছে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। আক্রমণকারীদের সাহায্যের জন্য আমেরিকা একজন আর্মি গ্রিন ব্যারেট পরামর্শদাতা পাঠিয়েছে, তারা আসার সাথে সাথেই লাশ পড়ার হার বেড়ে গেছে।

তিব্বতীয় সীমান্তের বিরোধের পতন থামাতে ঝুরেন বাধ্য হয়ে বেইজিং থেকে আরো এক ট্রুপস সৈন্য চেয়ে এনেছে। তারা নেপাল থেকে তিব্বতে আসা পাহাড়ের ধারের রাস্তাগুলোয় অবস্থান নেয়। প্রেসিডেন্ট জিনতাও ব্যাপারটায় খুশি হননি। প্রথমত, তিব্বত প্রতিরক্ষা করার খরচ দিনদিন বাড়ছেই শুধু, প্রেসিডেন্ট সেটা কমিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন এবার। দ্বিতীয়ত, স্পেশাল ফোর্সের পরামর্শদাতারা বিপদের নতুন একটা মাত্রা যুক্ত করেছে। তিব্বত সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে যদি কোনো আমেরিকান আহত বা নিহত হয় প্রেসিডেন্ট চিন্তিত হয়ে পড়েন; পরিস্থিতি বদলে যায় কি-না। তাহলে তাদের অবস্থা কোরিয়ার চাইতে ভালো কিছু হবে না।

লেগচগ ঝুরেন একটা জিনিস জানে না, সেটা হলো প্রেসিডেন্ট আর তিব্বতকে একটা অ্যাসেট হিসেবে দেখেন না, এটা তার কাছে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়টা জটিল–তিব্বতীরা যদি এখন কোনো গণ-অভ্যুত্থান ঘটায়, চীন তাহলে আরো একটা তিয়ানানমেন স্কয়ার পাবে। আর পৃথিবীর অবস্থা এখন ১৯৮৯ সালের মতো নেই। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজমের পতন, আমেরিকার সাথে তাদের দিনকে দিন ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির ফলে তিব্বতী জনগণের ওপর কোনো সশস্ত্র অভিযান চালালেই দুই দিক থেকে সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে তাকে।

BanglaBook.org

আমেরিকানরা অগ্রসর হবে বঙ্গোপসাগর দিয়ে, তাদের আফগানিস্তানের ঘাঁটি থেকে। আর রুশরা আসবে কিরগিজিস্তান আর কাজাকিস্তান থেকে। তাছাড়া রাশিয়ার পূর্বাঞ্চল তো তিব্বতকে ঘিরেই আছে। সেটা তো উন্মুক্তই থাকবে তাদের জন্য।

কিসের জন্য? ছোট্ট একটা গরিব পাহাড়ি দেশের জন্য, যেটা কি-না চীন অন্যায়ভাবে দখল করে আছে।

লাভ আর ক্ষতি সমান হলো না। জিনতাওকে সাহস ফিরে পেতে হবে, এবং সেটা দ্রুত।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৮

উইন্সটন স্পেন্সার তার প্রাপ্তির হিসেব করছেন। গোল্ডেন বুদ্ধের ২০০ মিলিয়ন দামের মাঝে ৩ শতাংশ কমিশন হিসেবে পেয়েছেন ৬ মিলিয়ন ডলার। উপার্জনটা তেমন বড় কিছু না, গতবছরেই স্পেন্সার পাঁচবারের বেশি এরচাইতে বেশি কামিয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার মূর্তিটা বিক্রি করে যা কামাতে যাচ্ছেন, তার তুলনায় এটা বালতির পানির একটা ফোটা মাত্র।

প্রথমত, উনি ছয় মিলিয়ন ডলারের চেক পাচ্ছেন নকলটার জন্য। থাইল্যান্ডের জালিয়াত এর জন্য আবার এক মিলিয়ন দাবি করেছে। দ্বিতীয়ত, জেনেভা থেকে ম্যাকাওয়ে সে গোল্ডেন বুদ্ধ ট্রান্সপোর্টের জন্য যে কোম্পানি ভাড়া করেছিল, গাড়িতে করে আ-মা মন্দিরে দিয়ে এসেছিল তারা চার্জ করেছে অতিরিক্ত। এক মিলিয়ন ডলার। বিলিওনিয়ারকে উনি জানিয়েছেন এর দশভাগের এক ভাগ, যাতে কোনো সন্দেহ না জাগে। আগামী কয়েকদিনে আরো এক মিলিয়নের মতো ঘুষ দেয়া লাগবে যখন উনি ম্যাকাও থেকে আসল গোল্ডেন বুদ্ধকে আমেরিকায় নিয়ে যাবেন। কিন্তু আপাতত হঠাৎ বাস্তবতা সামনে এসে পড়ায় স্পেন্সার ভেঙে পড়েছেন।

উনি তার সমস্ত সঞ্চয় এই নিচ পরিকল্পনার পেছনে খরচ করে ফেলেছেন। কমিশন চেকটা না থাকলে ঝামেলাতেই পড়ে যেতেন এই মুহূর্তে। তবে গোল্ডেন বুদ্ধের ক্রেতা সম্পর্কে উনি নিশ্চিত। তা না হলে কখনোই এই কাজ করতেন না। হিসেব শেষে প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে ছোট ছোট টুকরা করে বাথরুমে ফেলে ফ্লাশ করে দিলেন। এরপর হাতের কম্পন থামানোর জন্য এক পেগ স্কচ ঢাললেন গ্লাসে। সারাজীবন লেগেছে তাকে এই অবস্থায় পৌছতে, তার অপরাধটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে সেসব ধুয়ে যেতে এক সেকেন্ডও লাগবে না।

টাকা আর সোনা মানুষকে কত উদ্ভট জিনিসই না করাতে বাধ্য করে।

BanglaBook.org

★★★

পৃথিবীর মানচিত্রের তিন চতুর্থাংশ আর ষোলটা টাইম জোনের দূরত্বে এখন প্রায় মধ্যরাত। সিলিকন ভ্যালি সফটওয়ার বিলিওনিয়ার তার নতুন কেনা ইয়টে নানান

পরিবর্তন আনার পেছনে সময় কাটাচ্ছেন। ৩৫০ফুট লম্বা জলযানটার নকশা তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটারে, সেটার পরিমার্জনাও করা হয়েছে কম্পিউটারের মাধ্যমে। ডেকের ত্রিশটা টয়লেটের প্রত্যেকটা স্ক্রু থেকে শুরু করে প্রতিটা স্বতন্ত্র অংশকে আলাদা করা যাবে, পরিবর্তনও আনা যাবে পরে। বর্তমানে ইয়টের আসবাব আর অলংকরণ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও মেজাজ ক্রমশই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে তার।

চাইলে মেইন ডেক বা সেলুনে অতিথিদেরকে স্বাগতম জানানোর জন্যে কম্পিউটারের সাহায্যে একটা ফুল বডি হলোগ্রাম তৈরি করা যাবে। ব্যাপারটা দারুণ! এই মুহূর্তে কোন ফন্টে তার নাম লিখলে ভালো হবে বা সোফা আর চেয়ারের কাপড়ে কোন সুতা ব্যবহার করা হবে এসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তিনি। কয়েক বছর আগে সে সম্পূর্ণ কোট অভ আর্মসসহ নিজের জন্য একটা ছোটখাটো বৃটিশ টাইটেল কিনেছেন উনি। এখন কাপড়ের ওপর সেই প্রতীকই আঁকা হয়েছে। 'আমার ছবি খোদাই করলেই বুঝি বেশি ভালো হবে', একটা রাজকীয় আলমিরার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় ভাবলেন বিলিওনিয়ার। আইডিয়াটা তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। তার ফিলিপিনীয় কাজের ছেলেটা যখন ঘরে প্রবেশ করল তখনও উনি হাসছেন।

'মালিক, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। একটা লং ডিসট্যান্স টেলিফোন এসেছে আপনার', চাকরটা জানালো।

'নাম বলেছে কোন?'

'বলল যে সে নাকি কোনো এক মোটকা গোল্ডেনের বন্ধু।'

'লাইন দাও, এক্ষুনি', বিলিওনিয়ার বললেন। হাসছেন উনি।

★★★

ম্যাকাওয়ে বিকাল চারটার কিছু কম বাজে। সফটওয়্যার বিলিওনিয়ারের অনলাইনে আসার অপেক্ষায় আছেন স্পেন্সার। তার স্যাটেলাইট টেলিফোনে লাগানো ভয়েস অল্টারনেট ডিভাইসের কিছু কাজ সারছেন তিনি। ডিভাইসটায় নতুন একটা ব্যাটারি লাগিয়েছেন, ছোট সবুজ বাতিটা জ্বলতে শুরু করেছে। তবুও কেনো যেন নিশ্চিত হতে পারছেন না। বিজ্ঞাপনে যেমন বাড়িয়ে বলা হয়, ততটা কাজ করবে কি-না কে জানে।

'ইয়ো', বিলিওনিয়ার লাইনে আসতেই বললেন, 'নতুন কিছুর খোঁজ আছে নাকি?'

'আপনি কী এখনো গোল্ডেন বুদ্ধ কিনতে আগ্রহী?' একটা যান্ত্রিক স্বর জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই, কিন্তু দুশো মিলিওনে না', জবাব দিলেন বিলিওনিয়ার। একই সময়ে তিনি তার টেলিফোনের সাথে সংযুক্ত কম্পিউটারের সাহায্যে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরটা ঠিক করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

'আমার প্রস্তাব', লোকটার কণ্ঠস্বর এখনো পর্যন্ত যান্ত্রিক শোনা গেলো কিন্তু পরমুহূর্তেই কম্পিউটার তার জাদু দেখাল, স্পষ্ট শোনা গেল কণ্ঠস্বরটা, 'একশো মিলিয়ন ডলারের।'

BanglaBook.org

'ব্রিটিশ টান', বিলিওনিয়ার ভাবছেন। ট্যালবট তাকে জানিয়েছে একজন ইংলিশ আর্ট ডিলার নিলামটা জিতেছে। সম্ভবত কোনো বৃটিশ কালেক্টরের জন্য কিনেছে সে এটা, কিন্তু এর কোনো মানে হয়না। কেউ ২০০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে কেনা একটা জিনিস কয়েকদিন পরই অর্ধেক দামে বেচতে যাবে না। এখানে নিশ্চিত কোনো ঘাপলা আছে, অথবা নকল জিনিস পটিয়ে দেয়ার ধান্দায় আছে লোকটা।

'আমি কী করে বুঝব যে আপনি যেটা অফার করছেন সেটা আসল কি-না?' সফটওয়ার বিলিয়নিয়ার জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি কী এমন কাউকে চিনেন যে স্বর্ণের বয়স বের করতে পারে?' স্পেন্সার পাল্টা প্রশ্ন করল।

'আমি এমন কাউকে খুঁজে নিতে পারব', বিলিওনিয়ার বলল।

'তাহলে আমি আপনাকে মূর্তিটার নিচের দিক থেকে খুলে নমুনা হিসেবে খানিকটা পাঠাবনে। সাথে ওটা যে ওখান থেকেই খোলা হচ্ছে সেটার ভিডিওটেপসহ। গোল্ডেন বুদ্ধতে ব্যবহৃত স্বর্ণ পাওয়া গিয়েছিলো....'

'ইতিহাস আমি জানি', তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন বিলিওনিয়ার। 'আপনি নমুনাটা কীভাবে পাঠাবেন?'

'আমি আজ সন্ধ্যাতেই ফেড-এক্সে পাঠিয়ে দিব', স্পেন্সার বললেন।

বিলিওনিয়ার ঠিকানা দিলেন, এরপর জিজ্ঞেস করলেন, 'নিশ্চিত হওয়ার পর আপনাকে পেমেন্ট করব কীভাবে?'

'টাকা ট্রান্সফারের সময় একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেব আমি, তখন সেটায় আমেরিকান ডলারে ওয়ার ট্রান্সফার করবেন।'

'ঠিক আছে, আমি আজই সব ঠিক করে রাখব', বিলিওনিয়ার বললেন, 'আর একটা জিনিস, আমি আশা করব আপনি ইলেকট্রনিক্স ব্যবহারের চাইতে চুরির ব্যাপারে বেশি দক্ষ। ভয়েস অল্টারনেশনের ব্যাপারে আপনার রুচি সেকেন্ড ক্লাস। আপনার কণ্ঠস্বর খাসা বৃটিশ টানের, এর থেকে আপনি কে তার একটা সহজ ধারণা পাচ্ছি আমি।'

স্পেন্সার বিতৃষ্ণা নিয়ে জ্বলজ্বলে সবুজ আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তবে কিছু বললেন না।

'শুধু মনে রাখবেন। আমাকে প্যাঁচে ফেলার চেষ্টা করলে আমি মোটেও খুশি হবো না', বিলিওনিয়ার শেষ করলেন।

★★★

'থামো', হেনলে আদেশ করল।

এগারোটার কিছুক্ষণ পর ওরিগন ঘাটের বাইরের প্রান্ত পার করেছে, হার্বার পাইলটকে তুলে নিয়েছে জাহাজে। কিছু মালবাহী জাহাজের কারণে ধীরে ধীরে এগুতে হচ্ছে ওদের। হার্বারের মূল অংশে নোঙর ফেলার জায়গায় যেতে

BanglaBook.org

যেতেই একঘন্টা লেগে গেলো। জলযানটা পুরোপুরি থেমে গেলো যখন তখন প্রায় দুপুর।

জাহাজের ওপর হেনলের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ক্যাব্রিলো। বন্দরকে ঘিরে থাকা শহরের দিকে তাকিয়ে আছে। পাইলট জাহাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে, তার অপসৃত নৌকার পেছন দিকটা দেখতে পাচ্ছে ক্যাব্রিলো।

'তোমার কী ধারণা? অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেয়েছে জাহাজে?' ক্যাব্রিলো প্রশ্ন করল।

'আমার মনে হয় সব ঠিকঠাকই আছে।' হেনলে জবাব দিল।

সংগঠনের প্রথম জাহাজ ওরিগন ওয়ান, হংকং-এ কয়েক বছর আগে একটা সাগর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। চাইনিজ নেভির জলযান চেংদোকে ডুবিয়ে দেয় ওরা। চাইনিজরা যদি কোনোক্রমে জানতে পারে ওদের কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের ড্রেস্টয়ারটা ডুবিয়ে দেয়া সেই জাহাজের সব ক্রুই এই জাহাজে আছে, তাহলে তারা ওদেরকে স্পাই হিসেবে ধরে নিয়ে যাবে।

'আমাদের ভুয়া মালপত্র পরশুদিন পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে ট্রেইট', ক্যাব্রিলো বলল, ক্লিপবোর্ডের কাগজে লিস্ট করা অপারেশনের পরিকল্পনাগুলো নিরীক্ষা করে দেখছে ও। 'তোমরা এটা পছন্দ করবে, ক্যাবো সান লুকাসের জন্য আতশবাজির চালান এটা।'

'ওরিগন আতশবাজি বহন করছে। ভালোই তো', হেনলে আস্তে বলল।

★★★

হনলুলু এক্সিকিউটিভ জেট টার্মিনাল অতিরঞ্জনহীন তবে বিলাসবহুল। ভেতরে ঠাণ্ডা অবস্থা বিরাজ করছে, ৭০ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও এয়ার কন্ডিশনিং চলছে। লবির জানালা থেকে রানওয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ল্যাংস্টন ওভারহল্ট দ্য ফোর্থ সময় কাটাচ্ছে রাতের আকাশে উদয় হওয়া এক সারি জেটের দিকে তাকিয়ে। কিছুক্ষণের মাঝেই সেগুলো নেমে এসে প্রাইভেট হ্যাঙারগুলোর পাশে রিফুয়েলিং এলাকায় চলে গেলো চাকায় ভর করে। জেটের যাত্রিদেরকে দেখতে পেলো না ওভারহল্ট। বিমান থামা মাত্র লিমুজিন বা বিশাল কালো এসইউভিতে করে যার যার গন্তব্যে চলে গিয়েছে তারা অথবা জেটগুলো তেল ভরার সময় ভেতরে বসেই অপেক্ষা করেছে। পাইলট আর কো-পাইলটরা আসছে আর যাচ্ছে শুধু। থেমে আবহাওয়া সম্পর্কে জেনে নিচ্ছে, এক কাপ কফি বা পেস্ট্রি গেলার জন্য রেস্টরুম ব্যবহার করছে। কিন্তু এই মধ্যরাতে বেশিরভাগই ঘুমাচ্ছে। ওভারহল্ট সোফা থেকে উঠে হেঁটে ফুড কর্ণারের কাছে গেল। এক কাপ কফি ভরে, টেবিলে রাখা একটা ফ্রুটবাস্কেট থেকে একটা কলা ছিঁড়ল। এমন সময় তার ফোন ভাইব্রেট করে উঠল।

'ওভারহল্ট', নীরবে বলল সে।

BanglaBoi.org

'স্যার', কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে বলল, 'ট্রাকিং রিপোর্ট বলছে, টার্গেট শেষ পদক্ষেপ নিচ্ছে।'

'ঠিক আছে', লাইন কেটে দেয়ার সময় ওভারহল্ট বলল।

এরপর সে কলাটা ছিলে খেয়ে ফ্লাইট ডেস্কের দিকে এগোল। স্যুটের বুক পকেট থেকে একটা চামড়ার ব্যাজ বের করে, সেটা খুলে ডেস্কের লোকটার হাতে দিল। লোকটা প্রথমে ওপরের সোনালি ঈগলটা পরীক্ষা করে তারপর ওভারহল্টের ছবি আর নামধাম লেখা আইডি কার্ড পরীক্ষা করল।

'জ্বি, স্যার', পরীক্ষা শেষে লোকটা বলল।

'মাত্রই যে বিমানটা নামার অনুমতি চাইলো তার যাত্রীদের সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে তার বেল্টে গোঁজা পোর্টেবল রেডিওর দিকে হাত বাড়াল। 'আমি আপনার কথা বলে দিচ্ছি, আর একটা গলফ কার্ট পাঠাতে বলছি। আর কিছু লাগবে আপনার?'

ওভারহল্ট ঘুরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। হালকা কুয়াশা বৃষ্টিতে রূপ নিচ্ছে।

'আপনার কাছে কী ছাতা হবে?'

ক্লার্ক রেডিওতে কথা বলছিলো, ওভারহল্টের অনুরোধে মাথা ঝাঁকালো শুধু।

'আপনি আমারটা ব্যবহার করতে পারেন', বলে লোকটা কাউন্টারের নিচ থেকে একটা ছাতা বের করে এনে ওভারহল্টের হাতে দিল।

ওভারহল্ট পকেটে হাত দিয়ে এক তাড়া নোট বের করল। তা থেকে একটা পঞ্চাশ ডলারের নোট লোকটার হাতে দিয়ে হেসে বলল, 'আজ সিআইএ আপনার ডিনারের বিল মেটাবে।'

'তার মানে হচ্ছে আমাকে ভুলে যেতে হবে যে আপনি এখানে এসেছিলেন?' সেও হাসছে প্রতিউত্তরে।

'ওরকমই কিছু', মাথা ঝাঁকাল ওভারহল্ট।

দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল লোকটা, 'আপনার গলফ কার্ট রেডি।'

নিচু হতে শুরু করেছে ফ্যালকন বিমানটা। টায়ারের চাকায় মৃদু আওয়াজ হচ্ছে। জানালার বাইরে, ফ্যালকনের ল্যান্ডিং লাইট হালকা বৃষ্টি আর ভেজা রানওয়েতে প্রতিফলিত হচ্ছে। সেটাকে অনুসরণ করে ছাদের ওপর ফ্ল্যাশ লাইট বসানো একটা ট্রাক দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। ট্রাক জেটটাকে রিফুয়েলিং-এর জায়গায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

তারপর ওভারহল্ট বিমানটায় চড়ে দালাইলামাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে, 'যাত্রার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন কি-না?'

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ৯

বাঁধ দিয়ে সংযুক্ত তিনটা দ্বীপের ছোট একটা দেশ ম্যাকাও। সবচেয়ে উত্তরে ম্যাকাও, সেখানে সরকারি ভবনগুলো অবস্থিত। মাঝের দ্বীপ টাইপায় একপাশে সাগরে বালি ফেলে এয়ারপোর্ট আর রানওয়ে বানানো হয়েছে, দ্বীপটা একজোড়া রাস্তা দিয়ে প্রধান দ্বীপের সাথে সংযুক্ত। আর সবার দক্ষিণে হচ্ছে কলোয়ান। দেশের উত্তর আর পূর্ব দিকে গণচীন। পশ্চিমে সাগর পাড়ি দেয়ার পর ঝুজিয়াং কং নামে পরিচিত হংকং।

ম্যাকাও আগে পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে চীনকে ফিরিয়ে দিয়ে যায় ওরা দেশটা। হংকং এর মতো বিশেষ রাজ্য হিসেবে পরিচালিত হত তখন ম্যাকাও। ম্যাকাওয়ের আয়তন ৯.১ বর্গ মাইল, ওয়াশিংটন ডিসির ছয় ভাগের এক ভাগ। জনসংখ্যা ৪, ৩০, ০০০ জন।

ওরিগন আন্তর্জাতিক জলসীমায় কনোয়ালের কাছে নোঙর ফেলেছে।

নৌকা থেকে ঘাটে ওঠার সিড়ির শেষ ধাপে পৌছে ক্যাব্রিলো বলল, 'কেমন চলছে, ডিক?'

'সব কিছু ঠিকঠাকই চলছে, মি. চেয়ারম্যান', ট্রুইট জবাব দিল।

প্রাক্তন নেভি সিল আর অপারেশনাল স্পেশালিস্ট বব মিডৌজ আর পিট জোন্স, সিকিউরিটি এবং সার্ভেইল্যান্স এক্সপার্ট লিন্ডা রস ওকে অনুসরণ করল। ওরা সবাই ডকে পৌছানোর পর ট্রুইট ভ্যানের দিকে ইঙ্গিত করল।

সবাই ভ্যানে ঢোকার পর ট্রুইট বলল, 'আপনাদেরকে পুরো দ্বীপটা ঘুরিয়ে দেখাবো এখন।'

ট্রুইট টাইপায় যাওয়ার ব্রিজটা ধরে ভ্যান চালানো শুরু করলো। ১.৩ মাইল লম্বা ব্রিজটা। ভ্যানের ভেতরে নীরব, শব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে টায়ারের সাথে রাস্তার সংঘর্ষের কিছু শব্দ ভেসে আসছে এই যা।

ভ্যান দ্বীপে প্রবেশ করলে ট্রুইট বলল, 'এটাই টাইপা, ম্যাকাও পর্যন্ত দুটো ব্রিজ চলে গেছে এখান থেকে। আমরা ছোটটা ধরে যাব, দেড় মাইল লম্বা এটা।'

ট্রুইট দ্বিতীয় ব্রিজ ধরে ভ্যান চালানোর সময় ক্যাব্রিলো পানির ওপর দিয়ে পশ্চিমে অন্য ব্রিজটা আর হং কং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। সমুদ্র আর বিমান

BanglaBook.org

বন্দর থেকে আসা মালভর্তি ট্রাকে গিজগিজ করছে রাস্তা, তবে দ্রুতই চলছে গাড়ি-ঘোড়া।

'কর্তৃপক্ষ কী ব্রিজ দুটো বন্ধ করে দিতে পারে?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'বন্ধ করার জন্য সেরকম কোনো দরজা নেই। তবে তারা খুব সহজেই ট্রাক দিয়ে গাড়ি চলাচল থামিয়ে দিতে পারে, আমরা ঝামেলায় পড়ে যাব তাহলে।'

গাড়ির সামনের কাচ দিয়ে ম্যাকাওয়ের বড় বড় ভবনগুলো আরো স্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগলো।

'কোনো ভাগ্যে কী বাড়িটা কী সাগরের পাশে অবস্থিত?' লিন্ডা রস জিজ্ঞেস করল।

'স্যরি, লিন্ডা। ভবনটা পাহাড়ের পাশে', রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে বলল ট্রুইট।

ব্রিজের শেষ একশো মিটারে পৌঁছে গিয়েছে ভ্যানটা। ক্যাব্রিলো সামনের মানুষের ভিড় আর দালান-কোঠার দিকে তাকিয়ে আছে, 'অতএব, আমরা ধরা পড়লে....' কথা শেষ করলো না ও।

ভ্যানের গতি ধীর করে ট্রুইট একটা ব্যস্ত শাখা রাস্তায় ঢুকিয়ে দিল, 'ঝামেলাটাতো ওখানেই বস!' শান্তস্বরে বলল সে।

'কোথাও লুকানো নেই এমন কিছু চুরি করার কোনো কাজ কেনো পাই না আমরা?' মিডৌজ জিজ্ঞেস করল।

'কারণ আমরা যা করি তা কোনো নির্জন দ্বীপে ঘটে না।' হাসতে হাসতে বলল জোনস।

★★★

দালাইলামাকে তার প্রস্তাবটা বোঝাতে আরো অনেক সময় দরকার ল্যাংস্টন ওভারহল্টের। সে ওয়াশিংটনে দ্রুত একটা কল করল, এরপর ফ্যালকনে উঠল। সূর্যের উলটো দিকে ওড়ায় রাত অনেকক্ষণ ধরে চলছে। ম্যানিলায় তেল ভরার জন্য থামার সময়ও অন্ধকার ছিলো চারপাশে। পাইলট ম্যানিলা থেকে ভিয়েতনামের পাশ ঘেষে থাইল্যান্ডের সর্বদক্ষিণস্থ হাট ইয়াই-এর ওপর দিয়ে কোর্স ঠিক করল। থাইল্যান্ড পার হওয়ার পর সে আন্দামান সাগরের দিকে বাঁক নিল। রেঙ্গুনে আবারো ফুয়েলের জন্য থামল। এবার সে পাঞ্জাবে যাবে, পাঞ্জাব থেকে দালাইলামা একটা ছোট প্লেন নিয়ে ভারতে তার নির্বাসিত বাসস্থান লিটল লাসায় যাবেন।

জেটটা চলা শুরু করার মতো ওপরে উঠতেই ওভারহল্ট আবার আলোচনা শুরু করল।

'তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিল', দালাইলামা বলছেন, 'একারণে আমি তোমার প্রস্তাব মন দিয়ে শুনেছি। কিন্তু তুমি এখনো ব্যাখ্যা করোনি কীভাবে

BanglaBook.org

চাইনিজদেরকে আমার দেশ ফেরত দিতে বাধ্য করবে। তুমি জানো যে রক্তারক্তি হলে আমি রাজি হব না।'

'প্রেসিডেন্ট মনে করেন, রাশিয়ার সাহায্যকে গোনার মাঝে ধরলে, যুদ্ধের আশংকায় চীন পিছিয়ে যাবে। তারা ঝামেলার মাঝে আছে এখন। আপনাদের দেশ অধিকারে রাখতে ওদের খরচের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে পাহাড়সম হচ্ছে।'

'তোমার ধারণা শুধু অর্থনৈতিক কারণই যথেষ্ট?' দালাইলামা প্রশ্ন করলেন।

'আপনি ওদেরকে গোল্ডেন বুদ্ধ দিয়ে দিতে চাইলে ব্যাপারটা আরো সহজ হয়ে যাবে', ওভারহল্ট বলল। তুরুপের তাসটা শেষ মুহূর্তে চাললো ওভারহল্ট।

দালাইলামা হাসলেন, 'তোমার বাবার মতো তুমিও একজন চমৎকার মানুষ, ল্যাংস্টন। তবে তোমার জানায় সামান্য ভুল আছে। আমি নির্বাসনে যাওয়ার সময়ই গোল্ডেন বুদ্ধ হারিয়ে যায়। দিয়ে দেয়ার জন্য নির্বাসিত সরকারের গোল্ডেন বুদ্ধ নেই যে।'

দিগন্তে সূর্য উঠতে শুরু করেছে অবশেষে, ফ্যালকন জেটের পাখনা দুটোকে সোনালি রঙে রাঙাচ্ছে। প্লেনের পেছন দিকে একজন স্টুয়ার্ড মাফিন আর জুসের ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। ওভারহল্টের তার হাত দেখানোর সময় হয়ে এসেছে।

'ইউনাইটেড স্টেটস সরকারের গোল্ডেন বুদ্ধকে উদ্ধার করার একটা পরিকল্পনা আছে', ওভারহল্ট বলল, 'কয়েকদিনের মাঝেই এটা আমাদের হাতে চলে আসবে।'

দালাইলামার হাসি প্রশস্ত হলো। 'স্বীকার করতেই হবে, এটা একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ। এবার বুঝতে পারছি তুমি কেন দুনিয়ার অর্ধেক উড়ে এসেছ আমার সাথে।'

ওভারহল্ট হেসে মাথা ঝাঁকালো, 'তারমানে আপনি ভাবছেন যুদ্ধের আশংকা দেখা দিলে চাইনিজরা গোল্ডেন বুদ্ধকেই বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করবে?'

দালাইলামা তার মাথা নাড়লেন, 'না, তা নয়। আসল রহস্যটা হচ্ছে গোল্ডেন বুদ্ধের ভেতরে। আর চীন এর জন্য যেকোনো মূল্যই দিতে রাজি হবে।'

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ১০

ব্রিজ থেকে নেমে ক্লোভারলিফ এর ভেতর দিয়ে ভ্যানটা চালাতে লাগলো ট্রুইট। ড. মারিও সোয়ারস অ্যাভেন্যু দিয়ে যাওয়ার হোটেল লিসবোয়া আর ক্যাসিনো ডান দিকে পড়ে। ডানে ব্যাংক অফ চায়না, অনেক বয়স ভবনটার। ফ্যাকাসে লাল রঙের গ্রানাইট আর গ্লাসে মোড়া ভবনটার উঁচু তলার বাসিন্দারা চীনের সীমান্ত দেখতে পায়।

'পুঁজিবাদের বিরোধীরা দেখছি খাসা একটা ব্যাংক তৈরি করেছে', মিডৌজ মন্তব্য করল।

কেউ কোনো উত্তর দিল না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভবনটার দিকে। মধ্য ম্যাকাও পুরোনো আর নতুনের অদ্ভুত এক সমন্বয়; ইউরোপিয়ান আর এশিয়ানের, ঐতিহ্য আর আধুনিকতার। ট্রুইট রুয়া ডা প্রাইয়া সড়কে পৌছে আবার বায়ে বাঁক নিল।

'শুনেছি রাস্তাটা আগে অনেক ভালো ছিলো, কিন্তু ন্যাম-ভ্যান লেক পুনঃসংস্কার শুরু হওয়ার পর ভেঙ্গেচুরে গিয়েছে', ট্রুইট বলল।

কন্সট্রাকশন ট্রাক, সিমেন্ট মিক্সার আর মালমশলার স্তূপে রাস্তা জ্যাম হয়ে আছে।

আরো এগিয়ে রাস্তাটা নাম-ভ্যান লেককে পাশ কাটিয়ে দা রিপাবলিকা অ্যাভেন্যুতে পরিণত হল।

'ঐ যে ওটা গভর্নরের বাসভবন', পাহাড়ের ওপরের দিকে ইঙ্গিত করে ট্রুইট বলল। 'আমি উপদ্বীপটার চূড়া লক্ষ্য করে লম্বা রাস্তাটা ধরে যাচ্ছি, যাতে আপনারা সবাই আশপাশটা দেখার সুযোগ পান। গভর্নরের বাসার উত্তরের পাহাড়টার নাম পেনহা। বাররা পাহাড়সারির শেষ পাহাড় এটা। এদুটোর মাঝের একটা রাস্তা এস্ত্রাদা দা পেনহায় আমরা যাবো।'

রোডের বা দিকে ঘুরে এস্ত্রাদা ড. জোয়াও পাওলিনো রোডে পৌছানো পর্যন্ত ওরা উৎরাই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। তারপর তাড়াতাড়ি ডানে ঘুরে কয়েক গজ এগিয়েই আবার এস্ত্রাদা দা পেনহায় উঠে এলো। এস্ত্রাদা দা পেনহা পাহাড়ের চূড়ার পাশ দিয়ে ইউ আকৃতির একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে জোয়াও পাওলিনোতে গিয়ে মিশেছে।

BanglaBook.org

ওদের ভ্যান ইউ এর গোড়া পার হয়ে ওপরের দিকে অর্ধেক পথ পার হওয়ার পর গতি কমাল ট্রুইট, 'ঐ যে দেখা যায়।'

ভবনটা একটা ম্যানসন। জমিদার বাড়ি বললেই বেশি মানানসই হয়। উঁচু পাথরের দেয়াল দিয়ে চারপাশ ঘেরা, আইভি লতায় ছাওয়া লোহার গেটের জায়গাটায় শুধু কোনো দেয়াল নেই। তারপরে বিশাল উঠোন। বিশাল বিশাল একেকটা গাছ যথাযথ জায়গায় লাগানো, কয়েক প্রজন্ম আগে লাগানো হয়েছে এসব। সেগুলোর গোঁড়ায় কচি সবুজ ঘাসে ছাওয়া। ভ্যানটা ঘুরতেই পাশে একটা ক্রোকুয়েট খেলার মাঠ দেখা গেল। আরো ডানে খোয়া বিছানো রাস্তা। সেটা একটা দুইতলা গ্যারেজ এ গিয়ে থেমেছে। ছোটখাটো একজন মানুষ একটা মার্সিডিজ বেঞ্জ লিমুজিন ধোয়ামোছা করছে।

ম্যানশনটা দেখে মনে হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর কোনো জাহাজ মালিকের বাস এখানে। সময়ের সাথে দেয়ালের ওপরে সামনের রাস্তার দিকে বসানো একসারি ক্যামেরা যুক্ত হয়েছে শুধু।

'মোটমাট ছয়টা ক্যামেরা বসানো হয়েছে মাঠের আশেপাশে', জোয়াও পাওলিনোয় ঢোকার আগে ভ্যানের গতি কমিয়ে মন্তব্য করলো ট্রুইট। 'ব্যাপারটা ঝামেলা আরো বাড়াবে। তবে একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি আমি।'

'কী?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের মক্কেল একটা বিশাল পার্টির আয়োজন করছে। আর তাতে বিনোদনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পড়েছে আমাদের কাঁধে', ভ্যানটা বায়ে ঘোরানোর সময় বলল ট্রুইট।

গাড়ি ঘুরিয়ে সাগরের পাড় ধরে আবার আগের পথে এগুলো ভ্যান।

★★★

'তো?' সফটওয়্যার বিলিওনিয়ার জিজ্ঞেস করলেন।

স্বর্ণের টুকরোটা পরীক্ষা করতে স্ট্যানফোর্ডের এই বিজ্ঞানীকে এক হাজার ডলার দেয়া লাগবে। ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্টকে ফোন দিয়ে আগে দেয়া ডোনেশনের কথা মনে করিয়ে দিতেই পুরো ল্যাবরেটরি ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে।

'মূর্তিটা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বানানো। কিন্তু ঠিক কোথা থেকে তা তোলা হয়েছে তার একটা নির্ভুল অনুমান জানাতে হলে আমাকে টুকরোটার অর্ধেকের মতো গলিয়ে ফেলতে হবে।'

'গলান, দেরি করছেন কেন?'

'ত্রিশ থেকে পাঁচচল্লিশ মিনিট লাগবে এতে', বিজ্ঞানী বললেন। বিলিওনিয়ারের দুর্ব্যবহারে ইতিমধ্যেই ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছেন উনি, 'আপনি বরং ক্যাফেটেরিয়ায় গিয়ে চা-কফি খেয়ে আসুন।'

'চাই টী পাওয়া যায় ওখানে?' বিলিওনিয়ার জিজ্ঞেস করলেন।



BanglaBook.org

'না। তবে রাস্তার ওপাড়ে স্টারবাক (কফিশপ) আছে একটা, সেখানে পাওয়া যায়', ক্লান্তস্বরে জবাব দিলেন বিজ্ঞানী।

স্টারবাকে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়ে বিলিওনিয়ার ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন বিজ্ঞানী। তারপর 'ইডিয়ট', বলে মনে মনে গাল দিয়ে কাজে লেগে পড়লেন।

প্রথমেই সোনা ভরা ধাতব পাত্রটা একটা চুল্লীতে রেখে সেটা গলিয়ে নিলেন। তারপর একটা কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত পরীক্ষকের ওপর নমুনাটা রাখলেন। স্বর্ণের সাথে বিদ্যমান আর সব ভেজাল ধাতুর পরিমাণের শতকরা হার বের হবে এতে। আকরিকের অনুপাত তুলনা করে স্বর্ণটা কোথা থেকে আহরণ করা হয়েছে সেটা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

মেশিনটা তার জাদু দেখানোর অপেক্ষায় বিজ্ঞানী সাহেব একটা স্কিইং ম্যাগাজিন পড়তে লাগলেন। বিশ মিনিট পর মেশিনটা বন্ধ হল।

★★★

ম্যারিল্যান্ডের ক্যাম্প ডেভিডের মূল ভবনের পেছনে একটা অ্যাডাইরন্ড্যাক চেয়ারে বসে আছেন ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট। তাঁর সামনে বসে আছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। দুজনের মাঝে একটা কাঠের টেবিল।

দৃশ্যমান না হলেও টেবিলের ওপর দুই বিলিয়ন ডলারের বিদেশি অনুদান পড়ে রয়েছে।

'প্রস্তাবটা কেমন, ভ্লাদ?' আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি জানেন যে আমি কখনোই চাইনিজদের তেমন একটা পছন্দ করতাম না', রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট জবাব দিলেন। 'এই বিদেশি অনুদানটা দিয়ে খুব বেশি কিছু হবে না। আমার দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোর আরো বেশি বেশি অর্ডার দরকার।'

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট মাথা ঝাঁকালেন, 'আমাদের বাজেটে সবচেয়ে বড় অংশ খরচ হয় মিলিটারি জাহাজ আর প্লেন কিনতে। তাইওয়ানে এবার এক মাইল লম্বা একটা শপিং লিস্ট পাঠিয়েছি। আপনাকে যদি এখান থেকে কিছু দেই কেমন হবে?'

রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট হাসলেন, 'আপনি আসলেই অনেক চালাক। আমার দেশের যা দরকার দিচ্ছেন ঠিক কিন্তু বদৌলতে চাইনিজদের সাথে লড়াইয়ের মাঝে ফেলে দিচ্ছেন আমাদেরকে। কারণ চাইনিজরা তাইওয়ানের যে কোনো বন্ধুর সাথেই শত্রুতা তৈরি করে।'

প্রেসিডেন্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'ভ্লাদ, সন্ধি স্থাপনের মূল ব্যাপারতো সেটাই উভয় পক্ষেরই লাভবান হওয়া।

রাশিয়ান প্রেসিডেন্টও উঠে দাঁড়ালেন, 'তাহলেতো আমাদের মাঝে চুক্তি হয়েই গেলো।'

BanglaBook.org

'খুব ভালো। চলুন তাহলে কি রান্না হয়েছে দেখে আসা যাক', ডাইনিং হলের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রেসিডেন্ট।

★★★

'বার্মার আশেপাশে কোথাও থেকে স্বর্ণটা তোলা হয়েছে', বিলিওনিয়ার ফিরে আসলে বিজ্ঞানী জানালেন। স্টারবাকে বসে চা খাননি উনি। কাগজে তৈরি কাপে চা নিয়ে এসেছেন।

'আরো নির্দিষ্ট করে বলতে পারবেন?'

'বিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের দক্ষিণে। যার মানে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, লাওস, থাইল্যান্ড অথবা বার্মা। আমি আরো নির্দিষ্ট করে বলতে পারব। তবে সময় লাগবে আরো।'

চায়ে চুমুক দিলেন বিলিওনিয়ার। তারপর সামনে পেছনে মাথা নাড়লেন, 'আর মাথা ঘামানো লাগবে না আপনার, এটুকুতেই চলবে আমার।'

দরজার দিকে এগুনোর সময় বিলিওনিয়ার বেল্টের থেকে একটা সেলফোন তুলে বললেন, 'গাড়িটা নিয়ে আসো।'

'আপনার স্বর্ণটুকু নিয়ে যাবেন না?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন বিজ্ঞানী।

'ওটা রাখুন আপনি', বিলিওনিয়ার জবাব দিলেন', ওটা যেখান থেকে এসেছে সেখানে আমার জন্য আরো আছে।'

'আপনি মহান', ঠাণ্ডা হয়ে আসা প্লেটটা থেকে সোনাটুকু চেছে বাকিটুকুর সাথে এনভেলপে রাখার সময় বিড়বিড় করে বললেন বিজ্ঞানী।

ডেস্কে পৌঁছে উপরের ড্রয়ারে চালান করে দিলেন এনভেলপটা। এরপর দরজায় পৌঁছে লাইট বন্ধ করে দিয়ে ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে দিলেন পেছনে। কয়েক মিনিট পর ক্যাম্পাস থেকে বের হওয়ার সময়েও তার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো। এরকম আজব লোকের পাল্লায় কখনো পড়েননি তিনি।

★★★

ওরিগনের নিচুতলায় স্টোরেজ হোল্ডের ভেতরে হেনলে আর কেভিন নিক্সন দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাকাওয়ালা বাহনগুলো দেখছে ওরা।

'আমাদের অবশ্যই কয়েকটা মোটর সাইকেল আর অন্তত একটা সব জায়গায় চলাচল করতে পারে এমন গাড়ি দরকার', হেনলে বলল।

নিক্সন মাথা ঝাঁকিয়ে মোটর সাইকেলগুলোর একটার দিকে হেঁটে গেল। শেষ বার ব্যবহার করার পর নিয়মিতই পরিষ্কার করা আর তেল দেয়া হয় এটার। সংগঠনের ব্যবহৃত সমস্ত যন্ত্রপাতিই সবসময় ব্যবহার উপযোগী করে রাখা হয়। সফলতা নিশ্চিত করার সহজ একটা উপায় এটা।

'আমি চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখব সবকিছু ঠিকঠাক চলে কি-না', নিক্সন বলল। 'এগুলোর জন্য ম্যাকাওয়ের নকল লাইসেন্স প্লেট বানিয়ে নেব নাকি?'

BanglaBook.org

'সেটাই ভালো হবে', হেনলে বলল, 'তবে সাধারণ প্লেট বানিয়ো, ডিপ্লোম্যাটিক না।'

ক্যাব্রিলোর দেয়া কাগজের দিকে তাকাল নিক্সন, 'মনে হচ্ছে রস ডাঙ্গায় যারা থাকবে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য আলাদা একটা চ্যানেল চায়।'

'ব্যাটারিগুলো ফুল চার্জ হয়েছে কি-না দেখে নাও, সবকিছু ঠিকঠাক চেক করে দেখো', হেনলে বলল, 'আমি বাররা হিলে বসানোর জন্য একটা রিপিটার নিয়ে যাব। তাতে করে কোনো লোকাল চ্যানেল ব্যবহার করা লাগবে না।'

'একটা বীকন বসানোর জন্যও উপযুক্ত জায়গাটা', ক্লিপবোর্ডের দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল নিক্সন, 'মার্ফি একটা নির্দিষ্ট টার্গেটিং পয়েন্ট চায়, তাকে যদি মিসাইল ছুড়তে হয়।'

'মার্ফি! মশা মারতেও ওর কামান দাগা লাগে!' মাথা নেড়ে বলল হেনলে।

নিক্সন প্রায় বুজে আসা একটা ঘুলঘুলির কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর মোটর সাইকেলের ওপরে পা গলিয়ে দিয়ে স্টার্টারে কিক করল। যন্ত্রটা প্রাণ ফিরে পেয়ে গর্জন করে উঠল। ইঞ্জিন বন্ধ করে সে দ্বিতীয় মোটর সাইকেলের কাছে গিয়ে একই কাজ করল। যন্ত্রপাতিগুলো ভালোমতো চেক করতে করতে ঘণ্টা পার হয়ে গেল ওদের।

★★★

একই সময়ে ম্যাক্স মার্ফি কাজ করছে জাহাজের পেছন দিকের অস্ত্রাগারে। রুমটায় একটা বেঞ্চ আছে। তাতে রিলোডিং ইক্যুইপমেন্টগুলো রাখা। ড্রয়ারগুলো অ্যামিউনিশন, চার্জ আর ফিউজে ভর্তি। দেয়ালে সারি সারি খুপরি কাটা কেসে অটোমেটিক উয়েপন, রাইফেল আর হ্যান্ডগান ভরা। গানপাউডার আর তেলের গন্ধে ভরে আছে রুম।

বেঞ্চে একটা কাপড়ের ওপরে ইউ এস আর্মি এম-সিক্সটিন এর বিভিন্ন অংশ পড়ে আছে। মার্ফি একটা ডিজিটাল টাইমার চালু করে অস্ত্রটার অংশগুলো জোড়া লাগাতে লাগল। মিনিটখানেক পর অস্ত্রটা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেলো টাইমার থামিয়ে দেখে আজ এক মিনিট চার সেকেন্ড লেগেছে—আগের চেয়ে বেশি। তারপর অ্যামিউনিশন ড্রয়ারের কাছে গিয়ে বাক্স-ক্লিপ খুলে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রপাতিতে গুলিগোলা লোড করতে লাগল সে।

'ও খোদা, এসব কাজই আমার পছন্দ', উঁচুস্বরে বলল সে।

BanglaBook.org

★★★

ম্যাকাও থেকে টাইপার দিকে যাওয়া ব্রিজে প্রবেশ করল ভ্যান।

'মিনিটমেন! এমন অদ্ভুত নাম পেলে কোথায় তুমি?' ক্যাব্রিলো প্রশ্ন করল।

'পল রেভেয়ার আর তার বিপ্লবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই এমন নাম', হাসতে হাসতে ট্রুইট বলল।

'পল রেভেয়ার আর তার গুণ্ডাদের জন্য হতে পারেনা?' জোন্স জিজ্ঞেস করল।

'ঘটনা হচ্ছে এই নামের ব্যান্ডকেই ভাড়া করা হয়েছে', বলতে লাগল ট্রুইট।

'এক সাথে দুই ব্যান্ড উদয় হলে ঝামেলা হবে না?' রস প্রশ্ন করল।

'তা হতে পারে, তবে ক্যালিফোর্নিয়ার আসল মিনিটমেন এখন ব্যাংককে আটক আছে। কাস্টম অফিসার নাকি ব্যান্ডের ড্রামারের শেভিং কিটসে একটা গাজার পুরিয়া খুঁজে পেয়েছে', ট্রুইট বলল।

'অন্য কেউ রেখেছে নিশ্চয়ই?' ক্যাব্রিলো প্রশ্ন করল।

'তা তো অবশ্যই। মিনিটমেন এই দিক থেকে একেবারে পরিষ্কার একটা ব্যান্ড', ট্রুইট ব্যাখ্যা করল।

'ছেলেগুলোকে তো ভালোই মনে হচ্ছে। ওদেরকে থাইল্যান্ড-এর কারাগারে পচতে দেয়া ঠিক হবে না', মিডৌজ বলল।

'অসুবিধা নেই, কাস্টমস অফিসারদের যথেষ্ট টাকা দেয়া হয়েছে। এসবের কোনো রেকর্ড রাখা হয় নি। আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ার একজন লোক ওদের ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়েছে। আর ওদেরকে বাড়ি ফেরার জন্যে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। ওদেরকে এমনভাবে বোঝানো হয়েছে যে ওরা এখন নিজেদেরকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিরাট যোদ্ধা ভাবছে', ট্রুইট বলল।

ভ্যানটা ততোক্ষণে টাইপায় চলে এসেছে।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে', ক্যাব্রিলো বলল, 'লিড সিঙ্গার কে হবে?'

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ১১

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের জলান্ধারে জেট থেকে নামলেন দালাইলামা। অস্বাভাবিক গরম পড়েছে আজ। ভারতে পয়তাল্লিশ বছরের নির্বাসন সত্ত্বেও তিনি এখানকার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। তার কাছে একজন পাহাড়ি মানুষকেই আদর্শ মনে হয়, তুষার আর ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কথা খুব মনে পড়ে তার। বুক ভরে শ্বাস নিলেন তিনি–উত্তরের হিমবাহের হালকা ঘ্রাণ যদি পাওয়া যায়। তুষার আর পাইনের গন্ধের বদলে তার নাকে আঘাত করল এয়ারপোর্ট থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রাক আর রাস্তার গাড়িঘোড়ার ধোঁয়া।

ছেলেমানুষিটায় হাসি পেলো তার।

'মনে হচ্ছে আমার বাহন চলে এসেছে', টারমাকে তার সাথে যোগ দেয়া ওভারহল্টকে বলল সে।

পাশেই একটা সিঙেল ইঞ্জিনের বিশাল সেসনা ক্যারাভান থেমে আছে। চালক আশেপাশে হাঁটছে।

'খুব ভালো', ওভারহল্ট মন্তব্য করল।

'পৌঁছানো মাত্রই আমি আমার পরামর্শক আর ওরাকলের সাথে দেখা করবো', সরাসরি ওভারহল্টের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন দালাইলামা। 'তারা রাজি হলে, আর তুমি রক্তপাত এড়িয়ে যেতে পারলে তবেই আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হব।'

'ধন্যবাদ, মহানুভব।'

দালাইলামা সেসনার দিকে এগুতে শুরু করে আবার থেমে পেছনে তাকিয়ে বললেন, 'আমি তোমার আর তোমার বাবার জন্য প্রার্থনা করব, প্রার্থনা করব যেন সব ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে যায়', শান্তভাবে বললেন তিনি।

ওভারহল্ট হাসল। দালাইলামা হেঁটে গিয়ে সেসনায় চড়লেন। সিটে বসেই তার একজন সহকারীর দিকে ঘুরে বললেন, 'লিটল লাসায় পৌঁছানো মাত্রই আমার অফিসে গোল্ডেন বুদ্ধ সংক্রান্ত সব ডকুমেন্ট চাই।'

সহকারী প্যাডে টুকে রাখল আদেশটা।

'এরপর আমার ডাক্তারের সাথে দেখা করতে হবে। শরীরে কোনো সমস্যা হয়েছে আমার।'

BanglaBook.org

'যেমন নির্দেশ দিলেন আমি তাই করব মহানুভব', কর্মচারী বলল।

ইঞ্জিন চালু করে পরীক্ষা করতে শুরু করল পাইলট, চার মিনিট পর একটা রানওয়ের চারপাশ দিয়ে চক্কর দিতে লাগল সে। আরো কিছুক্ষণ পর আকাশে উঠে গেল বিমানটা। টারমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওভারহল্ট, সেসনাটা মাটি ছেড়েই ডান দিকে উড়তে শুরু করল। মেঘে ছাওয়া আকাশের গায়ে একটা ফুটকিতে পরিণত হবার পর ফ্যালকনের পাইলটের দিকে তাকাল সে।

'তোমার সাথে সান্তা মনিকায় ফিরে গেলে কিছু মনে করবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমরা আবার ওদিকেই যাবো, স্যার', পাইলট বলল।

★★★

ওভারহল্টের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যেটা সাধারণত সফল স্পাইদের মাঝে দেখা যায় না। সে যে কোনো জায়গাতেই ঘুমুতে পারে। ফুয়েলের জন্য যখন তাইওয়ানে থামল ওরা, ততক্ষণে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে। প্লেনে তেল ভরার সময় কিছুদূর গিয়ে ফোন বের করে স্মৃতি হাতড়ে একটা নাম্বারে কল করল সে।

প্রথমে কলটা গেলো একটা স্যাটেলাইটে, সেখান থেকে প্যাসিফিকের মার্শাল আইল্যান্ড হয়ে তারপর চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে গেল সিগন্যালটা। সিগন্যালটা ট্রেস করার কোনো উপায় নেই, কোথায় থেকে এটা রিসিভ করা হচ্ছে এটাও জানা সম্ভব না। একটা এক্সটেনশন নাম্বার থেকে একটা কণ্ঠস্বর জবাব দিল।

'টু ফাইভ টু ফোর।'

'হুয়ান, ল্যাংস্টন বলছি',

'কি অবস্থা, বন্ধু?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'এখনো সবকিছু ভালোই মনে হচ্ছে', ওভারহল্ট বলল, 'তোমার কেমন চলছে?'

'দশে দশ', ক্যাব্রিলো জানাল।

'খুব ভালো' ওভারহল্ট মন্তব্য করল।

'তবে মনে হচ্ছে বাড়তি একটা কাজও করতে হবে আমাদের', ক্যাব্রিলো বলল, 'আমার ধারণা, এতে কোনো সমস্যা হবে না।'

'তোমরা কোনো ঝামেলায় না পড়লে ওসব নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই', ওভারহল্ট জানান দিল।

'চমৎকার, পরিকল্পনা মাফিক কাজ চললে তোমাকে আর ঘোরাঘুরির খরচটা জোগাতে হবে না', ক্যাব্রিলো বলল।

'টাকা কোনো ব্যাপার না, উপরের তলা থেকে আসছে ওসব। ব্যাপার হচ্ছে সময়, ইস্টারের আগেই কাজটা করে দাও।' ওভারহল্ট বলল।

'এ কারণেই তো এত টাকা পাচ্ছি আমরা', ল্যাং, ক্যাব্রিলো হাসল, 'আমরা কাজে-কামে চটপট, তোমার যা দরকার তুমি তা পাবে। আমি কথা দিচ্ছি।'

BanglaBook.org

'তোমার এই দিকটা আমি পছন্দ করি, অহমিকা নেই কোনো', ওভারহল্ট বলল।

'কাজ শেষ হলে আমি তোমাকে জানাব।'

'আমাকে আবার সংবাদপত্রে পড়ে নিতে হয় না যেন।'

লাইন কেটে দিয়ে ফোনটা পকেটে ভরল ওভারহল্ট। জেটে উঠার আগে হাত-পা ছড়িয়ে কিছু এক্সারসাইজ করে নিল।

চব্বিশ ঘণ্টা পর ওভারহল্ট দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ম্যারিল্যান্ডের অ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেসের একটা মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট প্লেনে উঠল। সেখান থেকে CIA-র কার সার্ভিসে করে হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাল সে।

★★★

এস্ত্রাদা দা পেনহার ম্যানশনে পার্টির প্রস্তুতি চলছে ব্যস্ততার সাথে। একের পর এক ট্রাক ঢুকছে ভেতরে, পার্ক করে মাল আনলোড করছে। তিনটা বিশাল হলুদ-সাদা ডোরাকাটা তাঁবু টানানো হয়েছে। তাঁবুর ভেতরে আরামদায়ক ভাব আনার জন্য বহনযোগ্য এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট আনা হয়েছে। বিশ ফুট ওপরে রঙিন পানির ফোয়ারা ছাড়তে পারে এমন স্পটলাইটওয়ালা বহনযোগ্য ঝর্নাও আনা হয়েছে। গেস্টদের হাঁটাচলার জন্য লাল কার্পেট, ককটেইলের সময় যেই মিউজিশিয়ান থাকবে তার জন্য কিছু বাদ্যযন্ত্র আর একটা ছোট গ্রান্ড পিয়ানো; সাথে টিয়া, ঘুঘু, ময়ূর আর চেয়ার-টেবিল এবং লিনেন—কি নেই।

পার্টির মূল দায়িত্বে আছে ইসেল্ডা নামের একজন পর্তুগিজ মহিলা। কালো চুল পেছনে টাইট করে খোঁপায় বাঁধা তার। স্টাফদেরকে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে কাজের নির্দেশ দিচ্ছে আর একের পর এক চিকন বাদামি সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে।

'এই কাপ তো আনতে বলিনি', একজন কর্মচারী তাঁবুতে একটা বাক্স এনে খুলতে গেলে বলল সে, 'আমি সোনার কানাওয়ালাগুলো আনতে বলেছিলাম। ফেরত নিয়ে যাও এগুলো।'

'দুঃখিত মিস ইসেল্ডা, কিন্তু লিস্টে এটাই লেখা আছে।' কাগজের শিটের দিকে চোখ বুলিয়ে বলল চাইনিজ লোকটা।

'এগুলো নিয়ে যাও, এক্ষুনি!' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ইসেল্ডা।

একটা ময়ূর পড়ে ছিলো তাঁবুর মেঝেতে। ইসেল্ডা একটা খড়ের ঝাড়ু দিয়ে সেটা পরিষ্কার করল।

'লেজার লাইট কোথায়?' আবার চেঁচালো সে, তবে কার দিকে বোঝা গেলো না।

★★★

একই সময়ে এই পার্টির আয়োজক স্ট্যানলি হো তার অফিসে অবস্থান করছেন। বাড়ির তিনটা অফিসের মধ্যে এটা উপরের তলায় অবস্থিত। এটা হো'র ব্যক্তিগত

BanglaBook.org

অভয়ারণ্য। এখানে কোনো স্টাফ বা অ্যাসিস্ট্যান্ট এর প্রবেশ নিষেধ। চিলেকোঠার এই ঘরটা সাজানো হয়েছে হো'র রুচিমাফিক। তার ডেস্কটা একটা প্রথম দিকের পাল তোলা জাহাজে থেকে আনা আবার তার টেলিভিশনটা নতুন ব্রান্ডের প্লাজমা স্ক্রিনের।

দেয়ালের একপাশে সারবাঁধা বুককেস, কিন্তু মোটা মোটা ক্ল্যাসিক সব বইয়ে ভরা না সেসব। রগরগে স্পাই নভেল আর সস্তা পেপারব্যাক ওয়েস্টার্ন ঠাসা।

অ্যারিজোনায় নাভাজোর তৈরি উলের কম্বলে ঢাকা কাঠের মেঝে। দেয়ালে রাজ্যের সব মুভি পোস্টার টাঙানো। জাহাজের ডেস্কটা পড়াশোনার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাগজের স্তূপ, ধাতব গাড়ির মডেল, ডিজনি ওয়ার্ল্ডের কলমদানি আর একটা নোংরা পিতলের বাতি পড়ে আছে ডেস্কের উপরে।

হো ব্যাংক ভল্টের মতো দেখতে একটা রেফ্রিজারেটর থেকে পানির বোতল বের করলেন। তারপর খুলে চুমুক দিয়ে মেঝের ওপরে বসে থাকা বুদ্ধমূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। গোল্ডেন বুদ্ধের বাক্সটা খোলা।

হো বুঝতে পারছেন না তিনি তার গোল্ডেন বুদ্ধ পার্টিতে দেখাবেন কি-না।

তার প্রাইভেট টেলিফোনটা বেজে উঠল এমন সময়। ইন্সুরেন্স কোম্পানির লোকটা ফোন করছে, একটা অ্যাপয়নমেন্ট ঠিক করতে চায়। একটা সময় ঠিক করে ফের তার গুপ্তধন দেখার দিকে মনোযোগ দিলেন হো।

★★★

'কারেন্ট না গেলে কেউ কিছুই টের পাবে না', নিক্সন বলল।

'তুমি কী ওদের গানের লিস্ট পেয়েছ?' ক্যাব্রিলো বলল।

'হ্যাঁ, কম্পিউটারে গানগুলোর প্রোগ্রামও করে ফেলেছি', বলে হেনলে ওর হাতে একটা লিস্ট ধরিয়ে দিল।

'সব দেখি ষাট আর সত্তরের কয়েকটা জনপ্রিয় গান। সাথে গিটার বাজাতে হবে', ক্যাব্রিলো মন্তব্য করল।

'দুর্ভাগ্য, গানগুলো পাল্টালে সবাই সন্দেহ করবে', হেনলে বলল।

'আমি চিন্তায় আছি, কোনো অতিথি যদি গিটার চালানো জানে তাহলে টের পেয়ে যাবে যে আমরা ধাপ্পা দিচ্ছি', ক্যাব্রিলো বলল।

'আমি গিটারে একটা ছোট লেড লাইট লাগিয়ে রেখেছি, স্পেশাল গ্লাস ছাড়া দেখা যায় না সেটা', নিক্সন বলল, হাসছে সে। 'গিটারবাদকের আঙুলের জন্য কালার কোড করা। যা করতে হবে তা হচ্ছে শুধু আলো যেখানে আলো জ্বলবে সেখানে আঙুল রাখা।'

নিক্সন ক্যাব্রিলোর হাতে গিটার আর একজোড়া কালো ফ্রেমের চশমা দিল। ও স্ট্রাপটা কাঁধে গলাতেই নিক্সন পাওয়ার সোর্সে প্লাগ লাগাল।

'বুড়ো আঙুলের জন্য বেগুনি তর্জনি লাল, বাকি তিনটা হলুদ, নীল আর

BanglaBook.org

সবুজ', নিক্সন বলল, 'তারের ব্যাপারেও তাই। এক সেকেন্ড দাঁড়াও, কম্পিউটার চালু করছি আমি।'

ক্যাব্রিলো সানগ্লাস চোখে গলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আলো জ্বলে উঠলেই আলোকিত জায়গায় আঙুল রাখছে ও। কাচা হাতের 'স্টার প্যাংলেড ব্যানার' এর সুরে ভরে গেল ম্যাজিক শপ।

'এই গান গেয়ে কোনো গ্রামী জিতব না ঠিক কিন্তু এখন আর কোনো টেনশন করতে হবে না', আলো বন্ধ হতেই বলল ক্যাব্রিলো।

হেনলে একটা বেঞ্চের দিকে এগিয়ে একটা ফ্যাকাসে নীল পানীয় ভরা পরিষ্কার কাচের গ্লাস তুলে নিল। 'আরো একটা জিনিস আছে, সরাসরি ম্যারিল্যান্ডের ফোর্ট থেকে এসেছে তরল পানীয়টা। এর কয়েক ফোঁটা খেলেই দেখবে পার্টি চাঙা হয়ে উঠছে।'

'এর কোনো দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নেই তো?'

'নাহ, অল্প সময়ের জন্য। এটার কয়েক ঢোক পেটে পড়লেই তোমার মনে হবে যে তোমার জীবনের সেরা সময়টা পার করছ তুমি!'

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ১২

'নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছি', টেলিফোনের ওপারে বললেন বিলিওনিয়ার।

স্পেন্সার এবার আর ভয়েস অল্টারনেটর ব্যবহার করছেন না, তবে ভয়ের একটা আমেজ থেকে যাওয়ায় কেমন কাঁপাকাঁপা শোনাচ্ছে কণ্ঠ।

'আপনি তাহলে আগ্রহী?' জিজ্ঞেস করলেন স্পেন্সার।

'হ্যাঁ', বিলিওনিয়ার বললেন, 'কিন্তু জিনিসটা আমি নিজেই নিয়ে আসবো। ঠিক বিশ্বাস পাচ্ছি না আপনাকে।'

স্পেন্সারের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। তার চুরির পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। তারমানে বিক্রির কাজটা দ্রুত সেরে ফেলতে হবে, আরেকজন ক্রেতার কাছে যাওয়ার সময় নেই। খুব বাজে পরিস্থিতিতে এটা। তিনি বিক্রেতা, বিক্রি করতে চান, তবে কি-না চালটা ক্রেতার হাতে।

'তাহলে আপনাকে এসে নিয়ে যেতে হবে', স্পেন্সার বললেন।

'কোথা থেকে?'

'ম্যাকাও',

ডেস্কের ওপরে রাখা ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালেন বিলিওনিয়ার, 'তাহলে গুড ফ্রাইডের দিন আমি আসছি ওখানে।'

'ক্যাশ বা বন্ডে পেমেন্ট নিব আমি, ব্যাংক ট্রান্সফারে আগ্রহ নেই আর', স্পেন্সার বললেন।

'ঠিক আছে, তবে অন্য কোনো মতলব যেন না থাকে। আমি লোকজন নিয়েই আসব।'

'টাকা নিয়ে আসলেই গোল্ডেন বুদ্ধ পাবেন আপনি।'

বিলিওনিয়ার লাইন কেটে দিলেন। পাশে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন স্পেন্সার। তার আর কিছু করার নেই।

★★★

'মনিকাও একজন অতিথি। এই অপারেশনে সে হচ্ছে অভিজাত ড্যানিশ পরিবারের একজন সদস্য', ক্যাব্রিলো শিটে চোখ বুলিয়ে বলল।

'নতুন কিছু না', ক্রাবট্রি তার স্ক্যান্ডিনেভীয় টানে বলল।

BanglaBook.org

'তোমাকে ওই টানে সামান্য তোতলামি করতে হবে', ক্যাব্রিলো বলল, 'ম্যাজিক শপে তোমার মুখের ভেতরে গার্ড ভরে দেয়া যাবে।'

'বাহ! আমাকে তাহলে একজন তোতলা মহিলার চরিত্রে অভিনয় করতে হবে', ক্রাবট্রি বলল।

'আরো খারাপ কিছুও ভাগ্যে পড়তে পারতো। লিন্ডা রস চেইন স্মোকার পর্তুগীজ পার্টি প্ল্যানার সাজছে', ক্যাব্রিলো জানাল।

'চমৎকার! কয়েক বছর আগে বহু কষ্টে সিগারেট খাওয়া ছেড়েছি, আর কর্পোরেশন আমাকে আবার সে পথে ফেরত পাঠাচ্ছে!' হাসছে লিন্ডা।

'আরেকটা কথা, আমাদের ধারণা ইসেন্ডার রংধনুর দোষ আছে', হেনলে বলল।

'তার মানে দাঁড়াচ্ছে আমি একজন পর্তুগিজ লেসবিয়ান চেইনস্মোকার পার্টি প্ল্যানার! তাও ভালো সেবারের মতো পুরুষের মতো আচরণ করা জার্মান সেক্স ম্যানিয়াক তো আর সাজতে হবে না!' রস বলল।

'আমার মনে আছে সেকথা, মেল ব্রুক্সের সেই ছবির মেডিলিন কানের মতো লাগছিল তোমাকে।' মার্ফি বলল।

'আমারো মনে আছে, তুমি কিন্তু খানিকটা উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলে', বললো রস।

'আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম এটা জুলিয়াকে দেবো এটা কিন্তু সঙ্গত কারণেই পারা যায়নি।' ক্যাব্রিলো মনে করিয়ে দিলো।

ওরিগনের মেডিকাল অফিসার জুলিয়া হ্যাক্সলে হাসল, 'আমি আগেই জানতাম যে আমার এই বড় স্তনগুলো একসময় কাজে দেবে।'

'তোমাকে বরং পামেলা এন্ডারসন লি হিসেবেই ভালো মানাবে', হেনলে বলল।

'আমাকে কী এখন বেশ্যার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে নাকি?' হ্যাক্সলে হাসতে হাসতেই বলল।

'ব্যান্ডের এক সদস্যের গার্লফেন্ড', ক্যাব্রিলো জানাল।

'একই জিনিস', আগ্রহী সুরে বলল হ্যাক্সলে, 'ম্যাক্স কী কিছু ট্যাটু করে দিতে পারবে?'

'অবশ্যই। তুমি রাজি হলে আমরা কিছু নকল ছিদ্র-মিদ্রও করে দিতে পারি', হেনলে বলল।

'ব্যান্ডে আমি কীবোর্ড চালাব, কয়েকটা গানেই কীবোর্ডের প্রয়োজন হবে না। তখন আমি ঘুরেফিরে দেখতে পারব সব। মার্ফি লিড গিটারিস্ট, আর কাসিম আমাদের ড্রামার। ফ্রাংকলিন বাজাবে ব্যাস।'

'ওহ, ইয়া! আমার রক্তেই মিশে আছে ওটা!'

'আর গায়ক?' হ্যাক্সলে জিজ্ঞেস করল।

'সেটা আমাদের হ্যালপার্ট সাহেব', ক্যাব্রিলো বলল।

BanglaBook.org

সম্পূর্ণ কনফারেন্স টেবিল ঘুরে হ্যালপার্টের দিকে তাকাল। প্রধান হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজটা তাকে মানায় না। ক্রুদের মাঝে সবচাইতে রক্ষণশীল বলে পরিচিত, গুজব শোনা যায় রুমালও পর্যন্ত ইস্ত্রি করে সে। তাকে রক মিউজিশিয়ান হিসেবে চালানোর পরিকল্পনা কোর্টনী লাভকে ভার্জিন মেরির চরিত্রে অভিনয় করানোর মতো হাস্যকর লাগছে।

'দুর্ভাগ্যবশত মিনিটমেনের লিড সিঙ্গার লম্বা, চিকন আর পাতলা। তাছাড়া স্ট্যানলে হো ব্যান্ডের পার্ফরমিং ভিডিওটেপও দেখেছে একটা। আর কাউকে পাওয়া না গেলে মাইকই হবে আমাদের লিড সিঙ্গার।'

'আমি পারব এটা', হ্যালপার্ট দ্রুত বলল।

'তুমি নিশ্চিত? ম্যাজিক শপ কিন্তু এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু করতে পারবে না', হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আমি কলোরাডোতে বড় হয়েছি', হ্যালপার্ট বলল, 'রক লাইফ স্টাইল সম্পর্কে আমি যতটা জানি তোমাদের বেশিরভাগই সেটা জানো না।'

ক্যাব্রিলো অবশ্য আগে থেকেই জানত। কারণ কর্পোরেশনের অফিসারদের মধ্যে একমাত্র ওরই সব ফাইলই ঘাঁটার অধিকার আছে।

'বলো কি! আমিতো ভাবতাম জন্মের পর থেকেই তুমি স্যুট পরে থাকো', মার্ফি বলল।

'এখন তো জানলে। আমার পরিবারে সব ধরনের মানুষই আছে। জেরি জেফ ওয়াকার আমার ধর্মপিতা। কমান্ডার রডি আমাকে কীভাবে বাইসাইকেলে চড়তে হয় শিখিয়েছিলেন', হ্যালপার্ট বলল।

'কাজের কথায় আসি আবার', ক্যাব্রিলো বলল, ও জানে যে ছোটবেলার কথায় হ্যালপার্ট অস্বস্তিবোধ করে। মেরিনে যেদিন ও নাম লেখাল সেদিন থেকে তার বাবা তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। দশ বছর পর আবার কথা বলতে শুরু করে তারা, এখনো জোড়া লাগেনি সে সম্পর্ক।

হ্যালপার্ট ক্যাব্রিলোর কথায় চুপ করে গেলো।

'বাগানের কর্মচারী হিসেবে আমাদের দুজন কাজ করছে এই মুহূর্তে। তাদের ছাঁটা গাছগুলোয় মাইক্রোফোন লাগিয়ে আসবে তারা। মাইক্রোফোনে ওই বাড়ির সব জানালা-দরজার কাচের কম্পন রেকর্ড হয়ে যাবে, বাড়ির ভেতর কী ঘটছে সবই শুনতে পাব আমরা।'

'টেলিফোন লাইন মনিটরিং করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়েছি আমরা', লিন্ডা রস জানাল, 'সাধারণত আমরা মেইনফ্রেমে ট্যাপ করি। কিন্তু টেলিফোন সিস্টেম চাইনিজদের দখলে। বেশিরভাগ সিস্টেমই পানির নিচ দিয়ে হং কং-এ নিয়ে গেছে ওরা। আমরা ঐ বাড়ির জাংশন বক্সে কিছু একটা লাগানোর চেষ্টা করব। কিন্তু কতটা কাজ করবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই।'

BanglaBook.org

'তার মানে শুধু ফোনের একপাশের কথা শুনতে হতে পারে?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'হুম। ভেতরে কেউ কথা বললেই সেটার কম্পন সৃষ্টি হবে কাচে। আর আমরা সেটা ধরতে পারব', রস বলল।

'আমি ওটা নিয়ে তেমন চিন্তিত না। আমাদেরকে বাড়ির দিকে যাওয়া টেলিফোন লাইনটা কেটে দিতে হবে। এলার্মের লাইনটা ওর ভেতর দিয়েই গিয়েছে', ক্যাব্রিলো বলল।

'সেটা করা যাবে। তবে তারপরও তো সেলফোনে কথা বলতে পারবে মানুষজন', রস বলল।

প্ল্যান করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে গেল, আর মাত্র ত্রিশ ঘণ্টাও নেই পার্টি শুরু হওয়ার।

★★★

ঠিক একজন বাউলের মতো করে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর হাঁটছে ওরাকল।

ভারতের নির্বাসন প্রাসাদ পোটালার চাইতে অনেক ছোট। কিন্তু একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় এটা। দালাইলামা আর তার পরামর্শকদের বাসস্থান। একটা মন্দির, অনেককটা ঘুমানোর ঘর, আর একটা বড় পাথরের মিটিং রুম আছে প্রাসাদটায়। এইমুহূর্তে দালাইলামা মিটিং রুমের একটা সিংহাসন সুলভ আসনে বসে আছেন, দেখছেন সব।

ওরাকল তার আনুষ্ঠানিক রোব পরেছেন। সোনালি সিল্কে কারুকাজ করা, বুকের কাছে পান্না আর ফিরোজা পাথরে ঘেরা একটা আয়নার চারপাশে লাল নীল হলুদ আর সবুজ কাজ করা। একটা বর্মে ছোট ছোট পতাকা আর ব্যানার লাগানো। সমস্ত সরঞ্জামের ওজন মোটামুটি আশি পাউন্ডের মতো হবে।

ওরাকল পোশাক পরে ধ্যানে মনোনিবেশ করামাত্রই তার সহকারীরা তাঁর মাথায় একটা ভারী ধাতু এবং চামড়ার তৈরি হেলমেট পরিয়ে দিল।

বয়োবৃদ্ধ ওরাকলের জন্য ওজনটা বহন করা কষ্টকরই। তবে ধ্যানের গভীরতম অবস্থায় পৌছালে তাঁর এমন অনুভূতি হলো যেন চাঁদের ওপরে নভোচারীর মতো হাঁটছে। সাথে সাথে গতি বেড়ে গেলো তার। প্রার্থনারত প্রত্যঙ্গের মতো কোমড়ে হাত রেখে রুমের এপাশ থেকে ওপাশে নাচ জুড়ে দিল সে। তার বা-হাতে ভোজবাজির মতো একটা রুপোয় মোড়া তলোয়ার চলে আসল, ইংরেজি এইটের মতো প্যাঁচিয়ে আছে। তার বুকের ভেতর থেকে কেমন গমগমে একটা আওয়াজ বেরুতে লাগলো।

সিংহাসনের সামনে গিয়ে থামল সে, কুকুর যেরকম সাঁতার শেষে সারা শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠে সেরকম করে উঠল।

ওরাকল স্থির হতেই দালাইলামা কথা বলে উঠলেন, 'বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে এখন?'

BanglaBook.org

ওরাকল কথা বলতে শুরু করল, কণ্ঠস্বরটা তার নিজের না। 'দালাইলামা ফিরবে, তবে আগের চেয়ে ছোট তিব্বতে।'

'ওরাকল বুঝিয়ে দিক', দালাইলামা বলল।

হাত ঝাপ্টে, পেছনে টোকা দিয়ে আবার স্থির হলো ওরাকল।

'চাবি উত্তরের হাতে আমরা আক্রমণকারীদের মঙ্গোলদের জমিটুকু দিয়ে দিলে তবেই যাবে ওরা', ওরাকল বলল।

'আমরা কী পশ্চিমাদের বিশ্বাস করতে পারি?' দালাইলামা প্রশ্ন করলেন।

কনুইয়ের ওপর ভর করে নিচু হলো ওরাকল, চারপাশে ভার রক্ষা করল। আবার দালাইলামার মুখোমুখি হলে কথা বলতে শুরু করল সে, 'শীঘ্রই তারা যা চায় তা আমাদের হাতে আসবে। আমাদের উপহার বন্ধুত্বটাকে আরো শক্তিশালী করবে। ক্ষমতা ফিরে আসছে আমাদের। বাড়ি ফেরার খুব বেশি দেরি নেই।'

তারপর হঠাৎ করেই বাতাসের এক ঝাপ্টায় ওরাকলের মাথাটা নিচু হয়ে গেল, ধুপ করে মেঝেতে পড়ে গেল সে। তার সহকারী দৌড়ে এসে হেলমেট খুলে দিল। এরপর ঘামে ভেজা রোব খুলতে শুরু করল। ঠাণ্ডা পানি ডলতে লাগলো ওরাকলের গায়ে। সে চোখ খুলতে খুলতে আরো এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ১৩

'অনলাইন', কর্পোরেশনের টেকনিশিয়ান ফিসফিস করে বলল।

ওরিগনের ভেতর একজন রেডিও অপারেটর রিসিভারটা ঠিকঠাক করছে। হেডসেটে একজন চাকরাণীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। একটা রেকর্ডারের সুইচে চাপ দিয়ে মাইক্রোফোনের সাউন্ড বাড়িয়ে দিলো সে।

'ঠিক আছে। রেকর্ড হচ্ছে,' সে বলল।

গাছ থেকে নেমে ছাঁটা ডালগুলো জড়ো করল টেকনিশিয়ান। ঝোপঝাড় পরিষ্কারের পেছনে ব্যয় করল পরবর্তী কয়েক ঘন্টা। কাজ শেষে ভাড়া করা গাড়িতে ময়লা আবর্জনা তুলতে তুলতে লাঞ্চ টাইম পার হয়ে গেল। ফিরে আসার সময় ম্যানশনের ম্যানেজারের হাতে একটা বিল ধরিয়ে দিল সে। এরপর ট্রাকে করে ফিরে চলে এলো।

ওরিগনের রেডিও অপারেটর ম্যানশনের ভেতরের কথাবার্তা খেয়াল করে শুনছে। প্রয়োজনে নোট নিচ্ছে হলুদ প্যাডে। কিছুই ঘটছে না, তবে যে কোনো সময়ে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

★★★

নিচুতলায় ম্যাজিক শপে ব্যান্ড অনুশীলন করছে। কেভিন নিক্সন ওদের থামতে বলে কন্ট্রোল প্যানেল অ্যাডজাস্ট করল।

'ঠিক আছে। আবার গোড়া থেকে শুরু করা যাক', সে বলল।

মার্ফি আনাড়ির মতো এলোপাথাড়িভাবে বাজাতে লাগল গিটার, ক্রিডেন্স ক্লিয়ারওয়াটারের 'ফরচুনেট সন' গানে ম্যাজিক শপের বাতাস ভরে উঠল। ব্যান্ডের বাকি সদস্যরাও তাদের যে যার কাজ করছে। হ্যালপার্টের গলা আশ্চর্য রকমের ভালো। কম্পিউটারে সামান্য পরিবর্তন করার পর এখন আসল কণ্ঠ আর হ্যালপার্টের কণ্ঠ আলাদা করা কষ্ট। তার চালচলনও দারুণ, অন্যান্য ব্যান্ডের গায়কদের মতো না।

ক্যাব্রিলোকে কীবোর্ড বাজানোর সময় ইয়াবা খাওয়া লিবারেস-এর মতো লাগছে। কাসিম ব্রেস গলায় ধনীর দুলালের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে। লিংকন অবশ্য ওদের চেয়ে ভালো করছে, চোখ বন্ধ করে ধুমিয়ে গিটার বাজাচ্ছে আর

BanglaBook.org

পা দোলাচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে ওর হাত এত বড় যে দেখে মনে হয় সে তার আঙুল নাড়াচ্ছেই না। গান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল নিক্সন।

'খারাপ না', রায় দিল সে, 'তবে ব্যান্ডের লাইভ কিছু ভিডিওটেপ আছে আমার কাছে, আমার ধারণা ওগুলো দেখে কাজ করলে তোমরা ভালোভাবেই উতরে যাবে।'

তিন ঘণ্টা পরে ওদের দ্বারা যতটা সম্ভব ততটা প্রস্তুত হয়ে গেল ওরা।

★★★

কাজের এই অংশটা করতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে ইসেল্ডার, শেষ সময়ে অহেতুক খুঁত খুঁত করা।

হ্যান্ডব্যাগে হাত গলিয়ে এক প্যাক বাদামি চুরুট খুঁজে পেল। আর সব স্মোকারের মতো নির্দিষ্ট কোনো ব্রান্ডের প্রতি আসক্ত না সে। বরং সবসময়ই তিনটা-চারটা ব্রান্ড সাথে রাখে। অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে এই বিষ নির্ধারণ করে সে; ফুসফুসে ব্যথা, গলার খুশখুশানি দূর করতে যতটুকু নিকোটিন প্রয়োজন ততোটুকু। সতেজতা পেতে চাইলে মিন্ট ভরা সিগারেট খায় আর যখন নেশা বেশি চাপে তখন চিকন সিগার খায়। কথার ফাঁকে ফাঁকে সে ওটাকে মায়েস্ত্রোর হাতের লাঠির মতো নাড়ে। হাতের চুরুটে আগুন ধরিয়ে লম্বা এক টান দিল সে।

'ককটেইলের জন্য হিম ঠাণ্ডা বরফ ব্যবহার করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলাম আমি', ক্যাটারারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল ইসেল্ডা, 'গোল গোল হাইবল কিউব না।'

'আপনি দুটোই চেয়েছিলেন। তবে ঠাণ্ডা বরফ এখনো এসে পৌঁছায়নি', ক্যাটারার বলল।

'তোমরা কী এখানে আনবে না ওটা?' ইসেল্ডা জিজ্ঞেস করল।

'ওয়ারহাউজে আছে ওগুলো। এখনি এখানে আনলে গলে যাবে' লোকটা শান্তস্বরে বলল কথাগুলো।

ড্রাই আইস দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ বানানোর যন্ত্র অ্যাডজাস্ট করতে থাকা কর্মচারীর দিকে তাকালো ইসেল্ডা।

'আরো বেশি ধোঁয়া লাগবে', চিৎকার করে বলল ইসেল্ডা। এরপর হেঁটে দ্রুত এগোল যন্ত্রপাতির সারির দিকে। ভর্ৎসনা করল কাজের লোকটাকে।

অ্যাডজাস্ট করার কয়েক মিনিট পর লোকটা আবার মেশিনের সুইচ অন করল। মেশিন থেকে বেরনো ঘন গ্যাসীয় ধোঁয়া মেঝেতে জড়ো হতে শুরু করছে।

'গুড। দরকারি ড্রাই আইস আছে কি-না দেখে নাও', ইসেল্ডা বলল।

একজন টেকনিশিয়ান লাইট ডিসপ্লে ঠিক করছিল, সেখানে ছুটে গেল সে।

BanglaBook.org

★★★

ওরিগনে যেই টেকনিশিয়ানটা ম্যানশনের ভেতরের কথাবার্তা মনিটরিং করছিল, হলুদ প্যাডে কিছু নোট টুকল সে। তারপর জাহাজের ভেতর যোগাযোগের মাইক্রোফোনের জন্য হাত বাড়াল সে।

'চেয়ারম্যান ক্যাব্রিলো, আপনি একটু এখানে আসলে ভালো হয়', বলল সে।

★★★

ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসে এয়ারপোর্টের গেটের বাইরে এসে লিমুজিন গতি কমাল। হোলস্টারে পিস্তল গোঁজা একজন সেন্ট্রি পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। জানালার কাচ নামাল ড্রাইভার।

'নতুন আইন হয়েছে, রানওয়েতে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যাবে না', গার্ড জানাল।

বিলিওনিয়ারও তার জানালার কাচ নামিয়ে দিয়েছেন। অনাকাঙ্ক্ষিত ঝামেলা, অসহ্যকর।

'আরে দাঁড়ান', পেছন থেকে চিৎকার করে বলল সে, 'বছরের পর বছর ধরে আমি গাড়িতে করে আমার প্লেনে যাই।'

'এখন আর সম্ভব না', গার্ড মন্তব্য করল।

'আপনি জানেন আমি কে?' গলায় ভাব নিয়ে বললেন বিলিওনিয়ার।

'কোনো ধারণা নেই', স্বীকার করল গার্ড, 'তবে আমি জানি আমি কে, যে এখন আপনাকে গেট থেকে চলে যেতে নির্দেশ করছে।'

বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে পিছিয়ে গিয়ে টার্মিনালের দিকে গাড়ি ছোটাল ড্রাইভার। সামনেই গাড়ি থামিয়ে তার মালিকের নামার অপেক্ষা করল। বাকবিতণ্ডায় তার বসের মেজাজ বেখাপ্পা হয়ে আছে। পেছনে তার বিড়বিড় শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। ভাগ্যিস পেছনের ব্যাগগুলো নিরাপদ দূরত্বে আছে।

'ধুর শালা! তাহলে আমি বিমান রাখার জায়গার জন্য টাকা দিই কেন? এইটুক সুযোগ-সুবিধা তো আমি পেতে পারি নাকি!' বিলিওনিয়ার বললেন।

রানওয়ের গেটের দিকে এগুনোর পথে অনেক বিলাসবহুল জেট চোখে পড়লো। থেমে আছে তাদের মালিকের অপেক্ষায়। তিনটা গাল্ফস্ট্রিম, একটা অথবা দুটো চিটেশন, হাফ ডজন কিং এয়ার আর একটা বারগান্ডি বেহেমথ রয়েছে ওখানে। ওটা সম্ভবত কোনো স্থানীয় এয়ারলাইনের মালিকানাধীন।

বিলিওনিয়ারের সবসময় বড়সড় জিনিসপত্রের দিকে ঝোঁক। বড়লোকদের প্রাইভেট জেট থাকলে তার চাই বিশাল বড় একটা। যাত কুকুরের গলায় হীরার কলারের মতো বিমানটাও তার সাফল্য আর বাড়াবাড়ি পছন্দের জানান দিতে পারে। বিলিওনিয়ারের পছন্দ বোয়িং ৭৩৭। বিমানটায় এক লেনের হাঁটাচলার পথ, একটা হট টাব আর একটা বড় বেডরুম রয়েছে। বিশাল স্ক্রিনের একটা

BanglaBook.org

টেলিভিশন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আর কর্ডন ব্লচতে প্রশিক্ষণ নেয়া একজন শেফ আছে প্লেনে। বিলিওনিয়ারের আদেশে একজোড়া নাচিয়েও এসেছে, ফ্লাইটে তার বিনোদন হিসেবে। একজন ক্যালিফোর্নিয়ান, সোনালি চুল, আরেকজন লালমাথা, দেখতে যুবতী অ্যান-মার্গারেটের সাথে অদ্ভুত মিল।

দীর্ঘ যাত্রার সময় কাটানোর কিছু উপকরণ চাই বিলিওনিয়ারের।

লাগেজ আর ড্রাইভারের তোয়াক্কা না করেই দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসলেন উনি, বোয়িং ৭৩৭-এর দিকে হাঁটছেন।

প্লেনে উঠেই চিৎকার করে উঠলেন উনি, 'মেয়েরা, আমরা সামনের দিকে বসবো।'

তেরো মিনিট পর আকাশে ভাসতে লাগল তারা।

★★★

ক্যাব্রিলো যখন ভেতরে ঢুকল, ওরিগনের টেকনিশিয়ানটা তখন কম্পিউটারে টেপাটেপি করছিল।

'কি খুঁজে পেয়েছ?' কোনোরকম ভূমিকা না করে বলল ক্যাব্রিলো।

'হো একজন ইন্সুরেন্সকারীর সাথে টেলিফোনে আলাপ করেছে, লোকটা গোল্ডেন বুদ্ধ পরীক্ষা করতে আসছে।'

'ধুরর!' মাইক্রোফোনের জন্য হাত বাড়াল সে, 'ম্যাক্স, এখানে একটু আসো তো, একটা সমস্যা হয়েছে।'

টেকনিশিয়ানটা তখনও ফোন কলটার উৎস খুঁজছে। ক্যাব্রিলো রুমে পায়চারি করতে লাগলো।

কয়েক মিনিট পর পৌছাল হেনলে, 'কি হয়েছে হুয়ান?'

'হো গোল্ডেন বুদ্ধ পরীক্ষা করার জন্য একজন ইন্সুরেন্স অফিসারকে ডেকেছে।'

'কখন?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'বিকাল চারটার সময়।'

টেকনিশিয়ান একটা বোতাম চাপতেই প্রিন্টার কাগজ প্রিন্ট করতে লাগল।

'কলটার লোকেশন খুঁজে পেয়েছি বস', সে বলল।

'আমাদেরকে দ্রুত কিছু একটা করতে হবে', ক্যাব্রিলো বলল।

BanglaBook.org

★★★

উইন্সটন স্পেন্সার এখন শিকলে বাঁধা ছুরি নিয়ে খেলছেন বলা যায়।

ব্যাংকের অনেক পুরোনো কাস্টমার বলেই ওরা তাকে খাতির করেছে। কিন্তু ম্যানেজার সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে বাহাত্তর ঘণ্টার মাঝে টাকা ফেরত দিতে হবে। স্পেন্সারের ক্রেডিট কার্ডে আর টাকা নেই বললেই চলে। ইতিমধ্যেই তার লন্ডনের অফিসে ফোন চলে গেছে, কি অবস্থা জানতে চায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্পেন্সার শোচনীয় অবস্থায় আছেন এই মুহূর্তে। এই

মুহূর্তে তার বাড়ি ফেরার টিকিট কেনারও সামর্থ্য নেই। তবে বিলিওনিয়ারের সাথে তার ডিলটা শেষ হলেই সে আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে যাবেন।

এজন্যে যা করতে হবে তা হলো, পরদিন গোল্ডেন বুদ্ধকে মন্দির থেকে নিয়ে, ওটাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে তার প্রাপ্তি গ্রহণ করা। এরপর তিনি একটা প্লেন ভাড়া করে উড়ে যাবেন। যতক্ষণে ম্যাকাওয়ে তার ক্রেতা বুঝতে পারবে যে সে আসলে প্রতারিত হয়েছে, ততক্ষণে তিনি পাড়ি দেবেন বহুদূর...

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ১৪

হুয়ান ক্যাব্রিলো স্টেটরুমে বসে আছে, তৃতীয়বারের মতো পড়ে দেখল সে ফোল্ডারটা।

ঘড়ির কাঁটায় আর নয় মিনিট পার হলেই গুড ফ্রাইডে। ওদের কাজও শুরু হয়ে যাবে তখন থেকে। এখন পর্যন্ত প্রত্যেক অপারেশনেই ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে আসছে ওরা, সহজ হয়ে গেছে কাজ। এর মূল চাবিকাঠি hocche যথাযথ পরিকল্পনার সাহায্যে সবধরনের বিপদের জন্যে প্রস্তুত থাকা, আর সবসময়ই আরেকটা পরিকল্পনা হাতে রাখা।

এই কারণেই সংগঠনটা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

তবে এবারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু। গোল্ডেন বুদ্ধ এত ছোট কিছু না যে পকেটে লুকানো বা কাপড়ের সাথে সেলাই করে ফেলা যাবে। মনুষ্যাকৃতির বিশাল একটা মূর্তি এটা, বইতে বা লুকাতে হলে শক্তি আর গোপনীয়তা দুটোই দরকার। যেভাবেই চেষ্টা করা হোক, মূর্তিটা একটা নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে হলে মানুষ আর যন্ত্রপাতি দুটোই লাগবে।

গোল্ডেন বুদ্ধের আকার আর ওজনের জন্যই এমন হয়েছে।

তাছাড়া আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ও আছে এই খেলায়; আর্ট ডিলার, হো, পার্টির লোকজন, চাইনিজ কর্তৃপক্ষ আর এখন ইন্স্যুরেন্স অফিসার। এদের যে কেউই ওদের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। আর সময়ও এতো কম যে পিছিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে দলগঠন করাও সম্ভব নয়।

যেইসব অপারেশনে পিছু হটার কোনো পরিষ্কার পথ না থাকে ক্যাব্রিলো সেগুলো পছন্দ করে না।

মানুষ বন্দি, আহত বা নিহত যেকোনোটাই হতে পারে, কিন্তু পরিকল্পনা মোতাবেক যেকোনো মূল্যেই অপারেশন পরিচালনা করতে হবে। সেবার হং কং-এ প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয় ওদের, ক্যাব্রিলোর পা হারায় আর অন্য অনেকেই মারা যায়। তখন থেকেই সে সজ্ঞানে উচ্চমাত্রার ঝুঁকিসম্পন্ন সব অ্যাসাইনমেন্ট এড়িয়ে আসছে। গোল্ডেন বুদ্ধ অ্যাসাইনমেন্ট অল্প ঝুঁকির ধরে নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছিল, কিন্তু সময় গড়ানোর সাথে সাথে ঝামেলা বাড়ছেই।

BanglaBook.org

এটাকে অপারেশনের পূর্বের মানসিক অস্থিরতা ধরে নিয়ে ফোল্ডারটা বন্ধ করল ক্যাব্রিলো। আজ রাতের কোনো এক সময় গোল্ডেন বুদ্ধ তাদের হাতে এসে পৌঁছাবে, দালাইলামার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এরপর। কয়েকদিন পর ওরা ওদের পারিশ্রমিক পাবে। এরপরেই নাগালের বাইরে চলে যাবে ওরা, চলে যাবে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে।

★★★

উইন্সটন স্পেন্সার এমনভাবে গ্লেনমোরাংগী হুইস্কি গিলছেন যেন করল্লার রস নামছে গলা দিয়ে।

স্পেন্সারের জোচ্চুরির গাড়ি ভালোই চলছিল একয়দিন কিন্তু হঠাৎ-ই ধাক্কা লেগেছে গাড়িতে। এমনই ধাক্কা যে এখন তেলের ট্যাঙ্ক ফেটে তেল চোয়াচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে হো তাকে ফোন করেছিল, তার কথাগুলো বরফের কণার মতো বিঁধে আছে স্পেন্সারের মস্তিষ্কে।

'দয়া করে তাড়াতাড়ি পার্টিতে আসবেন। ইন্সুরেন্স কোম্পানির লোকটা গোল্ডেন বুদ্ধ পরীক্ষা করার সময় আমি চাই আপনি এখানে থাকবেন', হো বলেছিল।

আর একদিন পরেই স্পেন্সার অনেক দূর চলে যেতে পারতেন।

উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে সাউথ প্যাসিফিক আইল্যান্ডগুলোর যেকোনো একটায়, শুধু এই জায়গাটা বাদে অন্য যেকোনো জায়গায়। সে এর জন্য যথেষ্ট টাকাও খরচ করেছে, যেন সমস্ত পরীক্ষা উতরে যায় মূর্তিটা। কিন্তু পরীক্ষক প্রথম শ্রেণির হলে ছলচাতুরী ধরে ফেলবে নিশ্চিত। স্বর্ণের ব্যাপারটা হয়তো ধরতে পারবে না, তবে সমস্যা হবে মূল্যবান পাথরগুলো নিয়ে। লোকটা এব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হলেই সেরেছে, খুব সহজেই বুঝে ফেলবে সে যে পাথরগুলো খুব বেশি নিখুঁত। গোল্ডেন বুদ্ধে ব্যবহৃত বেশিরভাগ পাথরই খুব দুষ্প্রাপ্য। এ ধরনের যত পাথরই পাওয়া গিয়েছে সবটাতেই কোনো না কোনো খুঁত আছেই।

শুধু ল্যাবরেটরিতে প্রস্তুতকৃত পাথরেই কোনো রকম খুঁত থাকে না।

স্কচটুকু গিলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কিন্তু আজ এত সহজে ঘুম আসবে না তার।

★★★

অনেকে হয়তো ভাবতে পারে যে নির্বাসন নেয়ার পর থেকে তিব্বত সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপারের কিছুই আর জানা নেই দালাইলামার। কিন্তু সেটা মোটেও ঠিক না। সীমান্ত পার হওয়ার জন্য পা বাড়ানোর পর থেকেই একটা বিশেষ স্থানীয় গোয়েন্দা ব্যবস্থা লিটল লাসায় তাঁর হেড কোয়ার্টারে খবর সরবরাহ করে আসছে।

BanglaBook.org

একদল লোক পায়ে হেঁটে গিয়ে মুখে মুখে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে বার্তা পৌছে দিত। চাইনিজদের আয়ত্তের বাইরে পাহাড়ের খানাখন্দ পার হয়ে নিজেদের কারো কাছে বা মধ্যস্থকারীদের কাছে সংবাদ পৌছে দিত ওরা। দালাইলামার শত সহস্র বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে অপারেশনের সমস্ত খবরাখবর দেশের প্রত্যেকটা অংশে পৌছে যেত। চাইনিজদের সামান্য অগ্রযাত্রাও রিপোর্ট করা হয়। আড়ি পেতে শোনা ফোনের কথোপকথন বা গুপ্ত বার্তা–সব।

তুষারপাত, নদীর প্রবাহ বা আবহাওয়ার পরিবর্তনের খবরও নিয়মিত পাঠানো হতো। ট্যুরিস্টদের ওপরও নজর রাখা হতো, চীন সম্পৃক্ত যেকোনো কথোপকথন থেকে চাইনিজদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আরো তথ্য যোগাড় করার জন্যে। চাইনিজ সেনাবাহিনীর সাথে ব্যবসাকারী ব্যবসায়ীরা বিক্রির পাশাপাশি সৈন্যদলের জেনারেলের হাবভাবের ওপরও রিপোর্ট করতো। জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণে ঢিলা পড়লেও সতর্ক ঘণ্টা পাঠিয়ে দেয়া হতো লিটল লাসায়। দালাইলামা তাঁর অনুচরদের নিয়ে আলোচনায় বসতেন। আর বেশিরভাগ সময়েই ভারতে নির্বাসিত এসব নেতারা চাইনিজ দখলদারদের থেকে বেশি সুখবর পেতেন।

'সৈন্যরা ট্রিনকেট (এক ধরনের অলংকার) বেশি বেশি কিনছে মনে হচ্ছে না?' দালাইলামা জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ', পরামর্শকদের একজন একমত হলেন, 'তিব্বতীয় জিনিসগুলো এককথায় অনন্য।'

'এর আগে কখনো এরকম ঘটেছে?' দালাইলামার প্রশ্ন।

'কখনোই না', পরামর্শক স্বীকার করল।

'মাটির নিচে তেলের মজুদ নাকি কমে গিয়েছে?'

'তেল উত্তোলন ঘাঁটিগুলোর তিব্বতীয় কর্মচারীরা তো তাই জানিয়েছে', পরামর্শক জানালেন, 'ট্রাকে করে দেশের ভেতরে ট্যুরে যেতে দেয়া হচ্ছে না। আমরা গত এক মাসের মাঝেও কোনো ট্যাংক-অনুশীলনের খবর পাইনি। তিব্বত দখলের ব্যাপারটা আস্তে আস্তে একটা স্থিরাবস্থায় আসছে।'

দালাইলামা একটা নামহীন ফোল্ডার বের করে ভেতরের বিষয়বস্তু পড়তে লাগলেন। 'আমাদের সাথে কন্ট্রাক্ট করা ভার্জিনিয়ার দলটার রিপোর্টও একই কথা বলছে। ওদের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী চায়নার অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। তেলের যোগান অন্য যেকোনো দেশের চাইতে বেশি প্রয়োজন হয় ওদের, এদিকে আবার ওদের বিদেশি বিনিয়োগও কমে গিয়েছে অনেক। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিলে প্রেসিডেন্ট জিনতাও এর দেশ দিন দিন দুরবস্থায় পতিত হবে।'

'আমরা সেটাই আশা করি', পরামর্শকদের মাঝ থেকে একজন বললেন।

'এবার আমরা আলোচনার মূল বিষয়বস্তুতে আসতে পারি', শান্তকণ্ঠে বললেন দালাইলামা, 'চলুন কিছুক্ষণের জন্য ধ্যান করে মাথাটা পরিষ্কার করে নিই আমরা, এরপর বুঝিয়ে বলব সবাইকে।'

BanglaBook.org

***

আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে বোয়িং ৭৩৭।

সময় কাটানোর জন্য সফটওয়ার বিলিওনিয়ার হিসেব করে এক্সটেসি (এক ধরনের ড্রাগ) আর পুরুষের যৌনশক্তি বাড়ানোর ওষুধের একটা মিশ্রণ নিচ্ছে। এক্সটেসি শুধু তার কামনাকে জাগ্রত করে কিন্তু ওষুধটা তাতে ইন্ধন দিয়ে এক আগ্রাসী যৌনক্ষুধার উদ্রেক করছে।

এই মুহূর্তে জেটের সামনের দিকে একজন ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট ব্যক্তিগত ডিজিটাল প্যাডে কিছু নোট করছে। নোট করা শেষ হলে এয়ার ফোনে লাগিয়ে সেন্ড বাটন চাপল লোকটা। এখন তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

অন্য ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, বিলিওনিয়ারের প্লেনে এটাই তার প্রথম ফ্লাইট। চারপাশের এতো আড়ম্বর আর ভোগ-বিলাসিতা তাকে নার্ভাস করে দিচ্ছে। প্লেনের পেছন দিক থেকে মাথা ঘুরিয়ে সোনালি চুলের লোকটার উদ্দেশ্যে বলল, 'আগেও কাজ করেছেন এই প্লেনে?'

'না, এবারই প্রথম', জানাল লোকটা।

'টাকার প্রয়োজন না থাকলে আমি আর এই প্লেনে করে ফিরতাম না', কটা চুলের মেয়েটা বললো।

সোনালি চুলের লোকটা মাথা ঝাঁকালো, 'নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন।'

ত্রিশ মিনিট পর সোনালিচুলো লোকটা হাসল, তার জানা অনেক সত্যই এড়িয়ে গেছে মেয়েটা। তবে খুব বেশি না।

'একটা ব্যাপারে আপনি আগ্রহী হতে পারেন', লোকটা বলল।

তখনই পেছনের বাজারটা বেজে উঠল আর একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'আরো দুটো শ্যাম্পেন এনে দাও আমাদের', বিলিওনিয়ার আদেশ করলেন।

'একটু অপেক্ষা করুন, আমি আগে আদেশ পালন করে আসি', মেয়েটা জানাল লোকটাকে।

***

ম্যাকাওয়ে শেষ রাতের হুল্লোড়ে রাস্তা ভরে গেছে। ভিড়ের ভেতর দিয়ে গাড়িতে চড়ে দুজন মানুষ কনসেলহেইড়ো ফেরিইরা দে আলমেইদা অ্যাভেন্যু ধরে এগুচ্ছে। প্যাসেঞ্জার সিটে বসা লোকটা হাতে ধরে একটা জিপিএস ট্র্যাকারের দিকে তাকিয়ে আছে, নির্দেশনা দিচ্ছে সামনের লোকটাকে। দে করোনেল মেস্কিউটা অ্যাভেন্যুর দিকে বাঁক নিয়ে উত্তর-পশ্চিমে এগুলো ভ্যানটা। তারপর আবাসিক এলাকার দিকে চলে যাওয়া একটা সাইডরোডে এসে থামলো ওরা। চীনের মূল ভূমি থেকে মাত্র আধা মাইল দূরে জায়গাটা।

'পার্ক করার মতো জায়গা খোঁজো', পেছনের যাত্রী বলল।

BanglaBook.org

রাস্তার এক পাশে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের নিচে ভ্যানটা পার্ক করল ড্রাইভার। এরপর ইঞ্জিন বন্ধ করল। রাস্তাটার সাথে মিশে যাওয়া পথের পেছনে একটা বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করল অন্যজন।

'ঐ বাড়ি!'

'যাব এখন?' ড্রাইভার লোকটা জিজ্ঞেস করল।

অন্য লোকটা গাড়ি থেকে নেমে সামনে এগিয়ে গেলো, ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করছে। সিটের নিচ থেকে একটা চামড়ার ব্যাগ বের করে ভ্যানের সামনে এসে তার সাথে যোগ দিলো ড্রাইভার।

'খেয়াল করেছো, এখানে একটা বাড়িতেও কুকুর নেই?' ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

'এরকম হয় কখনো কখনো, অন্য লোকটা বলল ভাগ্য এবার আমাদের প্রতি সহায়।'

দুজনই কালো পোশাক পরা, অন্ধকারে মিশে যেতে বেগ পোহাতে হলো না তাই। রাবার সোলের জুতো পরে আছে, হাত গাঢ় সার্জিকাল গ্লাভসে ঢাকা। ধীর স্থির লক্ষ্য নিয়ে পা ফেলছে ওরা। সামনের দেয়ালের জন্য বাড়ির আশেপাশের কিছু দেখা যাচ্ছে না। গেটে এক সেকেন্ডের জন্য থামল ওরা। ড্রাইভার লোকটা পকেটে হাত দিয়ে একটা যন্ত্র বের করে তালা খুলে ফেলল। দরজাটা খুলে অপরজনকে ভেতরে ঢুকতে দিল, এরপর দরজা বন্ধ করে দিল তাদের পেছনে।

দুজনের কেউই কথা বলছে না, পরিকল্পনা দুজনেরই মনে আছে।

বাড়ির পেছন দিক দিয়ে অন্ধকারে হেঁটে সিকিউরিটি সিস্টেম বন্ধ করে দিল ওরা, তালা খুলে চট করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। সিঁড়ির গোড়ায় থেমে ড্রাইভার লোকটা একটা কালো প্লাস্টিক বাক্স বের করল, সেখান থেকে একটা এয়ার পিস বের করে কানে লাগালো। ফ্লোরের ওপরে ডিভাইসটা তাক করে এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল সে।

হেসে সঙ্গীর দিকে মাথা ঝাঁকালো।

দুই হাত এক করে চিবুকের সাথে মিশিয়ে মাথা কাত করে ঘুমের সর্বজনীন প্রতীক দেখাল সে। একটা আঙুল দিয়ে বাম দিকে নিচুতলার শেষ প্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করল, আরেকটা আঙুল দিয়ে কিছু দূরে দোতলায় যেখানে অন্য বেডরুমটার অবস্থান সেদিকে দেখাল। হাতের মুঠি পাকিয়ে বা দিকে ইংগিত করল, এখানে প্রাথমিক টার্গেট, দ্বিতীয় লক্ষ্য ওখানে।

নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানোর মতো দুপাশে হাত ছড়িয়ে দিল সে।

বেল্টের সাথে বাঁধা একটা থলি থেকে একটা আট ইঞ্চি চামড়ার কেস বের করে অপরজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাসল। কেসটা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল অন্য জন। ড্রাইভার লোকটা সিঁড়ির গোড়ায় নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকলো।

BanglaBook.org

এমন সময় সে তার সঙ্গীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'তোমার কথা জানি না। তবে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছি', সঙ্গী লোকটা নেমে আসার সময় বলল।

'তাহলে খাই চলো', ড্রাইভার বলল।

অন্য লোকটা নিচে নেমে এসে ছোট একটা ফ্লাশ লাইট জ্বালাল। 'মেজবানদের জিজ্ঞেস করার দরকার নেই কোন খাবারটা ভালো হবে। ওরা এখন ঘুমের রাজ্যে।'

'আর যখন জেগে উঠবে তারা, তখন আমরা বহু দূরে', ড্রাইভার বলল।

লোক দুজন কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু খাবার দেখে কোনোটাকেই ভালো ঠেকছে না। তাই ভ্যানে করে শহরে ফিরে এসে ক্যাসিনোয় গিয়ে হ্যাম আর ডিমের নাস্তার অর্ডার দিল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ১৫

গুড ফ্রাইডে, ২৫শে মার্চ, ২০০৫-এ সূর্যোদয় ঘটল সকাল ছয়টা এগারো মিনিটে।

বন্দরের ভেতরে সাম্পানের পাটাতনে চাইনিজ ব্যবসায়ীরা সক্রিয় হয়ে উঠল। সুতি জামা পরা-হ্যাট ঝোলানো ডজনখানেক মহিলা টিনের বালতি থেকে সাবান যুক্ত পানি দিয়ে হোটেল লিসবোয়ার সামনের দা এমিজাদ অ্যাভেন্যুর ফুটপাতগুলো ঝাড়ু দিচ্ছে। বালতিতে খড়ের ঝাড়ু চুবিয়ে ময়লা পরিষ্কার করছে তারা। বালতি থেকে ছিটকে আসা পানির কণা আর সূর্যের তির্যক আলোয় দিনটা শুরু হলো।

অল্প কিছু মটর লাগানো তিন চাকাওয়ালা রিকশা এসে থামছে অ্যাভেন্যুয়ে, ছোট কাপে করে ব্ল্যাক কফি খাচ্ছে চালকেরা, এরপর যাত্রী নিয়ে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে বা মাল ডেলিভারি দিতে চলে যাচ্ছে। ক্যাসিনোর উত্তর-পশ্চিমে দুইশো গজ দূরের রেস্টুরেন্টটার মালিক একটা সিগারেট শেষ করে ভেতরে ঢুকল। পেছনের চুলোয় একটা পাত্রে আলু, সস আর শাকসবজি দিয়ে তৈরি পর্তুগীজ স্টু ক্যাল্ডো ভার্দে চড়ানো, মিশ্রণটা কিছুক্ষণ নেড়ে বিশাল চামচটা কাউন্টারের ওপরে রাখল সে। তারপর ককোনাট মিল্ক, রসুন আর মরিচ দিয়ে চিকেন বানানোর আয়োজন করতে লাগল। পরে মুরগি কেটে ধীরে ধীরে শিকের সাহায্যে রান্না করা হবে।

সাগরের শৈত্য-কুয়াশা আর ধোঁয়ার আড়ালে হং কং অদৃশ্য, তবে বন্দর ছেড়ে যাওয়া উচ্চ গতিসম্পন্ন ফেরির আওয়াজ শোনা যায়। দিনের শুরুতেই এসে পড়া কয়েকটা প্লেন, বিশেষত মালবাহী প্লেন নীল আকাশে ডানা মেলে ভেসে আছে, নামার জন্য তৈরি হচ্ছে। একটা চাইনিজ যুদ্ধ জাহাজ আ-মা মন্দিরের নিচের ঘাট থেকে পাহারা দিতে বেরুল, একটা হেলিকপ্টার সমেত বিশাল একটা প্রমোদতরী তার চলে যাওয়ার জানান দিতে রেডিওতে কল করল।

তাইওয়ান থেকে বাইসাইকেল নিয়ে আসা জাহাজ বন্দরের ভেতর প্রবেশ করল। বহু আগেই বয়স ফুরিয়েছে এটার। আরেকটা পুরোনো জরাজীর্ণ জাহাজ দেখা যাচ্ছে, ওটার স্টেটরুমের টেবিলে ক্রু কাট ছাঁটা একজন লোক বসে সংবাদপত্র পড়ছে।

কয়েক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছে হুয়ান ক্যাব্রিলো।

BanglaBook.org

সম্ভাব্য প্রত্যেকটা ঘটনা ভেবে নিচ্ছে সে মাথার ভেতরে।

মৃদু করাঘাত হল দরজায়। উঠে হেঁটে গিয়ে হ্যাচ খুলে দিল ক্যাব্রিলো।

'কীভাবে যেন বুঝে গেছি, তুমি জেগে আছো', হেনলে বলল।

ঢাকনা দিয়ে ঢাকা একটা ট্রে ধরে আছে সে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে নিচ থেকে।

'সকালের খাবার', ভেতরে ঢোকার সময় জানাল সে।

ক্যাব্রিলো টেবিলে খানিক জায়গা ফাঁকা করল, হেনলে সেখানে রাখল খাবার-দাবার। এরপর ডিনার সাইজ প্লেটের ওপর থেকে ঢাকনাটা তুলে নিয়ে হাসল সে।

ক্যাব্রিলো মাথা খাকিয়ে একটা সিটের দিকে ইংগিত করল ওকে।

সিটে বসে হেনলে একটা থার্মাল জার থেকে দুই কাপ কফি ঢালল, আরেকটা প্লেটের ঢাকনি সরাল।

'গতরাতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে নাকি?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'না, প্ল্যান মাফিকই হয়েছে সব', বলল হেনলে।

ক্যাব্রিলো ওর কফিতে চুমুক দিল।

'যে কোনো সময় ঝামেলা বাধতে পারে, কিন্তু কাজটা শেষ করতেই হবে', ক্যাব্রিলো বলল।

'সেটা তো সবসময়ই।'

'এ কারণেই বিশাল অংকের টাকা পাই আমরা।'

'হ্যাঁ, একারণেই এত টাকা পাই', একমত হলো হেনলে।

★★★

'আপনি তো দেখি সবই জানেন, বলেন তো কখন কুমারিত্ব হারাই আমি?' শ্যামাঙ্গিনী ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট জিজ্ঞেস করল।

'ব্যাপারটাতো একেবারেই ব্যক্তিগত', হাসল সোনালি চুলের লোকটা।

'কিন্তু আমার ছ্যাঁকা খাওয়া আর ক্রেডিট কার্ডের বিল ব্যক্তিগত বিষয় নয়?' হাসি প্রশস্ত হলো অ্যাটেন্ডেন্টের।

'তোমার গোপনীয় ব্যাপারে অনধিকার প্রবেশের জন্য দুঃখিত। আমরা যাদের সাথে কাজ করি ওরা আবার সব বিস্তারিত জানার ব্যাপারে ওস্তাদ।'

'এমনভাবে বলছেন, যেন আপনি একজন স্পাই?' অ্যাটেন্ডেন্ট মন্তব্য করল।

'আরে নাহ! আমরা শুধু ওদের জন্য কাজ করি', সোনালি চুলের অধিকারী লোকটা বলল।

'হুম্ম, ট্যাক্স ফ্রি ইনকাম',

'প্রত্যেকের স্বপ্ন', সোনালিচুলো লোকটা স্বীকার করল।

সামনের কেবিনের চারপাশে তাকাল শ্যামাঙ্গিনী অ্যাটেন্ডেন্ট। বিমানের রেস্টুরেন্টের একজন ওয়েট্রেস ছাড়া আর কিছুই না সে।

'না করার তো কোনো উপায় দেখছি না', শেষমেশ বলল মেয়েটা।

BanglaBook.org

'ভালো', বলে উঠে দাঁড়াল সোনালি চুলের লোকটা।

'কোথায় যাচ্ছেন আপনি?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'পাইলটকে খুন করতে হবে আমাকে', হালকা চালে বলল সে।

অ্যাটেন্ডেন্টের মুখে ফুটে ওঠা অনুভূতিটা অমূল্য।

'ধুর, মজা করছিলাম', লোকটা বলল, 'টয়লেটে যাব।'

'আপনারা আসলে কারা?' সোনালি চুলের লোকটা টয়লেটের দিকে এগুতে বিড়বিড় করে বলল মেয়েটা।

★★★

'আপনি নিশ্চিত যে এই জিনিস সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবে?' কার্ল গ্যানন জিজ্ঞেস করল।

গ্যানন দাঁড়িয়ে আছে ভূটানের থিম্পুর রাস্তায়। একটা পাথুরে দালানের পাশে গাছপালার নিচে পার্ক করা একটা বয়োবৃদ্ধ আড়াইমণি হাফ ট্রাকের দিকে তাকিয়ে আছে সে। অতীতে কয়েকবার জলপাই রঙে রাঙান হয়েছিল ট্রাকটা, রঙের অল্পই অবশিষ্ট আছে এখন। মরিচার সরু রেখা দেখা যাচ্ছে যেখানে সেখানে। প্যাসেঞ্জার সিটের দিকে সামনের কাচ চিরে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে, টায়ার ছয়টাও আয়ুর সীমা পার করে ফেলেছে। ইঞ্জিনের উপরের হুডটা মাঝ পর্যন্ত চেরা, যাতে কাজ করার সময় খোলা যায়। একাধিক বার ঝালাই করা হয়েছে ওটা। কাঠের সরু টুকরা দিয়ে পাটাতনের কাজ চালানো হচ্ছে। ধোঁয়া বের হওয়ার নলটা গাড়ির কাঠামোর নিচে মরিচা ধরা তারের সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

পেছনে হেঁটে গিয়ে ভেতরে তাকাল গ্যানন। যেসব কাঠের তক্তা দিয়ে মেঝের কাজ চালানো হচ্ছিল এতকাল ওগুলোর কিছু কিছু ভেঙে গেছে, আর কিছু হারিয়ে গেছে। দুই পাশ আচ্ছাদন করে রাখা ক্যানভাসের চাদরের অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের কুকুর রাখার তাঁবুর মতো।

'জ্বি, স্যার। সত্যিই শক্ত জান গাড়িটার', ভুটানি মালিক স্বাভাবিকভাবে বলল।

গ্যানন চারপাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল, পা-দানিতে উঠে বসে ড্রাইভিং সিটে উঁকি মারল সে। সিটের ফোম ভেদ করে স্প্রিঙের মাথা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, ড্যাশবোর্ডের কয়েকটা গেজ অক্ষত আছে, দেখে মনে হচ্ছে কাজ করে। নিচে নেমে হুডের কাছে হেঁটে গিয়ে খুলে ফেললো সেটা। ইঞ্জিন আশ্চর্য রকমের পরিষ্কার, চিকন গ্রিজ আর বিশুদ্ধ তেলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে। বেল্ট আর হোসগুলো নতুন না হলেও কাজ চালানো যায়। ইলেক্ট্রিক তার আর ব্যাটারিও ভালোই দেখাচ্ছে। গ্যানন নেমে আসল।

'চালিয়ে দেখাতে পারবেন?'

লোকটা হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে ড্রাইভারের আসনে বসে পড়ল।

BanglaBook.org

গ্যাস প্যাডেলে পাড়া দিয়ে চাবি ঘোরাল সে, কয়েকবার ঘোরানোর পর ইঞ্জিন প্রাণ ফিরে পেল। মরিচা পড়া নল থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কিন্তু ইঞ্জিনের গর্জন কমে এলো। গ্যানন কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো শব্দটা। ভাল্বগুলো থেকে কোনো আওয়াজ আসছে না, তবুও নিশ্চিত হওয়ার জন্য কভারে হাত রাখল শুধু। কোনো কিছুরই সমস্যা নেই।

'গিয়ার বাড়ান দেখি', চিৎকার করল গ্যানন।

গাড়ির মালিক গ্যাস প্যাডেলে পা দাবিয়ে ছেড়ে দিল। মোট চারবার এমন করল সে।

'ঠিক আছে। বন্ধ করুন', গ্যানন বলল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে চাবি পকেটস্থ করল গাড়ির মালিক, এরপর ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে আসল। পাঁচ ফুট মতন লম্বা লোকটা, আকারে ছোটখাটো, চোখদুটো বাদামের ন্যায়। গ্যাননের দিকে তাকিয়ে হাসল সে, ওর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

'অতিরিক্ত বেল্ট আর হোস আছে নাকি আপনার কাছে?'

'খুঁজে দিতে পারব', লোকটা জানাল।

গ্যানন পকেট থেকে চিকন রাবার ব্যান্ডে মোড়া এক বান্ডিল টাকা বের করল। ব্যান্ড খুলে টাকার বান্ডিল নাড়িয়ে বাতাস করল মুখে।

'তিব্বত সীমান্তে আমাকে মালসহ নিয়ে যেতে কত নেবেন?' গ্যানন জিজ্ঞেস করল, 'আর অবশ্যই এই ব্যাপারটা ভুলে যেতে হবে আপনাকে।'

'ভুলে যেতে হবে?' লোকটা বোঝেনি।

'কাজটা শেষ হওয়ার পর আমাদের যে কখনো দেখা হয়েছিল সেটাই ভুলে যাবেন আপনি', গ্যানন বুঝিয়ে বলল।

'এক হাজার ডলার আর একটা ডিভিডি প্লেয়ার লাগবে', বলল লোকটা।

'ঠিক আছে। যাই হোক, একটা ষাড় কিনতে হবে আমাকে, কোথায় পাব বলতে পারেন?' গ্যানন জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ১৬

ওরিগনে ব্যস্ত সময় কাটছে সবার। নিচুতলায় ম্যাজিক শপে ব্যান্ড মেম্বারেরা তাদের যন্ত্রপাতি আর কস্টিউম চেক করে দেখছে। হুয়ান ক্যাব্রিলো ফোন বের করে একটা কল রিসিভ করল।

'এদিকে সবকিছু ঠিকঠাক আছে। আমি ম্যানশনের দিকে যাচ্ছি এখন', লিন্ডা রস জানাল।

'ভেতরে তিনজন আর বাইরে চোখ রাখার জন্যে আরেকজন মানুষ আছে আমাদের। কেউ ধরা পড়লে সাথে সাথে খবর দেবে, সাহায্য পৌঁছে যাবে', ক্যাব্রিলো বলল।

'সহজ কাজ', বলল রস।

লাইন কেটে গেলে হেনলের দিকে ঘুরল ক্যাব্রিলো, 'ইসেন্ডা ঢুকতে যাচ্ছে...'

'খুব ভালো', হেনলে বলল।

হ্যালি কাসিমের কাজ সেরে পিঠ চাপড়ে দিল মার্ক মার্ফি, 'বেশ লাগছে', বলল সে।

মাইকেল হ্যালপার্ট মাইক্রোফোন নিয়ে কাজ করছিল, মার্ফি ওর দিকে ঘুরে ইশারায় মানা করল।

'এদিকে আসো বাবু, তোমাকে একটু বানাই', ডাকলো মার্ফি।

হ্যালপার্ট হেঁটে আসল ওর কাছে, পেছন ফিরলে মার্ক ওর শার্ট খুলে নিল।

'ফেদারলাইট থার্টি এইট এটা, মাইক', হ্যালপার্টের পিঠের নিচের দিকে পিস্তলভরা হোলস্টারটা বাঁধার সময় বলল মার্ফি, 'এবার একটা টান দিয়ে ধোঁয়ার গাড়িটা বের করো তো দেখি?'

লাইনটা মার্ফি বিখ্যাত ওয়েস্টার্ন মুভি টম্বস্টোন থেকে শিখেছে। এরপর থেকেই বাক্যটা যেখানে সেখানে ব্যবহার করে আসছে। হ্যালপার্ট পেছনে হাত দিয়ে পিস্তল ধরল।

'থামো, কনুই বেশি উঁচু করছ তুমি', মার্ফি বলল।

মার্ফি আবার ঠিক করে দিল হোলস্টারটা, হ্যালপার্ট আরেকবার চেষ্টা করে দেখালো।

'এবার ভালো হয়েছে। তোমার বুটটা দেখি।'

BanglaBook.org

হ্যালপার্ট ঘুরে ওর প্যান্ট উঁচু করে পা বের করল, প্লাস্টিক কেসে ভরা একটা ছুরি ভরে দিল মার্ফি।

'এটা নিয়ে সাবধানে থেকো, অবশ করার ওষুধ মাখানো আছে এতে। ঝামেলায় পড়লে এটা দিয়ে একটা কোপ দেবে, ব্যস খেল খতম হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তুমি নিজেও কিন্তু এটার কোপ খেয়ে মরবে। তাই আগে নিশ্চিত হয়ে নিবে যে পরিস্থিতি তোমার নিয়ন্ত্রণে আর সে তোমার নাগালের ভেতরে', মার্ফি বলল।

'ঠিক আছে, মার্ক', হ্যালপার্ট আশ্বস্ত করল ওকে।

ছুরিটা জায়গামতো রেখে উঠে দাঁড়াল মার্ফি। 'টেনশন হচ্ছে নাকি?' মাইককে জিজ্ঞেস করল সে।

'অল্পস্বল্প। আসলে অপারেশনে তো তেমন অভ্যস্থ নই আমি', বলল হ্যালপার্ট।

মার্ফি মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল, 'চিন্তা করো না দোস্ত, তোমার পাশেই থাকব আমি। কোনো সমস্যা হলে আগে আমার মুখোমুখি হতে হবে ওদের।'

হ্যালপার্ট মাথা ঝাঁকালো, হেঁটে গিয়ে আবার তার মাইক্রোফোন তুলে নিল সে।

'বস', ক্যাব্রিলোকে বলল সে, 'শুধু আপনিই বাকি।'

ক্যাব্রিলো হেসে মার্ফির দিকে এগুলো। ও যে কস্টিউম পরেছে তাতে এল্টন জনও লজ্জা পাবে। একটা বুক পকেটে দুটো হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ গলিয়ে দিল মার্ফি। আরেক পকেটে একটা কার্বন-ফাইবারের ব্লেড ভরল।

'তোমার ব্লেডেও বিষ মাখানো আছে', মার্ফি বলল। তারপর ঘুরে ক্যাব্রিলোর পেছনে এসে পিঠের নিচের দিকে একটা ছোট অটোমেটিক পিস্তল গুঁজে দিল। 'বুলেটগুলো কিন্তু বেশ নরম, তেমন শক্তি পাবেন না এতে। তাই কাছ থেকে কাজ সারা চাই।'

'আশাকরি এটা ব্যবহার করতে হবে না', ক্যাব্রিলো বলল।

লিংকন সাজুগুজু করে ফেলেছে আগেই, একপাশে দাঁড়িয়ে ব্যাস গিটার চালাচ্ছে ও।

মৃদু হেসে কথা শুরু করলো ক্যাব্রিলো, 'শোনো সবাই, কিছুক্ষণের মাঝেই রওনা দেব আমরা। অপারেশনের খুঁটিনাটি মনে করো একবার, নিশ্চিত হয়ে নাও সব ঠিক ঠাক মনে আছে কি-না তোমাদের। যে কোনো সময় আমি বের হওয়ার ইঙ্গিত দিলেই অকুস্থল থেকে চলে আসবে সবাই। মনে রেখো, আজকের দিনটা বিশাল একটা ছবির অংশমাত্র। কোনো উল্টাপাল্টা কিছু হলেও সেটা ঠিকঠাক করার সময় আর উপায় দুটোই আমাদের আছে। তাই দয়া করে কেউ নায়ক সাজার চেষ্টা করবে না। শুধু তখনই অস্ত্র ব্যবহার করবে যখন পুরো অপারেশনই বানচাল হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় বা আমাদের কেউ আহত বা মারা পড়তে যায়। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য সুষ্ঠুমতো কাজ সেরে নিরাপদে এখানে ফিরে আসা। মনে থাকে যেন। কারো কোনো প্রশ্ন আছে আর?'

BanglaBook.org

সমগ্র ম্যাজিক শপ নীরব।

'ঠিক আছে, এখন তাহলে জুলিয়ার কাছে দাও তোমাদের চিঠিগুলো।'

জুলিয়া হ্যাক্সলের এই কাজটা একদম অপছন্দ। কেউ অসুস্থ হলে কিরকম মেডিকাল কেয়ার চায় তারই বর্ণনা থাকে চিঠিতে। অপারেটিভদের ফান্ড বা অন্যান্য ব্যাপারে কী করতে হবে সেটাও লেখা থাকে চিঠিতে। চিঠিতে যাই লেখা থাকুক না কেন, জুলিয়া হ্যাক্সলে তা পড়তে বাধ্য। সারা ঘর ঘুরে সিল গালা এনভেলপ সংগ্রহ করতে লাগল সে। তার কাজ শেষ হওয়ার সময়েও পুরো ঘর নীরব।

'এভাবেই সবসময় কাজের মাঝে বাঁ-হাত ঢোকানো হয়', মার্ফি বলল, হাসছে সে, 'আমরা কোনো নিউক্লিয়ার বোমা নিষ্ক্রিয় করতে যাচ্ছি না, সামান্য কিছু সোনা চুরি করব আমরা।'

তিক্ত মুহূর্তটা কেটে গেল, সবাই কথা বলা শুরু করল আবার।

'রওনা দেয়ার আগে কিছু সময় পাচ্ছি আমরা। কারো যদি কোনো প্রয়োজন থাকে, মিটিয়ে আসতে পারো', হেনলে জানাল।

সবাই রুম ছেড়ে চলে গেল, ক্যাব্রিলো আর হেনলে রইল শুধু।

'মিডৌজ আর জোনস রেডি তো?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'ঠিক সময়মতো', হেনলে জানাল।

'আর ফ্লাইবয়?'

'আমরা যেমন বলেছি, জেটে করে আসছে সে এখানে', হেনলে জানাল।

'তাহলে মজা শুরু হতে যাচ্ছে।'

★★★

রয়া ডে লওরেনকো এর এক পাশে সাইডকারওয়ালা মোটরসাইকেলে এক জোড়া মানুষ বসে আছে। ম্যাকাও পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা গুড ফ্রাইডের প্যারেডের রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে। পার্শ্বরাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। তবে কাঠের তৈরি ব্যারিকেডগুলো গাড়ির বাম্পার বা মোটর সাইকেলের গুঁতো খেলেই ভেঙ্গে যাবে নিশ্চিত।

'স্টেজের আশেপাশ দিয়ে ঘুরে আসি চলো', দুজনের একজন বলল।

অপরজন মাথা ঝাঁকিয়ে স্টার্টারের সুইচ চাপল। গিয়ারে ফেলে রাস্তা ধরে এগুতে লাগল সে। কয়েক ব্লক দূরে রাস্তার এক পাশে দাঁড় করাল গাড়িটা, এরপর ইঞ্জিন অফ করে দিল। মঞ্চের দিকে যাওয়ার রাস্তা ব্যানার, ফেস্টুন আর রঙ্গিন কাগজে ঢাকা। সলতেওয়ালা কাগজের বাতিগুলো রাস্তার জায়গায় জায়গায় বসানো হয়েছে, অন্ধকারে জ্বলে উঠার অপেক্ষায় আছে ওগুলো।

ঝাড়ুদার শেষবার রাস্তা পরিষ্কার আছে কি-না দেখে গেলে প্যারেড দেখতে আসা দর্শকদের কাছে খাবার আর পানীয় বিক্রি করতে শুরু করল ঠেলাগাড়ি চালানো বিক্রেতারা।

BanglaBook.org

চলমান মঞ্চের বিশাল এক সারির দিকে নির্দেশ করে দুজনের একজন বলল, 'ড্রাগন বানানোর ব্যাপারে এদের জুড়ি নেই।'

নূন্যতম সত্তরটা মঞ্চ হবে। কয়েকটা আছে জাহাজের মতো দেখতে। কয়েকটা মঞ্চে গান চলবে, ভেল্কিবাজরা তলোয়ার গেলা এবং আরও কিছু ভেল্কি দেখাবে। আর ড্রাগন তো থাকবেই। রঙ্গিন কাগজে বানানো ওগুলো। একটা নীল আর হলুদ মেশানো ড্রাগন দেখা গেলো, বিশাল লেজ উঁচিয়ে রেখেছে বাতাসে।

মোটরচালিত প্লাটফর্মের ওপর মঞ্চগুলো বসানো হয়েছে। এরপর দড়ি টেনে, কাপড়, কাগজ কোনোটা বা তামার পাত দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। মঞ্চগুলোয় বসে থাকা ড্রাইভারেরা ছোট একটা ফোকরের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চালাচ্ছে ওগুলো। এক পাশ দিয়ে ইঞ্জিনের ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

এখন সব চুপচাপ, তবে মঞ্চগুলো রাস্তায় পৌছালেই বক্তাদের কথায় আর খেলায় চারপাশ মুখরিত হয়ে উঠবে।

'আমি একনজর দেখে আসছি', বলে দুজনের একজন নেমে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটা মঞ্চের দিকে এগুল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই একজন পুলিশ এসে তাড়িয়ে দিলো তাকে।

'অনেক জায়গা আছে ওখানে', ফিরে এসে গাড়িতে চড়ে সঙ্গীকে বলল সে।

ব্যান্ড পার্টির কয়েকজন সদস্য পাশ দিয়ে হেঁটে গেলো, সাথে একটা বিরাট হাতি।

'দারুণ হয়েছে কাজটা', দ্বিতীয়জন নীরবে বলল।

★★★

এভেনিদা দে এলভেইদা রিমেইরোর একটা হোটেলে নিজ রুমের আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে রিচার্ড ট্রুইট। টাই ঠিক করল সে। শেভিং কিটসের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা গোলাকার কন্টেইনার তুলে নিল। আঙুলের ডগায় রঙিন কন্টাক্ট লেন্স নিয়ে চোখে লাগাল, এরপর চোখের পাতা পিটপিট করে জায়গামতো নিয়ে গেল সে লেন্সটাকে। দ্বিতীয় লেন্সটা বসানোর পর ঘুরে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করল, সন্তুষ্ট হয়ে হাসল।

এরপর আরেক ব্যাগে হাত দিয়ে একটা নকল দাঁতের সারি বের করে আনল, আসল দাঁতের সারির ওপর বসিয়ে দিল সেটা। এখন তার দাঁতগুলো নিখুঁত দেখাচ্ছে। আরেকটা কচ্ছপের খোলসের মতো চশমা বের করে দুই কানের পাশ দিয়ে গলিয়ে নাকের ওপর বসাল। পুরোদস্তুর এক আতেলের মতো লাগছে তাকে। এখন শুধু বাকি আছে চুলে তেল দেয়া আর কলারে নকল খুশকিওয়ালা একটা টুইডের জ্যাকেট পরা। দারুণ হয়েছে কাজ।

BanglaBook.org

স্যুইটের লিভিং রুমে হেঁটে এসে প্রিন্টার থেকে একটা ডক্যুমেন্ট নিয়ে পরীক্ষা করল সে। বৃটিশ সাহিত্য রীতির একটা নিদর্শন ওটা। এখানে লেখা এটা নাকি রাণীর বিশেষ অনুরোধে রচিত। সময়কাল ১৮৩৪ সাল। ডক্যুমেন্টটা ভাঁজ করে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ট্রুইট। এরপর কম্পিউটার বন্ধ করে প্রিন্টারের সাথে কেসে ভরে রাখলো ওগুলো। ওর ব্যাগ আগেই গুছিয়ে রেখেছে, দরজার পাশে অপেক্ষা করছে ওগুলো। বাথরুমে ফিরে ওর জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিলো, এরপর লিভিং রুমে ফিরে এসে একটা ব্যাগের সাইড পকেটে ঢুকিয়ে দিল সেগুলো। এরপর টেলিফোনের দিকে এগিয়ে একটা নাম্বারে ডায়াল করল সে।

'যাচ্ছি...', শান্তভাবে বলল সে।

'গুড লাক', ক্যাব্রিলো বলল।

এখন শুধু কারো চোখে না পড়ে রুমটা থেকে বেরুতে হবে তাকে।

★★★

বেশিরভাগ দিক থেকেই লিন্ডা রস একজন ইতিবাচক মানুষ।

একারণেই ইসেন্ডার চরিত্রে অভিনয় করে মজা পাচ্ছে সে। প্রত্যেকটা মানুষেরই বাজে একটা দিক থাকে, সবাই চাপা দিয়ে রাখে সেটা। কিন্তু রিপোর্ট বলছে ইসেন্ডা ভালোকে দমিয়ে রাখে। এলিভেটর থেকে নেমে পার্কিং গ্যারেজের অ্যাটেন্ডেন্টের খুপরিটার দিকে চাইতেই ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। লোকটা ওকে দেখেই দৌড়ে গেলো ওর গাড়ি আনতে। এদিকে লিন্ডা চিন্তা করছে ওর জায়গায় ইসেন্ডা হলে কত টাকা বখশিস দিতো। সম্ভবত কিছুই না।

অ্যাটেন্ডেন্ট ওর নোংরা গাড়িটা এনে তার দরজা খুলে দিলো। ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে পড়ল রস, বিড় বিড় করে অ্যাটেন্ডেন্টকে বলল, 'পরের বার দেব।' এরপর দরজা বন্ধ করে দিল। উইসকন্সিনের রাস্তার ধারের বাড়িগুলোতে যেরকম ঘ্রাণ, সেরকম ঘ্রাণ বিরাজ করছে গাড়ির ভেতরে। কার্পেট ছাইয়ে মাখামাখি হয়ে আছে, অ্যাশট্রেও ভরা। নিকোটিনে ছেয়ে আছে ভেতরের জানালা।

'যাওয়া যাক', বিড়বিড় করে বলে গ্লোভ বক্স থেকে এক প্যাক সিগারেট নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রস। এরপর গাড়ি চালিয়ে ঘুরে একটা রাস্তায় উঠে এলো। দশ মিনিট পর ম্যানশনের সামনে গাড়ি থামাল সে, প্রথম পরীক্ষায় ভালোভাবেই উতরে গিয়েছে।

তার দিকে তাকিয়ে থাকা গার্ডকে চিৎকার করে বলল, 'দরজা খোলো, আজ দেরি হয়ে গিয়েছে।'

ড্রাইভওয়ের একপাশে পার্ক করে গাড়ি থেকে নামল সে, এরপর আরেকটা সিগারেট ধরাল।

'এক ফাঁকে আমার অ্যাশট্রেটা ফেলে দিও তো', পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন মালিকে বলল রস।

BanglaBook.org

কিন্তু ওকে পাত্তা না দিয়ে লোকটা চলে গেল। হেঁটে সামনের দরজায় পৌঁছে বেল বাজাল রস, এরপর বাটলার এসে দরজা খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করল।

'সরে দাঁড়াও', বলে তাকে পাশ কাটিয়ে কিচেনের দিকে এগুল। এই বাড়ির ব্লু প্রিন্ট ও মুখস্থ করে এসেছে। হুড়মুড় করে কিচেনে প্রবেশ করে চুলোর দিকে তাকাল সে, এরপর ঘুরে ইসেল্ডার ভাড়াকৃত শেফদের দিকে তাকাল।

'এটাই সেই স্যুপ?' ইসেল্ডা রূপী রস জিজ্ঞেস করল।

'জ্বি, ম্যাম', চাইনিজ শেফ জবাব দিল।

স্টোভের ওপর ঝুঁকে ঢাকনি সরিয়ে ঘ্রাণ নিল ও, 'চামচ, প্লিজ!'

শেফ ওর হাতে চামচ ধরিয়ে দিলে স্যুপ পরীক্ষা করে দেখলো।

'চিংড়ি কম হয়েছে মনে হচ্ছে', সে বলল।

'আরো দেয়া যাবে', শেফ জবাব দিল।

'গুড। আমি বাড়ির পেছন দিকে থাকবো। মি. হো আমার সাথে দেখা করতে পারেন। চিংড়িগুলো সেকা হলেই আমাকে খবর দেবেন, আমি খেয়ে দেখব।'

'ঠিক আছে', শেফ জবাব দিলো আর রস পেছনের দরজা দিয়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলো।

বাড়ি ছেড়ে বেরুতেই খাবার সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটা ওর দিকে এগিয়ে এলো।

'আজ আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে, মিস ইসেল্ডা', সে বলল।

'পাম দিয়ে লাভ নেই, সব ঠিকঠাক আছে তো?' রস বলল।

'শুধু গতকাল যেটা বলেছিলেন সেটা বাদে।' লোকটা বলল।

ধুশশালাহ, রস ভাবল।

'কী যেন? ঠিক মনে করতে পারছি না আমি', বলল সে।

'ঠাণ্ডা বরফ। এক ঘণ্টার মাঝেই পৌঁছে যাবে ওটা', লোকটা জানালো।

'ভালো ভালো। এবার চেক করে দেখেন সব কাচের জিনিসগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে কি-না', আদেশ করলো রস।

তারপর লোকটাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বরফের ভাস্কর্য বানাতে থাকা একজন শেফের দিকে তাড়াহুড়া করে এগোল সে।

লোকটা মাথা দোলাল। হাবভাব একই রকম, তবে সে কসম খেয়ে বলতে পারবে ইসেল্ডার চিবুকের তিলটা আরো নিচে ছিল। চিন্তাটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কাচ পরীক্ষার দিকে মন দিল সে।

পায়ের তলায় সিগারেট পিষল রস। অনেকদিন পর সিগারেট খেয়ে মাথা ঘুরছে, পরিষ্কার কয়েকটা নিঃশ্বাস নিল ও। 'পাখাদুটো আরো সুন্দর করে বানান', শেফকে বলল সে। শেফ মাথা নেড়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। একজন কতগুলো চেয়ার নিয়ে পার হয়ে গেল ওদের। চোখ টিপে হাসল সে।

BanglaBook.org

বিশাল একটা হিকোরি গাছের ওপরে পাতা রঙের কাপড় পরা কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী বসে আছে। লিন্ডাকে দেখে মাইক্রোফোন অন করে রিপোর্ট করল সে, 'লিন্ডা ভেতরে ঢুকে কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

★★★

স্ট্যানলে হো তার ওপরের তলার অফিস রুমে দাঁড়িয়ে নিচের পার্টির প্রস্তুতি দেখছেন। ইসেল্ডা উঠোন ধরে হাঁটছে, দেখলেন উনি। তার এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে ইসেল্ডার সাথে। মদ্দামার্কা পর্তুগিজ মেয়েছেলেটাকে তার বিরক্ত লাগে। সে তার কাজে পটু ঠিক আছে কিন্তু সেজন্য এতো ভাব নেয়ার কি আছে। আজ একটা পার্টি হচ্ছে, কোনো মঞ্চ নাটক না। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, এখন থেকে কয়েক ঘণ্টা পর তার আমন্ত্রিত অতিথিরা সবাই যখন মাতলামি শুরু করবে তখন যদি ইঁদুর ভেজেও খেতে দেয়া হয় তবুও তারা টের পাবে না।

ইন্সুরেন্স অফিসারটাকে নিয়ে বেশ চিন্তায় আছেন তিনি, লোকটা পৌঁছতে দেরি করছে।

গোল্ডেন বুদ্ধের ব্যাপারে নানা কথা শোনা যায়। ঐতিহাসিকদের মত অনুযায়ী মূর্তিটায় একটা গোপন কুঠুরি আছে। হো সেটা এখনো খুঁজে পাননি। ব্যাপারটার সত্যতা সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত না, কিন্তু চিন্তাটা হো'কে পেয়ে বসেছে। ইন্সুরেন্স অফিসার লোকটা প্রাচীন এশিয় শিল্পের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। হো আগেই ভেবে রেখেছেন লোকটা আসামাত্রই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবেন। দেখা যাক সে উত্তর দিতে পারে কি-না।

না দিতে পারলেও সমস্যা নেই। কিছুক্ষণের মাঝেই স্পেন্সার পৌঁছে যাবে এখানে। তাকেই প্রশ্ন করা যাবে।

★★★

প্রায়ে গ্রান্ডে থেকে ম্যানশনের দিকে ভাড়া করা গাড়ি চালাচ্ছে রিচার্ড ট্রুইট। ম্যানশনের সামনে এসে থামল, জানালা নামিয়ে ইনভাইটেশন কার্ড দিল গার্ডের হাতে।

'আপনার খবর দিচ্ছি ভেতরে', গার্ড জানাল।

হো'র এক্সটেনশন লাইনে ডায়াল করে অপেক্ষা করতে লাগল গার্ড।

'মি. হো, ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে মি. স্যামুয়েলসন এসেছেন', গার্ড বলল।

যার আসার কথা এ-তো সে নয়, হো ভাবল।

'পাঠিয়ে দাও। নিচুতলায় বসতে বলো উনাকে', হো বলল।

এরপর লাইন ছেড়ে দিয়ে আরেকটা নাম্বার ডায়াল করল।

'ভেতরে যান আপনি। গ্যারেজে গাড়ি পার্ক করে সোজা নিচুতলায় চলে যান', গার্ড বলল ট্রুইটকে।

BanglaBook.org

হো টেবিলে আঙুল দিয়ে টোকা দিচ্ছিলেন, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'ল্যাসিটার রেসিডেন্স', ক্যানটোনিজ টানের একটা কণ্ঠস্বর কথা বলে উঠল।

'স্ট্যানলে হো বলছি। মি. ল্যাসিটার বাসায় আছেন?'

'মি. ল্যাসিটার অসুস্থ। ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হয়েছে', কণ্ঠস্বরটা জবাব দিল।

'উনি কী আমার জন্য কোনো মেসেজ রেখে দিয়েছেন?' হো জিজ্ঞেস করল।

'একটু অপেক্ষা করুন', কণ্ঠস্বরটা বলল।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল হো, এরপর একটা কণ্ঠস্বর লাইনে আসল।

'দুঃখিত', কণ্ঠস্বরটা থুতু ফেলল যেন, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। মেইন অফিসের মি. স্যামুয়েলসন নামের একজন আছেন শহরে। উনিই যাবেন আমার বদলে।'

ল্যাসিটারের কণ্ঠ মোটেও তার মতো লাগছে না হো'র কাছে। সম্ভবত খুব খারাপ কিছুই হয়েছে।' 'উনি আমার বাসায় এসে গেছেন', হো জানাল।

'চিন্তা করবেন না, হো', কণ্ঠস্বরটা বলল, 'লোকটার ওপর ভরসা করা যায়, প্রাচীন এশিয়ান শিল্পের ব্যাপারে খুব দক্ষ।'

'আচ্ছা, আশা করি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে যাবেন', হো বললেন।

কফ জড়ানো কাশির শব্দ হতে লাগল, প্রায় এক মিনিট লাগল সেটা থামতে।

'আমিও সেটাই কামনা করি। আর আশা রাখি খুব শীঘ্রই গোল্ডেন বুদ্ধ দেখতে পারব আমি', কণ্ঠস্বরটা বলল।

টেলিফোন রেখে উঠে দাঁড়ালেন হো, নিচতলায় নামবেন।

ওরিগনে অপারেটর লাইন কেটে দিল, এরপর ল্যাসিটারের চরিত্রে অভিনয় করা মানুষটার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমিতো বাবুর্চি না হয়ে গুপ্তচর হলেও ফাটিয়ে দিতে দেখছি', হাসতে হাসতে বলল সে।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ১৭

অপরাধ আর প্রতারণার জীবন আসলে উইনস্টন স্পেন্সারের সাথে যায় না। এই মুহূর্তে উনি তার হোটেল রুমের টয়লেটে বমি করছেন। কেউ হয়ত বলতে পারে গত রাতের মদ পানের ফল, কিন্তু আসলে চিন্তার চোটে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার অবস্থা হওয়ায় এমন হয়েছে। এই দুশ্চিন্তা মিথ্যা কথা বলার, প্রতারণা করার; যা করাকে সবাই খারাপ হিসেবে জানে। বমি শেষ হয়েছে আগেই, এখন শুধু পিত্তরস বেরুচ্ছে গলা দিয়ে। শেষ খাদ্যকণাটুকুও সম্ভবত পেট থেকে বের হয়ে গিয়েছে, থাকার মাঝে আছে শুধু লোমকূপে জমে থাকা অবশিষ্ট পানীয়।

স্পেন্সার একটা তোয়ালে নিয়ে মুখের কোণা মুছলেন।

উঠে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, চোখ দুটো রক্তরাঙা, ত্বক ভূতের মতো ফ্যাকাসে। মুখের প্রতিটা পেশিতে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাত তুলে বা চোখের কোণ থেকে অশ্রু মুছলেন স্পেন্সার। কিন্তু তার হাত কাঁপছে। অন্য হাত দিয়ে ধরে সেই কাঁপুনি থামানো লাগলো। এরপর ভয় দূর করার চেষ্টা হিসেবে শাওয়ার ছেড়ে গোসল করা শুরু করলেন।

★★★

লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে আছে রিচার্ড ট্রুইট। অপেক্ষা করছে আর রুমের চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। মি. হো'র চালচলন সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করছে। সব দেখে ট্রুইটের ধারণা হচ্ছে এখানে যে মানুষটা বাস করে সে সম্প্রতি ধনী হয়েছে। ঘরের সাজসজ্জা থেকে এই ধারণা হয়েছে তার। ঘরের সব জিনিসই যথেষ্ট দামি, কিন্তু কেমন যেন প্রাণ নেই। আরামের জন্য না বরং শুধু দেখানোর জন্য সাজানো হয়েছে এগুলো। বেশি টাকার অধিকারী হলে যা হয়, জায়গা পূরণ করার জন্য আর নিজের টাকার জোর দেখানোর জন্যই করা হয়েছে এসব।

একটা সিংহের স্টাফ করা মাথা দেখা যাচ্ছে, তবে ট্রুইট নিশ্চিত না এটার মালিক নিজ হাতেই এটাকে শিকার করেছে কি-না। পিকাসো এবং আরো কিছু সমসাময়িক কালের শিল্পীদের আঁকা ছবি দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে, তবে এগুলোর

BanglaBook.org

কোনোটাই তাদের সেরা কাজের ধারে কাছেও না। ট্রুইটের ধারণা শুধু দামের কারণেই কেনা হয়েছে ছবিগুলো। অপদার্থ অতিথিরা এসব দেখে মুগ্ধ হবে। প্রাচীন একটা কোট অভ আর্মর একপাশে, ট্রুইটের কাছে নকল বলেই মনে হল। সপ্তম লুইসের আমলের স্টাইলের একটা ফ্রেঞ্চ কাউচ বসানো মাঝামাঝি, দেখে মনে হচ্ছে পেরেকের খাটে বসার মতোই আরামদায়ক হবে ওখানে বসা।

'মি. স্যামুয়েলসন', সিঁড়ি থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল।

কে কথা বলছে দেখার জন্য ঘুরল ট্রুইট।

ছোটখাটো একজন মানুষ। হালকা গড়নের, সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো লম্বা। কালো চুল সত্তরের দশকের ওয়েস্টার্ন হাসলারদের মতো আচড়ানো। ছোট মুখ, দাঁতগুলো চোখা চোখা। যদিও লোকটার হাসিটা অমায়িকই বলা যায়, কিন্তু ঐ ভয়াল দর্শন দাঁতের কারণে ট্রুইটের পিলে চমকে গেলো!

'আমি স্ট্যানলে হো', বলতে বলতে সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এসে হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা।

মঞ্চ সাজানো আছে, ট্রুইটের এবার অভিনয়ের পালা।

'পল স্যামুয়েলসন', বলে ট্রুইটও হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। 'হোম অফিস মি. ল্যাসিটারের কাজটা করে দিতে বলেছে, উনি নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

ট্রুইট মাইকেল কেইনকে (অভিনেতা) নকল করার চেষ্টা করছে।

'আপনি তাহলে নিশ্চয়ই এ ধরনের ভাস্কর্য আগেও দেখেছেন।'

'হ্যাঁ, আমি এশীয় শিল্পের ওপর স্নাতক করেছি। আমার খুব পছন্দের একটা বিষয়', ট্রুইট হাসল।

সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে ওপরে উঠতে লাগল লোকটা, 'মূর্তিটা গোল্ডেন বুদ্ধ নামে পরিচিত। নাম শুনেছেন?'

সিঁড়ির প্রথম প্যাঁচটা ঘুরে ল্যান্ডিং পার হয়ে দ্বিতীয় তলায় উঠল ওরা।

'সম্ভবত না, কখনো জনসম্মুখে দেখানো হয়েছে এটাকে?' রুদ্ধশ্বাসে বলল ট্রুইট।

'না', তাড়াতাড়ি বলল হো, 'কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন জনের প্রাইভেট কালেকশনেই ছিলো ওটা।'

'তাতেও সমস্যা নেই। এ ধরনের যেসব ভাস্কর্য আমি দেখেছি সেসব তার সাথে তুলনা করলেই বের করে ফেলতে পারবো।

দ্বিতীয় তলা পার হয়ে শেষ সিঁড়িটায় পৌঁছে গেলো ওরা।

'আপনার বাড়িটা খুব সুন্দর', মিথ্যা বলল ট্রুইট, 'সিঁড়িটা কী মেহগনির?'

'হ্যাঁ', অফিস রুমের দরজা খোলার জন্য একটা কার্ড পুশ করতে করতে বললেন হো, 'ব্রাজিল থেকে আনা। কোনো স্ক্রু বা পেরেক মারা হয়নি, হাতে করা সব।'

BanglaBook.org

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন হো।

'খুব সুন্দর!' ভেতরে ঢুকে বলল ট্রুইট। তারপর গোল্ডেন বুদ্ধের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এটার ধারে কাছেও নেই।'

গোল্ডেন বুদ্ধের দিকে এগুলো ট্রুইট, হো-ও এগুলেন পিছু পিছু।

'অসাধারণ জিনিস! ধরে দেখতে পারি?' ট্রুইট বলল।

'প্লিজ', হো সায় দিল।

হো যে রকম চাচ্ছিলেন ইন্সুরেন্স অফিসার ঠিক সেরকম আচরণ করছেন। সমীহ আর বিস্ময়ের মিশ্রণ। ব্যাপারটাতে লোকটার জন্যেই সুবিধা হয়েছে বলে বিশ্বাস হো'র। কারণ হো'র যদি লোকটার আচরণ পছন্দ না হতো তাহলে এতোক্ষণে অপমান করে বিদায় করে দিতেন।

বুদ্ধের মুখে হাত ছোঁয়াল ট্রুইট, এরপর রত্নখচিত চোখের দিকে তাকাল। 'এটার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইন্দো-চায়নায় বানানো এটা', হো বলল।

ট্রুইট একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ খুলে জহুরিদের ব্যবহার্য একটা গোল কাঁচ বের করলো। চোখের ওপর সেটা ধরে পাথরগুলো পরীক্ষা করল সে, 'একদম নিখুঁত।'

লোকটাকে বুদ্ধের মাথা থেকে পায়ের পাতা পরীক্ষা করতে দেখলেন হো। দেখে দক্ষ-ই মনে হচ্ছে। লোকটাকে গোপন কুঠুরি সম্পর্কে প্রশ্নটা তাহলে করাই যায়, 'শোনা যায় এই ধরনের মূর্তিগুলোতে নাকি গোপন একটা কুঠুরি থাকে?'

'বুদ্ধের যে কোনো অহংবোধ নেই সেটা বোঝাতেই এই ফাঁকা জায়গা-গুলো রাখা হতো', তাড়াতাড়ি বলল ট্রুইট।

'তারমানে আপনিও জানেন।'

'হ্যাঁ', ট্রুইট বলল। ভাগ্যিস কর্পোরেশন তাকে এশীয় শিল্পের ওপর একটা রিপোর্ট দিয়েছিল। ফাঁকা অংশের ব্যাপারটা ওটা পড়েই জেনেছে।

'আমি এটার মধ্যে ওরকম কিছু খুঁজে পাইনি।'

'আরো ভালো করে খুঁজতে হবে তাহলে', ট্রুইট বলল।

প্রায় বিশ মিনিট ধরে মূর্তিটা পরীক্ষা করে দেখলো ওরা দুজন। কিন্তু কোনো গোপন কুঠুরি খুঁজে পেল না। ব্যাপারটা নিজের কাজে লাগাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল ট্রুইট।

'আমরা কিছুক্ষণের জন্য বসতে পারি?' হোকে জিজ্ঞেস করল সে।

হো'র ডেস্কের পাশে বসে পড়ল দুজন।

'কত টাকার বীমা করবেন ভেবেছেন কিছু?' ট্রুইট জিজ্ঞেস করল।

'২০০ মিলিয়ন এর আশেপাশে', হো বলল।

'মেলা দাম!' ট্রুইট বলল, হাসছে।

BanglaBook.org

সামান্য সামনে ঝুঁকে ট্রুইট ইচ্ছে করে ওর চামড়ার ব্যাগের ভেতরের জিনিসপত্র মাটিতে ফেলে দিল, তারপর জিনিসটা তোলার জন্য নিচু হয়ে হো'র ডেস্কের তলায় একটা বাগ বসিয়ে দিল।

'দুঃখিত!' ব্যাগটা আবার কোলে তুলে বলল ট্রুইট।

'দামটার ব্যাপারে আপনার কী মত?' হো জিজ্ঞেস করল।

'গোপন কুঠরি না থাকাটা কিন্তু এটার জন্যে শাপে বড় হয়েছে। এর মানে হচ্ছে এই মূর্তিটা আরো বেশি দুষ্প্রাপ্য', মিথ্যা বলল ট্রুইট। 'আমার ধারণার চাইতে আরো কয়েক দশক আগে বানানো এটা। দ্বাদশ শতাব্দী বা তার পর থেকে কুঠুরিওয়ালা মূর্তি বানানো শুরু হয়। আপনার এই জিনিসটার আসল দাম নির্ধারণ সম্ভব না, এটা অমূল্য।'

আবারো ভয়ালদর্শন একটা হাসি দিলেন হো। কারো সাথে কোনো ব্যাপারে জিতে গেলে এমন করে হাসেন উনি। হো ভাবছেন বিশ্বের সব জ্ঞানী-গুণী শিল্প সংগ্রাহকদেরকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন তিনি। প্রথম দিকে ২০০ মিলিয়ন ডলার দামটা তার কাছে বেশি বেশিই মনে হচ্ছিল, তবে এখন তার ধারণা–বেশ সস্তাতেই কিনে ফেলেছেন জিনিসটা।

'তো কী করা যায়?' হো জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি যা বলছেন তার দ্বিগুণ দামে এটার বীমা করাতে পারব আমি। তবে দাম বাড়লে প্রিমিয়ামও বেশি দিতে হবে', ট্রুইট বলল।

ট্রুইট যা আশা করছিল তার চেয়ে ভালো এগোচ্ছে সব, লোভ ওর পরিচয়ের প্রতি হো'র সব সন্দেহ দূর করে দিয়েছে। নিতান্ত একজন আগন্তুকের মতো এসেছিল ট্রুইট, কিন্তু এখন সে উপহার নিয়ে আসা একজন বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। ছল-চাতুরী কাজ করে তখনই, যখন কেউ মনে প্রাণে তা বিশ্বাস করতে চায়। আর হো বিশ্বাস করতে চান।

'কিন্তু আমি বেশি টাকার বীমা করলে ব্যাংকও বর্ধিত মূল্যের ওপর বেশি সুদ বসাবে', ধীরে ধীরে বললেন হো।

'আমরা যা দেখাবো ব্যাংক সেই মতোই কাজ করবে।'

ধীরে মাথা ঝাঁকালেন হো, 'তাহলে চার মিলিয়ন ডলারের প্রিমিয়াম কত হয় বের করে ফেলুন না।'

'আমি করতাম, তবে মেইন অফিসের সাথে যোগাযোগ করা লাগবে। তবে আমি অবশ্যই আসল দামটার ব্যাপারে সুপারিশ করব', ট্রুইট বলল।

চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসলেন হো। সত্যি সত্যিই অমূল্য একটা শিল্পের মালিক হয়েছেন এই অনুভূতিটায় ডুবে গেলেন উনি। তার অহংবোধ আরো বাড়বে যখন অন্য ধনী লোকেরাও এই খবর জানতে পেরে চোখ বড় বড় করে তাকাবে।

'আজ আমি একটা পার্টি দিচ্ছি', হো বলল।

'আসার পথে দেখলাম', বলল ট্রুইট, হাসছে।

BanglaBook.org

'আপনি অবশ্যই আমন্ত্রিত। তবে আমি মূর্তিটা সবাইকে দেখাতে চাচ্ছিলাম। তাই আসল দামের কাগজপত্র হাতে পাওয়ার আগে এটা পাহারা দেয়ার জন্যে কয়েকজন লোক হলে ভালো হয়। শুধু আজকে রাতের জন্যে', হো বলল।

'আপনি কী ওটা নিচে নামিয়ে দেখাতে চাচ্ছেন সবাইকে?' ট্রুইট বলল।

হো আগে ভাবেননি, তবে এখন ঠিকই ভাবছেন সেটাই করবেন।

'হ্যাঁ, সম্ভবত বাইরের উঠানে', হো বললেন।

ট্রুইট মাথা ঝাঁকাল, 'আচ্ছা, আমি তাহলে কয়েকটা ফোন করে নেই।'

হো টেলিফোনের দিকে ইংগিত করলেন, কিন্তু ট্রুইট একটা সেল ফোনে ডায়াল করা শুরু করল।

'স্যামুয়েলসন বলছি–'

'রিচার্ড, তুমি আসলেই একটা জিনিস! কয়েক মিনিট ধরে বাগের মাধ্যমে সব শুনেছি। দারুণ দেখিয়েছ', কণ্ঠস্বরটা বলল।

'মি হো'র একটা চারশ মিলিয়ন ডলার দামের মূর্তি এক রাতের জন্য নিজেদের জিম্মায় পাহারা দিয়ে রাখতে হবে। কত লাগবে? আসল হিসাব কিতাব পরে করা যাবে।'

'আহাহা! তাই নাকি? আচ্ছা, বিশ হাজার ডলারে চলবে? বা তোমার যেটা ভালো মনে হয় বলে দাও। তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু ফি-টা ক্যাশেই নিতাম। সব শেষ হলে একটা পার্টি করতে পারতাম আমরা!' ওরিগনের অপারেটর বলল।

'ঠিক আছে। আমাদের তাহলে সিকিউরিটি মানি বাড়িয়ে দিতে হবে। এক মিনিট ধরুন', ট্রুইট বলল।

টেলিফোনের ওপর হাত রাখল ট্রুইট।

ওরিগনে অপারেটর হেনলের দিকে ঘুরল।

ট্রুইট ফাটিয়ে দিচ্ছে আজ। আমি ব্যাপারটা এভাবে ভেবেও দেখিনি!' বলল সে।

ইন্সুরেন্স অফিসার কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছে হো।

'একদিনের জন্য পাহারাদারের ভাড়া আঠারো হাজার পাঁচশো ইউ এস ডলার। কিন্তু আমাদের কোম্পানি বাড়তি সিকিউরিটি রাখতে বলে দিয়েছে। সৌভাগ্যবশত একটা লোকাল ফার্মের সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে। আপনি রাজি থাকলে কয়েকঘণ্টা পর কয়েকজনকে পাঠিয়ে দেবে ওরা।'

BanglaBook.org

'গার্ডের ফি-ও কী এর ভেতরে ধরেছেন?' হো জিজ্ঞেস করল।

এক সেকেন্ড ভেবে টাকার অঙ্ক আর বাড়াবে না বলে ঠিক করলো ট্রুইট।

'তিনজন গার্ডের ফিসহ। তবে টাকাটা নগদ দিতে হবে', গম্ভীরভাবে বলল ট্রুইট।

হো উঠে তার সিন্দুকের দিকে হেঁটে যেতে যেতে বললেন, 'ঠিক আছে তাহলে।'

ট্রুইট হাসল, 'আমি তাহলে বলে দিচ্ছি ওদের।'

হো তার সিন্দুকের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

'কথা হয়েছে, সিকিউরিটি গার্ডদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে পাঠিয়ে দিন', ট্রুইট বলল ওরিগনের অপারেটরকে।

'দারুণ কাজ দেখিয়েছ', বলল অপারেটর লোকটা।

'তা তো বটেই', নীরবে বলে লাইন কেটে দিল ও।

দুই বান্ডিল ডলার নিয়ে ফিরলেন হো। প্রত্যেকটা বান্ডিল ১০ হাজার মার্কিন ডলারের। এক বান্ডিল থেকে একশো ডলারের পনেরোটা নোট বের করে রেখে বাকিটা ট্রুইটের হাতে ধরিয়ে দিলেন উনিই। টাকার বান্ডিলটা চামড়ার ব্যাগে রেখে হোর দিকে তাকিয়ে হাসল ট্রুইট।

'একটা কাগজ হবে আপনার কাছে?'

'কিসের জন্য?' হো জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনাকে একটা রশিদ লিখে দেব', ট্রুইট বলল।

★★★

টেলিফোন হাতে নিয়ে ক্যাব্রিলোকে কল করল হেনলে, 'ডিক ট্রুইট আমাদের আরো তিনজন লোককে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে।'

'দারুণ! আর এমনি কোনো সমস্যা হয়নি তো?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'না', হেনলে জানাল।

'ম্যাজিক শপে সিকিউরিটি গার্ডের ইউনিফর্ম আছে?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'তা তো আছেই। আমি নিক্সনকে এখুনি বলে দিচ্ছি খুব ভালো দেখে একটা ব্যাজ লাগিয়ে দিতে', হেনলে জানাল।

'করে ফেলো ঝটপট। ট্রুইটতো এখন তাহলে চলে আসতে পারে', ক্যাব্রিলো বলল।

'ট্রুইটকে পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছেন হো। তবে তুমি চাইলে ওকে চলে আসতে বলতে পারি', হেনলে বলল।

'নকল সিকিউরিটি গার্ড আসা পর্যন্ত থাকতে বলো। তাতে করে গার্ডদেরকে পরিচয় সম্পর্কে হো কে আশ্বস্ত করতে পারবে ও। এরপর ওর অন্য একটা কাজ করতে হবে', ক্যাব্রিলো বলল।

'ঠিক আছে', হেনলে বলল।

ক্যাব্রিলো লাইন কেটে দিলে ম্যাজিক শপে কল করল হেনলে।

'কেভিন, ঠিকঠাক ব্যাজসহ তিনটা সিকিউরিটি গার্ডের ইউনিফর্ম দরকার', হেনলে বলল।

'কি নামে?'

উত্তর দেয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্য ভাবল হেনলে।

'রেডম্যান সিকিউরিটি সার্ভিস।'

BanglaBook.org

'রেডফোর্ড আর নিউম্যানের নামানুসারে?'

'ঠিক ধরেছ', হেনলে বলল।

'ব্যাজ বানাতে আমার বিশ মিনিট সময় লাগবে। লোকদের পাঠিয়ে দাও তুমি, ব্যাজ বানানোর ফাঁকে দেখি ওদের গায়ে লাগে নাকি ইউনিফর্মগুলো', নিক্সন বলল।

'ওরা শীঘ্রই পৌঁছে যাবে', বলে কথা শেষ করল হেনলে।

কন্ট্রোল রুমের ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল হেনলে। কর্পোরেশনের প্রায় সব স্টক হোল্ডারই কর্পোরেশনের বিভিন্ন কাজের সাথে জড়িত; বাইরে বা ব্যাকাপ হিসেবেও কাজ করে অনেকে। অবশিষ্ট লোক বলতে এখন আছে সহকারী শেফ রিক ব্যারেট, জাহাজের পরিচালনা ইঞ্জিনিয়ার স্যাম প্রিয়র আর অস্ত্রাগারে কাজ করা একজন লোক–গুস্থার রেইনহোল্ট। এরা কখনো কোনো অপারেশনে কাজ করেনি। তবে ঠ্যালায় পড়লে সবাইকেই সব করতে হয়।

'রেইনহোল্ট, প্রিয়র আর ব্যারেটকে ডেকে আমার সাথে ম্যাজিক শপে দেখা করতে বলো', একজন কমিউনিকেশন অপারেটরকে বলল হেনলে।

লোকটা ডাকতে গেলো ওদের।

★★★

'চিন্তা করো না, এর শুধু গন্ধটাই ম্যারিজুয়ানার মতো', হ্যালপার্টকে বলল মার্ফি।

মার্ফি কি যেন একটা টানছে, ব্যান্ডের অন্যান্যের কাছে ধূপের সরু রেখার মতো লাগল ওটাকে। ক্যাব্রিলো কনফারেন্স রুমে ঢুকল এমন সময়।

'এখানে কারো শেষকৃত্য চলছে মনে হচ্ছে', ক্যাব্রিলো বলল।

মার্ফি কাছে এগিয়ে গেল, যাতে ধোঁয়ার ঝাপটা গিয়ে লাগে চেয়ারম্যানের গায়ে।

'ছোট ছোট এসব জিনিসের কারণেই কর্পোরেশনের এত সফলতা', প্রশস্ত হাসি হেসে মার্ফি বলল।

'আসল ব্যান্ড কিন্তু আরো সংযত ছিল', ক্যাব্রিলো বলল।

'হো তো আর জানছে না সেটা', মার্ফি বলল।

ক্যাব্রিলো মাথা নাড়ল, 'শোনো, ট্রুইট আরো তিনজন লোককে ঢোকাচ্ছে ভেতরে। সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে। দ্রুতই কোম্পানির নামটা জানতে পারব আমি। সতর্ক থেকো, অন্য কোনো গার্ডকেও ভাড়া করতে পারে হো। ওদের চোখে ধরা পড়ার জন্য ভুল করে বসো না কোনো।'

এমন সময় ক্যাব্রিলোর ফোন বেজে উঠল। কথা শুনে নিয়ে লাইন কেটে দিল ও।

'আমাদের লোকদের কোম্পানির নাম *রেডম্যান সিকিউরিটি*', সবাইকে জানাল ও।

BanglaBook.org

একমুহূর্ত পর জুলিয়া হ্যাক্সলে এসে ঢুকল রুমে।

'ওয়াও!' কাসিম বলে উঠল।

দুপাশে পায়ের পাতা থেকে নিতম্ব পর্যন্ত উন্মুক্ত, ফিতা দিয়ে বাঁধা চামড়ার প্যান্ট পরে এসেছে হ্যাক্সলে। শরীরের বাঁকগুলো পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে এতে। ওপরে একটা ধাতব বর্ম পরেছে ও, এতে অবশ্য ওর প্রশস্ত বক্ষের খুব অল্পই ঢাকা পড়েছে। ডি আকৃতির একটা হুক ওয়ালা চামড়া গলায় প্যাঁচানো, একহাত ট্যাটুতে ভরা, উগ্র ফ্যাশনে আচড়ানো চুল, হালকা প্রসাধনচর্চিত মুখ আর উজ্জ্বল ত্বক–এই হচ্ছে ওর বেশভুষা।

'কেমন লাগছে, ছেলেরা?' জুলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'ম্যাজিক শপে এরকম কস্টিউম আছে বলে আমার জানা ছিল না', হ্যালপার্ট বলল।

হ্যাক্সলে এগিয়ে গিয়ে হ্যালপার্টের এক কাঁধ প্যাঁচিয়ে ধরল, লিড সিঙ্গার হিসেবে মেয়েটা ওর ভাগেই পড়েছে।

'ওখানে আসবে কোত্থেকে? এগুলো আমার নিজের', হ্যাক্সলে বলল।

জুলিয়া মিথ্যা বলছে সন্দেহ নেই, তবে পুরো কর্পোরেশনটাই তো আসলে মুখোশ পরা।

'এখন কে অস্বীকার করবে যে অ্যামেরিকা বিশ্বের সবচাইতে মহান দেশ নয়?' কাসিম বলল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ১৮

হো যখন লনে বেরিয়ে এলেন রস তখন ধোঁয়ার মেশিন পরীক্ষা করছিলো। হেঁটে ওকে পার হওয়ার সময় হো বললেন, 'মিস ইসেন্ডা, নতুন একটা আর্টপিস কিনেছি আমি। সবাইকে দেখানোর জন্য আমি ওটা লনে রাখতে চাই।'

সতর্কতার সাথে হো'কে লক্ষ করছে রস। উনি তাঁবুর এক পাশে ইঙ্গিত করছেন। ঘুরে প্রত্যাশা নিয়ে রসের দিকে চাইলেন উনি। কিন্তু রসের ভ্রূ একটুও কুঁচকায়নি দেখে অবাক হলেন।

'কোনো ছবি নাকি?' রস জিজ্ঞেস করল।

'না, একটা মূর্তি', হো বলল।

ধোঁয়ার মেশিনের পাশেই রঙিন বাতির ওখানে দুজন শ্রমিক দাঁড়িয়ে ছিলো।

'আপাতত এখান থেকে যাও', রস বলল ওদের।

লোক দুজন হেঁটে তাঁবুর ছায়ায় সরে গেল।

'কত বড় মূর্তি?' রস বলল।

'ছয় ফুট লম্বা, সোনা দিয়ে বানানো', হো বললেন।

দ্রুত ভাবতে লাগল রস, 'ওখানে রাখা যেতে পারে ওটা', বলে আরো কয়েক ফুট দূরে একটা জায়গা দেখাল ও। 'লাল কার্পেটের শেষে, তাঁবুতে ঢোকার পথে। পাহারাদার মনে হবে ওটাকে।'

হেঁটে জায়গাটার কাছে গেল হো আর রস।

'এখানে লাল আর নীল স্পটলাইট লাগিয়ে দিতে পারি', রস বলল।

'আর?' হো জিজ্ঞেস করল।

চিন্তা করতে লাগলো রস। আর কি করলে জিনিসটা চুরি করতে ওদের জন্যে সুবিধা হবে?

'একপাশ থেকে ধোঁয়ার ঢেউ দেয়া যেতে পারে, আপনার কী মত?' ধীরে ধীরে বলল সে, 'জিনিসটা মরীচিকার মতো হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাবে, তারপরই আবার মিলিয়ে যাবে।'

'দারুণ!' আগ্রহের সাথে বললেন হো।

রস হাসল। চোখের কোণ দিয়ে সিকিউরিটি গার্ডের ইউনিফর্ম পরা ওরিগনের তিনজন লোককে এক ঝলক দেখতে পেল। যেভাবেই হোক, তার

BanglaBook.org

দল সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছে। গার্ডদের দলপতি সাজ্জা ব্যারেট সে আর হো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হেঁটে আসল।

'আপনি মি. হো?' ব্যারেট জিজ্ঞেস করল।

'আমিই হো।'

'ইন্সুরেন্স কোম্পানি আমাদের পাঠিয়েছে।'

ব্যারেট তার চোখের ওপর একটা আঙুল রেখে রসের উদ্দেশ্যে চোখ টিপ দিল, ভাগ্যিস হো সেদিকে তাকিয়ে ছিল না।

'ভালো। আপনারা এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছেন বলে আমি খুশি হয়েছি। ইনি ইসেল্ডা, ইনিই সবকিছুর দায়িত্বে আছেন। আপনারা যেটাকে পাহারা দেবেন সেটা ঠিক কোথায় বসানো যায় তাই নিয়েই আলাপ করছিলাম আমরা।'

ব্যারেট মাথা ঝাঁকালো।

'আমরা ওখানকার কথা ভাবছি', আঙুল দিয়ে নির্দেশ করল হো, 'তাঁবুর প্রবেশ পথের কাছে।'

ব্যারেট খুঁটিয়ে দেখে নিল জায়গাটা যেন সেখানে গার্ড দেয়ার জন্য মনস্থির করে নিচ্ছে। হোর দিকে ফিরে কথা বলতে শুরু করল সে।

'আমাদেরকে বলেছে জিনিসটা একটা মূর্তি।'

'ঠিকই বলেছে। ছয়ফুট লম্বা বুদ্ধমূর্তি', হো বললেন।

ব্যারেট মাথা ঝাঁকালো আবার, সম্ভাবনাগুলো খাতিয়ে দেখছে যেন।

'ওটা কী ভারী?' সে জিজ্ঞেস করল।

'ওজন প্রায় ছয়শ পাউন্ড। কেন?' হো বলল।

'না, আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় এটাকে শুধু এক জায়গাতেই রাখবেন না, মানে সবাইকে দেখানোর জন্যে পার্টি চলার সাথে সাথে হয়তো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে হবে মূর্তিটা। ছয়শ পাউন্ড ওজন আমার লোকদের জন্য অতিরিক্ত হয়ে যায়।'

কথাটা ধরে ফেলল রস।

'তারমানে আপনি মূর্তিটাকেও একজন অতিথি বানিয়ে ফেলতে চাচ্ছেন?' আগ্রহের সাথে বলল রস।

'ওরকমই', গার্ড সায় দিল, 'মূর্তির চারপাশে বেশি লোকজন থাকলেই ওটা নিরাপদ থাকবে।'

'মজার তো!' হো বললেন।

'পার্টি শুরুর বেশি বাকি নেই', রস বলল, 'কিন্তু আমি দেখছি এর মাঝেই আরো কিছু বুদ্ধ মূর্তি জোগাড় করে কয়েক জায়গায় বসাতে পারি কি-না।'

'মানে? বুঝলাম না।' হো জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি বুদ্ধের কিছু প্লাস্টারের মূর্তি জোগাড় করে দিতে পারি। সেগুলো উঠানের আশেপাশে বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দিলাম', রস বলল।

BanglaBook.org

'নিরাপত্তা আরো বাড়িয়ে দিবে সেটা। আসল আর নকল গুলিয়ে ফেলবে মানুষ', সায় দিল ব্যারেট।

'এতো তাড়াতাড়ি কী সেটা সম্ভব?' হো জিজ্ঞেস করল।

'চিন্তা করবেন না মি. হো', রস বলল, 'আমার লোকজন অসাধ্য সাধন করতে জানে!'

★★★

ওরিগনের কনফারেন্স রুমে জড়ো হয়েছে ব্যান্ড। ক্যাব্রিলো আর হেনলে হেঁটে হেঁটে শেষ নির্দেশনা দিচ্ছে।

'তোমরা জানো, আমাদের আরো তিনজন মানুষ আছে ভেতরে', ক্যাব্রিলো বলল, 'গার্ড সেজে আছে ওরা। তাই মূর্তিটাকে উঠানে আনা নিয়ে কোনো দুঃশ্চিন্তা করার দরকার নেই আমাদের। ওটা উঠানেই থাকবে।'

'দারুণ হয় তাহলে', ফ্রাংকলিন মন্তব্য করল।

'তাহলে মূর্তিটা সরানো এখন আরো সহজ হয়ে গেছে আমাদের', হেনলে বলল, 'তবে এখন কারো চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে।'

'তার মানে আমাদের অতিথিদেরকে ড্রাগই দিতে হবে', কাসিম মন্তব্য করল।

'সেটাই মনে হচ্ছে', ক্যাব্রিলো সায় দিল।

'মোট তিনবার গান গাইতে হবে আমাদের', হেনলে বলতে লাগল, 'তার মানে তিন বারের মাঝে দুবার বিরতি পাচ্ছি আমরা। তখন ব্যান্ডের একজন সদস্য হিসেবে ঘুরে বেড়াতে পারবে তোমরা। করণীয় জানতে চেয়ারম্যানের ওপর লক্ষ রাখবে সবসময় আর যে কোনো কিছুর জন্যে প্রস্তুত থাকবে-পুরো ব্যাপারটাই এখন আমাদের ওপর নির্ভর করছে।'

'মূর্তিটা চুরির পর ওটা নিয়ে যাওয়ার প্লেনটা কী রেডি?' হ্যালপার্ট জিজ্ঞেস করল।

'রেডি। পরিকল্পনা মতোই একটা প্লেন এসে পৌছেছে', ক্যাব্রিলো বলল।

'আমরা ওখান থেকে আসবো কখন?' মনিকা জিজ্ঞেস করল।

'মধ্যরাতের দশ মিনিট আগে', হেনলে জানাল।

'আজকে যা-ই হোক, কাল কোনো এক সময় ওরিগন এখান থেকে যাত্রা শুরু করবে', ক্যাব্রিলো বলল, 'আমরা শুধু আমাদের কাজ করব, এরপর কাজ শেষে বাড়ি ফিরব।'

'শুধু পকেটটা আগের চেয়ে একটু গরম থাকবে', মার্ফি বলল, হাসছে ও।

'সেটার জন্যেই তো এতো কিছু', ক্যাব্রিলো সায় দিল।

★★★

সুবাসিত ধূপ-ধোঁয়ার চিকন শাখা-প্রশাখা আ-মা মন্দিরের ছাদের দিকে উঠে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

একদল ট্যুরিস্ট সার ধরে দাঁড়িয়ে নৈবদ্য করছে বিভিন্ন বুদ্ধমূর্তির পায়ে। তারপর নুড়ি বিছানো পথ ধরে হেঁটে গিয়ে কাঠের বাঁকা বেঞ্চে বা মাটিতে বসে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকছে। শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করছে চারপাশে। দ্বন্দ্ব আর হতাশার ঝড়ের মাঝে এ এক নির্মলতার বন্দর যেন।

তবে উইন্সটন স্পেন্সারের মাঝে বয়ে যাওয়া অনুভূতিটা মোটেও এসবকে স্পর্শ করছে না।

ভয় জাপটে ধরেছে তাকে। উনি নিশ্চিত গোল্ডেন বুদ্ধ হাসছে তার দিকে তাকিয়ে। নীরব স্থির দৃষ্টি আর নিশ্চল কাঠিন্য তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। কখন এই অভিশাপের হাত থেকে বাঁচবেন আর তার টাকা বুঝে পাবেন সেই চিন্তায় অস্থির স্পেন্সার। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন দৃশ্যটা, গাড়ি কোম্পানিটা আবার তুলছে গোল্ডেন বুদ্ধকে, পৌঁছে দিচ্ছে সফটওয়্যার বিলিওনিয়ারের প্লেনে। আর টাকাভর্তি ব্রিফকেস গ্রহণ করছেন তিনি।

প্রধান মন্দিরের বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালেন স্পেন্সার। হেঁটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাহাড়ের নিচে নেমে আসলেন তার জন্য অপেক্ষমাণ লিমুজিনের কাছে। পার্কিং লটের অর্ধেকই ফাঁকা। ম্যাকাউয়ের বেশিরভাগ মানুষই প্যারেড আর রাতের পার্টির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। একপাশে একটা গাছের নিচে একজোড়া মটর সাইকেল থেমে আছে। স্পেন্সার লক্ষ করলেন না সেটা। নিজের কি হবে সে চিন্তাতেই মগ্ন। লিমুজিনের পেছনে চড়ে ড্রাইভারকে নির্দেশনা দিলেন তিনি। কয়েক মিনিট পর লট ছেড়ে বেরিয়ে আসল লিমুজিনটা।

'যা দেখার ছিল তা দেখা হয়ে গিয়েছে', দুই মটর সাইকেল আরোহীর একজন বলল।

'আমারও সেটাই মনে হয়', অন্যজন বলল।

★★★

অতিথিদেরকে স্বাগতম জানানোর জন্যে ছয়জন চাইনিজ খানসামা রাখা হয়েছে। আগত অতিথিরা গার্ডের কাছে তাদের আমন্ত্রণপত্র দেখানোর পর গেট দিয়ে বৃত্তাকার পথ ধরে ম্যানশনের সামনে এসে গাড়ি থেকে নামছে।

সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমে ডুব দিচ্ছে, ক্ষীয়মাণ সূর্যের সোনালি রঙে রাঙানো সাগরের বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ম্যানশন থেকে। লিমুজিনের পেছন থেকে নেমে দৃশ্যটার দিকে তাকালেন স্পেন্সার। কালো একটা টাক্সেডো পরেছেন উনি, শরীরের ঘাম ওটার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। ঘাড় সোজা করে সামনের দিকে এগুলেন উনি।

হুয়ান ক্যাব্রিলো ভ্যানের জানালা নামিয়ে গার্ডের হাতে এক তা কাগজ ধরিয়ে দিল।

'গ্যারেজের ওপাশে পার্ক করুন', গার্ড বলল, 'আপনাদের মালপত্র নামানো হলে পাশ ঘুরিয়ে পেছনে নিয়ে যাবেন গাড়িটা।'

BanglaBook.org

ক্যাব্রিলো মাথা ঝাঁকাল। তারপর গ্যারেজের পাশে নিয়ে গেল ভ্যানটাকে, এরপরে লনের গোড়ায় পেছন ফিরে দাঁড় করাল।

'খেলা শুরু', ক্যাব্রিলো বলল।

ব্যান্ড দলটা ভ্যান থেকে নেমে বাড়ির পেছনে জড়ো করতে লাগল ওদের যন্ত্রপাতি।

বাড়ির পেছন দিক দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল ক্যাব্রিলো, লিন্ডাকে খুঁজছে। কিছুদূরে ফোনে কথা বলতে দেখল ওকে। আশেপাশেই কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

'আমরা মিনিটমেন ব্যান্ড', রস লাইন কেটে দেয়ার পর বলল ও।

'ভালো। আপনাদের মঞ্চ ঐ ওখানে', রস জানাল।

'আমাদের সাথে কিছু বড় বড় স্পিকার আছে। ওগুলো সরানোর জন্য লোক দরকার', ক্যাব্রিলো বলল।

'কাউকে ডেকে দিচ্ছি।'

'লোক লাগবে না, আমরাই পারবো। কয়েকটা ছোট ঠেলা গাড়ি হলেই চলবে', ক্যাব্রিলো বলল।

রস মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাটারারদের একজনের দিকে ঘুরল, 'ইনি মিনিটমেন ব্যান্ডের লিডার, টেবিল সরানোর জন্য যেসব ঠেলাগাড়ি ব্যবহার করা হয় তার কয়েকটা দরকার উনার।'

লোকটা মাথা নেড়ে ক্যাব্রিলোকে ইঙ্গিতে দেখাল জায়গাটা, 'ওদিকে যান।'

মার্ক মার্ফি মঞ্চে দাঁড়িয়ে চারপাশ নিরীখা করে দেখছে। বিশাল তিনটা তাঁবু টানানো হয়েছে। সবার শেষে ব্যান্ডটাকে নিয়ে Y-এর মতো দেখাচ্ছে তাঁবু তিনটাকে।

মঞ্চ মাটি থেকে সামান্য উঁচু। উল্টো দিকে তাঁবুর পেছনের অংশ চিরে দুভাগ হয়েছে, ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জন্য। তাঁবুর নিচ দিয়ে ওদের স্পিকার আর লাইট জ্বালানোর জন্য কারেন্টের তার টানা হয়েছে। মার্ফি গিটারটা মাটিতে নামিয়ে রেখে পেছনের চেরা অংশ দিয়ে উঁকি দিলো। তাঁবুর পেছনের চল্লিশ ফুট পরে বাড়ির দেয়াল। তাঁবুর Y অংশের ডানে ত্রিশ ফুট দূরে ম্যানশনের পেছনের দেয়াল আর কিচেন এবং ভেতরে ঢোকার রাস্তা। তাঁবুর ধার ঘেঁষে হেঁটে গেলো ও।

Y-এর সামনে বা ওপরে গেস্টদের প্রবেশপথ। Y-এর দুই পায়ের খোলা অংশের মাঝে রয়েছে একটা বহন যোগ্য ফোয়ারা আর একটা কাঠের প্লাটফর্ম, যেটা এই মুহূর্তে খালি। আরেক পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল মার্ফি। তাবুগুলো কীভাবে মাটিতে গাড়া হয়েছে বোঝার চেষ্টা করছে। তাবুর কোণায় কোণায় লম্বা খুঁটি পোতা, সেগুলোর মাথায় টানা তার লাগিয়ে বাগানের ভেতর মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়েছে। ওপরে তাকাল ও, তিনটা তাবুর প্রত্যেকটার ওপর দিয়ে লম্বা দুটো ধাতব খাম্বা বেরিয়ে আছে দেখা যাচ্ছে। ও একটা খাম্বার দিকে এগিয়ে গেলো, ওগুলোর গোড়া প্লাস্টিকের ধারক দিয়ে মোড়া।

BanglaBook.org

মার্ফি বুঝল এসব গুঁড়িয়ে ভেঙে ফেলতে তেমন কষ্ট হবে না।

হো ম্যানশনে ফিরে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন।

লম্বাচুলো কিছু মানুষ তাঁবুর দিকে এগুচ্ছে। সেগুলো নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু সাথে যে মহিলাটা আছে সে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হিল পায়ে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েটা।

'আমি স্ট্যানলে হো', মৃদু হেসে নিজের পরিচয় দিলেন উনি, 'আজকের পার্টি আমারই দেওয়া।'

'আমি ক্যান্ডেস', জুলিয়া হ্যাক্সলে বলল।

হোর চোখ হ্যাক্সলের বিশাল বক্ষের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তবে আপনার সাথে আগে কখনো দেখা হয়েছে বলে মনে করতে পারছি না।'

'আমি ব্যান্ডের সাথে এসেছি', ক্যান্ডেস বলল, দুষ্টু একটা হাসি ধরে রেখেছে মুখে।

'পারফর্মার?' হো জিজ্ঞেস করল।

'একদিক দিয়ে বলা যায়', জুলিয়া বলল, হাসছে এখনো।

হো বুঝলেন ঠিকভাবে চাল দিতে পারলে ভাগ্য আজ খুললেও খুলতে পারে।

'আমাকে ভেতরে গিয়ে, অতিথিদেরকে সংবর্ধনা জানাতে হবে', চোখের কোণ দিয়ে ইসেন্ডাকে এগিয়ে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি বললেন হো, 'আমরা পরে নাহয় কথা বলব।'

ঘুরে ম্যানশনের পেছনের দরজার দিকে এগোলেন উনি।

'মি হো', রস চেঁচিয়ে বলল পেছন থেকে, 'আমি মূর্তিগুলো বসানোর জায়গা বের করে ফেলেছি।'

'বসিয়ে দিন তাহলে' ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন হো।

হাক্সলেকে পাশ কেটে গেল রস। 'বেশ্যা', বিড়বিড় করল সে।

'লেসবিয়ান', হ্যাক্সলে জবাব দিল।

★★★

ওরিগনের কমান্ড সেন্টারে একটা চামড়ার চেয়ারে বসে আছে ম্যাক্স হেনলে।

অবশিষ্ট তিন অপারেটরকে বলল সে, 'ঠিক আছে। আমাদের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। গাছে বসানো ক্যামেরা থেকে কি দেখা যাচ্ছে দেখাও দেখি?'

কন্ট্রোল রুমের একটা স্ক্রিনে গাছের ছোট ক্যামেরা থেকে আগত ভিডিও ফুটে উঠল। হেনলে ক্যাব্রিলোকে দেখতে পেল, কিছু স্পিকার বক্স ঠাসা একটা ঠেলাগাড়ি ঠেলছে ও লন ধরে। রস কেবল হ্যাক্সলেকে পার হয়ে গেল, তাঁবুর দিকে ফিরে যাচ্ছে এখন। মার্ফি একটা তাঁবুর এক পাশ থেকে উঁকি দিল। গাছের দিকে ঘুরে হাসল ও, যেন একটা ইংগিত দিতে চাইছে।

'ল্যারি, সব ঠিক ঠাক আছে', হেনলে বলল।

BanglaBook.org

গাছে লুকিয়ে থাকা কর্পোরেশনের সদস্যটা হচ্ছে ল্যারি কিং। স্নাইপার রাইফেলটা অ্যাডজাস্ট করল সে। এরপর তার ভয়েস বক্সের ওপর ছোট মাইক্রোফোনে চাপ দিয়ে হেনলের উত্তর দিল।

'ছবি কেমন দেখাচ্ছে বস?'

'ভালোই', হেনলে বলল, 'তুমি উপরেই আছ?'

রাত তিনটার পর থেকে গাছে বসে আছে কিং। প্রায় বারো ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় আছে সে। আরো বারো ঘণ্টা এখানে থাকার জোর সম্ভাবনা রয়েছে।

'এটাতো কোনো ব্যাপারই না, ইন্দোনেশিয়ায় আমি একবার ছয়দিন ছিলাম এভাবে', কিং বলল।

'তোমার ফায়ার ফিল্ড ঠিক করেছ?' হেনলে জিজ্ঞেস করল, যদিও উত্তর আগে থেকেই জানে।

'হাজার বারের মতো করে ফেলেছি, বস', কিং বলল। থাপ্পড় দিয়ে একটা মাছি তাড়াল হাত থেকে।

কিং ইউ এস আর্মির প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্নাইপার। হেনলে আদেশ দিলে সে এখান থেকেই উঠোনের ডজনখানেক লোককে ফেলে দিতে পারবে। হেনলে আশা করছে সেরকম কিছু ঘটবে না। কিন্তু ওদের কেউ একজন ঝামেলায় পড়লে আর কোনো উপায় থাকবেনা। তখন কিংই একমাত্র সম্বল।

'ঠিক আছে, থাকো ল্যারি। প্রয়োজন হলে ডাকব তোমাকে', হেনলে বলল।

'আচ্ছা', রাইফেলের বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে উঠোনে নজর বোলানোর সময় বলল কিং।

'তাঁবুর ভেতরে দেখা যায় নাকি দেখো তো', হেনলে আদেশ করল।

ক্যাব্রিলোর ইলেক্ট্রিক কী বোর্ডের মধ্যে লুকানো ক্যামেরার ভিডিও দেখা গেলো একটা স্ক্রীনে। কিন্তু পুরোটা না।

'হুয়ান', হেনলে ডাকল।

ক্যাব্রিলো তাঁবুর পাশ দিয়ে ঠেলাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, ছোট্ট এয়ার পিসে ডাকটা শুনতে পেল ও।

'তোমার কীবোর্ডটা সামান্য ডানে সরাও। তাঁবুর বাঁ দিকের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে না।'

হালকা মাথা নাড়ল ক্যাব্রিলো, বুঝতে পেরেছে।

'ভ্যানের ক্যামেরা দেখি', পরবর্তী নির্দেশ দিল হেনলে।

আরেকটা ছবি ভিন্ন একটা স্ক্রিনের অর্ধেক অংশে ফুটে উঠল, ক্যামেরাটা ভ্যানের জানালার বাইরের আয়নায় লাগানো হয়েছে। দুটো ক্যামেরা থেকে বাড়ির সামনের অংশের পুরোটাই মোটামুটি ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে। লিংকন ভ্যানের পেছন থেকে একটা বাক্স নামাচ্ছে।

'ফ্র্যাংকি', হেনলে ডাকল।

BanglaBook.org

ভ্যানের পেছন থেকে সরে আসল ফ্র্যাংকলিন। রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকাল, যেন চুল ঠিক করছে।

'ভ্যানটা যেখানে আছে সেখানেই রাখার চেষ্টা করো। এখান থেকে সবকিছু ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে।'

আয়নার দিকে ওকে সাইন দেখাল লিংকন।

'ঠিক আছে, বন্ধুরা। আমরাই এখন সবার চোখ আর কান! তাই খুব সাবধান', হেনলে বলল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ১৯

হেঁটে ম্যানশনে ঢুকলেন উইন্সটন স্পেন্সার, পাশ কেটে চলে যাওয়া একজন ওয়েটারের কাছ থেকে এক গ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন। রিসিভিং লাইনে পৌঁছানোর আগেই অর্ধেক ঢকঢক করে গিলে ফেললেন। হো প্রত্যেক অতিথির সাথেই হাসিমুখে হাত মেলাচ্ছেন। এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়ান এক দম্পতির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন হো, স্পেন্সারের সরাসরি সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্থানীয় পর্তুগিজ দূত। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন স্পেন্সার। প্রথম গ্লাস শ্যাম্পেন শেষ করার পর দ্বিতীয়টার জন্য ডাকলেন ওয়েটারকে। এরপর হো'র সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'উইন্সটন, আপনাকে দেখে দারুণ খুশি হয়েছি। তবে খানিক দেরি করে ফেলেছেন। ইন্সুরেন্স অফিসার চলে এসেছেন আগেই', হেসে বললেন হো।

'দুঃখিত, বের হতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো', স্পেন্সার বললেন।

স্পেন্সার দ্রুত কেটে পড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু হো ওনার হাত ছাড়েননি এখনো।

'সমস্যা নেই। সময়মতোই এসেছেন আপনি', হো বলল।

সিঁড়ির দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন হো।

স্পেন্সারের পেট মোচড় দিয়ে উঠল। গোল্ডেন বুদ্ধ-মেন্টাল ওয়ার্ডের রোগীর মতো একটা ডালায় করে বেঁধে ওটা নামিয়ে আনছে রেডমেন সিকিউরিটির গার্ডরা।

'আমি আমার নতুন গুপ্তধনটা দেখাতে চাই সবাইকে, যাতে সব অতিথিই এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারে। চিন্তা করবেন না, কেউ জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই জানাব কে আমাকে এই অমূল্য সম্পদটা অর্জনে সাহায্য করেছে', হো বললেন।

একসাথে হাজারো চিন্তা খেলে যাচ্ছে স্পেন্সারের মাথায়। কোনোটাই বিশেষ সুবিধার না।

'স্যার...', স্পেন্সার বলতে শুরু করলেন। কিন্তু লাইনটা আবার সচল হয়ে উঠল, হো পরবর্তীজনকে অভিবাদন জানাতে হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমার মনে হয় না..'

'পরে কথা বলবো আমরা', অন্য একজোড়া হাতের সাথে মর্দন করার সময় বললেন হো।

BanglaBook.org

★★★

'পেছনের দরজায়', একটা স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল হেনলে। তারপর একটা সুইচে টোকা মেরে মাইক্রোফোনে কথা বলা শুরু করল।

'হুয়ান, গোল্ডেন বুদ্ধ নামানো হচ্ছে।'

স্ক্রিনগুলোর একটায় দেখা যাচ্ছে তাঁবুর মাঝে ক্যাব্রিলো তার কীবোর্ডের তার পরীক্ষা করে দেখছে। মাথা উঁচু করে একটা ইঙ্গিত করল সে, বুঝেছে। বুদ্ধ সরানোর সময় তাঁবুর সামনে দিয়ে হেঁটে এলো রস, ফোয়ারার কাছে বসানোর জায়গাটা দেখিয়ে দিল।

এতশত পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি যে জিনিসের জন্যে, তা এখন চোখের সামনে।

★★★

ম্যাকাও পুলিশ বাহিনীর প্রধান, ইন্সপেক্টর সাং রী ম্যানশনের পেছনের দরজার কাছের লনে দাঁড়িয়ে ভাস্কর্যটা দেখছেন। হো'র ধনী হয়ে উঠার আগ থেকেই তাকে চেনেন রী। আগে জানাশোনা ছিল শুধু, হৃদ্যতা ছিল না তেমন। হো জাহাজ কিনে ব্যবসায় ভাগ্য ফেরাতে শুরু করার পর থেকেই ব্যাপারটা রীর মনে খুঁতখুঁতানির জন্ম দিয়ে চলেছে।

রী তখন ছিলেন সামান্য গোয়েন্দা। মাদকদ্রব্য ব্যবহার আর পাচার বন্ধে কাজ করতেন তিনি। তখন থেকেই রী নিশ্চিত হো তার ওর জাহাজে করে মাদক চোরাচালান করেন। কিন্তু হো'কে কখনোই ফাঁসাতে পারেননি তিনি। হোর ভাগ্য দিন দিন খোলতাই হতে লাগল, আর ইন্সপেক্টরের জানা আছে– টাকার সাথে সাথে ক্ষমতাও বাড়ে চক্রবৃদ্ধি হারে। গত দশকে দুই দুই বার যখনই গ্রেফতার করার মতো তথ্য প্রমাণাদি প্রায় জোগাড় করে ফেলেছেন রী, তখনই তার ওপর নির্দেশ এসেছে– হোর কার্যক্রম থেকে দূরে থাকো। রী এখন বুঝতে পারেন– লোকটা এখন যখন তার সবকিছুই বৈধকরণ করে ফেলেছে, পুরোনো কৃতকর্মের জন্য তাকে আর মাশুল গুনতে হবে না।

এই পার্টিতে রী'র দাওয়াত পাওয়ার অন্য একটা কারণ আছে। তা হলো অতিথিদেরকে দেখানো যে পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাথেও হো'র ওঠা-বসা আছে।

মেয়র, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত আর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে রীর উপস্থিতি হো'র সব কাজের বৈধতাকে আরো এক কাঠি ওপরে তুলে দিচ্ছে।

ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাকে, বুঝতে পারছেন। কিন্তু এজন্যে তিনি বাইরে না বেরিয়ে এখানে বসে নেই। তার মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরছে। সোনার চাকের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, আর ভাবছেন তিনি হলে কীভাবে চুরি করতেন মূর্তিটাকে। উঠোনের চারপাশে তাকালেন রী, পালানোর জন্য কোন পথটা ভালো হবে ভাবছেন। উঠোনের চারপাশের দেয়াল মেইন গেট থেকে যথেষ্ট দূরে। বাইরে ফাঁকা জায়গায় মূর্তিটা রাখায় আসলে ভালোই হয়েছে।

BanglaBook.org

কেউ না কেউ সবসময়ই দেখবে এটাকে। আবারো চারপাশে তাকালেন তিনি, তারপর হালকা মাথা নাড়লেন।

চুরি করাটা কোনো ব্যাপার না-রী উপসংহারে পৌঁছালেন, এরপর চিংড়ির বড়া খাওয়ার জন্য ভেতরে ঢুকে গেলেন।

★★★

একটা ঘন সবুজ মার্সিডিজ বেঞ্জ লিমুজিন গেটের সামনে এসে থামলো। হাত নেড়ে ড্রাইভারকে ঢুকে যেতে বলল গার্ড। ড্রাইভারের নাম টম রেয়েস। সে গাড়িটা বৃত্তাকার রাস্তাটা ধরে ম্যানশনের সামনের দরজার সামনে এনে থামাল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দরজা খুলে দিয়ে আরোহীকে নামতে সাহায্য করল।

আরোহী সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দ্রুত সামনে এগুলো রেয়েস। খানসামাকে ডেকে বলল, 'ইনি হচ্ছেন ডেনমার্কের আলবোর্গের প্রিন্সেস।'

বাটলার একপাশে সরে দাঁড়াতেই সাটিন আর লেসের ঝালরের খড়মড় শব্দ তুলে চত্বরের দিকে এগুলেন প্রিন্সেস, তারপর হো'কে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেদিকে ঘুরে গেলো তার দিক।

'প্রিন্সেস অ্যালবোর্গ' পেছন থেকে ঘোষণা করল রেয়েস।

হো ঝুঁকে বাড়িয়ে দেয়া হাতটায় চুমু খেলেন। মাথা উঁচু করে হাসলেন এরপর, 'গরিবের বাড়িতে আপনার পদধূলি পড়ায় আমি সম্মানিত বোধ করছি।'

'আমিও অভিভূত', অদ্ভুত টানে বলল মনিকা ক্রাবট্রি।

হো ইশারা করতেই ওয়েটার এসে হাজির হলো, 'কি দিয়ে গলা ভেজাবেন বলুন?'

'শ্যাম্পেন, সাথে স্ট্রবেরি হলে ভালো হয়', ক্রাবট্রি বলল।

হো ওয়েটারকে ইশারা করতেই দ্রুত ছুটল সে।

'জীভস, তুমি এবার যেতে পারো', ড্রাইভারকে বলল মনিকা।

সামান্য পিছিয়ে, ঘুরে দরজার দিকে চলে গেল রেয়েস। ম্যানশনের সামনে থেকে লিমুজিন সরিয়ে, গ্যারেজের পাশে এক জায়গায় পার্ক করে রেখে গাড়ি থেকে নামল ও। তারপর লিমুজিনের সামনে গিয়ে মাথার ক্যাপ সামান্য ঝুঁকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও।

'নিরাপদেই ভেতরে ঢুকেছে মনিকা', ক্যাব্রিলোর কাছে রিপোর্ট করল হেনলে।

BanglaBook.org

★★★

গোধূলী নামলে মৃদুমন্দ বাতাস বইতে লাগল, সাগরের ঘ্রাণ নিয়ে আসছে সেটা। কয়েক মাইল দূরে প্যারেডের মঞ্চগুলোর ইঞ্জিন প্রাণ ফিরে পেল।

মার্চিং ব্যান্ডের প্রথম দলটা সার বেঁধে জড়ো হতে লাগল, মার্চ শুরু করার সংকেতের অপেক্ষায় আছে। রাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ম্যাকাও, শহরে কেন্দ্রস্থলের

উঁচু উঁচু দালান আর সাগরপাড় জুড়ে আলো জ্বলছে। সাগরে এগিয়ে আসা জাহাজগুলোর নেভিগেশন লাইট দেখা যাচ্ছে। সুদূর আকাশে চলাচলকারী এরোপ্লেনগুলো ছোট আলোক কণিকার মতো দেখাচ্ছে।

সব অতিথিই চলে এসেছে পার্টিতে। ম্যানশনের সামনের লনটা বিলাস বহুল কার এজেন্সির মতো দেখাচ্ছে। জাগুয়ার, বিএমডব্লিউ এর ছড়াছড়ি সেখানে, একজোড়া ফেরারি আর একটা ল্যাম্বরগিনিও আছে। বারটা লিমোজিন, একটা হামভি আর একটা প্রাচীন রোলস রয়েস লনে ভিড় করে আছে। রাস্তার পাশের দেয়ালে সামনে পেছনে ঘুরছে সিকিউরিটি ক্যামেরাগুলো। কিন্তু আর কোনো গাড়ি আসল না, গার্ডও চোখ রাখতে রাখতে বিরক্ত হয়ে পড়েছে।

তাই একজোড়া মোটরসাইকেল যখন রাস্তা ধরে উল্টো দিকে চলে গেল কেউ খেয়ালই করল না।

কেউ খেয়াল করলে দেখতে পেত একটা মোটর সাইকেলের সাইড কার স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ বড়। এরকম সচরাচর দেখা যায় না। নিচে ভারী চাকা লাগানো হয়েছে, প্যাসেঞ্জার সিট খুলে ফেলে সেখানে একটা মাল রাখার জায়গা বানানো হয়েছে। উত্তর দিকে স্টপ সাইন পর্যন্ত এগুলো মোটর সাইকেল দুটো। এরপর বায়ে ঘুরে অভ্যন্তরীণ বন্দরের দিকে চলে গেলো। ওটার কাছেই কোথাও একজনের সাথে দেখা করতে হবে বাইক চালকের।

★★★

ব্যান্ড মঞ্চে উঠে পড়েছে। মাইকের সাউন্ড চেক করে দেখছে এখন। মঞ্চের স্পিকারের পেছনের দেয়াল শব্দে ভরে গেল। কিন্তু যতটা আশা করেছিলো তার চেয়ে আরো অনেক কম বেরুচ্ছে। স্পিকারের ঠিক পেছনে না দাঁড়ালে কেউ বুঝতেই পারবে না যে এগুলোর অনেকটাই কোনো কাজ করছে না। এগুলোর কয়েকটায় গোলাবারুদ ভরা, বাকিগুলোতে অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

রস ক্যাব্রিলোর সাথে কথা বলার জন্য হেঁটে আসল।

'প্রথম পর্ব শুরু হবে সাতটার সময়। তোমরা প্রস্তুত তো?' রস জিজ্ঞেস করল।

বাদকদের দিকে তাকাল ক্যাব্রিলো, এরপর তাঁবুর দিকে মুখ করে থাকা ভিড়ের দিকে। বেশিরভাগই বসে আছে, কেউ কেউ এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ছোটাছুটি করছে। 'এক সেকেন্ড পর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চালু করব আমি, যাতে সবাই বোঝে যে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি।'

মেইন কনসোলের দিকে এগিয়ে একটা সুইচ চাপল ও। মিউজিকের শব্দে সবাই যার যার আসনে বসে পড়ল। Y-এর বা দিকের তাঁবুটায় বসে আছেন হো, হ্যাক্সলের সাথে নিজের ধন-সম্পদ আর ক্ষমতার গল্প জুড়ে দিয়েছেন তিনি।

BanglaBook.org

'বৃদ্ধটাকে ভাল লেগেছে আমার, আশা করি পরে আপনার আরো কিছু শিল্প কর্ম দেখাবেন আমাকে', জুলিয়া বলল, হাসছে ও।

'অবশ্যই। খুবই খুশি হব আমি', হো বলল, 'আমার ওপর তলার অফিসে এরকম আরো অনেক কিছুই আছে যা দেখে আপনি খুশি হবেন। কোনো এক ফাঁকে গিয়ে আমরা দেখে আসবো নাহয়।'

'ঠিক আছে', জুলিয়া বলল।

লোভীর মতো মাথা নাড়লেন হো, মনে মনে হাক্সলের কাপড় খোলা শুরু করে দিয়েছেন–তাই সত্যি যদি ওর কাপড় খোলার সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে তার জন্য অতিথিদেরও দূরে রাখতে আপত্তি নেই তার।

'আমাকে এখন একটু শুভেচ্ছা বক্তব্য দিতে হবে। পরে দেখা হবে', হো বললেন।

জুলিয়া হেসে চলে গেল। ভিড় ঠেলে এগোলেন হো, বিভিন্ন টেবিলে থেমে থেমে হাসিমুখে হাত মেলাতে লাগলেন অতিথিদের সাথে। কয়েক মিনিট পর ব্যান্ডস্টেজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'আমি স্ট্যানলে হো', হ্যালপার্টকে বললেন সে। 'আমি কী কিছু কথা বলার জন্য আপনার মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করতে পারি?'

হ্যালপার্ট ওর মাইক্রোফোন তুলে দিল হোর হাতে। হো মাথায় টোকা দিয়ে দেখল কাজ করছে কি-না।

'ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা', বলতে শুরু করলেন হো।

জনতা নীরব হলো।

'সবাইকে আমার গুড ফ্রাইডে পার্টিতে স্বাগতম।'

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

'আশা করছি খাবার আর পানীয় দুটোই পছন্দ হয়েছে আপনাদের!'

প্রশংসার আরেকটা ঢল পড়ে গেল।

'আশা করছি সবাই আমার সর্বশেষ অর্জনটা দেখেছেন। এটা আমার সৌভাগ্যের প্রতীক। তাঁবুতে ঢোকার মুখেই বসিয়ে দিয়েছি আমি ওটা। ভাস্কর্যটা একই সাথে নৈতিকতা আর আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয়, আর আজ রাতের উৎসবের প্রতিপাদ্যও সেটাই। এখন অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মৎসর্গকারীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করব।'

লোকজন নীরব রইল।

'ধন্যবাদ আপনাদেরকে', মিনিট পুরো হওয়ার পর বললেন হো, 'আজ আতশবাজি আর আলোর খেলা দেখবো আমরা। সেই সাথে সরাসরি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আসা ব্যান্ডের গান উপভোগ করব। আসুন সবাই মিনিটমেনকে স্বাগত জানাই।'

মাইক্রোফোনটা হ্যালপার্টের হাতে দিলেন হো। একই সময়ে তাঁবুর আলো কমতে লাগলো। আর দর্শকদের দিক থেকে একটা স্পটলাইটের আলোয়

BanglaBook.org

আলোকিত হয়ে উঠল হ্যালপার্টের পিঠ। ঈগলের 'অলরেডি গণ' গানটা বাজাতে শুরু করল ব্যান্ড দল।

ব্যান্ড গায়কদের মতো এদিক সেদিক লম্ফঝম্প দিয়ে গাইতে শুরু করল হ্যালপার্ট।

★★★

কেউ হয়তো খেয়াল করেনি কিন্তু একটা সফল ডাকাতির মূল চাবিকাঠি হচ্ছে আসলে চুরি। মোটর সাইকেল আরোহী দুজন কথাটা জানে। এখন তারা আ-মা মন্দির ধরে তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাতের জন্য পর্যটকরা বাড়ি ফিরে গিয়েছে, সন্ন্যাসীরা ডাইনিং রুমে তাদের সন্ধ্যার খাবার খেতে বসেছে। পাশের রুমে যেখানে জিনিসটা আছে সেখানে আলো জ্বলছে, মুখোশ পরা–কালো জামাকাপড় পরা লোক দুজন রূপকথার গবলিনের মতো আধারে মিশে গেল।

'এখানেই আছে ওটা', তাদের একজন ফিসফিস করে বলল।

গত রাতে একটা রেন্টাল স্টোর থেকে চুরি করে আনা একটা ডোলা ঠেলছে একজন। সেটা ঠেলে নিয়ে এসে মূর্তিটা পরীক্ষা করল একজন। আর অন্যজন কাঠের বাক্সের মুখ খুলে তেরছা করে ধরল যাতে সে ডোলাটা ভেতরে ঢোকাতে পারে। তারপর মূর্তিটা ফিতা দিয়ে বেঁধে নিয়ে দরজার দিকে এগোল ওরা।

★★★

উইনস্টন স্পেন্সার ওয়াইন ছেড়ে কনিয়াক খাচ্ছেন এখন। আনন্দের সাথে গুন গুন করছেন তিনি, বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছেন আজ। তিনি তার ঘড়ির দিকে চোখ বোলালেন। এখান থেকে বের হয়ে আ-মা মন্দিরে গিয়ে গাড়ি কোম্পানির সাথে দেখা করার আগে কিছু সময় আছে তার হাতে। এরপর তিনি এয়ারপোর্ট-এ গিয়ে সফটওয়্যার বিলিওনিয়ারের সাথে লেনদেন সেরে ফেলবেন।

ভোরের প্রথম আলোয় এখান থেকে নিজের রাস্তায় চলে যাবেন, তার আগ পর্যন্ত মনে হয় না মদ্যপান থামাতে পারবেন।

হাতের গ্লাসটা শেষ করে পাশ দিয়ে চলে যেতে উদ্যত ওয়েটারকে ইঙ্গিতে আবার পূর্ণ করে দিতে বললেন। এরপর তার পাশে বসা অতিথির দিকে ঘুরে বললেন, 'দারুণ একটা ব্যান্ড।'

'আসলেই তাই', ক্রাবট্রি জবাব দিল।

★★★

ম্যাকাও থেকে দুশো সাতাশ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ চীনা সাগরে তুংশা দ্বীপ পার হয়ে আসছে ৭৩৭, নামবে এখন। পরনের সিল্কের কালো কিমানোটার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে সফটওয়্যার বিলিওনিয়ার সামনে এগোলেন।

BanglaBook.org

'মহিলারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে', চাপা গর্ব ফুটে উঠছে তার স্বরে, 'এক জগ কফি, কমলার জুস আর কিছু পেস্ট্রি নিয়ে পেছনের দিকে আসুন।'

'এখুনি আনছি', বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সোনালি চুলের লোকটা।

এগিয়ে ককপিটের দরজায় নক করলেন বিলিওনিয়ার।

কো-পাইলট দরজা খুলে দিল। 'জ্বী, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আর কতক্ষণ লাগবে?'

'আর আধাঘন্টাও লাগবে না', নেভিগেশন চার্টে এক নজর তাকিয়ে বলল কো-পাইলট।

'তেল ভরার ব্যবস্থা করে রেখেছ তো?' বিলিওনিয়ার জিজ্ঞেস করলেন।

'সব ঠিক করা আছে স্যার', ককপিটের দরজার দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল কো-পাইলট।

ফেরার সময় কফির ঘ্রাণ পেলেন বিলিওনিয়ার। 'আধাঘন্টা পর নিচে নামব আমরা', পার হয়ে যাওয়ার সময় বললেন উনি।

উনি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সোনালিচুলো লোকটা। এরপর তার বেল্ট থেকে একটা ডিজিটাল পেজার খুলে কয়েকটা বোতাম চাপল সে। এরপর সে অন্য অ্যাটেন্ডেন্টের দিকে চোখ টিপে ফের কফি বানাতে শুরু করল।

★★★

প্রথম পর্বের শেষ গান গাওয়া হতেই রেডমেন সিকিউরিটির তিন গার্ড মাথা তুলে তাকাল। স্যাম প্রিয়র ঘুরে একটা ক্যামেরার দিকে মুখ করে নাকে আঙুল ঘষল।

তা দেখে ওরিগনে ম্যাক্স হেনলে একটা মাইক্রোফোন তুলে নিল।

'জুলিয়া, এবার শুরু করতে পারো', বলল সে।

স্পিকারের পেছন দিয়ে হ্যাক্সলে মঞ্চে উঠে হ্যালপার্টের দিকে এগুলো। আর মার্ফি, লিংকন আর ক্যাব্রিলো ধরাধরি করে কয়েকটা স্পিকার নামাতে লাগলো।

হো এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনাদেরতো আরো দুই পর্ব বাকি আছে গানের',

'কিছু ইলেকট্রিক সমস্যা দেখা দিয়েছে আমাদের। কয়েকটা স্পিকার কাজ করছে না। চিন্তা করবেন না, ওগুলো ছাড়াই বেশ সাউন্ড হয়েছে এতক্ষণ পর্যন্ত', ক্যাব্রিলো বলল।

'আমি কী ওগুলো ট্রাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো ওগুলো?' হ্যাক্সলে জিজ্ঞেস করল।

'কাজটাতো তোমারই', হ্যালপার্ট বলল।

হ্যাক্সলের দিকে তাকালেন হো। অগ্নিঝরা এই সোনালিচুলোর চিন্তা রীতিমতো বিরক্ত করতে শুরু করেছে তাকে।

BanglaBook.org

'গার্ডদের একজন আপনাদের সাথে হাত লাগাবে। মিস ক্যান্ডেস আমার বাড়িটা একবার ঘুরে দেখতে চাইছিলেন', হো বললেন।

'ঠিক আছে, মি. হো। আমরা তাঁবুর সামনে নিয়ে যাচ্ছি ওগুলো, এরপর গার্ডের সাথে করে ভ্যানে নিয়ে যাব', ক্যাব্রিলো বলল।

'যাই হোক', হো বললেন, 'ক্যান্ডি, এখন কী আমি আপনাকে আমার বাড়ি ঘুরিয়ে দেখাতে পারি?'

★★★

বেয়ারাকে ইশারা করল রস, 'দ্বিতীয় পর্বের আগে মি. হো একটা স্পেশাল টোস্ট করতে চান।'

'স্পেশাল ফ্রুট পাঞ্চ (এক ধরনের পানীয়) দেব সবাইকে?' ক্যাটারার জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।'

'খেতে বসার ঠিক আগে?'

'সেভাবেই ঠিক করা হয়েছে।'

'আমি গিয়ে তাহলে পাঞ্চে বরফ দিয়ে রেডি করছি', বেয়ারা বলল।

'আপনার তো এদিকেই সময় চলে যাবে। পাঞ্চের ব্যাপারটা আমিই দেখছি', বলে রস পাঞ্চের পাত্রের দিকে ফিরলো।

বাবুর্চি একটা কাজে উল্টো ঘুরতেই রস তরলের বোতলটা খুলে সিল ভেঙে ফেলল। চটচটে তরলটা অদ্ভুত রকমের নীলচে সবুজ, তার ওপরে রুপালি গুঁড়োর মতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। ঝাঁকি দিয়ে তরলটা পাত্রে ঢেলে দিল রস। তারপর একটা কাঠের চামচ দিয়ে ভালোমত মিশিয়ে দিলো। সব শেষে এক চাঙড় বরফ ঢেলে দিলো ওতে।

বেয়ারা কিচেনের শেষ প্রান্তে বাবুর্চির সাথে কথা বলছে। রস ডাক দিল, 'কাচের জগে করে পাঞ্চ তাঁবুতে নিয়ে যান। এরপর বয়দেরকে সার্ভ করতে বলে দিন।'

উত্তরে হাত নাড়ল ক্যাটারার, রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসল রস।

BanglaBook.org

★★★

'রসের কাছ থেকে সিগন্যাল এসেছে', ল্যারি কিং বলল।

ওরিগনে হেনলে স্ক্রিনগুলোর ওপর নজর রাখছিল, 'আমরাও খেয়াল করেছি, ল্যারি।'

বুদ্ধের দিকে জুম করল হেনলে; রেইনহোল্ট, প্রিয়র, ব্যারেট ব-এর আকৃতিতে মূর্তির চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। বায়ে ঠেলাগাড়িতে তিনটা স্পিকার সরানোর অপেক্ষায় জড়ো করে রাখা।

'হো টোস্ট করার পর ব্যান্ড আবার গান গাওয়া শুরু করলেই আমরা আমাদের কাজ শুরু করতে পারব', হেনলে বলল, 'কেউ কী দেখেছ, হো কোথায় গেছেন?'

'হ্যাক্সলের সাথে ভেতরে ঢুকেছেন', কিং জানাল।

'উপরের অফিসে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি আমি', ওরিগনের একজন অপারেটর বলল।

'কি বলে শোনাও দেখি', হেনলে নির্দেশ দিল।

'এই ছবিটা মনেটের একা', হো বলছেন।

'আমি সবসময় মনেট আর ম্যানেট এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলি', হ্যাক্সলে বলল, 'তাছাড়া এসব ছবিটবি আমার খুব বেশি পছন্দও না।'

'ঠিক কোন জিনিসটা আপনার বেশি পছন্দ?' হো জিজ্ঞেস করলেন।

তখনই হেনলে হ্যাক্সলের এয়ারপিসে কথা বলে উঠলো, 'জুলিয়া, তোমাকে এখন হোকে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে তাকে দিয়ে টোস্ট করাতে হবে।'

'জিনিসটা আপনাকে আমি দেখাতে চাই, মুখে বলা যাবে না', আদুরে গলায় বলল ক্যানডেস, 'কিন্তু সময় লাগবে এতে। ব্যান্ড পরবর্তী পর্ব শুরু করলে আমার বয়ফ্রেন্ড ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন নিশ্চিন্তে দেখানো যাবে।'

'তখনই ভালো হবে', হো বললেন।

হ্যাক্সলে হেঁটে হো'র শরীরে তার শরীর লাগিয়ে হাঁটতে লাগল।

'আমি দ্রুতই টোস্টটা সেরে চলে আসব', ক্রমশ বেড়ে উঠা লালসায় বলল হো।

'আমাকেও একটু চেহারা দেখিয়ে আসতে হবে। এরপর বহু সময় থাকবে আমার হাতে', হ্যাক্সলে বলল।

দরজার দিকে ইঙ্গিত করল হো, এরপর দুজন একসাথে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

BanglaBook.org

★★★

তাঁবুর ভেতরে ওয়েটাররা ক্ষুধাবর্ধক খাবারগুলো সাফ করছে। এরপর কাচের জগ থেকে কাপে পাঞ্চ ঢালতে লাগল। বেশিরভাগ অতিথিই নিজ নিজ সিটে ফিরে এসেছে। এমন সময় প্রধান তাঁবু থেকে স্টেজের দিকে এগিয়ে আসলেন হো। পাশ দিয়ে যাওয়া একজন ওয়েটারের কাছ থেকে নিয়ে এক কাপ পাঞ্চ গলাধঃকরণ করলেন, তারপর আবার হাঁটা ধরলেন স্টেজের উদ্দেশ্যে।

তাঁবু আর উঠোনের আশেপাশে শেষ বিস্ফোরকটা বসিয়ে দিলো মার্ক মার্ফি। তারপর একটা ছোট রিমোট ট্রিগার পকেটে ভরে স্টেজের পেছন দিকে চলে এলো। স্টেজের একপাশে দাঁড়িয়ে ক্যাব্রিলো দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্রাবট্রি ওর বড় পার্সটা নিচে ফেলে দিলো, তারপর পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে নিশ্চিত হলো ওটা ওর পায়ের নিচেই আছে। কাসিম, হ্যালপার্ট আর

লিংকন মঞ্চের একপাশে দাঁড়িয়ে, ওদের ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁবুর সামনে দিয়ে ভয়ে ভয়ে হেঁটে গেল রেডম্যান সিকিউরিটির তিন গার্ড।

ক্যাব্রিলোর কাছে হেঁটে আসলেন হো, 'পি.এ. সিস্টেম চালু আছে?'

'এক সেকেন্ড, স্যার', বলে একটা সুইচ চাপল ক্যাব্রিলো।

হো মাইক্রোফোনে টোকা দিয়ে দেখে নিল এটা কাজ করছে নাকি।

★★★

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে পথেই দাঁড়িয়ে পড়ল সন্ন্যাসী। আরবি লেখা একটা ব্যানার টাঙানো ছিল গোল্ডেন বুদ্ধ যেখানে ছিল সেই তাকে। কিন্তু এত বড় মূর্তিটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অন্যদের খবর দিতে দৌড়ে ডাইনিং রুমে চলে এল সে। হলুদ রোব পরা এক ডজন সন্ন্যাসী দৌড়ে প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করল। পরিস্থিতি বুঝতে পারার পর সন্ন্যাসীদের প্রধান অফিসে ঢুকে টেলিফোন তুলে নিলেন।

'কেন যে ব্রেকওয়ালা ডোলা বানায় না মানুষ!' মন্দিরের পাহাড় থেকে নিচে নামার সময় গতি কমাতে গিয়ে এক মোটরসাইকেল আরোহী আক্ষেপের সুরে বলল।

দ্বিতীয়জন ডোলার সামনে, গোল্ডেন বুদ্ধকে ধীরে ধীরে নামাতে চেষ্টা করছে, তবে নরম মাটিতে পা রাখতে সমস্যা হচ্ছে।

'পেছনের দিকে টান দিয়ে চেপে ধরো', ফিসফিস করে বলল সে।

প্রায় হেঁচড়ে পাহাড়ের গোড়ায় নামল ওরা। তারপর মোটরসাইকেলের সাইডকারে উঠিয়ে নিল ডোলা, ফিতা কেটে ফেলল। সামনের লোকটা সাইডকারের দরজা নিচু করল।

'ভেতরে ঢোকাও', সে বলল।

ঠিক সেই সময় মন্দিরের ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

'যাহ্ শালা! ভেবেছিলাম কেউ বোঝার আগেই অন্তত পার্কিং লট পার হয়ে যাব আমরা', ধাতব মূর্তিটা সাইডকারে ঢোকানোর জন্য কুস্তি লড়ার সময় বলল প্রথম জন।

'আমি ঢোকাচ্ছি এটা, তুমি ইঞ্জিন অন করো', দ্বিতীয়জন বলল।

মোটরসাইকেলে উঠে বসেই স্টার্টার চাপল ও। প্রাণ ফিরে পেয়ে গর্জন করে উঠল ইঞ্জিন। দ্বিতীয় লোকটা গোল্ডেন বুদ্ধের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিজের মোটর সাইকেলে গিয়ে উঠল, ইঞ্জিন চালু করল। পাহাড়ের দিকে চেয়ে কয়েকজন সন্ন্যাসীকে নেমে আসতে দেখল এক ঝলক, সাথে সাথেই হর্ন বাজাল সে। প্রথম লোকটা মাথা ঘুরিয়ে সন্ন্যাসীদেরকে নেমে আসতে দেখে ক্লাচে হাত বাড়াল, গিয়ারে ফেলল মোটর সাইকেল। তারপর বাইক ঘুরিয়ে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে আসল।

BanglaBook.org

★★★

'পার্টিতে আসার জন্য আবারো ধন্যবাদ আপনাদেরকে। **টোস্ট করার আগে** এক দফা সাধুবাদ জানাই মিনিটমেনকে', হো বললেন।

হাত তালি দিল জনতা।

'এবার সবাই গ্লাস তুলতে পারেন', বলে একটু থামলেন হো, তারপর আবার বললেন, এই পবিত্র দিনের শান্তি এবং উন্নতির জন্য। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেইসব গুটিকয়েক মানুষদেরকে যাঁদের জন্য সবাই আমরা এখন শান্তিতে বসবাস করতে পারছি।'

তারপর গ্লাস ঠোঁটে ছুঁইয়ে পান করলেন হো, অন্যরাও তাকে অনুসরণ করল।

'ডিনার সার্ভ করা হবে এখন, ব্যান্ডও আর এক মিনিটের মাঝেই গান শুরু করবে', হো বললেন।

★★★

'মিশ্রণটার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আর পাঁচ মিনিট পর কাজে নামব আমরা', শোবার উদ্দেশ্যে বলল হেনলে।

দেখার মতো চোখ থাকলে দেখা যায় জীবন আসলে ব্যালে নাচের মতোই রঙ্গিন আর ছন্দময়। আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোও তখন ছন্দবদ্ধ মনে হয়। এইমুহূর্তে ওপর থেকে কেউ পার্টির দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখত দুইভাগে বিভক্ত হয়ে আছে লোকজন। কর্পোরেশনের লোকজন দাবার ঘুঁটির নড়াচড়া করছে, আর পার্টির লোকজনরা একসাথে জড়ো হয়ে আছে।

সাং রী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন, তবে তাঁবুর ভেতরের অবস্থা স্থির না। তাই ভালোমতো বোঝা যাচ্ছে না। দৃষ্টির শেষ সীমায় কেমন নীল নীল ফুটকি দেখতে পাচ্ছেন। হঠাৎ চোখের কোণ দিয়ে একটা লাল-হলুদ বেজি দেখলেন বলে মনে হল তার কাছে। কিন্তু মুখ ঘোরাতেই ওটা নেই হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে তার সেল ফোনটা বেজে উঠল।

'রী বলছি',

'আপনার কথা খুব আস্তে শুনতে পাচ্ছি আমি, স্যার', তার একজন ডিটেক্টিভ জানালো।

ছোট টেলিফোনটার দিকে তাকালেন রী, মুখের এক ফুট দূরে ধরে রেখেছেন সেটা, যেন দূরত্ব বুঝতে পারছেন না। ঠিক জায়গামতো নেয়ার চেষ্টা করলেন ফোনটা, কিন্তু নাকে গুঁতো খেলো সেটা।

'এখন শোনা যাচ্ছে?'

'আগের চাইতে ভালো। আ-মা মন্দিরের প্রধান ফোন করেছিলেন আমাদের স্যার। সে বলছেন যে, দুজন মোটরসাইকেল আরোহী নাকি তাদের কাছ থেকে গোল্ডেন বুদ্ধ নামে একটা মূর্তি চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।'



BanglaBook.org

একমুহূর্তের জন্য ভাবলেন রী, মূর্তিটা তাঁবুর ঠিক বাইরে।

'ঠিকই তো আছে, দোস্তদের সাথে আগেই দেখা হয়েছে আমাদের', রী বললেন।

'এসব কী বলছেন স্যার?'

টেবিলের মাঝখানের ফুলের তোড়াটার দিকে তাকিয়ে আছেন রী। ছোট একটা ঘোড়ার মাথা দেখা গেল সেখানে। বৃটিশ টানে ঘোড়াটা বললো, 'ঘুরতে নিয়ে চলুন আমাকে।'

'শোনো, আমার ঘোড়া চলে এসেছে', রী বললেন।

'স্যার, আমি এখনই ওখানে আসছি', ডিটেক্টিভ বলল।

টেলিফোন রেখে দিয়ে পাশেরজনের দিকে তাকালেন রী, 'আমার ঘোড়াটাকে দেখেছেন?'

লোকটা আসলে একটা দানব। সে এমন একটা ভাষায় কথা বলছে রী যেটা বোঝেন না।

★★★

মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনের গর্জনকে ছাপিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে একটা হর্নের শব্দ ভেসে আসল। ইঞ্জিন বন্ধ করে কান পেতে শুনতে লাগল লোক দুজন। শব্দটা বাড়ছেও না, আবার কমছেও না।

'চমৎকার! জ্যামে আটকা পড়েছে ওরা। যেমন পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা', একজন বলল।

'কাজটা তাহলে শেষ করা যাক', দ্বিতীয়জন বলল।

আবার তাদের ইঞ্জিন চালু করল ওরা, গর্জন তুলে চলে যেতে লাগল দূরে।

★★★

রেডিওতে চিৎকার করে নির্দেশ দিতে দিতে ম্যানশনের দিকে দৌড়ে আসলো ডিটেক্টিভ লিং পো। আধা মাইল দূরে থাকতে জ্যামে পড়েছিল সে।

'মন্দিরে পৌঁছাতে পেরেছ কেউ?' সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল।

পুরো ইউনিট এক এক করে জবাব দিল। অভ্যন্তরীণ বন্দর রোডের গাড়িটাই যা একটু এগিয়েছে।

'দুজন লোক মোটর সাইকেলে করে গোল্ডেন বুদ্ধ চুরি করে পালিয়েছে, কেউ তাদেরকে দেখেছেন?' হর্ন চাপার সময় সে জিজ্ঞেস করল।

সব না-বোধক জবাব আসল।

হর্ন বাজাতে বাজাতে পো সাইডওয়াক ধরে তার গাড়ি চালিয়ে সামনে এগুতে লাগলো।

BanglaBook.org

★★★

ব্যান্ড থিন লিজির 'দ্য বয়েজ আর ব্যাক ইন টাউন' গানটা গাইছে।

ওরিগনে সতর্ক দৃষ্টিতে সবকয়টি মনিটর লক্ষ করছে হেনলে। টোস্টের পর মিশ্রণের প্রভাবে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাবে আশা করছিল ওরা, তবে এখন যেটা দেখছে সেটা স্রেফ বিশৃঙ্খলা। টাক্সেডো এবং সন্ধ্যাকালীন পোশাক পরা অনেক অতিথিই ড্যান্স ফ্লোরে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। কয়েকজন মহিলা ঘোমটা দিয়েছে আবার।

স্ট্যানলে হো বোকার মতো এগোচ্ছেন তাঁবুর দিকে। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে তার। কিন্তু কেন সেটা জানা নেই তার। ক্যানডেসকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছেন তিনি।

'শোনো সবাই, ষাট সেকেন্ড পরেই কাজ শুরু করব আমরা', হেনলে নির্দেশ দিল।

'সাইরেন শুনতে পাচ্ছি আমি। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে', কিং বলল।

'মনিকা, শুনতে পাচ্ছ?' হেনলে বলল।

ক্রাবট্রি জানে কীবোর্ডের ঠিক কোথায় ক্যামেরাটা আছে, সেদিকে তাকিয়ে চোখ টিপল সে।

'এখন', হেনলে বলল।

ক্রাবট্রি ওর পার্স থেকে নেয়া একটা প্যাকেট দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে মুখের ভেতরে ঢেলে দিল। কয়েক কদম দূরেই হো দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্খলিতপদে সেদিকে এগোল ক্রাবট্রি, মুখের কষ থেকে ফেনা চুইয়ে পড়ছে। কাছে পৌঁছে হো'র গলা জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

'কাজ শুরু করো মার্ফি', হেনলে বলল।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে ট্রিগার চেপে দিল মার্ক। প্রায় সাথেসাথেই বাজির শব্দের মতো এক সারি বিস্ফোরণ ঘটল আর তাঁবুর ভেতরে বাইরের সব আলো নিভে গেল।

'অদলবদল সেরে ফেলো এখুনি', হেনলে বলল।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রিয়র আর ব্যারেট ঠেলাগাড়িতে রাখা স্পিকার নিচে নামিয়ে ওটার পেছনের দিকটা খুলে ফেলল। সোনালি রঙা একটা বুদ্ধের রেপ্লিকা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। সেই মুহূর্তেই রেইনহোল্ট তাঁবুর একটা কোণা দিয়ে প্রদর্শনরত বুদ্ধমূর্তিটা ঢেকে দিলো। তাঁবুর ভেতরে টবে লাগানো কয়েকটা গাছ ওদেরকে আড়াল করে দিল।

'পশ্চিম পাশ সম্পূর্ণ অন্ধকার', নাইট স্কোপের ধূসর সবুজ আলোয় পর্যবেক্ষণ করে বলল কিং।

'কেউ আসছে এদিকে?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

প্রথমে নিচের জমি আর তারপর পাহাড়সারির দিকে তাকাল কিং।

BanglaBook.org

'একটা মার্কাবিহীন পুলিশ কার এগিয়ে আসছে রিপাবলিকা অ্যাভেন্যু ধরে। ছাদের ওপর পোর্টেবল লাইট লাগানো। সাড়ে তিনশো গজ দূরে আছে ওটা।'

'এই দূরত্ব থেকে গুলি করতে পারবে না তুমি?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'পারার কথা। এটা তো একটা গাড়ি, কোনো ছারপোকা না। ভাগ্য ভালো হলে ড্রাইভারের নাকেও গুলি বসিয়ে দিতে পারি!' কিং বলল।

'একটা টায়ার ফাটিয়ে দাও শুধু', হেনলে বলল।

'ঠিক আছে', কিং বলল।

রাইফেলটা একটা ডালের গায়ে ঠেস দিয়ে, লম্বা একটা শ্বাস নিলো কিং। গাড়িটা আরো কাছে আসার অপেক্ষা করছে। সব মনোযোগ এখন গাড়ির দিকে, ধীরগতিতে দৃষ্টিপথে এগিয়ে আসল ওটা। ট্রিগারে চাপ দিল কিং, আশা করল গুলিটা যেন ব্যর্থ না হয়। রাইফেলের ফায়ারিং পিন শেল প্রাইমারে ঘষা খেতেই আগুনের ফুলকি সৃষ্টি করতেই গানপাউডার জ্বলে উঠলো আর প্রচণ্ড ঘাতবলের সাহায্যে গুলিটা কার্ট্রিজের বাইরে ছিটকে দিল। ব্যারেল ছেড়ে সোজা টার্গেটের দিকে ছুটে গেল সেটা। নয়েজ সাস্পেন্সর লাগানো থাকায় কোনো শব্দ হলো না।

চাকাটা ছিন্নভিন্ন হতেই 'শিট' বলে গাল দিয়ে উঠল পো। গতি ধীর করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সে। দরজা খোলাই রইল। সাইডওয়াকের দিকে ঘুরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কিসে আঘাত করেছে চাকা। কিছুই দেখতে পেল না সে, কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না এখন। গন্তব্যের দিকে চোখ তুলে চাইল পো, উঠার জন্য অনেক বেশি খাড়া পাহাড়টা। ড্রাইভারের সিটে ফিরে এসে রেডিও তুলে নিল পো।

'গাড়িটা থেমে গেছে, সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছে সে', কিং রিপোর্ট করল।

'ভালো করেছ', হেনলে বলল।

মনিটরগুলো লক্ষ করছে হেনলে, কিন্তু পর্যাপ্ত আলো না থাকায় বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না। ঘড়ির দিকে তাকাল একবার, এরপর ওদের কাজের সময়সূচির দিকে তাকাল। ত্রিশ সেকেন্ড পার হয়ে গিয়েছে। নিচে চোখ বোলাতে লাগল কিং। কিচেন থেকে কয়েকজন শ্রমিক বাইরে বেরিয়ে এসেছে, পেছনে জটলা পাকাচ্ছে ওরা। স্কোপ ঘুরিয়ে বাড়ির সামনের দিকে নজর দিল ও, পাওয়ার বন্ধ করে দেয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ড্রাইভওয়ের সামনের দরজা খুলে গেছে। আরো দশ সেকেন্ড পার হলো।

'আতশবাজির ওখানে লাগানো বিস্ফোরকটা দেখতে পাচ্ছ তুমি?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'বুঝে গিয়েছি', কিং বলল।

'গুলি করেই চোখ নামিয়ে নিও', হেনলে বলল।

BanglaBook.org

'উলটো দিকে চেয়ে থাকব আমি', কিং বলল।

'আর পাঁচ সেকেন্ড,—পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক!' হেনলে বলল।

ঘন্টাকয়েক আগে মার্ফির বসানো বোমাগুলোয় গুলি করল কিং। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল আতশবাজি, রোমান ক্যান্ডল জ্বলে উঠে আকাশ জুড়ে ছুট লাগালো, বড় বড় মর্টারের মতো জিনিসগুলো কান ফাটানো আওয়াজ করতে লাগলো। তীক্ষ্ণ আর জোরালো আওয়াজে ভরে গেলো চারপাশ। চোখ ঘষটে জ্বলে ওঠা দৃশ্যের দিকে তাকাল কিং।

তাঁবুর সামনের একটা ফ্ল্যাশলাইট তিনবার জ্বলে উঠল।

'অদল-বদল হয়ে গিয়েছে', কিং জানাল।

'হেলিকপ্টারকে সংকেত দাও', একজন অপারেটরকে নির্দেশ করল হেনলে।

'খিঁচুনি উঠেছে উনার', চিৎকার করে বললেন হো।

তখনও হো'র গলা ধরে ঝুলে আছে মনিকা, চোখ দুটো উলটে আছে ওর। কাছের একটা টেবিলেই হোর পরিচিত একজন ডাক্তার নাচছিলো। কিন্তু হো'র অনুরোধে এগিয়ে আসতে রাজি হলো না সে। ঠিক সেই মুহূর্তে ব্যারেট এগিয়ে আসল।

'ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন', হো বলল।

গার্ড ধরে মাটিতে শুইয়ে দিল ক্রাবট্রিকে। তাঁবুর ভেতরে বিশৃঙ্খল অবস্থা, মিউজিক বাজছে উচ্চশব্দে, কিন্তু স্বল্প আলোতে কেউই খেয়াল করল না যে ব্যান্ডদল স্টেজে নেই। হো'র মাথা ঘুরছে, মনোযোগ দিতে পারছেন না কোনোদিকে। ক্রাবট্রির ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখল গার্ড।

'জিহ্বা যেন মুখের ভেতর না ঢোকে', মনিকা ফিসফিস করে বলল।

কিছুক্ষণ সিপিআর দেয়ার ভান করে হো'র দিকে ঘুরল গার্ড, 'ভদ্রমহিলা মারা যাচ্ছেন।'

'কাউকে ডাক দাও', হো বললেন।

বেল্ট থেকে রেডিও নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে লাগল গার্ড।

'হুয়ান, পাখি আসছে', হেনলে বলল।

'বেরোনোর সময় হয়ে এসেছে। সবাই রেডি হও', ক্যাব্রিলো সবাইকে বলল।

রেইনহল্ট আর প্রিয়র নকল স্পিকার বসানো ঠেলাগাড়িটা লন ধরে হেলিপোর্টের শেষ প্রান্তে নিয়ে যেতে লাগল। ঠেলাগাড়ি জায়গামতো নিয়ে পকেট থেকে কয়েকটা লম্বা সবুজ একটা লাইট বের করে মার্ক বরাবর বাঁকা করে ফেললো। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় টিউবগুলো জ্বলজ্বল করে উঠলো। তারপর ওগুলো দিয়ে মোটামুটি একটা বৃত্ত বানিয়ে দিলো, যাতে হেলিকপ্টারের পাইলট বুঝতে পারে কোথায় নামতে হবে।

তাঁবুর ভেতরে দৃশ্য একেবারে এলোমেলো। লোকজন গাইছে, চিৎকার করছে, নাচছে, লাফাচ্ছে। সাং রী টেবিলের এক মহিলার গা হাতড়াচ্ছেন, ম্যাকাওয়ের মেয়র ঝর্না থেকে পানি পান করছেন।

BanglaBook.org

শুধু উইন্সটন স্পেন্সারকেই সুস্থির দেখাচ্ছে। ওনার পেট খারাপ হওয়ায় আর ফ্রুইট জুস খাননি। টোস্টের সময় খাওয়ার ভান করেছেন শুধু, এরপর থেকেই দেখছেন বড় ধরনের একটা গড়বড় হয়েছে কোথাও। এমন সময় গলায় একটা খোঁচা অনুভব করলেন তিনি, এরপর ঢলে পড়লেন টেবিলের ওপর।

★★★

এক সেকেন্ডের জন্য জটলা ছাড়ল আর অভ্যন্তরীণ বন্দর রোড ধরে এগোনো পুলিশ কারটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল। দূর থেকে মোটরসাইকেল দুটো এক ঝলক দেখতে পেল অফিসার, ক্যালকাদা দ্য বাররার দিকে মোড় নিচ্ছে। গ্যাস পেডাল মেঝেয় চেপে ধরে অপসৃয়মান মোটর সাইকেল দুটির পিছু নিল সে।

'ক্যালকাদার দিকে উত্তরপশ্চিমে যাচ্ছে ওরা', রেডিওতে বলল সে।

বুদ্ধ বহন করা মোটরসাইকেলের আরোহী রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে দেখল পুলিশ কার এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। বাতাসে হাত নাড়লো সে, দ্বিতীয়জন মাথা ঘোরাল। গতি কমিয়ে পুলিশ কারটা ঠিক তার পেছনে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে। এরপর সে তার সাইডকারের একটা লিভারে সজোরে লাথি মারলো।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ২০

স্ট্যানলে হোর এত পরিকল্পিত পার্টি পুরোপুরি ভেস্তে গিয়েছে।

মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ক্রাবট্রি, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হো। সেদিকে হেঁটে গেল ক্যাব্রিলো। হতবুদ্ধি অবস্থা হয়েছে হো'র। চারপাশে অনেক কিছুই ঘটছে, তার মাদক প্রভাবিত মস্তিষ্ক সেসব ধরতে পারছে না। কয়েক মুহূর্ত আগে লেসবিয়ান পার্টি প্ল্যানারটা তার কাছে এসে বলল, তাঁবুতে কীভাবে আলো ফিরিয়ে আনবে সেটা বুঝতে পারছে না সে। তারপর পরামর্শ দিল, কর্মচারীদেরকে দিয়ে তাবুর পাশের দিকের কাপড় তুলে দিতে, যাতে বাইরের প্রাকৃতিক আলো তাঁবুর ভেতরে এসে ঢুকতে পারে। তাঁবুর ভেতরে এখন হালকা আলো বিরাজ করছে, তবে অতিথিদের বেশিরভাগই তাবুর বাইরে বের হয়ে ঘোরাঘুরি করছে।

'স্যার, রাস্তা ভরা জ্যাম। অ্যাম্বুলেন্স আসতে পারবে না। একটা হেলিকপ্টার পাঠাতে চাইছে ওরা', সিকিউরিটি গার্ড বলল।

নিচে তাকালেন হো। তার পার্টিতে এসে অভিজাত পরিবার একজন সদস্যের এমন পরিণতি হো'র সুনামে অবশ্যই একটা দাগ ফেলবে।

'সেটাই করতে বলো', হো'র মগজের ধোঁয়া কাটছেই না।

'ইতোমধ্যেই বলে দিয়েছি। তবে আমাদের আরেকটা ঝামেলা হয়েছে', গার্ড বলল।

মাথা ঝাঁকি দিয়ে পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেন হো।

'কী ঝামেলা?'

'আরেকজন অতিথিরও অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে', স্পেন্সারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল গার্ড।

'তাকেও পাঠিয়ে দাও', হো বললেন।

হুয়ান ক্যাব্রিলো কথা বলে উঠল এসময়, 'আমার ব্যান্ডের কারো কারো বমিভাব হচ্ছে। খাওয়া শুরুর আগে যা খেয়েছিলাম তাতে মনে হয় বাজে কিছু ছিল। আমি বলি কি, পার্টি এখানেই শেষ করে দিয়ে অতিথিদের শোবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।'

হো'র চোখের সামনে সব পণ্ড হয়ে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

'আমরা চলে যেতে চাচ্ছি', ক্যাব্রিলো বলল, 'ভ্যানে মালপত্র ওঠানো শুরু করলাম।'

'পি.এ. সিস্টেমটা দিতে পারেন? একটা ঘোষণা দিতে হবে আমাকে', হো বললেন।

'ওটাতো খুলে ফেলেছি', ক্যাব্রিলো বলল, 'তবে একটা মেগাফোন আছে। ওটা দিচ্ছি দাঁড়ান। আমি ভ্যান থেকে নিয়ে আসছি।'

সিকিউরিটি গার্ডের দিকে ঘুরলেন হো, 'বুদ্ধর দিকে নজর রাখছে কে?'

'বাকি দুজন', গার্ড বলল, 'ওটা জায়গামতো ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই ভালো হবে এখন।'

'আমার অফিসে নিয়ে যাও ওটা', হো আদেশ দিলেন।

একটা হেলিকপ্টারের এগিয়ে আসার শব্দ বাড়তে লাগল আস্তে আস্তে।

গার্ড তার ওয়াকিটকি তুলে নিয়ে বুদ্ধকে ওপরের তলায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। এরপর নিচু হয়ে ক্রাবট্রির মাথা নিজের কোলে তুলে নিলো। তাঁবু থেকে বেরিয়ে গিয়ে হেলিকপ্টার নামার জায়গাটার দিকে এগোলেন হো। উঠোন পেরিয়ে ভ্যানের কাছে পৌঁছে গিয়েছে ক্যাব্রিলো। ভেতরে ঢুকে বাইরের ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সব মালপত্র গোছাচ্ছি এখন', তারপর চাবি ঘুরিয়ে ভ্যানটা চালু করল ও।

★★★

ওরিগনে বসে ম্যাক্স হেনলে সবই দেখছে। দারুণ মজা পাচ্ছে ও।

তবে আগের দুটো দল এখনো আছে। কর্পোরেশনের সদস্যরা ছুটোছুটি করছে এদিক সেদিক আর পার্টির অন্যরা ধীর স্থির-দ্বিধা আর অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলছে যেন সবাই। বিশৃংখলা চরম পর্যায় ধারণ করেছে, এবার পালিয়ে আসতে হবে।

'মার্ফি, লিংকন, হ্যালপার্ট, হুয়ান ভ্যান নিয়ে আসছে। দ্রুত সব মালামাল তুলে ম্যানশন থেকে বেরিয়ে আসো তোমরা', হেনলে বলল।

ওরা হাত নেড়ে জানান দিলো যে বুঝেছে।

'রস, অবশিষ্ট পাঞ্চ আর ওষুধ দেয়া খাবারগুলো ফেলে দাও। ল্যারি, তুমি কী দেখছ?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'পুলিশের লোকটা গাড়ির সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা এখন গোনার বাইরে রাখতে পারি ওকে। একজন গার্ড মনিকাকে ঘাড়ে করে তাঁবুর বাইরে নিয়ে এসেছে। বেরুনোর প্রথম পয়েন্টের দিকে এগুচ্ছে সে', বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে নিচে নজর বোলাচ্ছে ও, 'অন্য দুই গার্ড নকল মূর্তিটা পেছনের দরজার কাছে নিয়ে যাচ্ছে।'

'চমৎকার। সবাই যার যার কাজে লেগে পড়েছে। আর যখন সুবিধা মনে হয় তুমিও নেমে পড়ো। দেয়ালের ধার ঘেঁষে এগিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়াবে, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হুয়ান তোমাকে তুলে নেবে।

BanglaBook.org

'বুঝেছি', কিং জানাল।

'রাইফেল খুলে কেসে ভরতে শুরু করল ও। কাজ শেষে গাছ থেকে নেমে দেয়ালের গোড়ায় পৌঁছে পশ্চিমে হাঁটা শুরু করল।

'কাকে কাকে ব্যবহার করিনি আমরা?' অংশগ্রহণকারীদের লিস্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অপারেটিভকে জিজ্ঞেস করল হেনলে।

'ট্রুইট', লোকটা বলল।

'জুলিয়া কোথায়?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'শেষবার তাঁবুর ভেতরে ঢুকতে দেখেছিলাম ওকে। কিন্তু ক্যাব্রিলো কীবোর্ড সেট খুলে ফেলায় ভেতরের ক্যামেরাটাতো আর কাজ করছে না।'

'ডিক, আমার কথা শুনতে পেলে আমাদের টিমের যে কাউকে সংকেত দাও', হেনলে বলল।

ক্যাব্রিলো তাঁবুর সামনে নিয়ে আসল ভ্যান। উঠোন জুড়ে লোকজন এলোমেলো ঘুরতে থাকায় খুব আস্তে আস্তে চালাতে হয়েছে ওকে। পার্কে ভ্যানটা থামিয়েই দরজা খুলল ও। তাঁবুর পেছন দিক থেকে উদয় হলো ট্রুইট, ভ্যানের আয়নায় ইঙ্গিত করছে।

'ডিক, জুলিয়াকে খুঁজে বের করো। স্পেন্সারকে অজ্ঞান করতে গিয়েছিলো ও। তুলে হেলিকপ্টারের কাছে নিয়ে আসো ওনাকে। এরপরে ক্রাবট্রির লিমোজিনে করে চলে আসো তোমরা', হেনলে বলল।

ক্যামেরায় বুড়ো আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করে দ্রুত চলে গেলো ট্রুইট।

ব্যান্ডের সবাই অবশিষ্ট জিনিসগুলো ভ্যানের পেছনে তুলছে। নাম-ভ্যান লেকের ওপরে হেলিকপ্টারের লাইট দেখা যাচ্ছে, আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হচ্ছে ওটা। রোটর ব্লেডের শব্দ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

'তাঁবুর ভেতরে নরক ভেঙ্গে পড়েছে। হ্যাক্সলেকে হোর সাথে কথা বলতে দেখল ট্রুইট। দেখে মনে হচ্ছে জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছেন হো, অনেক কিছুই ঘটছে চারপাশে কিন্তু কিছুই ওনার ঘোলা মাথায় খেলছে না।

'মেগাফোনে অতিথিদেরকে সতর্ক করে দিতে হবে আমাকে', ঝিমোতে ঝিমোতে বললেন হো।

'কার কাছে ওটা?' হো'কে জিজ্ঞেস করল ট্রুইট।

'ব্যান্ডের কাছে নাকি একটা আছে বলল ওরা', হো বললেন।

'আমি কেবল তাঁবুর পেছনে দেখে আসলাম ওদের। গিয়ে দেখুন', বলল ট্রুইট।

হো সেদিকে এগুলেন।

ট্রুইট জুলিয়ার কাছে গিয়ে কানে কানে জিজ্ঞেস করল, 'আর্ট ডিলার কৈ?'

হ্যাক্সলে ওকে অজ্ঞান দেহটার কাছে নিয়ে গেলো তারপর দুজনে মিলে উঠোনে নিয়ে আসল স্পেন্সারকে।

হেলিকপ্টারের গতি কমিয়ে স্থির করল পাইলট। কর্পোরেশনের লিজ নেয়া ইউরো-কপ্টার ইসি-৩৫০। দারুণ একটা জিনিস। কন্ট্রোল প্যানেলের রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন করল পাইলট।

BanglaBook.org

'চলে এসেছি', ওরিগনে জানাল ও।
'কী দেখতে পাচ্ছ ওখানে?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।
ল্যান্ডিং লাইটটা এদিক সেদিক ঘুরিয়ে নিচটা পরীক্ষা করলো পাইলট।
'দুজন মানুষ একটা দেহ বয়ে আনছে। তাছাড়া আর সব ঠিকঠাক', পাইলট জানাল।
'ওরা পৌঁছানো মাত্রই নিচে নামাবে। এরপর অপেক্ষা করবে, আরো একদল আসবে। গোল্ডেন বুদ্ধ ওঠাতে চারজন লোক লাগবে কমপক্ষে', হেনলে বলল তারপর একটু থেমে ডাকলো, 'টম?'
ক্রাবট্রির লিমোজিনের ড্রাইভার নিজের সিটেই বসে ছিল। লাইট জ্বালাল সে।
'একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। লাইট জ্বালল কেবল', পাইলট বলল।
হেলিকপ্টার নামার জায়গাটায় চলে যাও। হেলিকপ্টারে মাল তুলতে লোক লাগবে ওখানে।'
আরেকবার লাইট জ্বেলে চলতে শুরু করল লিমোজিন।
'আপনার কথা শুনতে পেয়েছে', পাইলট জানাল।
সামনে পেছনে পায়চারি করছে হেনলে। এখন পর্যন্ত সব কাজ ঠিকঠাক চলছে। সবাই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে শেষ করতে পারলে কয়েক মিনিট পরেই বেরিয়ে আসবে ওরা। কর্পোরেশনের লোকেরা এই সময়টাকে বলে চরম মুহূর্ত। যেকোনো মুহূর্তেই নরক ভেঙে পড়তে পারে এখন।
'হুয়ান ইশারা করছে', একটা মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করে অপারেটর বলল।
হো এসে পৌঁছলেন এমন সময়, 'কি করছেন আপনি?'
ক্যাব্রিলো ঘুরে চুল পেছনের দিকে ঠেলতে লাগল, 'চুল ঠিক করছিলাম।'
হো মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বলেছিলেন একটা মেগাফোন আছে আপনাদের কাছে।'
ক্যাব্রিলো দুই সিটের মাঝ থেকে একটা মেগাফোন বের করে দিল হো'র হাতে।
'ব্যাটারিতে চলে এটা। সুইচে চাপ দিলেই কাজ হবে', বলল ও।
চাপ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন হো। কাজ করছে।
ভ্যানের ভেতরে তাকালেন হো, ব্যান্ড মেম্বাররা সবাই গাদাগাদি করে সিট আর ইক্যুইপমেন্ট কেসের ওপর বসে আছে।
'ক্যান্ডেস কোথায়?' হো'র মাথা পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা বিপজ্জনক।
'সামনে থেকে গাড়িতে উঠবে ও। এখন আমাদেরকে আগে হাসপাতালে যেতে হবে', বলতে বলতে ড্রাইভারের সিটে বসে পড়ল ক্যাব্রিলো।
'তাকে বলো চাইলে সে আজ থেকে যেতে পারে', হো বলল।
'আচ্ছা, চাবিতে মোচড় দেয়ার সময় বলল ক্যাব্রিলো। তারপর গিয়ারে ফেলে ভিড় ধরে এগোতে লাগল ওর ভ্যান।

BanglaBook.org

তাঁবুর দিকে ফিরে অবাক হয়ে গেলেন হো। তার মাথা আগের চাইতে পরিষ্কার কাজ করছে। মেগাফোন অতটা শক্তিশালী না, কিন্তু উঁচু কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বললে সবাই শুনতে পাবে। আর তার অফিসতো ওপরের তলাতেই। সেখানেই যাবেন বলে ঠিক করলেন।

হেলিকপ্টার নিচে নামতেই পেছনের দরজা খুলে ফেলল ট্রুইট। এরপর ট্রুইট, ব্যারেট, হ্যাক্সলে আর রেয়েস বাক্সটা তুলে মালপত্র রাখার জায়গায় নিয়ে রাখলো। গোল্ডেন বুদ্ধ নিরাপদে রাখার পর স্পেন্সারকে মেঝেতে শুইয়ে দিল ওরা। তারপর মনিকাকে উঠতে সাহায্য করল। হেলিকপ্টার আবার চলতে শুরু করতেই ধূলোর ঝড় উঠল চারপাশে। নিচু হয়ে তা থেকে বাঁচার চেষ্টা করলো ওরা।

হেলিকপ্টার যথেষ্ট দূরত্বে পৌছানোর পর উঠে দাঁড়াল রেয়েস।

'সম্ভবত তোমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে আমাকে', বলল ও।

ততোক্ষণে প্রিয়র আর রেইনহোল্ট নকল গোল্ডেন বুদ্ধ জায়গামতো রেখে কেবল নিচ তলায় নেমে এসেছে। সামনের দরজা খুলে ড্রাইভওয়েতে বেরিয়ে এল ওরা। তার কয়েক সেকেন্ড পরেই হো ওর অফিসে যাওয়ার জন্য সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিলেন।

'কী কী ঘটছে বলো দেখি?' একজন অপারেটরকে জিজ্ঞেস করল হেনলে।

'ক্রাবট্রি হেলিকপ্টারে। রেয়েস, ব্যারেট, ট্রুইট আর হ্যাক্সলে লিমোতে আর ক্যাব্রিলো আর ওর ব্যান্ড ভ্যানে করে যাচ্ছে। কেবল তাঁবু পার হল ওরা, ড্রাইভওয়েতে উঠল বলে', একটা স্ক্রিনের দিকে ইংগিত করে বলল অপারেটর।

'রস কোথায়?'

'ঐযে, উঠানে', অপারেটর ইঙ্গিত করল।

ভ্যান পার হয়ে যেতেই রসকে দেখা গেলো। কয়েক মিনিট আগে ওয়েটারদেরকে যেসব কাপে পাঞ্চ খাওয়া হয়েছে সেগুলো ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে ও, এরপর জগ রাখার ঠেলাটা নিজেই বাইরে এনে উল্টে ফেলে দিয়েছে।

'লিন্ডা, তাড়াতাড়ি তোমার গাড়িতে যাও! এক্ষুনি ওখান থেকে চলে আসো', হেনলে আদেশ করল।

লিন্ডা তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগোতে লাগল।

'আর কে বাকি?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'দেয়ালের কাছে অপেক্ষা করছে কিং। বাকি দুজন গার্ডেরও এতক্ষণে সামনে পৌছে যাওয়ার কথা', অপারেটর জানাল।

'ভ্যানে কী জায়গা আছে?' ক্যাব্রিলোকে জিজ্ঞেস করল হেনলে।

আয়নায় ইতিবাচক মুখভঙ্গি করল ক্যাব্রিলো।

ভ্যান ম্যানশন থেকে বের হওয়ার রাস্তায় উঠে এলো, মার্সিডিজ বেঞ্জ লিমুজিন ওর ঠিক পেছনেই। লিন্ডা ওটার পেছনে পায়ে হেঁটে এগুচ্ছে। নিজের গাড়িতে পৌছে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল ও।

BanglaBook.org

'গেটের কাছে গতি কমিয়ে গার্ড দুজনকে বলো রসের গাড়িতে উঠতে', ক্যাব্রিলোকে বলল হেনলে।

এক সেকেন্ড পর গাড়ি থামিয়ে ওদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে মেইন গেটের দিকে চলতে লাগল ক্যাব্রিলোর ভ্যান। প্রথম দলটা প্রায় বাইরে পৌঁছে গেছে।

স্ট্যানলে হো তার অফিসের দরজা খুলে মেগাফোন হাতে জানালার দিকে এগুতে গেলেন কিন্তু তার আগেই জায়গায় জমে গেলেন যেন।

গেট থেকে বেরিয়ে ডানে এগোল ক্যাব্রিলো।

'দেয়ালের পাশে কিং অপেক্ষা করছে, ওকে তুলে নাও', হেনলে নির্দেশ দিল।

লিমুজিন ভ্যানের থেকে বেশি দূরে নয়। মেইন গেটের কাছে ডানে ঘুরতে গতি ধীর করল ওটা, একই সময়ে রস গার্ড দুজনের কাছে পৌঁছল। রেইনহোল্ট আর প্রিয়র উঠলে গেটের দিকে এগোতে লাগল সে ও।

'দরজা বন্ধ কর', চিৎকার করে উঠলেন হো।

'বিদ্যুৎ নেই। গেট একা একাই খুলে আছে', গার্ড জানাল।

'যে-ই বেরুতে চাক আটকাও তাকে', চেচিয়ে বলল হো।

আদেশ শুনে গার্ড ছাউনী থেকে হোলস্টারের ফিতা খুলতে খুলতে বেরিয়ে এল। রস তখন গেট থেকে বিশ গজ দূরে। কোনো কাজে রস কখনো ইতস্তত করেনা, টলে না কিছু থেকে। গ্যাস পেডালে চাপ বাড়িয়ে সোজা গার্ডের দিকে চালিয়ে দিলো ও। একটা জীবন মরণ পরিস্থিতিতে পড়ে গেলো গার্ড।

ক্যাব্রিলো গতি কমাতেই কিং ধুপ করে দেয়াল থেকে ভ্যানের ছাদে লাফিয়ে পড়লো। তারপর ছাদ থেকে নেমে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে রাইফেলের কেসটা সিটের মাঝে বসিয়ে দিয়ে হ্যালপার্টের কোলে চড়ে বসল ও। লিমুজিন ওদের পাশ কেটে সামনে এগিয়ে গেল।

গেটের গার্ড তার পিস্তল হোলস্টার থেকে বের করার আগেই রসের গাড়ি কাছাকাছি পৌঁছে গেলো, কোনোমতে লাফ দিয়ে সংঘর্ষ এড়াতে পারলো সে। ঘণ্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিতে গেট থেকে বেরিয়ে এলো ওটা। দাঁত কামড়ে ব্রেক চেপে বনবন করে ডান দিকে হুইল ঘোরাল রস।

ডানে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল গাড়িটা। আবার গ্যাস পেডাল চাপল রস। ক্যাব্রিলোর ভ্যান ততোক্ষণে আবার চলতে শুরু করেছে। রাস্তার শেষে স্টপ সাইন পেরিয়ে ডানে ঘুরল ও, লিমুজিনকে অনুসরণ করছে। গার্ড ততোক্ষণে নিজেকে সামলে ম্যানশনের সামনের রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছে। পিস্তল বের করে গুলি করা শুরু করলো সে।

প্রথম গুলিটা লাগল পেছনে বাদিকের লাইটে, পরের দুটো লাগলো না। চতুর্থ গুলিটা পেছনের জানালা দিয়ে ঢুকে রিয়ারভিউ মিরর চুরমার করে দিল। রস ততোক্ষণে স্টপ সাইনে পৌঁছে গিয়েছে। ওখান থেকে বায়ে মোড় নিয়ে সাগরের দিকে ছুটলো ওর গাড়ি।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ২১

লিভারটা লাথি খেয়ে জায়গা থেকে সরতেই সাইডকার থেকে কিছু একটা বের হয়ে সারা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো। জিনিসগুলো আকারে মার্বেলের সাইজের, কিন্তু দেখতে বাচ্চাদের খেলনা ব্লকের মতো। তবে এটার সাথে ওটার পার্থক্য হচ্ছে, এর কোণাগুলো মারাত্মক চোখা।

জিনিসটা রাস্তায় পড়তেই মোটরসাইকেল আবার গতি ফিরে পেলো। তার পেছনেই পুলিশের গাড়িটা ধাতব টুকরোগুলোর ঠিক ওপরে এসে পড়লো।

পুলিশকারের সামনের দুই চাকাই ফেঁসে গেলো। এক সেকেন্ড পর পেছনেরগুলোও একই পরিণতি বরণ করল। মুহূর্তে গাড়িটা নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে একপাশে কাত হয়ে গেলো, চালক রীতিমতো যুদ্ধ করছে স্টিয়ারিঙের সাথে। একই সাথে বার বার ব্রেক চেপে যাচ্ছে। বা দিকে গড়িয়ে পড়ল গাড়িটা। প্রথমে একটা খবরের কাগজের র‍্যাকের সাথে ধাক্কা খেল তারপর ওটার পেছনের একটা টেলিফোন পোলের সাথে। এক মাইক্রোসেকেন্ড পর একটা এয়ার ব্যাগ এসে আঘাত করল পুলিশ অফিসারকে, সিটে গিয়ে পিঠ ঠেকল তার। ব্যাগের থেকে ছড়িয়ে পড়া পাউডার দূর হতে হতে দুই ব্লক পার হয়ে গেল মোটরসাইকেল দুটো।

মুখের সামনে থেকে ব্যাগটা সরিয়ে রেডিওর জন্য হাত বাড়াল সে, 'আমার গাড়ি এক্সিডেন্ট করেছে, হারিয়ে ফেলেছি ওদের।'

★★★

উদ্ধারকারী ট্রাক এসে পো'র মার্কাহীন গাড়িটাকে টেনে তুলেছে। ডিটেক্টিভ লিং পো এখন গাড়ির ভেতরেই বসে আছে। তার সমস্ত মনোযোগ গাড়ির রেডিওর দিকে। হেডকোয়ার্টার থেকে মাত্রই ম্যানশনের ডাকাতির ব্যাপারে জানানো হয়েছে তাকে। লিং পো জানে যে ওর বর্তমান বস সাং লীও ওখানে উপস্থিত ছিলেন। তাহলে কেন উনি এখনো চোরগুলোকে ধরার ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়া শুরু করেননি সেটা পো ভেবে পাচ্ছে না। আ-মা মন্দিরে ডাকাতি করা মোটরসাইকেল আরোহীদের পিছু ধাওয়াকারী অফিসারের রিপোর্ট শুনেছে ও কিছুক্ষণ আগে। দুটো ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা, এমনটাই ভাবছে পো। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে ট্রাকের দিকে এগুলো পো।

BanglaBook.org

'তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করো, এরপর এস্ত্রাদা দা পেনহায় নিয়ে চলো আমাকে', বলল ও।

'ঠিক আছে', ড্রাইভার বলল।

পো আবার তার গাড়িতে ঢুকে একটা পোর্টেবল রেডিও তুলে নিয়ে নতুন খবরের আশায় মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো আবার। গাড়ির পেছনে ট্রাকের হুক লাগানো শব্দ পেল ও। কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ি রাস্তা ধরে ম্যানশনের দিকে এগুতে লাগলো ওরা। আট মিনিট পর ট্রাকটা ম্যানশনের সামনের রাস্তায় এসে পৌছাল। গেটের দিকে এগিয়ে গেল পো। ছাউনির পাশে একজন গার্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে। নিজের ব্যাজ দেখাল ও।

'ডিটেক্টিভ লিং পো, ম্যাকাও পুলিশ', দ্রুত বলল ও।

'আপনি এসেছেন দেখে খুশি হলাম। মি. হো মাথা খারাপ করে দিচ্ছেন', গার্ড বলল।

'কি হয়েছে বলুন তো আমাকে', পো বলল।

কী কী ঘটেছিল সব খুলে বলল গার্ড। 'আমি কয়েকবার গুলি করেছিলাম, কিন্তু কাজ হয়নি', বলল সে।

পো গাড়িগুলোর বর্ণনা নোট করে রেডিওতে পাঠিয়ে দিল হেডকোয়ার্টারে। 'সারা দেশে খবর পাঠিয়ে দিন এখুনি। কেউ দেখলেই যেন অনুসরণ করে ওদের, থামানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। একা একা থামাতে পারবে না', বলল সে।

কথা শেষ করে আবার গার্ডের দিকে ঘুরল পো, 'আর কোনো অফিসারকে দেখেছেন এখানে আজ রাতে? আমার বস মি. রী'র এখানে আসার কথা ছিল', বলল সে।

'ঢোকার সময় দেখেছিলাম, তবে বের হতে দেখিনি', গার্ড বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত ভেতরের দিকে এগোল পো। লন পার হয়ে সামনের দরজার দিকে এগিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। লিভিং রুমের একটা কাউচে বসে আছে স্ট্যানলে হো, কানে একটা মোবাইল ফোন। চিফ ইন্সপেক্টর সাং রী পাশের একটা চেয়ারেই বসা।

'কী ঘটেছিল, স্যার?' রী'কে জিজ্ঞেস করল পো।

উত্তর দেয়ার আগে মুখে হাত ঘষলেন রী। 'আমার ধারণা কিছু একটা খাওয়ানো হয়েছিল আমাকে, এতোক্ষণে মাথা পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। যদিও মনোযোগ দিতে কষ্ট হচ্ছে খুব।'

পো মাথা নেড়ে, হো'র টেলিফোন কথন শুনতে লাগল।

'কী বলতে চান আপনি? ইমার্জেন্সি নাম্বারেই কল করেছিলাম আমরা', চিৎকার করে বলছে সে।

'আমাদের কাছে ওরকম কোনো কলের রেকর্ড নেই', অপারেটর জানাল।

'পরে আবার ফোন দিচ্ছি আপনাকে', বলে লাইন কেটে দিলেন হো।

'আপনি আবার কে?' পো'কে জিজ্ঞেস করলেন হো।

'এ হচ্ছে লিং পো। আমার সেরা লোকদের একজন', রী জবাব দিল।

BanglaBook.org

'আমার একটা অমূল্য মূর্তি চুরি হয়ে গিয়েছে আজ রাতে', হো বলল।

'কী রকম মূর্তি?' পো জিজ্ঞেস করল।

'একটা ছয় ফুট লম্বা নিরেট সোনার বুদ্ধমূর্তি', হো বললেন।

'আজ সন্ধ্যার দিকে এরকম আরো একটা মূর্তি চুরি হয়েছে আ-মা মন্দির থেকে। আমার কাছে ব্যাপারটা মোটেও কাকতালীয় মনে হচ্ছে না', পো বলল।

'শুনে খুশি হলাম!' ব্যাঙ্গাত্মক কণ্ঠে বললেন হো।

'কেবল ফোনে কার সাথে কথা বললেন?' পো জিজ্ঞেস করল।

'একজন অতিথি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা হেলিকপ্টার-অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠিয়েছিলাম', হো বললেন, 'কিন্তু ওদের কাছে নাকি কোনো রেকর্ডই নেই এর!'

'আপনিই হেলিকপ্টারের জন্য কল করেছিলেন?' পো জানতে চাইল।

'না, একজন সিকিউরিটি গার্ড ফোন করেছিল। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম', হো বলল।

'গার্ডকে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই', পো বলল।

'সমস্যা তো ওখানেই', মাঝখানে নাক গলালেন রী, 'গার্ডেরা চলে গিয়েছে!'

'কোত্থেকে ভাড়া করেছিলেন ওদের?' পো জিজ্ঞেস করল।

'ইন্সুরেন্স কোম্পানি ওদেরকে ভাড়া করে দিয়েছিলো', হো স্বীকার করলেন।

'কোন কোম্পানি?' পোর জিজ্ঞেস।

হো তার টাক্সেডোর পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিলেন। পো ফোন দিল সেই নাম্বারে। নিজের পরিচয় দেয়ার পর কোম্পানি অপারেটরকে জেরা করল ও। এরপর নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে লাইন কেটে দিল।

'লোকটা ওর বসকে ডেকে আনতে গিয়েছে, মি. হো। কিন্তু ও বলছে গত এক মাসে নাকি আপনার সাথে ওদের কোনো যোগাযোগ হয়নি', পো বলল।

'কি ছাইপাঁশ বলছেন। ওদের একজন অফিসার এসেছিল আজ বিকেলে, তার সাথে বিস্তারিত কথাবার্তা হলো', হো বলল।

'উনার সাথেই কী আপনার নিয়মিত লেনদেন হয়?' ডিটেক্টিভের প্রশ্ন।

হঠাৎই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে উঠল হো'র কাছে। শুরু থেকেই তার সাথে জোচ্চুরি করা হয়েছে।

'হারামজাদারা!' চেঁচিয়ে উঠলেন উনি। হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিল থেকে একটা শোপিস নিয়ে আছড়ে ফেললেন মেঝেতে। তারপর একটা চেয়ার ছুড়ে মারলেন দেয়ালে।

'শান্ত হোন, মি. হো', বলল পো, 'শুরু থেকে কী ঘটেছে, সব খুলে বলুন আমাকে।'

★★★

হেনলে জিপিএস স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। বিপ বিপ করে সেখানে ক্যাব্রিলোর ভ্যান, রসের গাড়ি আর লিমুজিনের এগিয়ে যাওয়া দেখাচ্ছে। পরিকল্পনা মোতাবেকই ঘটছে সব। তাই আপাতত অন্যদিকে মনোযোগ দিলো ও।

BanglaBook.org

'কিডন্যাপিং-এর রিপোর্ট করার সময় হয়ে গিয়েছে', অপারেটরকে বলল হেনলে।

অপারেটর ম্যাকাও পুলিশে ফোন করে ল্যাসিটার যেখানে আছে তার ঠিকানা দিল। ইসেন্ডার ক্ষেত্রেও ঠিক একই কাজ করল। দুই মিনিট পর দুই জায়গাতেই পুলিশের গাড়ি ছুটল। ব্যাপারটা ওদের জন্যে পরিস্থিতি আরো ঘোলা করে দিয়েছে।

আ-মা মন্দিরের নিচে, সামুদ্রিক জাদুঘরের পাশে লিন্ডা রস ওর গাড়ি ছেড়ে নামল। প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা রেইনহোল্ট আঘাত পেয়েছে, রিয়ার ভিউ চুরমার করে দেয়া গুলিটা ডান কানে বিঁধেছে ওর। রক্তপাত হচ্ছে এখন।

'ধরে নৌকায় ওঠাও ওকে', প্রিয়রকে বলল লিন্ডা।

তারপর ঘাটে বাঁধা একটা তিরিশ ফুট লম্বা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্ক্যারাবের (স্পিডবোটের নাম) দিকে এগিয়ে গেলো দ্রুত। ওটায় উঠেই হালের কাছে এগিয়ে ইঞ্জিন চালু করে দিলো। ইঞ্জিনটা সুস্থির হতেই নেমে এসে গাড়ির দিকে এগুলো।

'সাবধানে নিয়ে যাও ওকে, মাথাটা উঁচু করে রেখো', পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রিয়রকে বলল ও।

গাড়ির ট্রাংক খুলে ভেতরে একটা টাইমার সেট করে বসিয়ে দিলো রস। তার আগে ওটা ঘুরিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে ঠিকঠাক চলেছে কি-না। এরপরে বোটে ফিরে আসল।

'তুমি চালাতে পারবে এটা?' প্রিয়রকে জিজ্ঞেস করল রস।

'তা আর বলতে', বলেই ড্রাইভিং সিটে বসে পড়লো।

স্ক্যারাব ঘাট ছাড়লে রস রেইনহল্টের শুশ্রূষায় লেগে পড়ল। বোট একশো গজ পার হতেই রসের গাড়িটা একটা আগুনের গোলায় পরিণত হল, আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়ল সে আগুন।

★★★

'সমুদ্র জাদুঘরের পাশে একটা বিস্ফোরণ ঘটেছে', পুলিশের একজন লোক জানালো পো'কে।

'ফায়ার সার্ভিস পাঠাও ওখানে। আর কিডন্যাপিং কলগুলোর কী অবস্থা?'

'প্রথম ইউনিট জায়গামতো পৌঁছে গেছে। শহরের উত্তর দিকের একটা বাড়ি ওটা। দ্বিতীয় গ্রুপটাও কয়েক মিনিটের মাঝেই জায়গামতো পৌঁছে যাবে।'

'আমাকে জানিও', বলে জানালার দিকে এগুলো পো। তাকিয়ে রইল দূরের ধোঁয়ার স্তম্ভের দিকে।

BanglaBook.org

★★★

লিমুজিনের সামনের সিটে রেয়েসের পাশে ব্যারেট ওর গার্ড ইউনিফর্ম খুলে ফেলল। নিচে একটা ঢোলা পায়জামা আর কালো টি-শার্ট পরা ওর।

'তো রিক, কোনটা বেশি ভালো লাগলো? জাহাজে বসে থাকা নাকি অপারেশন?' হ্যাক্সলে জিজ্ঞেস করল।

পেছনে ট্রুইটের সাথে বসেছে হ্যাক্সলে। চামড়ার টপের ওপরে একটা হাতাছাড়া নীল সোয়েটার গায়ে চড়িয়েছে সে। কিন্তু বর্ম খুলে গিয়ে সোয়েটারের ভেতরে তালগোল পাকিয়ে ফেললো, ওটা খুলে জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দিল। ব্যারেট পুরো ব্যাপারটাই দেখল রিয়ারভিউ মিররে।

'জাহাজে কখনই এতটা উত্তেজনার কিছু হয় না', স্বীকার করল সে।

ট্রুইট লিমুজিনের পেছনের কামরার আলো জ্বেলে একটা বক্স থেকে একটা নকল গোফ বের করল, এরপরে ঠোঁটের ওপরে বসাল ওটা। এরপর আরেকটা নকল দাঁত বের করে মুখে পুরল। তারপর কেমন হলো দেখতে তাকাল আয়নায়। কথা বলতে বলতে একটা বোতল থেকে ধূসর একটা তরল মাখতে লাগল মুখে।

'ওরা কিন্তু এতক্ষণে এই গাড়িটা খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে', বলল সে।

রেয়েস লিমো ড্রাইভারের ইউনিফর্মটা বুকের কাছে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললো। নিচে আরো একটা শার্ট দেখা গেলো। প্যান্টের হাঁটুর কাছটাও ছিঁড়ে ফেললো। নিচেই আরেক রঙের প্যান্ট দেখা গেলো।

'সানগ্লাস', ট্রুইটকে বলল ও।

পেছন থেকে ট্রুইট ওর হাতে সানগ্লাস ধরিয়ে দিল। রেয়েস চোখের ওপর বসিয়ে দিলো সেটা। হ্যাক্সলেও চামড়ার প্যান্ট আর স্কার্ট খুলে ফেলল। চোখের নকল পাপড়ি তুলে ট্রুইটের কাছ থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে সেটা থেকে ভেজা একখণ্ড কাপড় বের করে মুখের মেকাপ ধুয়ে ফেলল।

'এটুকুতেই চলবে বলে মনে হচ্ছে', ট্রুইট বলল।

রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল চারজন। তারপর দুই দলে বিভক্ত হয়ে সরু গলি ধরে হেঁটে এগুতে লাগল প্রধান মার্কেটের দিকে। লিমোজিনটা চলছে এখনো, দরজা হাট করে খোলা। দশ মিনিটের মাঝেই একজন পুলিশ অফিসার খুঁজে পেল গাড়িটা। কিন্তু কোনো সূত্রই পাওয়া গেলো না তাতে, রিপোর্ট করার মতো তেমন কিছুই নেই।

BanglaBook.org

★★★

ব্লকের অর্ধেকটা বাকি থাকতেই ক্যাব্রিলো গ্যারেজ খোলার সুইচ টিপে দিলো।

ভ্যান ভেতরে ঢুকে দরজা আবার বন্ধ হওয়ার পর সবাই বেরিয়ে আসল ভ্যান থেকে।

'ওদের কাছে এখন আমাদের সবার চেহারার বর্ণনা আছে। দ্রুত সব পালটে ফেলো, বেরুতে হবে আবার,' ওদের ছদ্মবেশের পোশাক-আশাক ভরা পঞ্চান্ন গ্যালনের একটা ড্রামের ওপর টোকা দিয়ে বলল ক্যাব্রিলো।

ড্রাম খুলতেই দেখা গেলো কাপড়ের ওপর একটা কাগজের প্যাকেট। ওটা পাশে সরিয়ে রেখে ওখানেই দাঁড়িয়ে দ্রুত কাপড় পালটে নিলো ক্যাব্রিলো। ওর পাল্টানো শেষ হতেই বাকিরাও শুরু করলো। আর ক্যাব্রিলো প্যাকেটটা খুলে ভেতরের কাগজগুলো দেখতে লাগলো।

'তোমাদের মধ্য থেকে দুজনকে আজ রাতে শহরে থাকতে হবে', পাসপোর্ট আর হোটেল রিজার্ভেশন ফর্ম বের করার সময় বলল ও, 'ওরিগনের দিকে এত বেশি গাড়ি যেতে দেখলে সন্দেহ জাগতে পারে। বরাবরের মতোই নিয়ম হচ্ছে মদ খাওয়া যাবে না। আর এমন কোথাও থাকবে যেখানে কোনো ঝামেলা হলেই সাথে সাথে খবর পাঠানো যায়।

ও সবার হাতে যার যার কাগজ বুঝিয়ে দিলো, তারপর পূরো দলটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখন পর্যন্ত সব ভালোয় ভালোয়েই হয়েছে।'

এমন সময় একটা সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া গেলো।

জানালার দিকে ছুটে গেল ক্যাব্রিলো, কিন্তু গাড়িটা ওদের বিল্ডিং ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল, 'ফায়ার সার্ভিসের ট্রাক, তার মানে রস নিশ্চিয়ই নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে পেরেছে।'

দলটার কাছে ফিরে আসল ক্যাব্রিলো, 'ঠিক আছে, এখন বাকি কাজ ডিম ভাজার মতোই সোজা।'

পেছনের দরজা দিয়ে সবাই বেরিয়ে যার যার ভিন্ন পথ ধরল।

★★★

দক্ষিণ পাশের পাহাড়ি দ্বীপটার পাশ দিয়ে স্ক্যারাবটা ঘুরিয়ে নিয়ে এলো প্রিয়র, এরপর ওরিগনের দিকে কোর্স ঠিক করল।

হাল আর পেছনের সিটের মাঝের ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালো রস।

'কি অবস্থা ওর?' চলন্ত বোটের শব্দ ছাপিয়ে জিজ্ঞেস করল প্রিয়র।

'তেমন ভালো না। কানের লতি ছিঁড়ে গিয়েছে।'

'ব্যথা করছে?'

'হুম, খুব কষ্ট পাচ্ছে বেচারা।'

'ওরিগনের সাথে যোগাযোগ করা উচিত, ক্লিনিকটা যাতে আগে থেকেই প্রস্তুত রাখতে পারে', প্রিয়র বলল।

'রেডিও বন্ধ করে রাখতে বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষও শুনে ফেলতে পারে এই ভয়ে', রস বলল।

প্রিয়র ঘুরে ওর অসুস্থ বন্ধুর দিকে তাকাল। হেসে সাহস দেয়ার চেষ্টা করলো, 'ওরিগন তো এখানকার সব ফ্রিকোয়েন্সিই নজরে রাখছে, তাই না?'

BanglaBook.org

'স্থল-জল-আকাশপথ, তিনটাই', রস একমত হলো।

'আর আমাদের শুধু নৌপথেরটায় যোগাযোগ করা নিষেধ?'

'হ্যাঁ।'

কিন্তু হেলিকপ্টার থেকে তো কথা বলা যেতে পারে। কারণ সেটা বন্ধ হয়ে গেলে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বুঝতে পারবে যে কিছু একটা গোলমাল বেধেছে, ঠিক না?'

'হ্যাঁ', রস বলল, 'হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছে সব।'

প্রিয়র ওর বেল্ট থেকে ওয়াকি টকি খুলে হাতে নিলো, 'কখনো কখনো বিমানেও ট্রান্সমিট করতে পারে এগুলো।'

রস ওর হাত থেকে পাকড়াও করল ওটা, তারপর স্ক্যান লেখা বোতামে চাপ দিল। কয়েক সেকেন্ড পরে একটা বারগান্ডি ৭৩৭ উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে, রস পাইলটকে নামার অনুমতি চাইতে শুনল। কথা বলার বাটনে চাপ দিয়ে ও হেলিকপ্টারকে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো। মাত্র কিছুক্ষণ হয় নেমেছে ওটা। ক্রাবট্রি আর স্পেন্সারকে একটা গাড়িতে তুলে দিয়ে হেডসেটটা খুলতে ফিরে এসেছিলো পাইলট, এমন সময় কলটা এল। আর দুই মিনিট পর হলেই আর পাওয়া যেত না তাকে।

'হেলিকপ্টার ফোর-টু, এক্স রে, আলফা। বলে ফেলো', পাইলট বলল।

'সিক্স-থ্রি, একজন ইন্ডিও পাওয়া গিয়েছে', বোটের ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে বলল রস।

রসের কর্মচারী নাম্বার হচ্ছে তেষট্টি, ইন্ডিও হচ্ছে কেউ আহত হওয়ার সংকেত।

ওরিগনে মাইক্রোফোন তুলে নিল হেনলে, 'হেলিকপ্টার ফোর-টু, এক্স রে, আলফা, বুঝেছি। যেখানে যাওয়ার কথা সেখানে নিয়ে যাও। সিক্স থ্রি ইন্ডিওটা কে?'

'এইট-ফোর।'

'এইট-ফোরের ফাইলটা নিয়ে আসো', অপারেটরকে চেঁচিয়ে বলল হেনলে। লোকটা কম্পিউটারে রেইনহল্টের ফাইলটা ওপেন করলো। চার্টের ওপরে ওর রক্তের গ্রুপ লেখা।

'বুঝেছি, সিক্স থ্রি। দরকারি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে', হেনলে বলল।

'সিক্স-থ্রি, পাঁচ মিনিট লাগবে আর।'

'লাইন কেটে দাও', নির্দেশ দিল হেনলে।

তিনবার বাটনটায় চাপ দিল রস, 'তাড়াতাড়ি চালাও', চিৎকার করে উঠল ও।

'ক্লিনিকে গিয়ে ব্লাড সাপ্লাই চেক করে দেখো তো। এইমুহূর্তেই এবি পজিটিভ রক্ত দরকার আমাদের', কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে একজন অপারেটরকে বলল হেনলে।

BanglaBook.org

'তুমি গিয়ে নাইট স্কোপে দেখো লিন্ডা আসছে কি-না। দেখা মাত্র ডেক লাইট জেলে দিবে, ওপরে উঠতে সাহায্য করবে ওদের', আরেকজন অপারেটরকে বলল হেনলে।

'বুঝতে পেরেছি', বলে ছুট লাগাল লোকটা।

ঠিক সেই মুহূর্তে হেলিকপ্টারের পাইলট একটা শেভ্রলে এসইউভি চালিয়ে রানওয়ের শেষ প্রান্তের একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলো। কিছুদূর এগিয়ে একটা স্টপ সাইন দেখে থেমে দাঁড়ালো, তারপর এয়ারপোর্ট ছেড়ে যাওয়া গাড়িঘোড়ার সাথে মিশে গেল। ঘন্টায় ত্রিশ মাইল গতিতে ছুটছে ওটা, এমনসময় ফ্লাশলাইটওয়ালা দুটো পুলিশ কার পাশ কেটে যেদিক থেকে ওরা এসেছে সেদিকে ছুটে গেল।

এক্সিলারেটর চেপে একটা বাসকে পাশ কাটাল পাইলট, তারপর ক্রাবট্রির দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম।'

ক্রাবট্রি স্পেন্সারের ঘাড়ে হাত রেখে পালস পরীক্ষা করে দেখল।

'হ্যাঁ, তবে এখন আর চিন্তা নেই।'

★★★

ওরিগনের গায়ে এসে ভিড়ল বোট, বাতাসে ছুড়ে দেয়া একটা দড়ি ধরে ফেলল ব্যারেট। সিং-এর সাথে বাঁধল দড়িটা, ওটায় করেই ডেকে তোলা হবে বোটটা। রস আর কন্ট্রোল রুম থেকে আসা অপারেটর ধরাধরি করে রেইনহোল্টকে বয়ে নিয়ে গেলো। এরপর ব্যারেট দড়ি ঢিলা করে আগে থেকেই পানিতে নামিয়ে দেয়া সিং-এর সাথে বেঁধে দিলো স্ক্যারাবটা। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে বোট থেকে নেমে কাছেই একটা সুইচ টিপে দিলো। স্ক্যারাবটা ধীরে ধীরে পানির ওপরে উঠতে লাগল। আপার ডেকের ওপর এসে পৌছালে আরেকটা সুইচ টিপল ও, ওটার নিচে দুটো দণ্ড আড়াআড়িভাবে জুড়ে গেলো। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগল। দূরে পানিতে পুলিশ পেট্রল বোটের সার্চলাইটের আলো দেখতে পেল ও।

দণ্ড দুটো জোড়া লাগতেই আরেকটা সুইচ চাপল ও। চারটা মরিচা পড়া ধাতুর প্লেট উঠে এসে ঘিরে ফেলল স্ক্যারাবটাকে। এরপর আরো একটা সুইচ চাপল ও, একটা ছাদ এসে ঢেকে দিল জলযানটা। পেট্রল বোটটা চ্যানেলে আসতে আসতে ব্যারেট ভেতরে ঢুকে ক্লিনিকের দিকে হাঁটা দিলো।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ২২

ছদ্মবেশে ক্যাব্রিলোকে বুড়ো প্রফেসর বা অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের মতো লাগছে। একটা স্পেশাল অপারেটিভ দলের নেতার ছিটেফোঁটাও নেই ভেতরে। ম্যাকাও এর শহরতলী দিয়ে হাঁটছে ও। পকেট থেকে ওর ব্যক্তিগত কমিউনিকেটর বের করে হেনলের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে লাগলো।

অ্যাসাইনমেন্টের চারভাগের এক ভাগ শেষ হয়েছে কেবল। বাকি তিনভাগ এখনো বাকি। অপারেশনের প্রথম অংশ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই পরিকল্পনামাফিক গোল্ডেন বুদ্ধকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে ওরা। কিন্তু দ্বিতীয় দলটা কতদূর করেছে কে জানে! এ তথ্যটা জানা যাবে ওরিগনের কন্ট্রোল রুম থেকে।

ওর কমিউনিকেটর ভাইব্রেট করে উঠল।

একটা ঠিকানা দেখা যাচ্ছে তাতে, সেদিকেই এগুলো ও।

★★★

'জ্বী স্যার, উনি আর উনার স্ত্রী দুজনকেই বিছানায় বেঁধে রাখা হয়েছে', সেল ফোনে ম্যাকাও পুলিশ অফিসার বলল।

'মারধর করেছে নাকি আবার?' পো জিজ্ঞেস করল।

'না স্যার। কাজটা যারা করেছে তারা ওনাদের বিনোদনের জন্য স্টেরিওতে গান বাজিয়ে রেখে গিয়েছে। সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে একটা চিরকুটও রেখে গিয়েছে', পুলিশের লোকটা বলল।

'ওনাদেরকে ধরে এনেছে কীভাবে? আক্রমণকারীদের কোনো বর্ণনা দিতে পারবে ওনারা?' পো জিজ্ঞেস করল।

'না। কিছুই দেখেনি ওরা। দুজনেরই হাতে ছোট্ট ছিদ্র পাওয়া গিয়েছে, সম্ভবত হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ ঢোকানো হয়েছিল। প্লাস্টিকের দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিলেন এতক্ষণ। আমরা পৌঁছানোর পর ওনাদের জ্ঞান ফিরেছে', পুলিশম্যান জানাল।

কাজটা যারাই করে থাকুক তারা লোক বেশ দক্ষ–পো'কে এতটুকু স্বীকার করতেই হবে।

BanglaBook.org

'চিরকুটটা ল্যাবে নিয়ে যাও। আর টেকনিশিয়ানদের দিয়ে ঠিকমতো খুঁজে দেখ বাড়িটা, কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি-না', সে বলল।

'সেটাই করছি, স্যার', পুলিশ ম্যান বলল।

'ভালো। আমি পরে আবার যোগাযোগ করবো', পো বলল।

লাইন কেটে দিয়ে রী'র দিকে ঘুরল ও।

'ইন্সুরেন্সের অফিসার লোকটা আর তার স্ত্রীকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গিয়েছে ওরা। আর ক্ষমা প্রার্থনা করে চিরকুট রেখে গিয়েছে একটা', বলল সে।

স্ট্যানলে হো'র রাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। একেবারে সবার সামনে বোকা বানানো হয়েছে তাকে। এসবের মূল ওই বৃটিশ কুকুরটা।

'প্রথম থেকেই ঠকানো হচ্ছিলো আমাকে। ঐ কাউন্টেস ছিল ভুয়া, তার অসুস্থতাও ছিল ঢং আর হেলিকপ্টারের ব্যাপারটা ছিল কৌশল', জোরে জোরে বললেন হো।

আবার পোর ফোন বেজে উঠলে পো হাত উঁচিয়ে থামতে বলল তাকে।

'পো বলছি।'

'স্যার, আমরা অ্যাপার্টমেন্টটায় ঢুকেছি। বাসার ক্লোজেটে ইসেল্ডা নামের একজন মহিলাকে বাঁধা অবস্থায় পেয়েছি', অফিসার বলল।

'কোনো ক্ষতি হয়েছে তার?'

'সিগারেট খেতে পারেননি অনেকক্ষণ, এছাড়া কিছু হয়নি। বাঁধন খোলার পর থেকে এখন পর্যন্ত হাফ প্যাকেট সিগারেট শেষ করে ফেলেছেন', অফিসার বলল।

'আক্রমণকারীদের কাউকে দেখেছেন নাকি উনি?'

'উনি বলছেন ব্যাপারটা নাকি অনেকটা আয়নায় তাকানোর মতো। তার মতোই দেখতে আরেকজন তাকে ক্লোজেটে ঢুকিয়ে ভেজা ন্যাকড়া পুরে দিচ্ছে মুখে। এতটুকুই তার মনে আছে', বলল সে।

পো সেলফোন হাত চাপা দিয়ে রী'র সাথে কথা বলল, 'ওরা পার্টি প্ল্যানারও পাল্টে দিয়েছিলো।'

হো হাত তুলে গালাগাল দিতে লাগলেন।

'অ্যাপার্টমেন্টটা ভালো করে খুঁজে দেখো কোনো সূত্র পাও কি-না। এরপর মহিলাকে থানায় নিয়ে গিয়ে একটা অপহরণের মামলা করিয়ে রেখো', আদেশ দিল সে।

'বুঝেছি, বস' অফিসার বলল। তা শুনে এপাশে পো লাইন কেটে দিল।

রী'র মন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। কথা বলতে বলতে পায়চারি করছেন উনি।

'খুব বড় বাজেটের অপারেশন এটা, দারুণভাবে সাজানো হয়েছে। কি ঘটেছে একেবারে শুরু থেকে বলুন দেখি', বললেন উনি।

BanglaBook.org

'ইন্সুরেন্সের লোকটা ছিল ভুয়া। ওরাই অন্য লোকের পাশাপাশি আমার পার্টি প্ল্যানার আর ব্যান্ডের লোকদের ভেতরে ঢুকিয়েছে', বললেন হো।

'তার মানে ওরা নিজেরাই মূর্তিটাকে পাহারা দিচ্ছিল। রক্ষকই শেষ পর্যন্ত ভক্ষক হয়ে গেলো দেখা যাচ্ছে', রী মন্তব্য করলেন।

এমন সময় যে টো-ট্রাক ড্রাইভার পো'কে ম্যানশনে নিয়ে এসেছে সে লিভিং রুমে এসে ঢুকল।

'কী ব্যাপার?' পো জিজ্ঞেস করল।

'আপনার টায়ার পাল্টানো হয়ে গিয়েছে স্যার। ভেতরের দিকে একটা ফুটো খুঁজে পেয়েছি ওটায়', ড্রাইভার বলল।

'তো?'

'আমার মনে হয় কেউ আপনার টায়ারে গুলি করেছিল। ইঞ্জিনের ভেতর খুঁজলে কোথাও একটা বুলেট পাওয়া যেতে পারে', টো-ট্রাক ড্রাইভার বলল।

'ঠিক আছে খুঁজে দেখব, গাড়ি ঠিক হলে তুমি চলে যেতে পারো। ডিপার্টমেন্ট থেকে বিল দিয়ে দেবে তোমার', পো বলল।

টো-ট্রাক ড্রাইভার রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

'কোনো আলতু-ফালতু চোরের দল না এটা। লং রেঞ্জ স্নাইপার আছে ওদের, আছে হেলিকপ্টার পাইলট আর ছদ্মবেশ নিতেও ওস্তাদ এরা', রী মন্তব্য করলেন।

'আমি নিশ্চিত ওরা এখানকার কেউ না', পো বলল।

'যাক এটা শুনে যে কি ভালো লাগছে!' ব্যঙ্গ করলেন হো, 'পেশাদার লোকেরাই ডাকাতি করেছে আমার এখানে। ভাই, আগে আপনারা দুজন আমার গোল্ডেন বুদ্ধ উদ্ধার করে দিন, তারপর সারাদিন ওদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলাপ করবেন, কেমন?'

সেই মুহূর্তেই ১৭জন ম্যাকাও পুলিশ অফিসার আর আরো দুজন গোয়েন্দা সূত্রের আশায় উঠান আর ম্যানশনে তল্লাশী চালাচ্ছে। আরো তিনজনকে পাঠানো হয়েছে এয়ারপোর্টে, কিডন্যাপিং সাইটে আরো দুজন। পুরো পুলিশ ফোর্সটাই এখন দৌড়ের ওপর আছে, আর হো শুধু অভিযোগ করেই যাচ্ছেন।

'আমরা আমাদের পক্ষে যা সম্ভব সবই করছি। খুব দ্রুতই ধরা পড়বে ওরা', ডিটেক্টিভ বলল।

বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকিয়ে রুম ছেড়ে চলে গেলেন হো।

★★★

প্যারেড পাহাড় থেকে নামতে শুরু করতেই অভ্যন্তরীণ বন্দরে আতশবাজির বজরাটা তাদের সন্ধ্যার প্রদর্শনী শুরু করল। একজোড়া মোটর-সাইকেল দেখার সাথেই ম্যাকাও পুলিশ রাস্তার শেষ মাথা ঘিরে ফেলল। গোলাগুলি করা ছাড়া পালানোর কোনো পথই নেই। লোকদুটোকে ধরা এখন সময়ের ব্যাপার

BanglaBook.org

মাত্র। গোল্ডেন বুদ্ধ ভরা মোটরসাইকেলের আরোহী রাস্তার পাশের একটা গলিতে ঢুকে গেলো। এরপর হর্ণ বাজাতে বাজাতে ভিড় ঠেলে এগুতে লাগলো। ওর সঙ্গীও আসছে পেছন পেছন। সাইরেনের আওয়াজটাও বাড়ছে সেই সাথে।

সামনেই একটা লম্বা ড্রাগনের মঞ্চ, কিছুক্ষণ পর পর মুখ থেকে ধোঁয়া ওগরাচ্ছে ওটা।

★★★

ওরিগনে ম্যাক্স হেনলে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। জয়স্টিকটা সামান্য বায়ে ঘোরাল সে। রাস্তার মাঝে গিয়ে দাঁড়াল ড্রাগনটা। আরেক স্ক্রিনে পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে দৃশ্যটা। একটা মোটরসাইকেল চোখে পড়ল হেনলের। আরেকটা স্ক্রিনে ম্যাকাওয়ের জিপিএস ম্যাপ দেখা যাচ্ছে। জ্বলজ্বল করা বিন্দুগুলো পুলিশের গাড়ি নির্দেশ করছে। মোটরসাইকেল আরোহীদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে প্রায়, আবার মঞ্চটা সরাল হেনলে। এরপর ম্যাকাও পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট থেকে চুরি করা একটা ব্লুপ্রিন্টের দিকে তাকাল।

★★★

ক্লিফ হর্নসবাই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে, ঘামছে রীতিমতো। বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের ভেতর একটা বাক্সে বসে আছে সে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্লিফ, ধাতব মইয়ের গোড়ায় একটা লিফট ব্যাগ জুড়ল। জায়গামতো জিনিসটা লাগার পর মই বেয়ে উঠতে লাগল সে, ওপরে ওঠার সময় পরীক্ষা করে নিল যে কাঠের পাটাতনের কোথাও ফাঁপা আছে কি-না। ওটা যে ঠিক আছে সেটা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার পর হাত দিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনাটা পরীক্ষা করে দেখল খোলা আছে কি-না, সন্ধ্যায় একবার খুলে দেখেছিল ওটা আলগা কি-না।

এখন শুধু সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

কন্ট্রোল বক্সের দিকে তাকাল হেনলে। ড্রাগনের মুখ থেকে বেরনো আগুনের জন্য গ্যাস জেট, রঙ্গিন ধোঁয়ার জন্য অ্যালুমিনিয়ামের চার্জ পাউডার, কন্ট্রোল করার জন্য জয়স্টিক সবই আছে। তখনই রেডিওতে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসল।

'ইনফেন্টে ড. হেনরিখ অ্যাভেন্যু আটকে দিয়েছে ওরা', হ্যালপার্ট বলল।

'বুঝেছি। তোমার কাজ শেষ ওখানে, মাইকেল। চলে এসো', হেনলে বলল।

হ্যালপার্ট রাতের জন্য ওর হোটেল রুমের দিকে এগুতে লাগল।

'এখন যাও', মোটরসাইকেল আরোহী দুজনকে বলল হেনলে।

হেনলে ড্রাগনের মঞ্চটা ম্যানহোল কাভারের ওপরে নিয়ে থামাল। সাইড ক্যামেরায় দেখতে পেল, পাশের গলি থেকে এগিয়ে যাচ্ছে মোটরসাইকেল আরোহীরা।

BanglaBook.org

'উপরে উঠো হর্নসবাই', রেডিওতে আদেশ দিলো হেনলে।

ম্যানহোল ঢাকনি উল্টে দিল হর্নসবাই। তারপর ওটা পাশে ঠেলে দিয়ে ওর ওপর থামা বিশাল জানোয়ারটার পেটের দিকে তাকাল। বেল্ট থেকে একটা টর্চলাইট খুলে পরীক্ষা করে দেখল ভেতরটা। একপাশে একটা টিউবওয়ালা গ্যাস কন্টেইনার বসানো। আরেকপাশেও একটা ছোট টিউব দেখা যাচ্ছে, তাতে একটা বিস্ফোরক লাগানো। বিস্ফোরকটা হালকা সবুজ আলোয় জ্বলজ্বল করছে। এমন সময় মোটরসাইকেলের এগিয়ে আসার শব্দ শুনল সে, সাথে সাথে মাথা নিচু করে ফেলল।

প্রথম মোটরসাইকেলটা পাশের কাপড় ভেদ করে ভেতরে গিয়ে থামল। মনে হচ্ছে যেন একটা তাঁবুর ভেতরে আছে সে। ড্রাগন-মঞ্চের ভেতরের অংশ পনেরো ফুট লম্বা আর আট ফুটেরও বেশি চওড়া। উচ্চতায় প্রায় সাত ফুট। সিট থেকে নামার পর লোকটার নিজেকে একটা ছোট বাচ্চা বলে মনে হতে লাগল, যেন একটা গোপন দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। দ্বিতীয় মোটরসাইকেলটাও ঢুকে পড়লো এমন সময় আর হর্নসবাই গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসল।

বব মিডৌজ হেলমেট খুলে পাশে ছুড়ে দিলো।

'পুলিশের গাড়ি দেখেছি আমি। রাস্তার শেষমাথায়', বলল সে।

পিট জোন্সও তার হেলমেট পাশে খুলে রাখল, 'তাহলে ঝটপট হাত লাগাও', মিডৌজকে বলল সে।

'হাই, হর্নি', সাইডকার থেকে গোল্ডেন বুদ্ধকে খুলতে খুলতে মিডৌজ বলল।

জোন্সও এগিয়ে এসে ওকে সাহায্য করতে লাগলো, 'জিনিসটা খুব ভারী, ক্লিফ।'

'আমার কাছে একটা কাঠের তক্তা আছে। এটাকে শুধু টেনে ওটার ওপর তুলতে পারলেই হবে, একাই নিচের লিফট ব্যাগে গিয়ে পড়বে', হর্নসবাই বলল।

'বুদ্ধিতো ভালোই', বুদ্ধকে নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে বলল মিডৌজ।

ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে হেনলে। ম্যাকাও পুলিশ ভালোমতোই পিছু নিয়েছে। অস্ত্র তাক করে বিভক্ত জনতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা। আগুনের বোতামে চাপল হেনলে, ড্রাগনের মুখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল।

গোল্ডেন বুদ্ধকে তক্তার ওপর বসিয়ে ছেড়ে দেয়া হলো। ওটা তক্তা ধরে পিছলে নিচের ব্যাগে গিয়ে পড়লো, তারপরে গড়িয়ে গেলো একপাশে। হর্নসবাই তক্তাটা চেপে ধরে রেখেছে, মিডৌজ আর জোন্সকে ইশারা করল ও।

'প্রথমে তোমরা দুজন যাও। নিচে নেমেই তক্তাটা একপাশে সরিয়ে ফেলবে। আমি ঢাকনি লাগিয়ে দিচ্ছি', বলল সে।

মিডৌজ আর জোন্স মই বেয়ে নিচে নামতে লাগল। হর্নসবাই বিস্ফোরকওয়ালা টিউবটার কাছে গিয়ে চালু করে দিলো ওটা। এখন লাল আলো বেরুতে লাগলো

BanglaBook.org

ওটা থেকে। আবার ম্যানহোলের কাছে ফিরতে ফিরতে হেনলের গলা শোনা গেলো রেডিওতে।

'তোমরা কোথায়? পুলিশ আর মাত্র একশো গজ দূরে', দ্রুত বলল হেনলে।

মই ধরে কয়েক ফুট নেমে হাত দিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনি জায়গামতো বসিয়ে দিল হর্নসবাই। তারপর জ্যাকেটের কলারে লাগানো একটা ছোট সুইচে চাপ দিয়ে কথা বলা শুরু করল।

'বিস্ফোরকটা চালু করে ঢাকনিও বন্ধ করে দিয়েছি। নিচে নামতে দশ সেকেন্ড মতো লাগবে', বলল সে।

'বুঝেছি', হেনলে বলল।

হর্নসবাই মইয়ের নিচে পৌঁছে গোল্ডেন বুদ্ধ ভরা বাক্সের দিকে তাকালো, 'তো, ছেলেরা কী হবে এখন?' জিজ্ঞেস করল সে।

সুইচ চেপে ড্রাগনের মুখ দিয়ে বেরনো ধোঁয়ার পরিমাণ বাড়াতে লাগল হেনলে। চল্লিশ গজ পর্যন্ত গেল অগ্নিশিখা, লোকজন পিছিয়ে গেল ভয়ে। এরপর বোমা ফাটার সুইচ চাপ দিল সে। ছোট্ট একটা বিস্ফোরণ অ্যালুমিনিয়াম পাউডার ভরা ট্যাংকের একপাশ গুড়িয়ে দিলো, তীব্র তাপসহ সাদা আলোয় জ্বলতে লাগল সেটা। প্রায় একই সাথে মঞ্চের ওপরে লাগানো সুতি কাপড়ে আগুন ধরে গেলো। কয়েক সেকেন্ডেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল মঞ্চটা, বাতাসে উড়তে লাগল ছাই।

'প্যারেডে আগুন লেগেছে, উদ্ধারকর্মী পাঠান এখুনি', ঠিকানা দিয়ে একজন পুলিশ অফিসার বলল রেডিওতে।

এরপর আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল সে, অপেক্ষা করছে দুজন লোক চিৎকার করতে করতে সামনে এগিয়ে আসবে।

কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না।

★★★

সাদা শেভ্রলে এসইউভি রাস্তার পাশে এসে থামতেই ক্যাব্রিলো সামনের সিট উঠে বসল। হেলিকপ্টারের পাইলট জর্জ এডামস ব্রেক থেকে সরিয়ে নিল পা।

'কি অবস্থা জর্জ, কোনো সমস্যা?' জিজ্ঞেস করল ও।

আমেরিকান মডেলদের মতো চেহারা এডামসের। ভাঙা চোয়াল, ছোট ছোট বাদামি চুলের এক পাশে সিঁথি কাটা। আর একটা হাসি– টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন হওয়ার যোগ্যতা রাখে সেটা। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো এর জন্যে ওর মাঝে বিন্দুমাত্র আমিত্ব বা অহমিকা নেই। হাই স্কুলের প্রেমিকাকেই বিয়ে করেছে, কর্পোরেশনে যোগ দেয়ার আগে ছিল আর্মির ওয়ারেন্ট অফিসার।

'না, স্যার', সে বলল।

'মনিকা?' পেছনের সিটের দিকে ঘুরে বলল ক্যাব্রিলো।

BanglaBook.org

'না, বস। তবে আমাদের অতিথির কথা বলতে পারছি না', সে বলল।

জানালার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা স্পেন্সারের দিকে তাকাল ও। এরপর পেছনের কুঠুরিতে ঘুরে গেলো ওর দৃষ্টি, সেখানে স্পিকার ফ্রেমের ভেতরে নকল বুদ্ধমূর্তিটা বসে আছে।

'ফোল্ডিং র‍্যাম্পটা কাজ করে?' অ্যাডামসকে জিজ্ঞেস করল ও।

'করে মানে!। আমাদের শুধু ওটাকে হেলিকপ্টারের সমান উঁচ করে ওতে বাক্সটা তুলে দিতে হয়েছে, ব্যস!' অ্যাডামস বলল।

'ভালো। আমরা এয়ারপোর্টে একটা ছোট বিমান রাখার জায়গা ভাড়া করেছি, সেখানে যেতে হবে এখন', এডামসকে বলল ও।

অ্যাডামস মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ব্রিজের দিকে চালাতে লাগল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ২৩

হালকা বৃষ্টি হচ্ছে ম্যাকাওয়ে। সাং রী আর লিং পো ম্যানশনের সামনের পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে, শহর দেখছে। পো ওর সেল ফোনের লাইন কেটে রী'র দিকে ঘুরল। পাহাড়ের গোড়ায় সমুদ্র জাদুঘরের কাছে রসের গাড়িটার আগুন নেভাতে ব্যস্ত ফায়ার ট্রাকটা দেখা যাচ্ছে এখনো। ডানে, প্যারেডের রাস্তা ধরে সিটিলাইটের আলোয় জ্বলন্ত মঞ্চের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।

'গোল্ডেন বুদ্ধ যারাই চুরি করে থাকুক, তারা অভিজ্ঞ আর টাকাওয়ালা', রী'কে বলল পো।

রী'র মনের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, ডোবারম্যান কুকুরের মতোই ক্ষেপে আছেন উনি। তার শহরে কেউ চুরি করছে ব্যাপারটাই তো সহ্য করার মতো নয়। আরো খারাপ ব্যাপার হচ্ছে তার নাকের ডগায় ঘটেছে ব্যাপারটা।

'তবে যাই হোক, এদেশ থেকে এখনো মূর্তিটা ওদের বের করে নিয়ে যাওয়া বাকি', রী বললেন।

'এয়ারপোর্ট আর সমুদ্রে খোঁজ করতে লোক পাঠিয়েছে। চাইনিজ সীমান্তকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এতটুকু নিশ্চিত যে ম্যাকাও ছেড়ে বেরুতে পারছে না ওরা', পো বলল।

'বৃটিশ আর্ট ডিলারটা বাদে আর সব সন্দেহভাজনই আমেরিকান। ট্যুরিস্ট ভিসার তালিকাটা দেখেছ তুমি?' রী বললেন।

'পর্যটন কর্তৃপক্ষ বন্ধ আজকের রাতের জন্য। কাল সকালেই খোঁজ নেব', পো বলল।

'এরা সবাই পেশাদার। এরা বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকবে না। তালিকাটা পেয়ে সব আমেরিকানদের জিজ্ঞেস করতে করতেই অনেক দূরে চলে যাবে ওরা', রী বললেন।

পো'র টেলিফোন বেজে উঠল।

'পো বলছি।'

'একটা ভবনের একপাশে আগুন ধরে গিয়েছিল', প্যারেডের এক অফিসার রিপোর্ট করল। 'তবে ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে। মঞ্চে পানি ছিটাচ্ছে এখন, কিন্তু কাঠামোটা একেবারে গলে গিয়ে দলা পাকিয়ে গিয়েছে, আর এখনো খুব গরম। একটু পরীক্ষা করে দেখব সে উপায় নেই।'

BanglaBook.org

'মোটরসাইকেল দুটো দেখা যাচ্ছে?'

'মনে তো হয় ভেতরেই আছে ওগুলো। কিন্তু নিশ্চিত নই', অফিসার বলল।

'আমি আসছি ওখানে। লোকজনকে কাছে যেতে দিও না। আর মঞ্চগুলোকে রাস্তার শেষে চলে যেতে বলো। প্যারেড বন্ধ', পো বলল।

'ঠিক আছে, স্যার। আসলে দেখা হবে।'

লাইন কেটে দিয়ে রী'র দিকে তাকাল পো। 'আমি প্যারেডের ওখানে যাচ্ছি। আপনিও যাবেন নাকি?'

এক মুহূর্তের জন্য ভাবলেন রী। 'না, ওখানে যাওয়ার চেয়ে হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ওদের কাজে সাহায্য করলেই ভালো হবে।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার', ড্রাইভওয়ে দিয়ে হাঁটা দিয়ে বলল পো।

'যত দ্রুত সম্ভব লোকগুলোকে খুঁজে বের করে জিনিসটা ফেরত আনার ব্যবস্থা করো', রী বললেন।

'আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, স্যার', পো বলল।

ম্যানশনের দরজা খুলে ভেতরে গেলেন রী, ম্যাকাও-এর মেয়রের সাথে কথা বলবেন।

★★★

শেভ্রলে এসইউভির ভেতর থেকে ক্যাব্রিলো রেডিও ঠিক করে ওরিগনে ফোন দিল।

'কি অবস্থা আমাদের, ম্যাক্স?'

বার্তাটা এলোমেলো হয়ে একটা গোপন সংকেতে রূপান্তরিত হয়ে ওরিগনে পৌছালো। সেখানে আবার অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিণত হলো। এজন্য সামান্য সময় লাগলো ওটা পৌছাতে।

'রসের টিমের একজন আহত হয়েছে, এখন ক্লিনিকে আছে', হেনলে বলল।

'ওর কী অবস্থা খোঁজ নিয়ে জানাও আমাকে। বাকিদের কী খবর?' ক্যাব্রিলো বলল।

'মন্দিরের দলটাও পরিকল্পনা মাফিক মাটির নিচে নেমে পড়েছে।'

'ধোঁয়া দেখেছি আমি। কেউ হতাহত হয়নি তো?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'না। এখন পর্যন্ত সব ভালোভাবেই হয়েছে। জায়গামতো যাচ্ছে এখন', হেনলে জানালো।

'আর সবার কী অবস্থা?'

'যারা শহরে ছিলো তারা সবাই রিপোর্ট করেছে। কিং জাহাজে ফিরে এসেছে। মার্ফি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত নিরাপত্তার দায়িত্বটা ওর কাঁধে থাকবে', হেনলে বলল।

'আর তিন নম্বর টার্গেট?'

'৭৩৭ কয়েক মিনিট আগে ল্যান্ড করেছে। এখন মনে হয় কাস্টমসের ওখানে', হেনলে জানাল।

BanglaBook.org

'আমাদের লোক এখনো সাথে আছে?'

'হ্যাঁ, নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।'

'আর কিছু?'

'ভ্রমণের দ্বিতীয় ধাপ প্রায় শুরু হতে যাচ্ছে। যতদূর মনে হচ্ছে সময়মতোই জিনিসটা পৌঁছে দিতে পারব আমরা।'

'ভালো। এয়ারপোর্টে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি আমরা।'

একটা মনিটরে বিপ বিপ করতে থাকা আলোর দিকে তাকাল হেনলে, 'হুম, দেখতে পাচ্ছি।'

'এখন ছোটখাট একটা দু নম্বরি ব্যবসা করে টু পাইস কামাবো, তারপরে আমরা আমাদের রাস্তায় চলে যাব', ক্যাব্রিলো বলল।

'গুডলাক, চেয়ারম্যান', হেনলে বলল।

'ঠিক আছে, রাখছি তাহলে', বলে লাইন কেটে দিলো ক্যাব্রিলো।

★★★

অ্যারিজোনার খনি দেখতে আসা পর্যটকদের মতো লাগছে মিডৌজ, জোন্স আর হর্নসবাইকে।

ধাতুর তৈরি শক্ত রুপোলি টুপি পরে আছে ওরা। ওটার সামনের দিকে ছোট একটা লাইট লাগানো। হর্নসবাইয়ের হাতে ভূগর্ভস্থ ড্রেনের একটা ব্লুপ্রিন্ট ধরা। ম্যাপটাকে দেখতে অক্টোপাসের সাড়াশির মতো দেখাচ্ছে। ওপরে ড্রেনের নালা থেকে এক ফোঁটা পানি পড়তেই মাথার ওপরে তাকাল জোন্স।

'বৃষ্টি হলে পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন হবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এই জায়গায় একটা বড়সড় পুকুর না হওয়া পর্যন্ত আগের মতোই থাকবে পরিকল্পনা', হর্নসবাই জানিয়ে দিলো।

'পুকুর হলে তখন?'

'তাহলেতো ঝামেলা হয়ে যাবে', হর্নসবাই স্বীকার করল।

'তাহলে তাড়াতাড়ি করা উচিত', মিডৌজ বলল।

'হ্যাঁ। তবে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করো না। বুক পর্যন্ত পানি উঠে আসতে আসতে অন্ততপক্ষে ছয় ঘণ্টা টানা বৃষ্টি হতে হবে', হর্নসবাই বলল।

'ততক্ষণে আমরা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'ঠিক', হর্নসবাই স্বীকার করল।

কাঠের তক্তাটায় বিশ্রাম নিচ্ছে গোল্ডেন বুদ্ধ। হর্নসবাই এখানে আসার সময়েই ব্যাগে করে তক্তায় লাগানোর জন্য চারটা রাবারের টায়ারের চাকা নিয়ে এসেছে। জিনিসটা আহামরি কিছু নয়, তবে ম্যানহোল ধরে ওদেরকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। বুদ্ধের বাক্সের ওপরে একজোড়া জলপাইরঙা ব্যাগ রাখা, জরুরি অবস্থার রসদ আর অস্ত্রপাতি ভরা ওটায়। পুরো জিনিসটা ওদের বুক সমান উঁচু হয়েছে।

BanglaBook.org

‘এই দিক দিয়ে এসেছিলাম আমি, কিন্তু বের হতে পারব না। এখান থেকে মাত্র দুশো গজ দূরে এটা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটা একেবারে শহরের কেন্দ্রস্থল। আর এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুলিশ গিজগিজ করছে’, হর্নসবাই বলল।

হর্নসবাইয়ের আঙুল যেদিকে নির্দেশ করছে ওদিকে তাকাল মিডৌজ। ‘কন্ট্রোল রুম থেকে কোন দিকে যেতে বলছে তাহলে?’

পথটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল হর্নসবাই।

‘ম্যালা দূর!’ জোন্স মন্তব্য করল।

‘মাইল দুয়েক হবে’, হর্নসবাই স্বীকার করল, ‘অভ্যন্তরীণ বন্দরের পাশে একটা নিরিবিলি জায়গায় বেরবো আমরা। ওখান থেকে পালিয়ে যেতে পারব সহজেই।’

মাথার টুপি থেকে পানি ঝাড়ল মিডৌজ। এরপর গোল্ডেন বুদ্ধের পেছনে দাঁড়ালো, ‘হর্ন মিয়া, ম্যাপতো আছেই তোমার কাছে। সামনের রশিটা ধরে টানো তুমি, পেছন থেকে গোল্ডেন বুদ্ধকে ঠেলছি আমরা।’

নর্দমা ধরে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল তিনজন। বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। এক ঘণ্টা পরে ঝড়ে রূপ নিল সেটা।

★★★

লিন্ডা রস ওরিগনের কন্ট্রোলরুমে ঢুকল। টেবিলের একপাশের একটা পট থেকে কাপে কফি ঢালছে হেনলে। চেহারায় চিন্তার ছাপ, রস সেটা দেখতে পেল।

‘রেইনহল্টের অবস্থা এখন একটু ভালো’, শান্তভাবে বলল রস। ‘যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে খারাপ অবস্থা হয়েছে অবশ্য। এখন আর কোনো ইনফেকশন না হলেই বাঁচি।’

‘ক্ষতি কেমন হয়েছে?’ কফির দিকে ইঙ্গিত করে বলল হো। রস এসে কফি ঢালল কাপে।

‘ওর কানের লতির পুরোটাই ছিঁড়ে গিয়েছে। ওটা ঠিক করতে হলে প্লাস্টিক সার্জারি করতে হবে’, রস বলল।

‘ওর মানসিক অবস্থা কেমন?’ হেনলে জিজ্ঞেস করল।

‘জ্ঞান ফিরতেই জিজ্ঞেস করেছিলো ও কোথায়? ওরিগনে আছে বলতেই খুশি হয়ে গেলো।’

‘ইঞ্জিনিয়াররা সবসময় জাহাজেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে’, হেনলে বলল।

‘অপারেশনের বাকি অংশ চলছে কিরকম?’ রস জানতে চাইল।

‘আসল গোল্ডেন বুদ্ধটা এখন মাটির নিচে একটা নর্দমায়। ওরা ওটাকে সাগরের ধার ঘেঁষে একটা জায়গায় নিয়ে আসছে’, একটা মনিটরের দিকে ইশারা করল হেনলে।

BanglaBook.org

'আমিতো ভেবেছিলাম হেলিকপ্টারে করে নিয়ে আসা হয়েছে গোল্ডেন বুদ্ধ', রস বলল।

'ওটা নকল', বলল হেনলে।

'কিন্তু....', রস বলতে শুরু করল।

'ব্যাপারটা সবাইকে জানানো হয়নি। সী-প্লেনে করে চেয়ারম্যানের আসার কথা মনে আছে?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'অবশ্যই, সাগরের নিচে ছিলাম আমরা', রস বলল।

'মূর্তিটা যেই নিলামে বিক্রি হয়েছে সেখান থেকে তখন ফিরেছিল সে। ওখান থেকেই কর্পোরেশন মাঠে নামে, ওটা ম্যাকাওয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমরাই করি। গুন্ডারসন ছিল পাইলট। এরপর একটা অস্ত্রসজ্জিত গাড়িতে করে আমাদের দুজন লোক যায় প্লেনে, ভেবেছিলাম ওখান থেকে হাপিস করবো ওটা। কিন্তু আর্ট ডিলারের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। উনি ঠিক করেছিলেন আসল মালিককে নকল একটা গছিয়ে দেয়া, আমরাও তাই আর তার কাজে বাগড়া দেইনি–যদিও জানতাম আসল মূর্তিটা লুকিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'তার মানে পার্টির সব কর্মকাণ্ডই ছিল লোক দেখানো?'

'পুলিশকে ধোঁকা দিতে এটা করেছি। আর সব ঠিকঠাক থাকলে আর্ট ডিলারের বিক্রিটা সম্পন্ন করবে ক্যাব্রিলো, লাভ কর্পোরেশনের পকেটে আসবে।'

'তাহলে বিনা কারণে রেইনহোল্ট আহত হলো', রস বলল।

'রেইনহোল্ট আহত হওয়ার পেছনে এক মিলিয়নটা কারণ আছে। এক মিলিয়ন একটা, যদি তুমি ম্যাকাও পুলিশকে ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারটা গোনায় ধরো। এখন আর্ট ডিলারকে সন্দেহ করবে ওরা', হেনলে বলল।

'তাহলে আর্ট ডিলারই বলির পাঠা হচ্ছে', রস বলল।

'হ্যাঁ, উনিই হবেন আমাদের ওসওয়াল্ড (প্রেসিডেন্ট কেনেডির খুনি)', হেনলে একমত হলো।

'ঠিক হচ্ছে না কাজটা', রস বলল।

'এখনো কাজটা শেষ হয়নি। এখনো এখান থেকে বের হতে হবে। আমাদেরও পোষাতে হবে তো।'

★★★

বেইজিং-এ পররাষ্ট্র সচিব, চাইনিজ সেনাবাহিনীর প্রধান আর প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও কয়েকটা স্যাটেলাইট ফটোর দিকে তাকিয়ে আছেন।

'গতকাল সাইবেরিয়ার নোভোসিব্রিস্ক বিমান বন্দর ছিল পৃথিবীর সবচাইতে ব্যস্ততম বিমান বন্দর। রাশিয়ানরা আশংকাজনক হারে মিলিটারি সাপ্লাই আনছে। গড়ে প্রতি কয়েক মিনিটে একটা করে মালবাহী বিমান ল্যান্ড করছে', পররাষ্ট্র সচিব বললেন।

BanglaBook.org

হু জিনতাও ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে একটা ছবি পরীক্ষা করে দেখছেন। 'ট্যাংক, কর্মচারীদের বাহন আর অ্যাটাক হেলিকপ্টারে ভরে গেছে সাইবেরিয়া', প্রেসিডেন্ট বললেন।

চাইনিজ সেনাপ্রধান একটা ছবি ধরিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। 'ইতোমধ্যে যেটুকো সাপ্লাই পৌঁছেছে তা চল্লিশ হাজার সৈন্যের জোগান দিতে যথেষ্ট, মিনিটে মিনিটে তো আরো বাড়ছে।'

'তিব্বতে লেগচগ ঝুরেনের সাথে ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছি আমি। সে তার সৈন্যবাহিনী সরিয়ে উত্তর সীমান্তে নিয়ে যাচ্ছে', জিনতাও বললেন।

'তার অধীনে কত লোক আছে?' পররাষ্ট্র সচিব প্রশ্ন করলেন।

'বিশ হাজারের মতো', চাইনিজ সেনা প্রধান বললেন।

'তারমানে দুইজনের বিরুদ্ধে একজন হচ্ছে', পররাষ্ট্র সচিব মন্তব্য করলেন।

ছবিগুলো পাশে রেখে দিলেন জিনতাও, 'তিব্বতের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক ঢুকিয়েছি ওখানে। ঝুরেন তিব্বতের চাইনিজ অধিবাসীদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার ব্যাপারে রাজি করিয়েছে। তার মানে আমরা আরো বিশ হাজারেরও বেশি লোক পাচ্ছি। ইতোমধ্যে অনেকেই লাসা ছেড়ে উত্তরে রওনা দিয়ে দিয়েছে। আমরা ওদেরকে যাত্রার ফাঁকে ফাঁকেই প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করছি।'

'রাশিয়ার সৈন্যরা জন্ম থেকে যুদ্ধবাজ, আমাদের এই সদ্য নিযুক্ত কৃষক আর দোকানদারেরা ওদের সাথে কীভাবে পারবে?' সেনাপ্রধান বলল।

'যদি রাশিয়ানরা সীমানা পেরিয়ে ঢুকে পড়তে চায় তখনই এরা কাজে লাগবে। কিন্তু ওরা এখন পর্যন্ত সবাইকে বলছে যে ওখানে শুধু প্রশিক্ষণের জন্যে সৈন্য জড়ো করছে', পররাষ্ট্র সচিব মন্তব্য করলেন।

'কিন্তু এতো রীতিমতো এলাহি কারবার', বললেন জিনতাও।

তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবতে লাগলেন। রাশিয়ানদের মুখোমুখি হওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ওনার নেই। কিন্তু তার আশংকা, সেটাই হতে হবে হয়তো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

# অধ্যায় : ২৪

ক্যাব্রিলোরা যখন ভাড়াকৃত বিমান রাখার জায়গাটায় পৌঁছাল, বোয়িং ৭৩৭ তখনও কাস্টমসের ঝামেলা পোহাচ্ছে। কিছুক্ষণ হয় জ্ঞান ফিরেছে স্পেন্সারের। এসইউভির পেছনের দরজা খুলে ফেলল এডামস, নোনতা গন্ধ ভেসে আসল ওর নাকে। কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ খুললেন স্পেন্সার। এডামস ওনাকে ধরে শেভ্রলের বাইরে দাঁড় করিয়ে দিলো। পা কাঁপছে স্পেন্সারের, কী ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করছেন।

'এদিকে আসুন', বলে এডামস ওয়ার্ক বেঞ্চের পাশে একটা চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল স্পেন্সারকে। নিক্সন আর ক্যাব্রিলো মিলে ফোল্ডিং র‍্যাম্পটা খাড়া করছে, ভুয়া গোল্ডেন বুদ্ধ ভরা স্পিকার বক্সটা নামাবে। কয়েক ঘণ্টা আগেই এখানে এসেছে নিক্সন, এরপর থেকেই কাজ করে চলছে।

'সব ঠিকঠাক আছে তো?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে', স্পিকার বক্সের একপাশ ধরার সময় বলল নিক্সন।

দুজনে মিলে বক্সটা ধাতব কাঠামোটার ওপর তুলে দিলো। র‍্যাম্পের চাকাগুলো ঘোরা আরম্ভ হতেই বক্সটা সামনে এগিয়ে গেলো। শেষ প্রান্তে পৌঁছতেই ওরা আবার বক্সটা নামিয়ে নিলো। তারপর র‍্যাম্পেটা ভাঁজ করে আবার এসইউভিতে ঢুকিয়ে দিলো।

'কাপড়-চোপড়গুলো এনেছ?' ক্যাব্রিলো জানতে চাইল।

'ওনার হোটেলে গিয়েছিলাম আমি, কাপড়-চোপড় গোছানোই ছিল', নিক্সন বলল।

'হুম, ইঁদুর দৌড় দৌড়াতে হতো তাকে', ক্যাব্রিলো বলল।

স্পেন্সার বসে আছেন যেখানে সেদিকে এগোল ক্যাব্রিলো, নিক্সনও আসল পিছু পিছু।

মুখ তুলে চাইলেন স্পেন্সার, 'পরিচিত লাগছে আপনাকে', ধীরে ধীরে বললেন উনি।

'কখনো দেখা হয়নি আমাদের, তবে আপনার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি আমি', ঠাণ্ডা স্বরে বলল ক্যাব্রিলো।

BanglaBook.org

'আপনারা কারা আসলে? কী চান আমার কাছে?' মাথা ঝাঁকিয়ে ধোঁয়াশা সরানোর চেষ্টা করলেন স্পেন্সার।

এডামস স্পেন্সারের কাছ থেকে কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সুন্দর চেহারা দেখে যদিও ভয় লাগছে না, তবে স্পেন্সার জানেন যে উঠে দাঁড়ালে বেশিদূর এগোতে পারবেন না উনি। আর্ট ডিলারের ঠিক সামনে এসে দাঁড়াল ক্যাব্রিলো। তারপর স্পেন্সারের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

'এই মুহূর্তে আপনি খুবই মারাত্মক একটা পরিস্থিতিতে আছেন, মুখটা তাই বন্ধ রেখে চুপচাপ শুনে যান। এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে একজন এশিয়ান বিলিওনিয়ার ভয়ানক রেগে আছেন আপনার ওপর। তার ধারণা আপনি তার দু'শো মিলিয়ন ডলার মেরে দিয়েছেন। আর যদি ভেবে থাকেন যে সে খুব ভালো মানুষ, তাহলে মস্তবড় ভুল করছেন। এশিয়া জুড়ে মাদকদ্রব্য চোরাচালান করে এতো টাকা কামিয়েছে সে। এখন হয়তো ওসব কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু একেবারে ছেড়ে কিন্তু দেয়নি। আমি নিশ্চিত সে ইতিমধ্যে বলে দিয়েছে আর সব আর দেশের সমস্ত গুণ্ডারা হন্যে হয়ে আপনাকে খুঁজছে।'

'আপনি কী....?' বলতে শুরু করেছিল স্পেন্সার।

ঝাঁঝাল কণ্ঠে বাধা দিল ক্যাব্রিলো, 'মুখ বন্ধ রাখতে বলেছি না? আমরা জানি আপনি গোল্ডেন বুদ্ধটা পালটে দিয়েছেন আর আসলটা আরেকবার বিক্রি করার ফন্দি এঁটেছেন। এখন আপনি যদি আমাদের সাহায্য করেন তাহলে আপনাকে পালানোর একটা সুযোগ দেব আমরা। নইলে বিক্রিটা আমরা নিজেরাই সেরে ফেলতে পারব, আর হো'কে ফোন করে জানিয়ে দেব আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে।'

কি করবেন বুঝতে পারছেন না স্পেন্সার। গোল্ডেন বুদ্ধ বিক্রি না করতে পারলে আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাবেন উনি। আর ম্যাকাওয়ে উনি কি করেছেন সেটা জানাজানি হয়ে পড়লে ওনার আর্ট ডিলারের ক্যারিয়ারও এখানেই শেষ। একটাই কাজ করা যায় তা হল নাম-পরিচয় পালটে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। দূরে কোথাও পালিয়ে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করা। সত্য সত্যই আর কোনো উপায় নেই তার।

'কাগজপত্র ছাড়া তো পালাতে পারব না আমি। এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন আমাকে?' বললেন উনি।

স্পেন্সার যে বড়শিতে গেঁথে গিয়েছেন সেটা জানে ক্যাব্রিলো, এখন শুধু তাকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙ্গায় তুলতে হবে।

'কেভিন, জাহাজের সাথে যোগাযোগ আছে তোমার?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'জ্বি, স্যার', নিক্সন বলল।

BanglaBook.org

'ভালো। তাহলে আমার পক্ষ নিয়ে স্পেন্সারের একটা ছবি তুলে পাঠিয়ে দাও।'

'খুশি মনে', নিক্সন বলল।

★★★

হংকং থেকে আসা শেষ ফেরিটা ঘাটের কাছাকাছি এসে গতি কমাল, তারপর ক্যাপটেন ওটার মুখ ঘাট বরাবর ঘোরাতে লাগলো। ফেরির সামনের দিকে কেতাদুরস্ত পোশাক পরা একজন লোক নামার অপেক্ষা করছে। চকচকে কোল হান জুতো, সিল্ক আর সুতো দিয়ে বোনা শার্ট আর ঢিলেঢালা একটা পাজামা পরনে তার। খানিকটা লম্বা ঢেউ খেলানো চুল, গলায় দারুণ একটা টাই ঝুলছে। দেখার মতো চোখ থাকলে তবেই লোকটার চেহারা যে পাল্টানো হয়েছে তা বোঝা যাবে। তবে খুবই কাছ থেকে দেখতে হবে। কারণ খুবই ব্যয়বহুল আর কষ্টসাধ্য অপারেশন এটা। অপারেশনের পর সেই ইন্দোনেশিয়া থেকে হংকং-এ লম্বা জার্নি করে এসেছে সে, কিন্তু তার চেহারায় ক্লান্তির বিন্দুমাত্র ছাপ নেই।

লোকটার বয়স পাঁচচল্লিশ, তবে দেখে আরো দশ বছর কম মনে হয়।

ঘাটের কর্মচারীরা ফেরিটা রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। লোকটা এখনো যৌবন ধরে রেখেছে, আর একারণে গর্ব বোধ করে সে। তারুণ্যের নেশা তার নিজের মাঝেও আছে। সে যে দেশে বাস করে সেখানকার ল্যাটিনদের সাথে সব সময় ঘুরে বেড়ায় সে। ওরাও তাকে খুব পছন্দ করে। সত্যি কথা হচ্ছে ওর মনটা পড়ে আছে নিজের বাসায়। শহরের পাহাড়ি পথগুলো ধরে দস্যিপনা করে বেড়াতে পারতো এখন। কিন্তু সে ওখানে নেই। বাড়ি থেকে হাজার মাইল দূরে একটা কাজ করতে এসেছে। নামার সময় ঘাটের একজন কর্মচারীর দিকে তাকিয়ে হাসল সে। কিন্তু লোকটা কোনো প্রতিউত্তর জানাল না। ধীরে ফেরির সামনের পাটাতন নিচু হতে লাগল।

অন্যান্য যাত্রীর মতো সেও পাটাতন সামান্য উঁচু থাকা অবস্থায়ই ফেরি থেকে নেমে ভিজিটর চিহ্নিত দরজার দিকে এগুলো। তারপর পাসপোর্ট জমা দিয়ে ম্যাকাওয়ে ঢোকার অনুমতির অপেক্ষা করতে লাগলো।

দশ মিনিট পর সেখান থেকে বেরিয়ে একটা ক্যাব ডেকে উঠে পড়ল সে, এরপর স্যাটেলাইট ফোন বের করে নিজের ই-মেইল চেক করল।

BanglaBook.org

★★★

ওরিগনে একটা চেয়ারে বসে বসে ঢুলছে হেনলে। কন্ট্রোল রুমের একটা টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারের এক পাশে মাথা দিয়ে রেখেছে। একজন অপারেটর ওর কাঁধে টোকা দিল, সাথে সাথেই উঠে বসল হেনলে।

'স্যার, একটা সমস্যা হয়েছে মনে হয়', অপারেটর বলল।

মুখ ঘষতে ঘষতে উঠে দাঁড়াল হেনলে, কফিপট থেকে এক কাপ কফি ঢেলে নিল। 'বলে ফেলো।'

'একজন চিহ্নিত লোক মাত্রই ম্যাকাওয়ে এসে পৌঁছেছে।'

কর্পোরেশনের কম্পিউটারে অনেক লোকের তথ্য রাখা আছে, বছরের পর বছর ধরে বহু মানুষের নাম ঢুকেছে সেখানে। যখনই কর্পোরেশনের হ্যাক করে রাখা কোনো সিস্টেমে তাদের কারো নাম ধরা পড়ে, সাথে সাথে সেই তথ্য যাচাই বাছাই করে দেখা হয়। কফির কাপে এক চুমুক দিয়ে অপারেটরের ধরিয়ে দেয়া কাগজটার দিকে তাকাল হেনলে।

'এরকমটা হতে পারে তা আগেই ভেবে রেখেছিলাম আমরা, শেষ পর্যন্ত সে চলেই এলো।'

★★★

স্পেন্সারের দিকে এগিয়ে গেল নিক্সন, তার মাথার দিকে নিশানা করে বোতাম টিপে দিল।

এরপর ডিজিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবিটা দেখতে লাগলো।

'দাড়ি রাখতে পারবেন না?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'আমার দাড়ি খুব পাতলা', স্পেন্সার বললেন।

'ওনার চেহারা পালটে দেয়ার মতো কী আছে আমাদের কাছে?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

একটা বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল নিক্সন, ছদ্মবেশের বক্সটা পরীক্ষা করে বলল, 'চুল, মেকাপ আর নকল দাঁত আছে। কতখানি পাল্টাতে চাও তুমি?'

'কোথায় পালাতে চান আপনি বলুন?' ক্যাব্রিলো প্রশ্ন করল।

সেটাই ভাবছেন স্পেন্সার। প্রথম কথা হচ্ছে ওনার শেষ গন্তব্য কাউকে জানতে দিতে চান না উনি। আর দ্বিতীয়ত, এদের কাছে লুকোনোর কোনো উপায় নেই।

'আমি দক্ষিণ আমেরিকার কথা ভাবছি', স্পেন্সার জবাব দিলেন।

ক্যাব্রিলো মাথা ঝাঁকালো, 'গায়ের রং হালকা গাঢ় করে দাও, মোটামুটি সাইজের একটা গোফ। আর পাতলা লম্বা চুল', নিক্সনকে বলল ও। নিক্সন মাথা নেড়ে বক্স থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করতে লাগল।

'আপনার ফাইল থেকে জানি, স্প্যানিশ বা পর্তুগিজে কথা বলতে পারেন না আপনি। সেক্ষেত্রে উরুগুয়ে বা প্যারাগুয়েতে গেলেই ভালো হবে, সেখানে আপনার বৃটিশ টান তেমন ধরা পড়বে না।'

'ওনাকে কানাডিয়ান বানিয়ে দিলেই তো হয়?' ক্রাবট্রি এগিয়ে এসে বললো।

ক্যাব্রিলো মাথা নাড়লো। 'তাহলে কথা হচ্ছে, আপনি আমাদের কথা মতো টাকাটা এনে দেবেন আর আমরা আপনার নতুন পরিচয় গড়ে দেব।

BanglaBook.org

একজন কানাডিয়ান হবেন আপনি, কয়েক বছর ধরে প্যারাগুয়েতে থাকেন। এখন ওখানকার নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন। আমরা আপনাকে পুরো এক মিলিয়ন ডলার আর হংকং থেকে অসুনসিয়ন পর্যন্ত বিমানের একটা টিকিট দেব। এরপর কী করবেন সেটা আপনার ব্যাপার।'

'কর্তৃপক্ষ আমাকে নগদ এক লক্ষ ডলার নিয়ে হং কং ছাড়তে দিবে না', স্পেন্সার বলল। এতক্ষণে কিছুটা ভরসা পাচ্ছে সে।

'সে ব্যবস্থা আমরা করে দেব। এবার নতুন নাম কি হবে বলুন', ক্যাব্রিলো বলল।

নিক্সন এগিয়ে এসে কাজ শুরু করল।

'নর্মান ম্যাকডোনাল্ড', স্পেন্সার বললেন।

'নর্ম ম্যাকডোনাল্ডই সই', ক্যাব্রিলো সায় দিল।

★★★

কাস্টমস অফিসারেরা ৭৩৭ চেক করে দেখছে। এমন সময় টিনি গুন্ডারসনের ডিজিটাল কমিউনেটর ভাইব্রেট করে উঠল। পকেট থেকে বের করে লেখাটার দিকে তাকাল ও। তারপর মেসেজটা মুখস্থ করে ডিলেট করে দিল। গুন্ডারসনের দিকে এগিয়ে আসল কাস্টম অফিসার, তারপর এক শিট কাগজে সই করে পাইলটের হাতে ধরিয়ে দিল।

'তেল নিতে যাব আমরা এখন', অফিসারকে বলল পাইলট। লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা দিয়ে নিচে নেমে গেল।

'দরজা বন্ধ করো', গুন্ডারসনকে বলল পাইলট, তারপর ভেজা রানওয়ে ধরে বিমানটা সামনে বাড়ালো।

ত্রিশ মিনিট পর তেল ভরা শেষে ৭৩৭ একটা হ্যাঙারে পার্ক করা হলো, ক্যাব্রিলোরা ওখান থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। সফটওয়্যার বিলিওনিয়ার তার স্যাটেলাইট ফোনে ডায়াল করল।

★★★

হর্নসবাই, মিডৌজ আর জোন্স একটু জিরোতে থামল। পুরো নর্দমা জুড়েই ধাতু আর টাইলের পাইপে করে পানি এসে জড়ো হচ্ছে। মূল নর্দমার মেঝেতে আট ইঞ্চি পানি জমে গিয়েছে। সিগারেটের গোড়া, ছেঁড়া কাগজ আর নানান আবর্জনা ভাসছে তাতে।

'মিনিটে এক ইঞ্চি করে বাড়ছে পানি', মিডৌজ বলল।

মাথার হেলমেটের আলোয় ব্লুপ্রিন্টটায় চোখ বুলাচ্ছে হর্নসবাই। ওদের রাস্তাটা খুঁজে বের করে কম্পাসের দিকে তাকাল। 'আমার মনে হয় না অত দ্রুত বাড়ছে, তবে খেয়াল রাখতে হবে এদিকে', বলল ও।

BanglaBook.org

সামনের চাপা জায়গাটার দিকে তাকাল মিডৌজ, এরকম বদ্ধ জায়গায় থাকা পছন্দ হচ্ছে না তার। বাইরে বেরিয়ে যেতে চায় যত দ্রুত সম্ভব। 'কোন দিক দিয়ে যাব আমরা, হর্নি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বায়ের রাস্তা ধরে', হর্নসবাই জবাব দিল।

★★★

ওরিগনের কন্ট্রোল রুমে ম্যাক্স হ্যানলে একটা ওয়েদার রাডার ইমেজের দিকে তাকিয়ে আছে। ম্যাকাউ আর হংকং-এর সাগরপথের মাঝে মেঘের ছায়া দেখা যাচ্ছে। 'ওগুলো যাচ্ছে কোথায়?' একজন অপারেটরকে বলল সে।

কম্পিউটারে কীবোর্ড টিপল লোকটা, ছবিটা নড়ে উঠল ধীরে ধীরে, পশ্চিমের দিকে সরে যাচ্ছে মেঘ। এই গতিতে চললে ভোর চারটায় ম্যাকাও পার হয়ে যাবে ঝড়। ব্রেকফাস্টের সময় চীনের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছে, আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে। যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে এখন।

'এডি, তোমাকে কয়েকজন নিয়ে একটা টানেলে যেতে হবে', বলল হেনলে।

এডি সেং কর্পোরেশনের যে কোনো অপারেশনের প্রথম পছন্দের লোক। মেরিন আরইসিওএন এ ছিল আগে, কর্পোরেশনের বেশ কয়েকটা প্রজেক্টের প্রধান হিসেবে কাজ করেছে। যে কোনো খারাপ পরিস্থিতি থেকেও ভালোটা বের করার সহজাত ক্ষমতা আছে ওর। কিন্তু এই অপারেশনে ক্যাব্রিলো আর হেনলে ওকে খুব বেশি ব্যবহার করেনি। ওকে বিশেষ মুহূর্তের কথা চিন্তা করে সাইডলাইনে রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু খেলতে নামার জন্য অস্থির হয়ে আছে সে।

'আমার একজোড়া জোডিয়াক (রাবারের ডিঙ্গি নৌকা) আর পানি বাড়তে থাকলে মানুষ চিহ্নিত করার জন্য কিছু একটা লাগবে', সেং বলল।

'মার্ফি, কাসিম আর হ্যাক্সলেকে সাথে নাও', দ্রুত বলল হেনলে, 'আমি বোট আর যন্ত্রপাতি রেডি করছি। তুমি ওদের সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে দেখা করো আমার সাথে।'

সেং দ্রুত বেরিয়ে এল কন্ট্রোল রুম থেকে।

★★★

'কোন মন্তব্য করছি না', বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন সাং রী।

সংবাদপত্রের সাংবাদিকেরা বাতাসে খবর পেয়ে গিয়েছে যে কিছু হচ্ছে এখানে। কি হচ্ছে–শুধু সেটাই জানে না ওরা। হো'র পার্টিতে আসা অতিথিতে ভরে গেছে হাসপাতাল, ওষুধটার কার্যক্ষমতা হ্রাস পাওয়া শুরু করতেই একের পর এক চলে যেতে লাগল তারা। অতিথিদের সমস্যার মূল কারণ হিসেবে ফুড পয়জনিংকে দায়ী করা হয়েছে। আপাতত এই গুজবটাই ভাসছে বাতাসে, তবে যে কেউই যে কোনো সময় বের করে ফেলবে মূল রহস্য। কিডন্যাপিং-এর

BanglaBook.org

ব্যাপারটা এখনো তলিয়ে দেখা হচ্ছে, পুলিশের হয়ে সাংবাদিকেরাই জানিয়ে দিচ্ছে সেটা। আ-মা মন্দিরে চুরি, জ্বলন্ত গাড়ি, প্যারেডের আগুন সবই তদন্ত করে দেখছে সাংবাদিকেরা। শুধু স্ট্যানলে হো'র বাড়িতেই ঢুকতে পারছে না তারা। বাইরের কাউকেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না সেখানে। আপাতত সামাল দেয়া গেলেও সকাল হলেই মতামত জানাতে বাধ্য হবেন রী।

এমন সময় আবার বেজে উঠল রী'র টেলিফোন।

'মঞ্চের ধ্বংসাবশেষ ঠাণ্ডা হচ্ছে এখনো, কিন্তু আমরা পরীক্ষা করার মতো কাছে যেতে পারিনি। আমার ধারণা আগুনে পুড়ে মরেছে ওরা', ডিটেক্টিভ পো বলল।

'মঞ্চটা কী পুরো সময়ই নজরে রাখা হয়েছিল?' রী প্রশ্ন করল।

'জ্বি, স্যার', পো বলল।

'তাহলে কয়েকটা পোড়া দাঁত আর গলা সোনা খুঁজে বের করো', রী আদেশ করলেন।

'জ্বি, স্যার।'

দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকা ধ্বংসস্তূপে পানি ঢালতে থাকা ফায়ারম্যানের দিকে তাকাল পো। আর এক ঘণ্টার মাঝেই ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করতে পারবে ও। হো'র মূর্তি চুরিটাই বেশি গুরুত্ব পাবে, তবে ম্যাকাওয়ে আরো একটা মূর্তি চুরি হয়েছে। সেটা খুঁজে বের করতেও বদ্ধপরিকর পো।

★★★

'নগদ টাকা দেয়ার কথা আমাকে', ক্যাব্রিলোর প্রশ্নের জবাবে বললেন স্পেন্সার।

মনিকা ক্রাবট্রি ওরিগনের সিকিউর লাইনে কথা বলছে, একটা কাগজে কিছু একটা লিখে নিল সে। এরপর লাইন কেটে দিল। 'মি. চেয়ারম্যান, এটা একটু দেখুন', সে বলল।

নিক্সন স্পেন্সারের নতুন কাগজপত্র বানানো শুরু করে দিয়েছে। মোটামুটি পরিচয়টা দাঁড় করিয়ে ওরিগনে পাঠিয়ে দিল ও। সেখানে অনেক ফাঁকা পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড, ইমিগ্রেশন ডক্যুমেন্ট আছে। জাহাজের যে কেউই ওগুলোতে তথ্যগুলো বসিয়ে এখানে দিয়ে যেতে পারবে।

ক্রাবট্রির বাড়ানো কাগজটার দিকে তাকিয়ে ওকে আবার ফেরত দিল ক্যাব্রিলো, 'ছিঁড়ে ফেলে দাও।'

BanglaBook.org

★★★

বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে টম রেয়েস। ফ্রাংকলিন লিংকন বসে আছে প্যাসেঞ্জার সিটে। ক্যাবের কাগজপত্রের দিক থেকে তুলে সামনের কাঁচ দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল ও, 'ফেরি ঘাট থেকে তিনটা ক্যাব যাত্রী নিয়েছে, বারো একুশ আর বিয়াল্লিশ নাম্বার।

ট্যাক্সি কোম্পানির সাথে ক্যাবগুলোর আলাপ শুনেছি আমি। বিয়াল্লিশ নম্বর সবেমাত্র হোটেল লিসবোয়ায় যাত্রীকে নামিয়ে দিল, আর বারো নাম্বার নিউ রোডের দিকে এগুচ্ছে। নিশ্চয়ই একুশ নাম্বারে আছে সে। ড্রাইভার জানিয়েছে যে টাইপার হিয়াট রিজেন্সিতে যাচ্ছে তারা। ওখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার নাকি ফিরে আসবে তার যাত্রী।'

টাইপার দিকে যাওয়ার ব্রিজ ধরে গাড়ি চালাতে লাগল রেয়েস, 'হেনলেকে ফোন করে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলো।'

লিংকন রেডিওর দিকে ঘুরে কন্ট্রোল রুমে রিপোর্ট করল।

'এক মিনিট দাঁড়াও', হেনলে বলল।

'হিয়াটের কম্পিউটারে ঢুকে নামটা সার্চ দাও', অপারেটর এরিক স্টোনের হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলল হেনলে, 'আর আমার জন্য একটা রুম বুকিং দাও।'

কীবোর্ডের ওপর নেচে বেড়াল স্টোনের আঙুল, এক সেকেন্ড পর হেনলের দিকে ঘুরল সে।

'একেবারে সময়মতো! কেবল ঢুকল লোকটা!' স্টোন বলল।

স্ক্রিনে সব তথ্য আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল স্টোন। এরপর বলল, 'দুই হাজার দুইশো চৌদ্দ নাম্বার রুম।'

'হিয়াট রিজেন্সি। বাইশ শো চৌদ্দ নাম্বার রুম', লিংকনকে বলল হেনলে, 'দ্রুত গিয়ে আটকাও তাকে, ক্যাবকে অপেক্ষা করতে বলা মানে খুব দ্রুতই আবার এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দেবে সে।'

'বুঝেছি। এরপর কী করব?' লিংকন প্রশ্ন করল।

'এখানে নিয়ে আসবে তাকে।'

হিয়াট রিজেন্সির ড্রাইভওয়ে ধরে সে দিকে এগোতে লাগল রেয়েস।

'বাইশশো চৌদ্দ নাম্বার রুম। ওকে ধরে ওরিগনে নিয়ে যেতে বলেছে', লিংকন বলল।

রেয়েস গাড়ি বন্ধ করে পার্কিং লাইট জ্বেলে দিল, 'টাকা-পয়সা আছে সাথে?'

'হ্যাঁ, কেন?' লিংকন জিজ্ঞেস করল।

'ঐ যে ক্যাব। ওকে টাকা দিয়ে বিদায় করে দাও। এরপর বাইশ তলায় এসে দেখা করো আমার সাথে।'

BanglaBook.org

★★★

মাইকেল ট্যালবট বেয়ারাটাকে বখশিস দিয়ে বিদায় করে দরজা ভেজিয়ে দিলো। এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, তবুও একটা সংক্ষিপ্ত শাওয়ার সেরে তারপরেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, গা ঘিনঘিন করছে। জামাকাপড় খুলে বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার অ্যাডজাস্ট করল ট্যালবট।

টম রেয়েস ওয়ালেট থেকে একটা মাস্টার কি কার্ড বের করল। সেটা স্পটে ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই সবুজ আলো জ্বলে উঠল। এরপর আস্তে দরজাটা খুলে ফেলল। প্রথমে ও ভাবল রুমে কেউ নেই বুঝি, পরে শাওয়ার চলার শব্দ শুনতে পেল। দরজা বন্ধ করতে যেতেই এগিয়ে আসা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও। ঘুরে লিংকনকে দেখতে পেল। ঠোঁটে আঙুল রেখে ভেতরের দিকে ইংগিত করল রেয়েস।

★★★

'ব্যারেট, ম্যাজিক শপের কাজ কর্ম পারো না তুমি?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আগেও কয়েকবার করেছি', ব্যারেট বলল।

'ওখানে গিয়ে লেটেক্স মেশিনটা চালু করো', হেনলে আদেশ দিল।

দ্রুত কন্ট্রোল রুম ছেড়ে গেল ব্যারেট।

★★★

তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছতে মুছতে কি পরবে সেটা চিন্তা করছে ট্যালবট। সিদ্ধান্ত নিয়ে বাথরুম থেকে বেডরুমের দিকে এগোল সে। তার টেবিলে বিশাল কালোমতো একজন লোক বসে আছে। এতই অবাক হয়েছে ট্যালবট যে প্রথম এক সেকেন্ড ও বুঝতেই পারল না যে ব্যাপারটা কী।

দরজার পাশ দিয়ে একটা হাত এসে মুখ জাপটে ধরল ওর। তারপর বিছানায় উপুড় করে ফেলে চাদরের ওপর চেপে ধরা হলো চোখ দুটো। এরপর দ্রুত ওর মুখের ভেতর একটা কাপড় ঢুকিয়ে দিয়ে চোখ বেঁধে ফেলা হলো। একটু পর হাত-পাও বেঁধে দেয়া হলো প্লাস্টিকের রশি দিয়ে।

কানেও এয়ার প্লাগ গুঁজে দেয়া হলো। এরপর রেয়েস লিংকনকে বলল, 'আমি গিয়ে একটা রুম সার্ভিস কার্ট খুঁজে আনছি, তুমি এখানেই থাকো।'

লিংকন মাথা ঝাঁকিয়ে টেলিভিশন ছেড়ে দিলো। বন্দি ছুটে যাচ্ছে না কোথাও। বিশাল একটা টার্কি মুরগির মতো দলা পাকিয়ে পড়ে আছে সে। কোনো নড়াচড়া নেই। আট মিনিট পর ওরা দুজন ধরাধরি করে হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে বের করে গাড়ির ব্যাকসিটে ঢুকিয়ে দিল ট্যালবটকে।

'খিদে লেগেছে', গাড়ি চালানো শুরু করে বলল রেয়েস।

'কখন তোমার খিদে লাগে না?' লিংকন বলল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ২৫

রেয়েস আর লিংকন যখন ওরিগনে পৌঁছুল, ম্যাক্স হেনলে তখন ম্যাজিক শপে একটা ডিভাইস চেক করে দেখছে। পেছনে অসংখ্য ওয়ার্কবেঞ্চ, তার একটাতেই লেটেক্স মেশিনটা বসানো। মেশিনটা বিপ বিপ করে জানান দিলো যথেষ্ট গরম হয়ে গিয়েছে সেটা।

হেনলে ঘুরে লেটেক্স মেশিনটার দিকে তাকাল, এরপর হাতে ধরা ছোট বক্সটার দিকে নজর ফেরাল। তারপর ব্যারেটকে বলল, 'ঠিক আছে, আরেকবার চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'ঠিক আছে, এক দুই তিন...', ব্যারেট বলছে, 'ঐ দেখা যায় তালগাছ, ঐ আমাদের গাঁ। ঐ খানেতে..'

'চলবে', ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল হেনলে।

হেনলে ছোট বক্সটার দিকে তাকাল, তারপর ওটা নিজের গলায় বসিয়ে ব্যারেটের কথার পুনরাবৃত্তি করল। কম্পিউটার স্ক্রিনে ওদের দুজনের গলার স্বরের-ই একটা করে গ্রাফ ফুটে উঠেছে। সেটার দিকে তাকিয়ে অমিলগুলো চিহ্নিত করে একটা চশমার স্ক্রু ড্রাইভারের সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটা স্টেইনলেস স্টিলের স্ক্রু টাইট দিয়ে বলল, 'আবার করো।'

'চৌধুরি সাহেব, আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু আমরাও মানুষ সেটা ভুলে যাবেন না। আর গরিবের সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার ইজ্জত', সিনেমার ডায়লগ আওড়ালো ব্যারেট।

'থামো', হেনলে বলল।

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে ব্যারেটের কথার পুনরাবৃত্তি করল সে। শুনে ব্যারেটের ভ্রূ উঁচু হয়ে গেলো। হেনলের মুখ থেকে হুবহু ওর কণ্ঠস্বর বের হচ্ছে। বিস্ময়কর একটা ঘটনা।

'আমার আম্মাও পার্থক্যটা ধরতে পারবে না', বিস্মিত কণ্ঠে বলল ও।

'আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান। এখনো নানা চমক দিয়েই চলেছে', হেনলে বলল।

'কীভাবে গলায় বসাবে এটা?' ব্যারেট জিজ্ঞেস করল।

হেনলে পরে দেখাল ওকে।

BanglaBook.org

★★★

বন্দরের চারপাশে তাকাল রেয়েস, কেউই দেখছে না। লিংকনের সহায়তায় পেছনের সিট থেকে নামাল ট্যালবটকে, এরপর টেনে উঠিয়ে নিয়ে এলো ওরিগনে। ভেতরের দরজায় জুলিয়া হ্যাক্সলের সাথে দেখা হয়ে গেল, তিনজন মিলে এগুলো ম্যাজিক শপের উদ্দেশ্যে। ট্যালবটের চোখ বাঁধা এখনো, স্খলিত পায়ে এগুচ্ছে প্যাসেজ ধরে। এলিভেটরেও উঠল একইভাবে। হলওয়ে ধরে ম্যাজিক শপে এসে থামল। লিংকন দরজা খুললে রেয়েস ট্যালবটকে একটা চেয়ারের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বেঁধে ফেলল ভালো মতো। একটা লাইট নিয়ে এসে ট্যালবটের সিটের সামনে বসিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হলো। লাইটের তাপ অনুভব করতে পারল ট্যালবট। কয়েক সেকেন্ড পর চোখের পট্টি খুলে দেয়া হলো তার, আর সাথে সাথেই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া আলো এসে আঘাত করল তার চোখে।

'আপনি মাইকেল ট্যালবট?' হেনলে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ,' আলো থেকে চোখ সরিয়ে বলল ট্যালবট।

'সামনে তাকান', হেনলে বলল।

তাই করল ট্যালবট, তবে আলোর দিকে চাইতে কষ্ট হচ্ছে তার। পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে সেটাও বুঝতে পারছে ও। তবে দড়ি শক্ত করে বাঁধা, ঘুরে দেখার জো নেই।

'ইন্দোনেশিয়ায় একটা বাচ্চা ছেলের সাথে সেক্স করেছেন আপনি?'

'আপনারা কারা?' ট্যালবটের প্রশ্ন।

এক সেকেন্ড পর হঠাৎ গলায় কিছু একটার স্পর্শ অনুভব করল ও, সাথে সাথে শরীর বেয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল।

'আমরাই শুধু প্রশ্ন করব এখানে। করেছিলেন কি-না?' হেনলে বলল।

'সে তো বলেছিল তার বয়স আঠারো', দাঁতে দাঁত চেপে বলল ট্যালবট।

'নিজের বদ খায়েশ পূরণের জন্য এশিয়ায় আসেন আপনি। এই আপনাদের মতো কুলাঙ্গারের জন্যেই আমেরিকার বদনাম হচ্ছে', হেনলে বলল।

'আমিতো ব্যবসার কাজে....', বলতে গেল ট্যালবট।

আবার বিদ্যুতের কামড়।

'একদম চুপ!'

ভয় পেয়েছে ট্যালবট, অজানা ভয়ে গা শিরশির করে উঠছে ওর। এই ভয় অজানা আশংকার ভয়। বায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে ওর, পেটের ভেতর প্রজাপতি উড়ছে। কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে সেই সাথে প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ চেপেছে।

'আমি প্রস্রাব করব', বলল সে।

'আমরা অনুমতি দিলে তবেই করতে পারবেন। প্রথমে আপনার মাথার ছাচ বানাবো একটা। এরপর এটার একটা ত্রি-মাত্রিক ছবি বানিয়ে কম্পিউটার

BanglaBook.org

নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দেবো। এখন থেকে এশীয় পুলিশ সংস্থাগুলো চোখে চোখে রাখবে আপনাকে। এরপর আপনি একটা স্বীকারোক্তি দেবেন। আপনি যদি ভালয় ভালয় কাজগুলো করেন তাহলে আপনাকে হংকং নিয়ে গিয়ে আমেরিকার ফ্লাইটে তুলে দেয়া হবে। আর যদি কোনো তেড়ি বেড়ি করেন তাহলে চীনের উপকূলে কয়েকদিন পরে আপনার লাশ ভাসবে। তো কোনটা করতে চান, লাভার বয়?' হেনলে বলল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তবে আমার প্যান্ট ভিজে গেলো তো!' ট্যালবট বলল।

'নিয়ে যাও একে', হেনলে বলল।

আবার চোখ বাঁধা হল ট্যালবটের। তারপর একটা রেস্ট রুমে নিয়ে যাওয়া হলো, হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে।

চার মিনিট পরে জায়গামতো ফিরিয়ে এনে আবার বাঁধা হলো তাকে। পনেরো মিনিট পর মুখোশ তৈরি হয়ে গেলে ভয়েস রেকর্ড করা হলো। তারপর মাইকেল ট্যালবটকে আবার সিডানের পেছনের সিটে উপুড় করে ফেলে ফেরি ঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো।

★★★

উইনস্টন স্পেন্সার কিছু একটা উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পাচ্ছে না। বাঁচো অথবা মরো অবস্থা ওর। যে লোকগুলো ওনাকে আটকে রেখেছে ওরা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা। এক মিলিয়ন ডলার আর নতুন একটা পরিচয় পাবেন উনি। উনি যে অবস্থায় আছেন সেখান থেকে বিচার করলে ব্যাপারটা অসম্মানজনক নয়।

স্পেন্সার তার পাসপোর্ট আর বাকি কাগজপত্রগুলোর দিকে তাকালেন। দলের একমাত্র মেয়েটা সেল ফোনে কথা বলছে। লাইন কেটে দিয়ে নেতাগোছের লোকটার দিকে তাকাল মেয়েটা।

'প্রেসিডেন্ট রওনা দিয়ে দিয়েছেন, সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে', বলল সে।

এই লোকগুলোর পরিচয় সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই স্পেন্সারের। উনি যতটুকু দেখেছেন তা থেকে বোঝা যাচ্ছে, উনি যতদূর দেখেছেন তার চাইতেও বেশি এদের ক্ষমতা। এদের দেখে মনে হয় এদের জগৎটা এদের নিজেদেরই সৃষ্টি, সবকিছু ওদেরই নিয়ন্ত্রণে। স্পেন্সার এখন পর্যন্ত যা-ই করার পরিকল্পনা এঁটেছেন, ওরা সবসময় তার চাইতেও এক ধাপ এগিয়ে থেকেছে।

'আপনি জেনেভার নিলামে ছিলেন', বললেন স্পেন্সার।

স্পেন্সারের দিকে তাকাল ক্যাব্রিলো, বলবে কি-না সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যেন, 'হ্যাঁ, ছিলাম।'

'কিভাব বুঝলেন যে আমি বুদ্ধ অদল-বদল করেছি?'

BanglaBook.org

‘মূর্তিটাকে ম্যাকাওয়ে নিয়ে আসার জন্য আমাদের কোম্পানিকেই ভাড়া করেছিলেন আপনি। এরপর অস্ত্রসজ্জিত গাড়িতে করে মন্দিরে নিয়ে গেছেন’, ক্যাব্রিলো বলল।

‘তাই আপনি ধোঁকা দেয়ার জন্যে পার্টির ব্যাপারটা সাজালেন?’

‘সেটা একটা কারণ, আর আমরা আপনার টাকাটাও আদায় করতে চেয়েছি তাই’, ক্যাব্রিলো বলল।

‘বিশ্বাস হয় না, তা এই একশো মিলিয়ন দিয়ে কী করবেন?’ স্পেন্সার জিজ্ঞেস করলেন।

‘দান করে দেব। আমাদেরকে ভাড়া করা হয়েছে বুদ্ধকে এর আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য–এই টাকাটাতো উপরি কামাই’, ক্যাব্রিলো বলল।

এক মিনিট ভাবলেন স্পেন্সার, ‘আপনাদের আদর্শ কী? কেনই বা এসব করছেন?’

‘আমরা একটা সংস্থা। আর এটাই আমাদের আদর্শ’, ক্যাব্রিলো বলল।

‘তারমানে সবকিছুই নিজেদের লাভের আশাতেই করেন?’

‘সত্যকে মিথ্যার ওপর বিজয়ী করার আশাতেই সব করি আমরা। তবে সেটা করতে গিয়ে কীভাবে লাভ করতে হয় তা জানা আছে আমাদের।’

‘দারুণ।’

‘এতটা দারুণ না’, বলল ক্যাব্রিলো।

সেই মুহূর্তেই হেনলের গাড়ি এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। গাড়ি থামতে হেনলে নেমে এলো এসইউভি থেকে।

‘ইনি হচ্ছেন মাইকেল ট্যালবট’, বিস্মিত স্পেন্সারকে বলল ক্যাব্রিলো।

★★★

সফটওয়ার বিলিওনিয়ার গলার চেন থেকে একটা চাবি নিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা চামড়ার পেটমোটা ব্যাগটা খুললেন। তারপর একটা ফোল্ডার বের করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। কাগজের তাড়াটা প্রায় এক ইঞ্চি মোটা, বিভিন্ন অঙ্কের নানা ধরনের বন্ড একসাথে রাখা ওখানে। সবচেয়ে বড়টা এক মিলিয়ন ডলারের, ছোটটা পঞ্চাশ হাজারের। ইউরোপের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ইস্যু করা হয়েছে ওগুলো, গ্রেট ব্রিটেন আর জার্মানির বেশি, সুইজারল্যান্ড আর লিচেনস্টেনেরও আছে। সব মিলিয়ে একশো মিলিয়ন ডলারের বন্ড।

একটা রাজকীয় বস্তু কেনার জন্য রাজ খেসারত দিতে হচ্ছে।

সফটওয়ার বিলিওনিয়ারের কাছে শুধুই টাকা এটা। নিজের খায়েশগুলো পূরণ করাই তার বেঁচে থাকার প্রধান অনুপ্রেরণা। গোল্ডেন বুদ্ধের শিল্প বা এটার ইতিহাসের প্রতি কোনো আগ্রহ তার নেই। তার আগ্রহের মূল কারণ এটা আগেও একবার চুরি হয়েছিলো, এখন আবার চুরি হলো। শুধু নিজের

BanglaBook.org

অহমিকাবোধটাকে উসকে দেয়ার জন্যেই এটা কিনছেন উনি। বিশ্বের অমূল্যতম পূরাকীর্তিটা নিজের দখলে রাখতে কে না চায়। সত্যি বলতে কি চোরাই শিল্পের বিশাল একটা কালেকশনই আছে তার। মনেট, ম্যানেট, ডোমিয়ের, ডেলাক্রোইক্স, ভিঞ্চির ছবি, ডোনাটেলোর ব্রঞ্জ, পাণ্ডুলিপি, মুকুট, ঐতিহাসিক দলিলসহ আরো অনেক কিছু আছে সেখানে।

তার ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়্যারহাউজটা প্রাচীন গাড়ি দিয়ে ভরা, ঐতিহাসিক মোটরসাইকেল, প্রথম দিকের এরোপ্লেনও আছে সেখানে। গৃহযুদ্ধের সময় চুরি যাওয়া বিভিন্ন ভাস্কর্য, সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে চুরি করা একটা রোমান মূর্তি, সমাজতন্ত্রের পতনের পর রোমানিয়া থেকে সরানো বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলার লেখা, গোপনীয় প্রেসিডেনশিয়াল চিঠিপত্র এমন কি হোয়াইট হাউজের একটা টয়লেটও আছে সেখানে।

আছে প্রথম কম্পিউটার, প্রথম পিসি, প্রথম জনসাধারণের জন্যে নির্মিত কম্পিউটার। কম্পিউটারের মাধ্যমেই এতো টাকা কামিয়েছেন, একারণেই এত কম্পিউটার প্রীতি। তার কাছে এখনো তার কোম্পানির প্রথম বিক্রিকৃত প্রোগ্রামের হার্ড কপি আছে। সেটাও উনি আরেকজন প্রোগ্রামারের কাছ থেকে নিজেই মেরে দিয়েছিলেন। ওটাই ছিল তার প্রথম আর সবচে বড় চুরি, এরপর থেকেই শুরু তার চৌর্যপ্রেম।

আরেকবার বস্তুগুলোর দিকে তাকিয়ে স্যাটেলাইট টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন উনি।

★★★

এক জোড়া জলপাই সবুজ রঙের জোডিয়াক বোটকে নিচের ডেক থেকে এলিভেটরে করে ওরিগনের মাঝামাঝি উচ্চতায় নিয়ে আসা হলো। এডি সেং ওখানেই অপেক্ষা করছিলো। এলিভেটর থামামাত্রই স্যাম প্রিয়র বোটের মাঝখানের হুকে একটা তার বাধিয়ে কাত করে পানিতে ফেলে দিল। মার্ফি পানির ধারে দাঁড়িয়ে ছিলো। ও বোটের সামনে লাগানো রশিটা ধরে বেঁধে ফেলল ডকে। প্রিয়র যখন ওপরে দ্বিতীয় বোটটায় হুক বাঁধছে তখন ম্যাক মার্ফি প্রথমটায় উঠে তেল-টেল আছে কি-না আর চার স্ট্রোকের মোটরটা পরীক্ষা করে দেখল। ট্যাংক তেলে ভরা। চাবি ঘুরিয়ে সামনের বোর্ডের দিকে তাকাল মার্ফি। সবকিছু ঠিক আছে নিশ্চিত হওয়ার পর চাবি আরেক প্যাঁচ ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করে দিল। তবে সামনে এগুলো না, দাঁড়িয়ে রইলো ওখানেই।

দ্বিতীয় বোটটা পানি স্পর্শ করলে কাসিমও একই কাজ করল। রাতের বুকে বোট দুটো স্থির হয়ে আছে। সেং মার্ফির বোটে উঠে সাপ্লাই চেক করে দেখল। সব ঠিকঠাক আছে দেখে হ্যাক্সলের সাথে নিচু স্বরে কথা বলতে লাগল।

'সবকিছু পেয়েছ?'

BanglaBook.org

হ্যাক্সলে ওর লিস্টের দিকে তাকাল। শেষ আইটেমটাও পড়ার পর বলল, 'হুম।'

সেং এবার কাসিমের বোটের কাছে পৌছে কাসিমের হাতে একটা সিডি ধরিয়ে দিল। 'আমাদের জাহাজের জিপিএস আছে এটায়, আমাদের বোটেও সেট করা আছে। আমাদের দশ ফুটের মাঝে থাকার চেষ্টা করো। তাহলে রাডারকে ফাঁকি দেয়া যাবে।'

কাসিম মাথা ঝাঁকাল', হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

'ঠিক আছে, মার্ফি। রওনা করো', বলে রশি খুলে ছুড়ে দিল সেং।

কন্ট্রোল লিভারটা নিচু করল মার্ফি, বোটটা পিছিয়ে আসল খানিকটা। কয়েক মিনিট পরে বোট দুটো প্রায় ত্রিশ নট গতিতে পানি চিরে এগিয়ে যেতে লাগল। ওদেরকে ধরা অসম্ভব এখন। যে রাডারগুলোতে ওদের অবস্থান ধরা পড়তে পারতো সেগুলো জ্যাম হয়ে যাচ্ছে, আর ঝড়ের আড়ালে ওদের বোটের শব্দও আড়াল হয়ে যাচ্ছে। সাহায্য আসতে ছিল।

★★★

রাত দুটো বাজে। সূর্যের আলো ফোটার আগে টানেলের তিনজনের হাতে এখনো তিন থেকে চার ঘণ্টার সময় আছে।

সেটা অবশ্য তেমন কোনো সমস্যা না। প্রধান সমস্যাটা হলো পানি বাড়ছে। টাইলের বিশাল পাইপটার দিকে তাকাল হর্নসবাই, ওটা থেকে নর্দমায় ক্রমাগত পানি পড়ছে। শুরুর এক ফোঁটা দুই ফোঁটা এখন এসে ঠেকেছে প্রচণ্ড স্রোতে। স্রোতের তীব্রতায় পাইপটার নাজেহাল দশা।

'সামনের ওখান থেকে কিন্তু পায়খানার পাইপও এসে মিশেছে', মিডৌজ জানাল।

পানির উচ্চতা ইতিমধ্যে হাঁটু ছুঁয়েছে। যতই এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে সেটা। একটা অচলাবস্থায় পড়ে গেছে ওরা। এখান থেকে গলির শেষপর্যন্ত পানি খুব গভীর, হেঁটে যাওয়া সম্ভব না।

'ভেলাটা বের করো', ক্লান্তস্বরে বলল জোন্স।

হর্নসবাই একটা কাপড়ের ব্যাগ খুলে একজোড়া ভাঁজ করা ভেলা আর একটা পাম্প বের করল। তারপর পাম্পটা ভেলার সাথে জুড়ে দিয়ে সুইচ চাপল। ভেলাটা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল, দুই মিনিট পর পাম্প বন্ধ করে দিল হর্নসবাই।

'বুদ্ধকে একটা ভেলায় বসাব। অন্যটায় আমরা তিনজন', হর্নসবাই জানাল ওদের।

'কেন, ওজনের জন্য সমস্যা হবে নাকি?' জোন্স জানতে চাইল।

'দুটো ভেলাই মোটামুটি সাতশো পাউন্ড ওজন বইতে পারে। যেহেতু আমরা কেউই একশো পাউন্ডের নিচে না, অতএব একাই থাকছে ওটা', হর্নসবাই বলল।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় ভেলাটাও খুলে পাম্পের সাথে লাগিয়ে দিলো মিডৌজ। তারপর বলল, 'গোল্ডেন বুদ্ধকে সামনে রাখব না পেছনে? কোনটা ভালো হবে?'

একমুহূর্তের জন্য ভাবল হর্নসবাই, 'ওটা পেছনে থাকলে ওর ধাক্কায় কোনো কিছুর সাথে বাড়ি খেতে পারি আমরা।'

'আর ওটা সামনে থাকলে এবং আমরা সমস্যায় পড়লে শুধু রশিটা ছেড়ে দিলেই হবে', জোন্স বলল।

সামনের দ্রুত ভর্তি হতে থাকা পাইপের দিকে তাকাল মিডৌজ, 'চালানোর প্রয়োজন পড়বে না তেমন', পানির প্রবাহের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'স্রোতই টেনে নিয়ে যাবে আমাদের।'

'তাহলে বুদ্ধ আমাদেরকে যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো আমরা', বুদ্ধের এক কোণা ধরে ধস্তাধস্তি করে সেটা ভেলায় উঠানোর সময় বলল হর্নসবাই।

'যথা আজ্ঞা', মিডৌজ বলে উঠল।

'আমার কাছেও এটাই ঠিক মনে হচ্ছে', যোগ করল জোন্স।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

## অধ্যায় : ২৬

'ট্যালবট? তুমিও এদের সাথে?' স্পেন্সার জিজ্ঞেস করলেন।
হেনলে স্পেন্সারের সামনে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। আর্ট ডিলার অপলক দেখল ওকে কিছুক্ষণ। তারমানে চেনার পরীক্ষায় পাস করেছে ও, ওর উত্তরের অপেক্ষা করছেন স্পেন্সার।

'উইন্সটন... স্পেন্সার... বুড়ো...', ভাঙ্গা গলায় বলল হেনলে।

গ্রামের কোনো স্কুলের সস্তা পি.এ. সিস্টেমের মতো শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠস্বর। হেনলে ওর গলা থেকে ছোট ডিভাইসটা খুলে এনে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলল এবার, 'কেভিন, এদিকে এসে দেখে যাও। আমিতো ঠিকমতই সব কিছু করেছি।'

নিক্সন এগিয়ে এসে ডিভাইসটা উল্টো করে ধরলো। তারপর শার্টের পকেট থেকে একটা কলম বের করে ছোট্ট একটা উঁচু জায়গায় গুঁতো দিলো। 'টেলিফোনের ট্রান্সমিশনও অন ছিলো তাই দেরি হচ্ছে। এবার ঠিক আছে।'

'হাই, উইন্সটন। অনেকদিন দেখা হয় না তোমার সাথে', হেনলে বলল।

মানুষটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন স্পেন্সার। ডিভাইসটা যদি ঝামেলা না করতো তাহলে হয়তো উনি ঠিকই থাকতেন–কিন্তু এখন অথৈ জলে দিশেহারা অবস্থা তার। লোকগুলো এখন একটা রোবট হাজির করেছে, সামনে কী অপেক্ষা করছে কে জানে!

'মি. ট্যালবট', নিজেকে সামলে নিলেন স্পেন্সার।

'ঠিক হয়ে গিয়েছে কেভিন', নিক্সনকে বলল হেনলে।

স্পেন্সার কিছু বললেন না।

'ঠিক আছে, শোনো সবাই। কাজের সময় প্রায় হয়ে এসেছে', বলল ক্যাব্রিলো।

★★★

গলিত ধাতুর অবশিষ্টাংশের দিকে তাকিয়ে আছে ডিটেক্টিভ লিং পো। মঞ্চের কাঠামোটা অসহ্য তাপে অদ্ভুত আকৃতি লাভ করেছে। মোটর সাইকেলের অবশেষের সাথে অক্টোপাসের কালো শুঁড়ের মতো জড়িয়ে আছে সেটা। কুকুর নিয়ে ধ্বংসাবশেষের পাশে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

'স্যার, কুকুরটা এখানে কোনো মানুষের লাশের গন্ধ পাচ্ছে না', লোকটা বলল।

'তার মানে কারোরই লাশ নেই এখানে?' পো জিজ্ঞেস করল।

'লাশ ছাইয়ে পরিণত হতে হলে অবিশ্বাস্য পরিমাণ তাপ লাগে। তাপ কম হলে গন্ধ ছড়াবেই।'

ধ্বংসস্তূপটার দিকে তাকাল পো। রাস্তার পিচ গলে গেছে, মঞ্চের ধাতব কাঠামোও পড়ে রয়েছে। নিচে কি আছে নিশ্চয়তা দিয়ে বলার উপায় নেই।

'এটার সাথে একটা রশি বেঁধে একটা ট্রাক দিয়ে টানোতো দেখি। নিচে কি আছে দেখতে চাই।'

একজন ফায়ারম্যান তার ট্রাক থেকে রশি আনতে ছুটল। কয়েক মিনিট পর ট্রাকের বাম্পারের সাথে রশির একপ্রান্ত বাঁধা হয়ে গেলো। ট্রাকটা সামনে এগোতেই ধ্বংসস্তূপে টান পড়লো। উত্তর দিকে কয়েক ফিট এগোনোর পর ট্রাক বন্ধ করল ফায়ারম্যান।

'এতটুকে হবে?' জানালা দিয়ে পোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করল সে।

'একদম', বলল পো। ম্যানহোলের ঢাকনির দিকে তাকিয়ে আছে।

নিচু হয়ে ম্যানহোলের ঢাকনি তুলতে চাইল ও, কিন্তু পারলো না। আরেকজন ফায়ারম্যান তার ট্রাকের থেকে একটা শাবল এনে ম্যানহোলের ঢাকনির পাশের ফাঁকা জায়গায় চাড় দিয়ে খুলে ফেলল। তারপর কয়েক ফুট সরিয়ে দিলো ঢাকনিটা। পো একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে তাক করল ম্যানহোলের ভেতরে।

'পেয়েছি।'

সেলফোন বের করে হেডকোয়ার্টারের নাম্বারে ডায়াল করল সে।

'স্যার, আমার ধারণা আ-মা মন্দিরের গোল্ডেন বুদ্ধ কোথায় গায়েব হয়েছে তা ধরতে পেরেছি!'

★★★

ম্যাকাওয়ের মোট ষোলটা জায়গায় ড্রেনের মুখ আছে। সেখান থেকে পানির প্রবাহ উপসাগরে গিয়ে মিশেছে। সেং আর ওর দলবল যেটা দিয়ে যাওয়া দরকার সেটার কাছেই এসে পৌঁছেছে। পাথরের আড়ালে জোডিয়াক দুটো লুকিয়ে সামনে এগিয়ে গেল সেং। ধাতব ছাকনিটা পরীক্ষা করে দেখল। ওটার প্রতিটা ছিদ্র দুই ফুট বাই দুই ফুট, ময়লা আবর্জনা এর ভেতর দিয়েই যাতায়াত করতে পারে। এক সারি বোল্টের মাধ্যমে ড্রেনের কংক্রিট স্ল্যাবের সাথে লাগানো। জোডিয়াকে ফিরে এসে একটা টুলবক্স থেকে একটা ব্যাটারি চালিত বেঞ্চ তুলে নিলো। তারপর ওটার মাথায় সঠিক সাইজের একটা সকেট লাগিয়ে নিয়ে ছাঁকনির কাছে এসে বোল্টগুলো খুলতে লাগল। বোল্ট সবকটি খোলা হয়ে গেলে সেং, হ্যাক্সলে, মার্ফি আর কাসিম ছাঁকনির চারপাশে ধরে ওটা খুলে আনল। প্রবল বেগে পানি আসছে, পেছনে কাসিম আর মার্ফিকে ছাঁকনি বইতে

BanglaBook.org

রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে। ছাঁকনিটা সরানো হলে ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকাল ওরা।

'ভেতরে তো নদীর মতো অবস্থা', অবশেষে বলে উঠল হ্যাক্সলে।

সেং হালকা হলুদ রঙের একটা প্লাস্টিকের টুকরা পানিতে ছুড়ে দিয়ে ওটার নড়াচড়া খেয়াল করতে লাগলো একই সাথে হাতের ঘড়ির দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে আছে ও। প্লাস্টিকের টুকরোটা ৫০ গজ এগোলে গতি হিসাব করে ফেলল সেং।

'ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে ছুটছে পানি', বলল ও, 'তবে গতি আরো বাড়বে তাতো বুঝতেই পারছ।'

'জোডিয়াকের কাছে এই গতি কোনো ব্যাপারই না', মার্ফি বলল।

সেং মাথা নাড়ল।

'কেউ দেখে ফেলার আগেই ওদেরকে উঠিয়ে নিয়ে ওরিগনে ফিরতে হবে আমাদের। ঘণ্টাখানেক সময় আছে হাতে', কাসিম বলল।

জোডিয়াকের দিকে ফিরতি হাঁটতে শুরু করল সেং, 'ঠিক আছে, তোমরা দুজন ওদেরকে উঠিয়ে আনবে। আমি আর হ্যাক্সলে পাহারা দিচ্ছি', সেং বলল।

'তাড়াতাড়িই ফিরে আসব', বলে হুইলের পেছনে উঠে বসল কাসিম।

ব্যাপারটা এত সহজে হলে তো কথাই ছিল না।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ২৭

ক্যাব্রিলো একটা ইরেজেবল মার্কার নিয়ে বেঞ্চের ওপরে রাখা একটা বোর্ডে আঁকতে শুরু করল।

'কেবলই চেক করে দেখলাম এখানে পার্ক করা হয়েছে সাতশো সাইত্রিশ', বোর্ডে এক জায়গায় এক্স নির্দেশ করে বলল ক্যাব্রিলো, 'ফেরত যাওয়ার জন্য ছাড়া আর ওখান থেকে নরবে না ওরা। এডামস স্পেন্সারকে এসইউভিতে করে রানওয়েতে নিয়ে গিয়ে পার্ক করবে।'

সম্মতিতে মাথা নাড়ল এডামস।

'থামার পর গাড়ি থেকে নেমে পেছন দিকের দরজাটা তুলে দেবে। এরপর বুদ্ধের বাক্সটা খুলবে', ক্যাব্রিলো বলল।

'উনি যদি বুদ্ধকে প্লেনে উঠাতে বলেন?' স্পেন্সার জিজ্ঞেস করলেন।

'না করে দেবেন। নিচেই পরীক্ষা করবে সে, গোল্ডেন বুদ্ধের মালিকানা ম্যাকাওয়ের মাটিতেই বুঝে নিতে হবে।'

স্পেন্সার মাথা ঝাঁকালেন, যদিও আশ্বস্ত মনে হল না দেখে।

'ম্যাক্স, তুমি ফ্রন্ট টার্মিনালের কাছে চলে যাও। ওখান থেকে একটা ট্যাক্সি সাতশো সাইত্রিশের কাছে নিয়ে যাবে তোমাকে', ক্যাব্রিলো বলল।

'বুঝতে পেরেছি', হেনলে বলল।

ক্যাব্রিলো থেমে সবার দিকে তাকাল। 'পানির মতো সহজ কাজ। হেনলে গিয়ে মূর্তিটা যে আসল সেটা প্রমাণ করবে, তারপর পেমেন্ট করে বুদ্ধকে বিমানে ওঠাবে বিলিওনিয়ার। কারো কোনো প্রশ্ন আছে?'

কেউ কোনো কথা বলল না।

'ঠিক আছে তাহলে। গুড লাক ম্যাক্স', ক্যাব্রিলো বলল।

হেনলে মাথা ঝাঁকিয়ে পেছনের একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'জর্জ, তুমি আর স্পেন্সার এসইউভিতে উঠে পড়ো। হেনলে ওদের সাথে যোগাযোগ করে টুকটাক কথা সারার পর রওনা দেবে তোমরা', ক্যাব্রিলো বলল।

এডামস মাথা ঝাঁকিয়ে স্পেন্সারকে শেভ্রলোর প্যাসেঞ্জার সিটে বসতে ইশারা করল।

BanglaBook.org

★★★

বিলিওনিয়ার নারকেলের দুধ দিয়ে চা খাচ্ছেন, সাথে চুরুট। ভেতরে ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত উনি, কয়েক মিনিট আগে পোশাক পাল্টে আগা গোড়া কালো পোশাক পরেছেন। সফটওয়্যার ইন্ড্রাস্টিতে তার সাফল্যের কারণ তার দক্ষতা কিংবা পরিশ্রম না, পুরোটাই ভাগ্য আর ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় থাকার ফল। আর সে কারণে তার আত্মম্ভরিতা বেড়ে গেছে বহুগুণ। নিজেকে অনন্য মনে করা শুরু করেছেন তিনি। এই মুহূর্তে ড্রাগের প্রভাব কমে যাওয়ায় আর শরীরে নিকোটিন আর ক্যাফেইনের পরিমাণ বাড়তে থাকায় নিজেকে একজন সিক্রেট এজেন্ট মনে হচ্ছে তার। মূল্যবান রত্ন ছিনতাই করে পালাতে এসেছেন। সাথে বেঈমানদের উপযুক্ত সাজা তো দেবেনই! এখন বসে বসে ভাবছেন তার বন্ধুবান্ধবদেরকে কীভাবে মজা করে এই ঘটনাটা বলবেন।

★★★

হেনলে একটা ট্যাক্সির পেছনের সিটে চড়ে বসল। ট্যাক্সি মেইন টার্মিনালের পাশ দিয়ে ঘুরে ৭৩৭-এর কাছে চলে আসল। কাছাকাছি পৌঁছে ড্রাইভারকে গতি কমিয়ে হর্ন বাজাতে বলল হেনলে।

বিলিওনিয়ার হর্নের শব্দ শুনতে পেয়ে জেটের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। ট্যাক্সির পেছনে ট্যালবটকে দেখে বিমানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে আসল হেনলে, ওপরে ওঠার ইঙ্গিত দিলেন ওকে বিলিওনিয়ার।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো হেনলে।

ঠিক সেসময়ে হুয়ান একটা পোর্টেবেল রেডিও তুলে নিয়ে কিং-এর সাথে কথা বলা শুরু করলো।

'কি অবস্থা?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঙারের এয়ার কন্ডিশন সিস্টেমের খুপরিতে বসে আছে কিং। মাঝেমাঝেই বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে ভেতরে, তবে মাথাটা রক্ষা পাচ্ছে, এই যা! 'পার্টির পর ওরিগনে গিয়েছিলাম আমি। এক বাটি টমেটো স্যুপ, নাইট স্কোপের জন্য একটা ওয়াটারপ্রুভ কভার, আর কিছু বাতিল ইউরেনিয়ামের রাউন্ড নিয়ে এসেছি', জানাল কিং।

কিং-এর পেশাদারিত্ব নিয়ে সবসময় প্রশংসা করে ক্যাব্রিলো। কর্পোরেশন যদি ওকে কোনো জনবিরল জায়গায় প্যাকেট করা খাবার আর ওর রাইফেলটা দিয়ে প্যারাশুটে করে ফেলেও আসে, ও ঠিকই একটা পাখির বাসা খুঁজে বের করে তাতে বসে গুলি করার জন্যে রেডি হয়ে থাকবে। এরপর পরবর্তী নির্দেশের জন্যে ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করবে। কোনো অভিযোগ করে না ও। কিং-এর রেকর্ড থেকে ক্যাব্রিলো জানে, অ্যারিজোনায় ওর একটা পিয়ানো বার আছে। ক্যাব্রিলো একবার ওখানে গিয়ে দেখে কিং স্নাইপারের ক্যামোফ্লাজ ড্রেসের



BanglaBook.org

বদলে কালো টাক্সেডো পরে পিয়ানো বাজাচ্ছে। আরো অবাক করা ব্যাপার হলো কিং মূলত প্রেমের গান গায়, কণ্ঠও দারুণ মিষ্টি।

'ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে, ল্যারি?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'বৃষ্টির কারণে কিছুটা ঝামেলা হচ্ছে, তবে মোটামুটি বুঝতে পারছি কথাবার্তা', কিং জানাল।

'কিছু হলেই সাথে সাথে জানাবে', ক্যাব্রিলো বলল।

'আচ্ছা', কিং বলল। নাইট স্কোপ দিয়ে সামনে দেখে মাইক্রোফোনের এয়ার পিসটা স্পর্শ করে বলল, 'হেনলে কেবল কথা বলা শুরু করল।'

হ্যাঙারের শেষ মাথায় বসে আছে ক্রাবট্রি, দরজার একটা ফাটল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

'মি. হেনলে মাত্রই ভেতরে প্রবেশ করলেন', বাকিদেরকে জানালো ও।

'ভেতরে আসো, মাইকেল, বৃষ্টিতে ভিজো না', বিলিওনিয়ারকে বলতে শুনল কিং।

বিলিওনিয়ারকে অনুসরণ করে করিডোর ধরে এগুলো হেনলে। গুন্ডারসন দাঁড়িয়ে আছে পাশেই। বাম হাতের মধ্যমা দিয়ে ভ্রূ স্পর্শ করল হেনলে, যেন বৃষ্টির পানি ঝাড়ছে। গুন্ডারসন জবাবে গাল চুলকাল।

'বসো', সাতশো সাইত্রিশের সামনের দিকের একটা কনফারেন্স টেবিলে পৌঁছানোর পর বলল বিলিওনিয়ার।

সিটে বসে লোকটার দিকে তাকাল হেনলে।

'টেলিফোনে সব বলতে পারিনি তোমাকে। আমার জন্য যে বুদ্ধমূর্তিটা কিনতে গিয়েছিলে তুমি ওটা আরেকবার কেনার সুযোগ এসেছে', বিলিওনিয়ার বললেন।

'এত তাড়াতাড়ি?' হেনলে বলল।

বিলিওনিয়ার মাথা ঝাঁকালেন, 'তোমার গলাটা কেমন শোনাচ্ছে, কিছু খাবে নাকি?'

'ফ্লাইটে বাতাস ছিলো খুব আর আসার পর বৃষ্টি, ঠাণ্ডা যে লাগবে তা জানতাম।'

একটা বোতাম চাপলেন বিলিওনিয়ার, গুন্ডারসন উদয় হলো।

'মি. ট্যালবটের জন্য লেবু আর মধু দিয়ে চা বানিয়ে নিয়ে আসো।'

'আর আপনার জন্য স্যার?'

'এক গ্লাস গরম অজো আনতে পারো।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

হ্যাঙারের ছাদ থেকে কথোপকথন শুনতে পাচ্ছে কিং। 'ড্রিংক্স অর্ডার করেছে ওরা।'

'দরজা খুলে ফেলো, মনিকা', ক্যাব্রিলো আদেশ করল।

ক্রাবট্রি একটা বাটন চেপে হ্যাঙারের দরজা খুলে দিলো, যাতে এসইউভিটা বেরিয়ে যেতে পারে।

BanglaBook.org

'যাওয়ার সময় হয়েছে, ছেলেরা', এডামস আর স্পেন্সারকে বলল ক্যাব্রিলো।

এডামস শেভ্রোলে গিয়ারে ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। তারপর বৃষ্টিস্নাত রানওয়েতে নেমে পড়ল।

গুন্ডারসন ড্রিংক নিয়ে ফিরে এসে দেখে বিলিওনিয়ার হেনলের দিকে তাকিয়ে আছেন। 'পাইলট বলল একটা ট্রাক নাকি এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে', গুন্ডারসন বলল।

হেনলের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে তাকালেন বিলিওনিয়ার। বিমানের সিঁড়ির কাছে এসে থামল একটা শেভ্রোলে, ড্রাইভারের সিট থেকে যে লোকটা নেমে আসল তাকে চিনতে পারলেন না উনি। লোকটা নেমে পেছনের অ্যালুমিনিয়ামের পায়াওয়ালা দরজাটা তুলে দিলো। প্যাসেঞ্জার সিট থেকে স্পেন্সারকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল এবার।

'আমাদের জিনিস এসে গিয়েছে', হেনলেকে বললেন বিলিওনিয়ার।

হেনলে আর বিলিওনিয়ার সিঁড়ির দিকে এগোল। এডামস ততোক্ষণে গোল্ডেন বুদ্ধের বাক্সের ওপরে মুখ খুলে দিয়ে বৃষ্টি থেকে বাঁচতে আবার গাড়ির ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসেছে।

সিঁড়ির ওপরে উদয় হলেন বিলিওনিয়ার, স্পেন্সার ইঙ্গিত করতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসল ওরা দুজন।

'এখানে বৃষ্টিতে ভেজার কি দরকার আমার প্লেনে চলুন', নিচে নেমে বললেন বিলিওনিয়ার।

না বলে মাথা নাড়লেন স্পেন্সার। 'আমি আপনাকে চিনি না, আপনিও আমাকে চেনেন না। তাই যতক্ষণ না আপনি পেমেন্ট করছেন বা আমি গোল্ডেন বুদ্ধ ডেলিভারি করছি ততক্ষণ এখানেই থাকবে ওটা', স্পেন্সার বলল।

হেনলের দিকে তাকালেন বিলিওনিয়ার, 'এই আর্ট ডিলারই কী নিলামে জিতেছিল?'

'হ্যাঁ', হেনলে বলল।

'আপনি নিশ্চয়ই মাইক ট্যালবট', স্পেন্সার বললেন।

'মাইকেল', শুদ্ধ করে দিল হেনলে।

'কথা ছিলো নগদ টাকা আনবেন, এনেছেন?' স্পেন্সার জিজ্ঞেস করলেন।

'বিয়ারার বন্ড এনেছি, সব ঠিক থাকলে তবেই টাকা পাবেন', বিলিওনিয়ার বলল।

নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেনলে, বৃষ্টির ঝাপটা ওর মুখোশের নিচেও ঢুকে পড়ছে।

'চেক করে দ্যাখো তো', হেনলেকে বললেন বিলিওনিয়ার।

হেনলে হেঁটে গিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল মূর্তিটা, তারপর নিচ থেকে ছোট্ট একটু স্বর্ণ তুলে নিয়ে বিলিওনিয়ারকে জিজ্ঞেস করল, 'অন্য নমুনাটা কোথায়?'

BanglaBook.org

পকেটে হাত দিয়ে একটা এনভেলপ বাড়িয়ে দিল বিলিওনিয়ার। হেনলে পকেট থেকে একটা চশমা বের করে কয়েক মিনিট গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করে দেখার ভান করল। 'একই জিনিস', অবশেষে বলল ও।

'আমি টাকা নিয়ে আসছি', বিলিওনিয়ার বললেন।

সেই মুহূর্তে কো-পাইলটের মুখে ডাক্ট টেপ বাঁধা শেষ করল গুন্ডারসন। প্লাস্টিকের দড়ি দিয়ে কব্জি বেঁধে পাইলট আর কো-পাইলটকে ককপিটের ফ্লোরে শুইয়ে দিল ও।

'টার্গেট সিঁড়ি বেয়ে উঠছে', ক্যাব্রিলোকে রেডিওতে বলল কিং।

'কল করো', নিক্সনকে বলল ক্যাব্রিলো।

বার্গান্ডি ৭৩৭-এর ভেতরে শ্যামাঙ্গী ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের দিকে ঘুরল গুন্ডারসন। 'একটা উপকার করো আমার, কেবিনের দরজাটা বন্ধ করে দাও।'

বিলিওনিয়ার সিঁড়ি বেয়ে উঠা শুরু করতেই এডামস, হেনলে আর স্পেন্সার হ্যাঙারের দিকে দৌড় দিলো। কিন্তু গোল্ডেন বুদ্ধের দিকে মন পড়ে থাকায় ব্যাপারটা খেয়াল করলেন না বিলিওনিয়ার। টাকাটা বুঝিয়ে দিয়ে কখন ওটার মালিক হবেন সে কথাই ভাবছেন শুধু। কিন্তু সিঁড়ির অর্ধেক উঠতেই জেটের দরজাটা বন্ধ হতে শুরু করল। সবার উপরের ধাপে পৌঁছতে পৌঁছতে জায়গামতো লক হয়ে গেল দরজা। দরজায় ধুপধাপ কিল মেরে ফুসফুস ফাটিয়ে চিৎকার করতে শুরু করলেন বিলিওনিয়ার।

★★★

লিং পো কেবল যখন ম্যানহোলের ভেতরে নামতে শুরু করেছে তখনই ওর ফোন বেজে উঠল।

অচেনা একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'শেষ রক্ষা করতে পারলাম না ডিটেকটিভ। আপনিই জিতে গেলেন। ম্যাকাও এয়ারপোর্টের রানওয়েতে একটা শেভ্রলে দাঁড়িয়ে আছে। পার্টি থেকে চুরি হওয়া গোল্ডেন বুদ্ধ ওখানেই পাবেন।'

কথা শেষ হতেই ফোনের লাইন কেটে গেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পো সেদিকে। এরপর দ্রুত কল করল সাং রী'কে।

'কেবল চোরদের কাছ থেকে ফোন পেলাম আমি। ওরা বলল যে গোল্ডেন বুদ্ধ নাকি ম্যাকাও এয়ারপোর্টে একটা সাদা শেভ্রলে ট্রাকে আছে', দ্রুত বলল পো।

★★★

হেনলে, স্পেন্সার আর এডামস হ্যাঙারের পেছনের দিকে দৌড়ে গেল, একটা ইঞ্জিন চালু করা লিমুজিন অপেক্ষা করছে সেখানে। হুইলের পেছনে মনিকা ক্রাবট্রি। তিনজন পেছনের কামরায় ওঠার সাথে সাথেই গিয়ার ঠিক করে গাড়ি গেটের দিকে ছোটাল মনিকা।



BanglaBook.org

‘শুরু করো কেভিন’, ক্যাব্রিলো বলল।

কয়েক ঘণ্টা আগে বসানো রিমোটে কন্ট্রোল ডিভাইসের মাধ্যমে বার্গান্ডির কাছ থেকে সিঁড়িটা পিছিয়ে আনল নিক্সন। সিঁড়ি পেছনের দিকে সরতেই বিলিওনিয়ার বুঝতে পারলেন কি হচ্ছে। ঘুরে নিচে তাকালেন উনি, ট্রাকটাকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কেউ নেই সেখানে।

নাইটস্কোপ দিয়ে তখনও বার্গান্ডি সাতশো সাঁইত্রিশের ওপর নজর রাখছে ল্যারি কিং। মিনিটখানেকের মধ্যে গুন্ডারসন পাইলটের সিটে গা এলিয়ে ইশারা করলো যে ও রেডি। রাইফেলে লাগানো লাল লেজার রশ্মি বিমানের পাইলটের জানালায় ফেলল কিং, সিগন্যাল পেয়ে জেটের ইঞ্জিন চালু করল গুন্ডারসন। সিঁড়ির গতি আস্তে আস্তে বাড়ছে, নিক্সন ওটাকে একপাশে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বিমান থেকে নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার পর ও সিঁড়িটাকে জয়স্টিক নিউট্রালে নিয়ে আসলো। একটা বক্সে রিমোট কন্ট্রোলারটা ছুড়ে দিয়ে শেষ বারের মতো হ্যাঙারের চারপাশের দিকে তাকাল ও। স্পেন্সার বিমানের কাছে যাওয়ার আধাঘণ্টা আগেই লিমুজিনের ট্রাংকে সবকিছু প্যাক করে ফেলেছে ক্যাব্রিলো আর ক্রাবট্রি। ওদের এখন চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

সিঁড়ি ৭৩৭ থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ দূরত্বে গেলে কিং আরেকবার লেজার লাইট দিয়ে ইঙ্গিত করলে গুন্ডারসন থ্রটল এগিয়ে দিল সামনে।

ক্যাব্রিলো আর নিক্সন পেছনের দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করতেই কিং রেডিওতে ফোন করল, ‘চাক চালানো শুরু করেছে।’

সিঁড়িটা জড়তার কারণে আরো কিছুদূর যাওয়ার পরে গতি কমা শুরু করলো। যথেষ্ট কমলে বিলিওনিয়ার লাফ দিয়ে নামলেন রানওয়েতে। তারপর ৭৩৭-এর পেছন পেছন দৌড়াতে লাগলেন। কয়েক সেকেন্ড দৌড়েই বুঝলেন যে কোনো আশা নেই, তাই দিক বদলে শেভ্রলের দিকে এগোলেন। গাড়ির কাছে পৌঁছে গোল্ডেন বুদ্ধ এখনো ওখানে আছে দেখে অবাক হলেন খুব। দড়াম করে পেছনের দরজা লাগিয়ে ড্রাইভারের সিটে উঠে বসলেন উনি। আবারো ভাগ্য সহায়তা করলো তাকে, চাবি এখনো ইগনিশনে লাগানো। তার একশো মিলিয়ন ডলারের বন্ড হয়তো হারিয়ে গেলো, কিন্তু গোল্ডেন বুদ্ধের দাম তার দ্বিগুণ। এখন একমাত্র চিন্তা গোল্ডেন বুদ্ধ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, তার জেট কে চুরি করেছে সেটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। ট্রাকটা চালু করে গিয়ার ঠিক করল সে।

BanglaBook.org

বার্গান্ডি ৭৩৭-এ শ্যামাঙ্গিনী ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট ককপিটের দরজা পাহারা দিচ্ছে। কেউ বলে দেয়নি, নিজের বিচক্ষণতা থেকেই করছে। বিলিওনিয়ারের সাথে আসা মেয়েদের একজন ককপিটের দরজার দিকে এগোল।

‘ফিরে যান’, ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট বলল।

‘পাইলটের সাথে কথা আছে আমার’, সোনালি চুলো মেয়েটা বলল।

আবার দরজার দিকে এগোতে শুরু করল সে। ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট ঘুসি ছুড়ল, তবে জায়গামতো পৌঁছালো না সেটা। ঘুসিটা প্রতিহত করেই শ্যামাঙ্গিনীর তলপেটে জোরে আঘাত করল মেয়েটা।

'চাকি!' ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে বলল ব্লন্ড, 'এই শালীকে বলে দাও যে আমাকে তোমার ওখানে দরকার।'

শ্যামাঙ্গিনী ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট বাঁকা হয়ে আছে, নিঃশ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে। এমন সময় ককপিটের দরজা খুলে গেল। সেখান দিয়ে ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট দেখতে পেল ৭৩৭ রানওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে উড়াল দেয়ার জন্য। পাইলটের সিটে বসে আছে গুন্ডারসন। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা।

'ব্যাপার না, সোনা। এ হচ্ছে আমার কো-পাইলট', গুন্ডারসন দ্রুত বলল।

হ্যাঙারের পেছনেই ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন গড়্গড় শব্দ করছে, ধোঁয়া ছড়াচ্ছে বৃষ্টিবিধৌত বাতাসে। ক্যাব্রিলো আর নিক্সন পেছনে উঠে বসতেই আবার ল্যারির গলা শোনা গেলো, 'বস, সব ঠিকঠাক। সে ট্রাকে গিয়ে উঠেছে।'

'চলে আসো ওখান থেকে। সামনের কোথাও তুলে নেবো তোমাকে', ক্যাব্রিলো বলল।

কিং ওর খুপরিটা থেকে বেরুতে শুরু করতেই বিলিওনিয়ার ট্রাকের গতি বাড়িয়ে হ্যাঙার থেকে মেইন টার্মিনালের দিকে এগিয়ে যাওয়া শুরু করলো।

***

বার্গান্ডির ভেতরে গুন্ডারসন স্টর্ম স্কোপ নিরীক্ষা করে দেখে নিলো তারপর কন্ট্রোল টাওয়ারের একটা কলের জবাব দিল। এরপর কেবিনের যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'ভদ্রমহিলাগণ, সবাই বসে পড়লে ভালো হয়। কারণ এক সেকেন্ডের মাঝে টেক অফ করব আমরা। আর উড়াল দেয়ার পর যদি কেউ এক পট কফি আর কয়েকটা স্যান্ডউইচ দিয়ে যায় তাহলে তার কাছে চির ঋণী হয়ে থাকব।'

এরপরে ওর পাশে থাকা সোনালি চুলের দিকে তাকালো গুন্ডারসন, 'হাই, জুডি। অনেক দিন দেখা হয় না।'

***

বারোটা পুলিশ কার গগনবিদারী সাইরেন বাজাতে বাজাতে এয়ারপোর্টের মেইন টার্মিনালের দিকে ছুটে যাচ্ছে। এখন ওগুলো আছে ব্রিজের ওপর।

উল্টোদিকে গাড়ি চালানোর সময় ক্রাবট্রিকে বলল, 'ওরা এসে পড়েছে।'

রিয়ারভিউ মিররে চোখ রাখছে ক্রাবট্রি। ব্রিজটা মোটামুটি ফাঁকা হতেই দুটো পুলিশের গাড়ি রাস্তার মাঝ দিয়ে আড়াআড়িভাবে এগিয়ে দুই পাশের রাস্তাই বন্ধ করে দিল। 'একেবারে সময়মতো', বলল এডামস।

BanglaBook.org

বিল্ডিং-এর সামনে এসে ক্যাব থামালো ড্রাইভার। কিছুক্ষণ পরেই কিং ড্রেনের পাইপ বেয়ে নেমে এলো। ও সামনের সিটে উঠে বসতেই পেছনে ঘুরে ক্যাব্রিলোর দিকে তাকাল ড্রাইভার।

'কলোয়ান এর উল্টা পাশে এয়ারপোর্টের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে নিয়ে চলো। একটা জাহাজ ধরতে হবে আমাদের', ক্যাব্রিলো বলল।

★★★

শেভ্রলে এসইউভি এয়ারপোর্টের মেইন টার্মিনাল পার হয়ে যাওয়ার সময় ফাইনাল ক্লিয়ারেন্স পেল বার্গান্ডি ৭৩৭। এখান থেকেই রাস্তায় পুলিশ কারের ব্লকিং দেখতে পেল বিলিওনিয়ার সাহেব। পেছনে তাকিয়ে বৃষ্টির মাঝেও বার্গান্ডি ৭৩৭-এর পাখা আর ফিউজিলাজের ফ্ল্যাশলাইট দেখতে পেলেন তিনি। রানওয়ে ছেড়ে উপসাগরের ওপর দিয়ে উড়তে শুরু করেছে ওটা।

'গন্তব্য?' জুডি জিজ্ঞেস করল।

'সিঙ্গাপুর। আচ্ছা এখন বলো, তুমি আর ট্রেসি বিলিওনিয়ারের সাথে কেমন মজা করলে?' গুন্ডারসন জিজ্ঞেস করল।

'দুই বারের পরেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলো বেচারা', জুডি বলল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ২৮

গুন্ডারসন ৭৩৭-কে নিয়ে ম্যাকাও ছেড়ে দক্ষিণ-চায়না সাগরের ওপর একটা উপবৃত্ত তৈরি করে উত্তর দিকে চলে গেলো। তার কয়েক মিনিট পর ঝড়ের সম্পূর্ণ প্রকোপ এসে আঘাত করল ম্যাকাওকে। এদিকে নর্দমার পানি দ্রুত বেড়েই চলেছে, গোল্ডেন বুদ্ধ আর তার তিন সঙ্গীর ভেলাও তীর বেগে ছুটছে সাথে সাথে। শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাবে না ধ্বংস হবে তা বোঝা যাচ্ছে না।

প্রত্যেক জাংশনের আগে একজন নেমে পেছনের দড়ি ধরে টেনে ভেলার গতি কমায়। এরপর ঠেলা দিয়ে সঠিক চ্যানেলের দিকে ঠেলে দেয়, বাকি কাজ স্রোতই সারে। মাথার ওপরের প্রতিটা পাইপ এখন পানি দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি, ফলে ওগুলো থেকে পানি চুইয়ে ভেলার ওপর পড়ছে আর মেঝেতে জমা হচ্ছে। টুপি দিয়ে জমে থাকা পানি সরাতে চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কঠিন হয়ে যাচ্ছে সেটা।

মনোযোগ দিয়ে ব্লুপ্রিন্ট দেখছে হর্নসবাই। 'অর্ধেক পার হয়ে এসেছি, কিন্তু যে হারে পানি বাড়ছে আর আমরা যদি এই গতিতে চলতে থাকি তাহলে বের হতে হতে পানি ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।'

'ওরিগন থেকে কেউ আসবে নিশ্চয়ই। ওদের কাছেও ব্লুপ্রিন্টের এক কপি আছে', জোন্স বলল।

কপাল থেকে পানি ঝাড়ল মিডৌজ তারপর বলল, 'তাতে আমাদের সমস্যার কমবে না। উল্টো একই সমস্যায় আরো কিছু লোক জড়াবে, এই যা।'

কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে আছে হর্নসবাই, নিতম্ব দিয়ে গোল্ডেন বুদ্ধের ভেলাটা বায়ে ঠেলছে। ভেলাটা আরেকটা স্রোতে প্রবেশ করে চলতে শুরু করতেই ও পিছিয়ে এসে অন্য ভেলাটায় চড়ে বলল, 'ঝামেলা আরো আছে। ধরে নিলাম আমরা নিরাপদেই পৌঁছাব। কিন্তু এই গতিতে চলতে থাকলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সূর্য উঠে যাবে। কারো চোখে পড়ে যেতে পারি।'

মন্তব্যের আশায় হর্নসবাই মাথা ঘুরিয়ে বাকি দুজনের দিকে তাকালো। টুপির নিচ দিয়ে হাসছে জোন্স।

'আমরা কর্পোরেশনের লোক, সবসময় এক কদম এগিয়ে থাকি আমরা।'

পানির তীব্র স্রোতে ভেলাজোড়া ছুটতে শুরু করলে মাথা ঝাঁকাল তিনজনই। আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে ওরা।

BanglaBook.org

★★★

মার্ফির জোডিয়াক চলার সময় সমানে পানি ছিটাচ্ছে। কয়েক ফুট পরপরই পানির বিপরীতমুখী স্রোত আরো শক্তিশালী হচ্ছে। এরপরও শক্তিশালী ইঞ্জিনের জোরে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে বোটটা। বোটের মাঝামাঝি কাসিম বোটের ওপরের ক্যানভাসের ছইটা খুলছে। এতে করে নর্দমার ছাদের সাথে লেগে যাওয়ার ঝুঁকি কমবে। কাজ শেষে মার্ফির দিকে ঘুরল সে।

'যতটুকু সম্ভব জায়গা কমিয়েছি। তাড়াতাড়ি চালাও এখন, দ্রুত ওদেরকে বের করে নিয়ে আসতে না পারলে সাঁতার কাটতে হবে আমাদের', বলল কাসিম।

থ্রটল এগিয়ে দিয়ে সামনের একটা বাঁক পার হয়ে আসল মার্ফি। আলোর জন্য হাতে একটা স্পটলাইট ধরে রেখেছে ও। দিক নির্দেশনার জন্য দুই হাঁটুর মাঝে একটা জিপিএস ইউনিট চেপে রেখেছে। 'এয়ার হর্নটা কোথায় দেখ তো। মনে হচ্ছে, অচিরেই ব্যবহার করতে হবে ওটা', বলল ও।

★★★

বৃষ্টির ঝাপটা পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধেয়ে আসছে। ব্যারেট স্ক্যারাবটাকে ম্যাকাও এয়ারপোর্টের সর্ব দক্ষিণ অংশটার দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটা উজ্জ্বল হলুদ রেইন কোট পরেছে ব্যারেট। এতে ওকে স্পষ্ট দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু অন্ধকার আর বৃষ্টির দাপটে ও আর ওর বোট দুটোই প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে। কিছু শোনার আশায় এয়ারপিসের দিকে মনোযোগ দিলো কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না।

নাইট ভিশন বাইনোকুলার দিয়ে ডাঙ্গাটা পরীক্ষা করে দেখে বুঝলো সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটাই ঘটতে চলেছে সম্ভবত।

★★★

'কী বলতে চান আপনি?' রাগের সাথে বলল পো।

ম্যাকাও পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের প্রধান নিজেও যে খুব শান্ত মেজাজে আছে তা কিন্তু না। গভীর ঘুম থেকে তুলে অফিসে আনা হয়েছে তাকে, তারপর নর্দমার ব্লুপ্রিন্ট খুঁজে দেবার আদেশ এসেছে তার ওপর। কিন্তু সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

'আমি বলছি ওগুলো হারিয়ে গিয়েছে। কম্পিউটার থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে। অফিসের হার্ডকপিটাও গায়েব', পো'কে বলল সে।

'আপনি নিশ্চিত?' পো জিজ্ঞেস করল।

'নাইট শিফটের সব কর্মচারীকে খুঁজতে লাগিয়েছি। কোনো কিছুই দেখা বাদ রাখিনি', বলল লোকটা।

'তার মানে উপকূলের ঠিক কোথায় গিয়ে পানি সাগরে পড়ে সেটা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়?' পো জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

'আমাদের কাছে ম্যাপটা নেই, তবে বের করার একটা উপায় আছে।'

'আচ্ছা, কীভাবে?'

'ড্রেনের ভেতর কিছু রঙ ছাড়ুন, এরপরে দেখুন কোন দিকে যায়।'

পো কাছের একজন পেট্রলম্যানের দিকে ঘুরল। 'একটা হার্ডওয়ারের দোকানে যাও এক্ষুনি। বারো গ্যালন রঙ নিয়ে আসো', বলল সে।

এরপর ম্যানহোলের দিকে তাকাল ও। ড্রেনে নামার কোনো প্রয়োজন নেই, গর্তের ইঁদুরগুলো পানির তোড়েই বেরিয়ে আসবে। আর ও ওদের ধরার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবে। ভাবতেই খুশি হয়ে গেলো পো। কিন্তু ওর থেকে মাত্র দশ কদম দূরত্বে একটা অল নাইট ক্যাফের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে লক্ষ করল না। কানে টোকা দিয়ে এয়ারপিসটা ঠিক করল লোকটা, এরপর রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

★★★

বিলিওনিয়ার শেভ্রলেটা থামাতে বাধ্য হলো। ওর সামনে তিনটা পুলিশ কার রাস্তা ব্লক করে রেখেছে। পুলিশ অফিসাররা পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িগুলোর পেছনে। পেছনে আরো গাড়ি আছে, তবে একটা ব্যক্তিগত গাড়িই অস্থায়ী কমান্ড পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এপিসির ভেতর থেকে বন্দুকে লাগানো বীক্ষণ দিয়ে থেমে থাকা ট্রাকটার দিকে তাকালেন সাং রী। তারপর একটা মাইক্রোফোন তুলে নিয়ে পি.এ. সিস্টেমে কথা বলা শুরু করলেন।

'আপনাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। হাত মাথার ওপরে তুলে ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমে আসুন', রী বলল।

এরপর এপিসি চালাচ্ছে যে অফিসারটা তার দিকে ঘুরলেন, 'স্পটলাইটের আলো ফেলো ওনার উপরে।'

একটা সুইচ চাপল অফিসার আর চার মিলিয়ন ক্যান্ডেল-লাইট পাওয়ারের স্পটলাইটের আলোয় রাত দিনে পরিণত হলো। শেভ্রলের ড্রাইভারের দরজা খুলে গেল। তারপর সম্পূর্ণ কালো পোশাক পরা একজন লোক ফুটপাতে নেমে এসে গাড়ি থেকে কয়েক কদম সামনে এসে দাঁড়াল।

'থামুন', রী আদেশ দিলেন।

জায়গায় থেমে গেল লোকটা।

'হাত ওপরেই রাখুন। গাড়িতে আপনি একাই থেকে থাকলে ধীরে ধীরে বা হাতটা নাড়ান', রী আদেশ করলেন।

লোকটা বা হাত সামনে পেছনে নড়াতে লাগল।

'আলোর দিকে ছয় কদম আগান।'

লোকটা তাই করল।

'এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ুন রাস্তায়, তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন।'

BanglaBook.org

আদেশ মোতাবেক ভেজা রাস্তায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল লোকটা।

'দুজন অফিসার গিয়ে লোকটাকে আটকাও', রী বলল।

পুলিশ কারের পেছন থেকে একজোড়া অফিসার সামনে এগিয়ে আসল। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে লোকটার দিকে। একজন পাহারা দিলো আর আরেকজন হাত পেছনে এনে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিল লোকটার হাতে। এরপর এক হ্যাঁচকা টানে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলো।

'আমি একজন আমেরিকান। আমি রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করতে চাই।'

এপিসির পেছনের দরজা নিচু হতেই বৃষ্টির মাঝেই নেমে গেলেন রী। তারপর শেভ্রলের দিকে এগোতে শুরু করলেন। কাছে পৌঁছে আগে আলো ফেলে সিটগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। ফাঁকা দেখে পেছনের দিকে এসে গোল্ডেন বুদ্ধকে খুঁজে পেলেন। পেছনের দরজা খুলে সোনার চাকের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এরপর সেলফোন তুলে নিলেন হাতে।

★★★

হেনলেদেরকে নিয়ে আসা লিমুজিনটা ওরিগনের সামনে এসে থামল। 'এটা ভালো করে মুছে-টুছে কোথাও ফেলে দিয়ে আসো', ক্রাবট্রিকে বলল হেনলে।

'আর আপনি আমার সাথে আসুন।'

স্পেন্সার ওকে অনুসরণ করল। জাহাজে উঠে কন্ট্রোল রুমের দিকে এগোল ওরা। দরজা খুলে মাথা ঝাঁকাল এরিক স্টোনের উদ্দেশ্যে।

'স্পেন্সারকে পাহারা দেয়ার জন্য একজনকে ডাকো।'

একটা মাইক্রোফোনে কথা বলতে লাগল স্টোন।

'চেয়ারম্যান কৈ?' হেনলে জিজ্ঞেস করল এবার।

একটা স্ক্রিনের দিকে নির্দেশ করল স্টোন, এয়ারপোর্টের দ্বীপের প্রায় শেষ প্রান্তে একটা আলো দেখা যাচ্ছে, আরো একটা দেখা যাচ্ছে কয়েক গজ দূরে। সেদিকে নির্দেশ করে বলল স্টোন, 'ওখানে, আরেকটা আলো ব্যারেটের। ওদেরকে আনতে গিয়েছে ও।'

একটুপর প্রথম আলোটা স্তিমিত হয়ে নিভে গেলো।

'ব্যারেটকে জানাও যে ওরা চলে এসেছে।'

অবাক চোখে সবকিছু দেখছেন স্পেন্সার। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন হেনলেকে, এমন সময় দরজা খুলে স্যাম প্রিয়র এসে ঢুকল ভেতরে। 'ওপরে নিয়ে গিয়ে পাহারায় রাখো ওনাকে', আদেশ করল হেনলে।

'কিরকম পাহারা?'

'বেশি না। তুমি সাথে থাকলেই হবে। তবে বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করতে দিও না। খাওয়া, ঘুম বা চাইলে টেলিভিশনে মুভিও দেখাতে পারো, তবে কম্পিউটারের ধারে কাছেও যেন না যায়', হেনলে বলল।

'ঠিক আছে, স্যার!' বলল স্যাম।

BanglaBook.org

'আপনি কথা মতো কাজ করেছেন। আমরাও আমাদের প্রতিশ্রুতি রাখব। তবে বোকার মতো কিছু করে বসবেন না', স্পেন্সারকে বলল হেনলে।

স্পেন্সারকে হাত ধরে নিয়ে গেল প্রিয়র। 'আমাকে ছাড়বেন কখন?' আর্ট ডিলার জিজ্ঞেস করলেন।

'জানাব। তাড়াতাড়িই ছাড়া পেয়ে যাবেন।'

স্পেন্সারকে রুমের বাইরে নিয়ে গেল প্রিয়র। দরজা বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে পেছনে ফিরে তাকালেন স্পেন্সার। হেনলে তার রবারের মুখোশ টেনে খুলে ফেলছে।

★★★

এয়ারপিসে বিপ শব্দ শুনতে পেল ব্যারেট, তারপর বাইনোকুলার দিয়ে ডাঙ্গার দিকে তাকাল। ওর বাইনোকুলারের সবুজ স্ক্রিনে হেড লাইটের আলো জোড়া বিস্ফোরণের মতো লাগছে। কিছুক্ষণ পর সাদা বিন্দুগুলো ম্লান হয়ে কালো রঙ ধারণ করল।

ব্যারেট ও স্ক্যারাবের ডক লাইট জ্বেলে নিজের উপস্থিতি জানান দিলো, তারপর তীরের দিকে এগোতে লাগল।

স্টিয়ারিং হুইল আর কন্ট্রোল থেকে ওর আঙুলের ছাপ মোছা শেষ করল টম রেয়েস। তারপর চাবি ঘুরিয়ে অফ করে দিল। সিটে বসেই পেছনের দিকে ঘুরে ক্যাব্রিলো আর নিক্সনের দিকে তাকাল ও।

'সব পরিষ্কার, বস', চাবি পকেটস্থ করে বলল ও।

'চলো তাহলে, ভেজা যাক', ক্যাবের পেছনের দরজা খুলে বলল ক্যাব্রিলো।

টুলবক্সটা নিয়ে ক্যাব থেকে নেমে আসল নিক্সন। তারপর ক্যাব্রিলো আর রেয়েসের পিছু পিছু এগুলো। পূর্ব দিকে তাকিয়ে দেখল সূর্য কেবল উঠতে শুরু করেছে। পশ্চিমের বাতাস স্তিমিত হয়ে আসছে। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই সকাল হয়ে যাবে, ঝড়ও ম্যাকাও ছেড়ে যাবে। কিন্তু বৃষ্টি এখনো দ্বীপের ওপর দিয়ে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে।

পাথর এড়াতে জলার দিকে তীর্যকভাবে এগোতে লাগল ব্যারেট। ক্যাব্রিলো কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে সামনের দিকটা চেপে ধরল। রেয়েস স্ক্যারাবে চড়ে বসে নিক্সনের হাত থেকে বাক্সটা নিল। ওটা ডেকে রেখে উঠতে সাহায্য করল নিক্সনকে। নিক্সন ডেকে উঠে পড়লে ক্যাব্রিলো বোটটা পেছনে ঠেলে দিয়ে হাত ধরল নিক্সনের। বোটটা পেছনে সরে গেলে উঠে পড়ল ক্যাব্রিলো। ব্যারেট ঘুরিয়ে নিল নৌকার মুখ।

ধীরে ধীরে এয়ারপোর্ট দ্বীপের সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত থেকে পিছিয়ে আসল বোট।

বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে আসতেই ব্যারেট ওরিগনের দিকে ফুল স্পিডে বোট ছোটাল এবার।

BanglaBook.org

★★★

'মানে?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'রঙ কিনে আনতে লোক পাঠিয়েছে ডিটেক্টিভ', বলল মাইকেল হ্যালপার্ট, 'ওরা সেগুলো ড্রেনে ফেলে পানি কোনদিকে যায় বের করবে।'

'বুঝতে পেরেছি। ভালো কাজ দেখিয়েছ। এবার ওরিগনে ফিরতে পারো', হেনলে বলল।

মনোযোগ দিয়ে রাডারের মনিটরটা দেখছে স্টোন, 'ব্যারেট ফিরে আসছে, কয়েক মিনিটের মাঝেই পৌঁছে যাবে ওরা।'

ঝড়ের অবস্থা দেখানো মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে হেনলে।

'ঘাটে কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে দাও। স্ক্যারাবটা কারো চোখে যেন না পড়ে', হেনলে নির্দেশ দিল।

'জ্বি স্যার', বলে মাইক্রোফোনের জন্য হাত বাড়াল স্টোন।

★★★

লোকটাকে বহির্গমন টার্মিনালের বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে, সেদিকে হেঁটে গেলেন সাং রী। টার্মিনালের ভেতর থেকে আলো ঠিকরে আসছে, সেই আলোয় অস্পষ্ট বোঝা গেল চেহারাটা।

'আপনার সঙ্গীদের একজন পিঠটান দিয়েছে, সে-ই আপনার খবর জানিয়েছে আমাদের', রী বলল।

রী'র দিকে দয়া আর করুণার দৃষ্টিতে চাইল লোকটা, 'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'আমাদের কাছে সাধু সাজার চেষ্টা করে লাভ নেই, বমাল ধরা পড়েছেন আপনি', রী বললেন।

'ধরা পড়েছি মানে? আমি একটা মূর্তি কিনতে এসেছি এখানে। একদল চোর বাগড়া দেয় মাঝখানে। আপনাদের উচিত ওদের পেছনে ছোটা, আমার পেছনে না', লোকটা বলল।

'কখন ম্যাকাওয়ে এসেছেন?' রী প্রশ্ন করল।

'দুই ঘণ্টা আগে', লোকটা জবাব দিল।

'শেষ ফেরিটা তিন ঘণ্টা আগে এসেছে। আরো দুই ঘণ্টার আগে পরবর্তীটা ছাড়বে না। আর তাছাড়া রাত একটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কোনো বাণিজ্যিক ফ্লাইটও নেই। আপনার গল্পটা সম্পূর্ণ ভুয়া', রী বললেন।

'আমার নিজস্ব বিমান আছে', লোকটা বলল।

'তাই! কোথায় সেটা তাহলে?' রী'র জিজ্ঞেস।

'জানিনা। চোরেরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।'

BanglaBook.org

'আহাহা, শুনে দুঃখ পেলাম! শোনেন, এখন থেকে যে প্রশ্ন করব সেটার ঠিকঠাক উত্তর না দিলে আঙ্গুল বাঁকা করতে বাধ্য হবো কিন্তু', রী মন্তব্য করলেন।

বিলিওনারের ক্রোধ বেড়েই চলছে। এ ধরনের লোকদেরকে সবসময় উনি কি চান সেটাই বলে এসেছেন। আর এই ব্যাটা তার কাছে কৈফিয়ত চাইছে। তার ওপর এখন তিনি ক্লান্ত, খানিকটা মাথাও ধরেছে। সেই সাথে মনে পড়ছে যে একশো মিলিয়ন ডলার খোয়া গিয়েছে তার।

সোজা রী'র চোখের দিকে তাকালেন উনি।

'আরে গর্দভ, শোন! আমার বার্গান্ডি ৭৩৭ এয়ারপোর্ট থেকে চুরি গিয়েছে। ওটার ভেতরে একটা ব্রিফকেসে এক মিলিয়ন ডলারের বন্ড ছিল আমার। আমি জানি না আজ রাতে এই বালের দেশে কি ঘটছে। আমার হ্যান্ডকাফ খুলে একটা কল করতে দিলে দশ মিনিটের মাঝে সব পরিষ্কার করে দিতে পারব।'

রী লোকটার কথা শুনে ৭৩৭-এর খোঁজ নিতে পারতেন কিন্তু এনার যুদ্ধংদেহী মনোভাব রী'র পছন্দ হলো না। লোকটার হাত ধরে রাখা অফিসারকে ইঙ্গিত করলেন উনি, 'হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাও একে।'

★★★

ব্যারেট স্ক্যারাবটাকে জায়গা মতো লাগিয়ে দিতেই মই বয়ে ক্যাব্রিলো, রেয়েস আর নিক্সন নেমে গেলো। সে-ও নামল একটু পর। আগ থেকেই দাঁড়ানো লোকেরা স্ক্যারাবের দায়িত্ব বুঝে নিল।

'আজতো অপারেশনেও যোগ দিলে, কেমন লেগেছে তোমার?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল ব্যারেটকে।

'কেক বানানোর মতো সহজ না। তবে অনেক বেশি মজার', ব্যারেটের জবাব।

একটা গোল দরজা দিয়ে ওরিগনের ভেতরে ঢুকল ওরা চারজন। ক্যাব্রিলো হলওয়ের দিকে এগিয়ে বলল, 'তোমরা গিয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে ফেলো, আমার এখনো কিছু কাজ বাকি।'

বাকিরা নিজেদের কেবিনের দিকে এগুতেই পেছন থেকে ডাকল ক্যাব্রিলো, 'ভালো কাজ দেখিয়েছ আজ, সাবাস।'

এরপর কন্ট্রোলরুমের দিকে এগোল ক্যাব্রিলো। ভেতরে ঢুকে ভেজা শার্টটা গা থেকে খুলতে খুলতে হেনলেকে জিজ্ঞেস করল, 'কি অবস্থা আমাদের, ম্যাক্স?'

★★★

ড্রেনের ছাদ আর পানির মাঝে চার ফুট জায়গা আছে আর। মাথার লাইটের ব্যাটারি কমে আসছে। পানি বাড়ছে দ্রুত, গোল্ডেন বুদ্ধের ভেলাটা ঠেলার জন্য যে নামবে, সেটাও পারছে না। ভেলা দুটো কষে বেঁধেছে মিডৌজ, তারপর ও

BanglaBook.org

আর জোন্স ভেলা দুটোর সংযোগস্থলে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভেলা একদিকে কাত হয়ে গেলে পাইপে বা দেয়ালে পা দিয়ে ঠেলে অন্য দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

'আরেকটা জাংশন আসছে, বায়ের চ্যানেলটায় যাব আমরা', হর্নসবাই চেঁচিয়ে বলল।

'V' আকৃতিতে টানেল যেখানে মিশেছে সেখানে পানির ধারা দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা ডুবোজাহাজ পানি কেটে ছুটে আসছে। ময়লা আবর্জনা ভাসছে পানিতে। ভেলার গতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

জোন্স সামনে তাকিয়ে মনে মনে ঠিক করে নিলো কী করবে।

'V' থেকে বিশ ফুটমতো আগে থাকতেই পা ভাঁজ করে দেয়ালে ধাক্কা মারল ও। ভেলার মুখ বাদিকে ঘুরে গেলো, তারপর স্রোতই জাংশন পার করে নিল ওদের।

'এটা তো পার হলাম। কিন্তু পরেরটা পার হতে পারব কি-না জানিনা', জোন্স চেঁচিয়ে বলল।

'দ্রুত সাহায্য না পেলে গোল্ডেন বুদ্ধ ফেলে নিজ চামড়া বাঁচাতে হবে আমাদের', মিডৌজ বলল।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ২৯

'একবারে একটা করে', অফিসারকে বলল পো।

অফিসার একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে রঙের প্রথম ক্যানটা খুলে ম্যানহোল দিয়ে নিচের পানিতে ফেলে দিলো। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় পানির সাথে বেগুনি রঙ মিশে যেতে দেখা গেল। এরপর ছড়িয়ে পড়ল সেটা। আরেকটা ক্যান খুলে একই কাজ করল অফিসার। ঠিক সেই সময়ে পো'র ফোন বেজে উঠল। কল ধরার জন্য কয়েক কদম দূরে সরে গেল সে।

'লিং, হেডকোয়ার্টারে চলে আসো। আমরা একজন সন্দেহভাজনকে আটক করেছি', সাং রী বললেন।

'ঠিক আছে, বস', পো বলল।

★★★

'কর্তৃপক্ষ রঙ দিয়ে পানির প্রবাহ কোথায় যায় তা বের করতে চাইছে', ক্যাব্রিলোকে বলল হেনলে।

ক্যাব্রিলো একটা তোয়ালে দিয়ে ভেজা মাথা আর চুল মুছছে। কাজ শেষ করে তোয়ালেটা একটা টেবিলের ওপর রেখে দ্রুত চুলটা আচড়ে নিলো।

'ওরা যদি বুঝেও থাকে যে আমাদের দল ড্রেন দিয়ে পালিয়েছে, তাহলেও আমার মনে হয় যে ব্লুপ্রিন্ট খুঁজতেই যতটুকু সময় পেরিয়ে গিয়েছে ততটুকু সময়ই আমাদের লোকদের বেরিয়ে আসার জন্য যথেষ্ট', ক্যাব্রিলো বলল, 'মনে হচ্ছে আমাদের ব্যাকআপ প্ল্যানের একটা কার্যকর করতে হবে।'

একটা কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে ইশারা করল হেনলে। 'উপকূলের বাইরে বেরনোর জন্য যে টানেলটা বেছে নিয়েছি আমরা সেটা দক্ষিণ দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম পয়েন্টগুলোর একটা। নাম-ভ্যান লেকের মাঝ দিয়ে গিয়ে টাইপার উত্তরে সাগরে গিয়ে প্রবেশ করেছে সেটা।'

কম্পিউটার স্ক্রিনটার দিকে তাকাল ক্যাব্রিলো। নর্দমার ছবিটাকে দেখে একটা পাতাহীন বিধ্বস্ত গাছের মতো লাগছে। বেরনোর জন্য যে ড্রেনটা বেছে নিয়েছে ওরা সেটা যেন প্রধান মূল।

'ওদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

'পারিনি। ওরা যে রেডিও নিয়ে গিয়েছে ওগুলো মনে হয় তেমন শক্তিশালী না', স্বীকার করল হেনলে।

'কাসিম আর মার্কের অবস্থা কী?'

'চেষ্টা করছি আমরা। তবে ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে না কথা। তবে সিগন্যাল মনে হয় যাচ্ছে, আপাতত আলফা নিউমারিক সিগন্যালে যোগাযোগ করছি', হেনলে জানাল।

'তাহলে তো জোডিয়াকে নির্দেশনা টাইপ করে পাঠালে ওরা পাবে, ওরাও জবাব দিতে পারবে?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করলো।

'পারার কথা', হেনলে বলল।

এরিক স্টোন ওদের কথার মাঝে বাধা দিল। একটা স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ম্যানহোলের কাছে হ্যালপার্টের রেখে যাওয়া ক্যামেরাটায় কিছু একটা দেখা যাচ্ছে, আপনারা একটু দেখলে ভালো হয়।'

ক্যাব্রিলো আর হেনলে পানিতে রঙ ঢালতে দেখল অফিসারকে।

'আমাদের লোক পর্যন্ত পৌছাতে কতখানি রঙ লাগতে পারে বলো তো?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

কীবোর্ডের ওপর নেচে বেড়াল স্টোনের হাত, ড্রেন দেখানো স্ক্রিনটা ধীরে ধীরে লাল রঙ ধারণ করতে শুরু করল। শিরা-ধমনীর মতো দেখতে পাইপগুলো বেয়ে রঙ এগিয়ে যেতে লাগল। স্ক্রিনের এক কোণে একটা ঘড়িতে সময়ের হিসেব দেখা যাচ্ছে।

'ওরা যেখানে আছে বলে ধারণা করছি, ততদূর যেতে মিনিট সতেরো লাগবে। টাইপার জলা পর্যন্ত যেতে একুশ মিনিট', ধীরে ধীরে বলল স্টোন।

একই সময়ে প্রিন্টার থেকে ট্রেতে একটা কাগজ বেরিয়ে এল। হেঁটে গিয়ে সেটা তুলে নিল হেনলে। 'এইমাত্র সব পুলিশ বোটে আদেশ জারি হলো। সাগরে এখন দুটো চাইনিজ নেভি বোটও আছে। ওদেরকে উপকূল জুড়ে রঙিন পানি খুঁজে দেখতে বলা হয়েছে, যেখানেই দেখতে পাবে সেখানেই যেনো পাহারা বসানো হয়।'

'একটা টাইমার চালু করো। সবাই জাহাজে আছে কি-না খোঁজ নাও, আর রওনা দেয়ার জন্যে ওরিগনকে রেডি করো। যে করেই হোক গোল্ডেন বুদ্ধ আর ওদেরকে নিরাপদে ড্রেন থেকে বের করে আনতে হবে। এরপর আলো ফুটলেই ম্যাকাও ছেড়ে চলে যাব আমরা। নইলে চাইনিজ নেভি বোট দুটো ঝামেলায় ফেলে দিতে পারে', ক্যাব্রিলো বলল।

"কোড 'ব্রোকেন এরো' জারি করব?" হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ব্রোকেন এরো', ক্যাব্রিলো জবাব দিল।

'মি. স্টোন, কোডটা জারি করো', হেনলে বলল।

এলার্ম বাজাল স্টোন। কয়েক মিনিটের মাঝেই পুরো ওরিগন কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

★★★

দক্ষিণ-চীনা সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বোয়িং ৭৩৭। টিনি গুন্ডারসন আয়েশ করে সালামি স্যান্ডউইচ আর আইসড চা খাচ্ছে। শ্যামাঙ্গিনী ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট রোন্ডা রোসেলি ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারের চেয়ারে বসে আছে। ককপিটের দরজা খোলা, কো-পাইলট জুডি মিকাইলস ভেতরে ঢুকে ওর সিটে বসে পড়ল। খাকি ফ্লাইট স্যুট পরে এসেছে সে, মুখটাও ভালো মতো পরিষ্কার এখন।

'ট্রেসি সব যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখছে', বলল ও।

'একটা কথা বলা হয়নি, খুব ভালো কাজ দেখিয়েছ তোমরা দুজন', গুন্ডারসন বলল।

'নিজের কথা কি আর বলব বলো! জর্জটাউন থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছি, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাজ করেছি চার বছর। আর এখন আমার শত্রুর সাথে ঘুমাই আমি', মজা করে বলল মিকাইলস।

গুন্ডারসন অবশিষ্ট স্যান্ডউইচ মুখে চালান করে দিল। তারপর হাত ঝেড়ে চায়ে চুমুক দিয়ে গলা দিয়ে নামিয়ে দিলো সবটুকু।

'কয়েক বছর আগে আমি যে একজন রোমানীয় কাউন্টেসকে পটিয়েছিলাম সেটা ভুলে গেছ তুমি? কাজ আদায় করতে যা দরকার সেটা তো করতেই হবে', গুন্ডারসন বলল।

'মনে থাকবে না আবার, এটাও মনে আছে যে, অ্যাসাইনমেন্টটা একটু বেশিই পছন্দ করেছিলে তুমি', জুডি বলল।

হাসল গুন্ডারসন, 'তা মানে তোমারটা তোমার পছন্দ হয়নি?'

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের তথ্যগুলো একটা ক্লিপবোর্ডে লিখতে লিখতে জবাব দিলো জুডি, 'এই ব্যাটা হচ্ছে একটা পাগল, একেবারে গ-ও কারে গোল।'

সিট বেল্ট খুলে চেয়ার ছেড়ে উঠল গুন্ডারসন, 'তাহলে ওর বিমান চুরি করা ঠিকই আছে।' তারপর রোসেলিকে বলল, 'বাথরুমে যাব একটু, একটু পরেই আসছি।'

★★★

ওরিগনের ডাইনিং রুমে চিন্তিত মনে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন উইন্সটন স্পেন্সার। আরেক টেবিলের এক কোণায় একজন গার্ড বসে নীরবে নজর রাখছে। হুয়ান ক্যাব্রিলো ডাইনিং রুমে ঢুকে স্পেন্সারের দিকে এগোল, তারপর তার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল।

'প্যারাগুয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার এটা। টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। আগামী এক বছরের মাঝে একাউন্টটা থেকে টাকা না তুললে ব্যালান্স আবার আমাদের ব্যাংকে ফিরে আসবে। আপনি ওটায় টাকা জমা দিতেও পারবেন আবার তুলতেও পারবেন, কিন্তু এক বছর পর ওটার লেনদেনের সব তথ্যই মুছে ফেলা হবে', ক্যাব্রিলো বলল।

BanglaBook.org

'এক বছর কেন?' স্পেন্সার জিজ্ঞেস করলেন।

'কারণ, আপনার যে আর্থিক অবস্থা, তাতে এক বছরের মাঝে টাকা না উঠালে ধরে নিতে হবে যে আপনি আর বেঁচে নেই', ক্যাব্রিলো জবাব দিল।

স্পেন্সার মাথা ঝাঁকালেন।

ক্যাব্রিলো একটা প্লেনের টিকিটওয়ালা ফোল্ডার দিল স্পেন্সারের হাতে। 'হংকং থেকে দুবাই, সেখান থেকে প্যারাগুয়ে। ফার্স্ট ক্লাস। কাল সকালের প্রথম ফ্লাইট।'

টিকিটটা নিলেন স্পেন্সার।

'এখানে দশ হাজার মার্কিন ডলার আছে', স্পেন্সারের হাতে একটা এনভেলপ ধরিয়ে দিল ক্যাব্রিলো, 'এর বেশি দিলে সন্দেহের সৃষ্টি হবে।'

এনভেলপটা নিলেন স্পেন্সার।

'আমাদের চুক্তি শেষ হলো তাহলে। একটা ক্যাব ডাকা হয়েছে। যেখানে যেতে চান নিয়ে যাবে আপনাকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসবে সেটা', ক্যাব্রিলো বলল।

গার্ড দাঁড়িয়ে স্পেন্সারের ওঠার অপেক্ষা করল। দরজার দিকে রওনা দিল ক্যাব্রিলো।

'একটা প্রশ্ন করতে পারি?' স্পেন্সার জিজ্ঞেস করলেন।

কেবল দরজা খুলেছে ক্যাব্রিলো। থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকালো।

'সবকিছুই একটু বেশি বেশি নিখুঁত মনে হচ্ছে, কীভাবে করলেন এতকিছু?' স্পেন্সার জানতে চাইলেন।

'এখনো কিন্তু আপনার হংকং যাওয়া বাকি?' বলে দরজা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল ক্যাব্রিলো।

★★★

ওরিগনের পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে জর্জ এডামস। একটা ল্যান্ডিং প্যাড উঠানো হচ্ছে ওপরে, সেটাই তদারকি করছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে ডেকে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিশ নট গতিতে বইছে বাতাস। টম রেয়েসের দিকে ঘুরল ও।

'প্যাডটা জায়গামতো বসালেই হেলিকপ্টারটা ওড়ানোর চেষ্টা করতে হবে', বলল এডামস।

মাথা ঝাঁকাল রেয়েস, এমন সময় একজন কর্মচারী ঠেলায় করে কয়েকটা বাক্স নিয়ে লিফটের কাছে এগিয়ে এলো। এলিভেটর অপারেটর ইশারায় জানালো ল্যান্ডিং প্যাড জায়গামতো পৌঁছে গিয়েছে। এডামস আর রেয়েস হেঁটে সেদিকে এগুলো।

রবিনসন আর-৪৪ হেলিকপ্টারটা মোটামুটি মাঝামাঝি আকৃতির একটা আকাশযান। পিস্টন ইঞ্জিনে চলে। ঘণ্টায় ১৩০ কি.মিটার বেগে ছুটতে পারে। ১,৪২০ পাউন্ড ওজন, ২৬০ হর্সপাওয়ারের পাওয়ার প্লান্ট, তিন লক্ষ ডলার মূল্য।

BanglaBook.org

দুজন মিলে ওটার নিচে মাটিতে চালানোর চাকা লাগালো, এরপর ওটাকে জায়গামতো নিয়ে গিয়ে আবার চাকা খুলে কর্মচারীটার কাছে দিয়ে দিলো।

'আপনার কথা মতো আলাদা আলাদা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে রঙ ভরে দিয়েছি', কর্মচারীটা বলল।

এডামস মাথা ঝাঁকিয়ে রেয়েসের দিকে ঘুরল। 'বক্স তোমার পায়ের কাছেই রেখো, তবে ফুট প্যাডেল থেকে দূরে। যতটা নিচে দিয়ে সম্ভব যাওয়ার চেষ্টা করব, তবে বাতাসের কারণে কষ্ট হবে অনেক।'

'বুঝতে পেরেছি', রেয়েস বলল।

এডামস ঝটপট হেলিকপ্টারের সবকিছু দেখে নিলো একবার। তেল-টেল আছে কি-না পরীক্ষা শেষে রেয়েসকে বলল, 'উঠে পড়ো, খেলা দেখিয়ে আসি।'

দুজনই সিটে বসার পর সুইচ-টুইচ টিপে চেক করে নিলো এডামস। সব ঠিকঠাক পেয়ে জানালা দিয়ে চিৎকার করে জানিয়ে দিলো, 'সব ঠিক আছে।' তারপর হেলিকপ্টার স্টার্ট দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ইঞ্জিন চালু হতেই পাখা ঘুরতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে ওগুলোর ঝাঁকিতে পুরো হেলিকপ্টার কাঁপা আরম্ভ হলো। গেজগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে এডামস। ইঞ্জিন পর্যাপ্ত গরম হয়ে উঠতেই মাইক্রোফোনে রেয়েসকে ডাকল ও।

'ভালো মতো ধরে থেকো কিন্তু। বিশাল একটা লাফ দেবো এবার', বলল এডামস।

ছোট্ট পাখিটা দ্রুত প্যাড ছেড়ে আকাশে উড়ল। বাতাসে নাক উঁচিয়ে একই সাথে ওপরে আর সামনে এগোচ্ছে ওটা।

ওরিগন থেকে সোজা বাতাসের ভেতর হেলিকপ্টার ছুটিয়েছে এডামস। লক্ষ্য উপকূল। একটু এগিয়েই ম্যাকাওয়ের দিকে বাঁক নিল এবার। এডামসের হাঁটুর ওপর একটা ক্লীপবোর্ড। ড্রেনের পানি কোন কোন জায়গা দিয়ে বের হয় তার ম্যাপ আছে ওখানে।

'ঐ তো একটা,' একটা পাইপের মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ও। নোংরা পানি বেরিয়ে এসে সমুদ্রে মিশছে ওটা থেকে।

রেয়েস নিচু হয়ে বক্স থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে ওটার মুখ খুলে জানালা দিয়ে ছুড়ে দিলো।

হেলিকপ্টার থেকে দশ ফুট নিচে পানিতে আছড়ে পড়ল ওটা। তারপর মাংস থেকে যেরকম রক্ত বেরোয়, সেরকম রং বেরিয়ে রক্তলাল হয়ে গেল ওখানকার পানি।

দূর থেকে একটা পুলিশ বোট হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেলেও বৃষ্টির কারণে দেখতে পেল না। হেলিকপ্টারটা আরো ওপরে নিয়ে গেলো এডামস। এরপর ম্যাকাও আর টাইপার দ্বীপগুলোর ভেতর দিয়ে একই কাজ করতে করতে উড়ে চলল।

BanglaBook.org

★★★

ম্যাকাও পুলিশ ডিপার্টমেন্টের হেডকোয়ার্টারের সামনে গাড়ি পার্ক করল ডিটেক্টিভ পো। তারপর বৃষ্টির মাঝেই দরজার দিকে এগোল সে। পূর্ব দিকে আলো ফুটতে শুরু করেছে, কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নেই।

বিল্ডিং-এ ঢুকে রী'র অফিসে যাওয়ার জন্য এলিভেটরে উঠল পো। হলওয়ে ধরে এগিয়ে রিসেপশনে পৌঁছেই বুঝল আজ কপালে শনি আছে। ইউ এস কন্সুলার এজেন্ট, ম্যাকাওয়ের মেয়র, একজন চাইনিজ জেনারেল আর জনা চারেক সাংবাদিক, একজন আপাদমস্তক কালো পোশাক পরিহিত লোককে ঘিরে বসে আছে।

'কোনো ছিঁচকে চুরি না। একটা আস্ত বোয়িং সাতশো সাঁইত্রিশ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে ওরা', গম গম স্বরে বলছে লোকটা।

সফটওয়্যার বিলিওনিয়ারের জন্য পুরো ব্যাপারটাই ভাগ্য ছাড়া আর কিছু না। হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসার পরেও তাকে কোনো ফোন করার অনুমতি দেননি রী। বরং জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে তার অফিসে নিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু অফিসে ঢোকার পর সাইড টেবিলের ওপরে রাখা ফরচুন ম্যাগাজিনের একটা কপির ওপরে চোখ পড়ে বিলিওনিয়ারের। আর ওটার মলাটে তার মুখটাই শোভাবর্ধন করছে। রী'কে সেটা দেখাতেই দ্রুত ঘটতে শুরু করেছে সব।

সেকেন্ডের মাঝে সন্দেহভাজন থেকে বাদীতে বদলে গেছেন বিলিওনিয়ার।

হেঁটে রী'র পাশে গিয়ে দাঁড়াল পো।

সেই মুহূর্তেই এলিভেটরের দরজা খুলে স্ট্যানলে হোকে আসতে দেখা গেলো।

'ধুর!' বলে গজ গজ করে উঠলেন রী।

'আমার বুদ্ধ পেয়েছেন?' কাছাকাছি আসার সাথে সাথেই জিজ্ঞেস করলেন হো।

'এই ব্যাটা আবার কে?' বিলিওনিয়ার জিজ্ঞেস করলেন।

'স্ট্যানলে হো। আপনি কে?' হো জানতে চাইল।

'মার্কাস ফ্রাইডে। আমার কথা শুনে থাকবেন সম্ভবত', সফটওয়্যার বিলিওনিয়ার বলল।

'আপনিও আমাকে চিনবেন। ফোর্বস-এর মতে বিশ্বের সবচাইতে ধনবানদের একজন আমি', বললেন হো, অপমান বোধ করছেন যেন।

'আমার ওপরে যারা আছেন তাদের সবাইকেই চিনি। আপনি তাদের মধ্যে নেই', খেদ প্রকাশ পেল ফ্রাইডের কণ্ঠে।

মনে মনে হাসল পো। এসব যদি সত্য হয় তাহলে একটা দারুণ মজার একটা খেলা হবে এখন। বাচ্চারা যেরকম বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে সেভাবেই একে অপরকে টেক্কা দেয়ার চেষ্টা করছে পৃথিবীর অন্যতম দুই ধনবান।

'হ্যাঁ, তবে এটা আমার শহর। আপনি...', বলতে শুরু করলেন হো।

'মি. হো, চলুন আমার অফিসে যাই। তারপর আলাপ আলোচনা করে দেখি কী করা যায়', দ্রুত বলে উঠল পো।

BanglaBook.org

'না, আমি কোথাও যাচ্ছি না', বেশ জোরেশোরেই বললেন হো।

'সবাই শান্ত হোন', রী বলে উঠলেন।

সাংবাদিকদের ওখানেই অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে একটা কনফারেন্স রুমের দিকে এগোলেন রী। সবাই ভেতরে ঢুকে বসার পরে প্রথমে টেলিফোন তুলে চায়ের জন্য অর্ডার করলেন। তারপর কথা বললেন, 'ঠিক আছে, কে কী বলতে চান শুনি এবার।'

চিফ ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালেন হো, 'সুইজারল্যান্ড থেকে দু'শো মিলিয়ন ডলারের একটা বুদ্ধমূর্তি কিনেছিলাম আমি। আজ আমার বাসার পার্টি থেকে চুরি হয়ে গেছে সেটা। আপনিও ছিলেন সেখানে। আমি জানতে চাই ওটা আপনারা খুঁজে পেয়েছেন কি-না?'

'একদল ক্রিমিনাল আমার একশো মিলিয়ন ডলারের বন্ড আর বোয়িং সাতশো সাঁইত্রিশ চুরি করে নিয়ে গিয়েছে', বিলিওনিয়ার বললেন, 'আমি জানতে চাই এই খোদার গজব পড়া দেশে ঘটছে কী আজ?'

পো উঠে দাঁড়াল, 'আপনার প্লেনের দাম কী একশো মিলিয়নের বেশি?'

বিলিওনিয়ার মাথা নাড়লেন।

'তাহলে আজ রাতে দু'শো মিলিয়নই বেশি গুরুত্ব পাবে', পো বলল।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ৩০

ড্রেনটা দ্রুত পানির সমাধিতে পরিণত হচ্ছে। পানি আর মাথার ওপরের বাঁকানো ছাদের মাঝে আর মাত্র তিন ফিট ব্যবধান বাকি। ওপরের পাইপগুলো থেকে সজোরে নেমে আসছে স্রোতধারা। মাথার ওপরের রাস্তার ময়লা নেমে আসছে সাথে। একটা ইঁদুরকে ওদের দিকে সাঁতরে আসতে দেখল হর্নসবাই, একটা দাঁড় দিয়ে পিটিয়ে সরালো ওটাকে।

সামনেই আরেকটা জাংশন। পানির গর্জন ছাপিয়ে চেঁচাল ও, 'সিদ্ধান্ত নাও, ডুবেবে নাকি সাঁতরাবে?'

সামনে তাকাল মিডৌজ। মাথার টুপির লাইটের নিষ্প্রভ আলোয় সামনের স্রোতের ফেনা দেখা যাচ্ছে শুধু। ওদের ভেলাকে মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণহীন করে দিতে পারে সেটা।

'দাঁড় হাতে নিয়ে রেডি হও। এবার আমাদেরকেই বাইতে হবে!'

বাম দিকে দাঁড় বেয়ে বহু কষ্টে ভেলার মুখ ডানদিকে ঘোরাল ওরা। গোল্ডেন বুদ্ধ বহনকারী ভেলাটা বাম দিকে যেতে যেতেও শেষ মুহূর্তে ডান দিকের চ্যানেলেই ঢুকে পড়ল। তবে মানুষ তিনজনকে বহনকারী ভেলাটার ভাগ্য এতটা সুপ্রসন্ন হলো না। জাংশনের মাঝখানে গিয়ে ধাক্কা খেল ওটা। জোন্সের ডান পাশে লাগল আঘাতটা। এরপরেও স্রোত ওকে কংক্রিটের দেয়ালের সাথেই চেপে ধরে রাখলো। মনে হলো যেন অনন্তকাল পর সামনের ভেলাটার সাথে বাঁধা দড়িটায় টান লাগল আর ওটার টানে ওদের ভেলাটা দেয়াল থেকে মুক্ত হলো।

'জোনসি ব্যথা পেয়েছে', কানে তালা লাগানো শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল মিডৌজ।

বুকের ডান পাশটা চেপে ধরে আছে পিট জোন্স, শ্বাসের জন্য হাঁসফাঁস করছে। মাথা ঘুরিয়ে হর্নসবাই শুধু ওর ছিন্নভিন্ন শার্ট আর বেদনার্ত অভিব্যক্তি দেখতে পেল।

'পাঁজরের হাড্ডি ভেঙ্গে গিয়েছে!' কঁকিয়ে উঠল জোন্স।

'ভেলা দুটো আলাদা করে ফেলা উচিত। পরেরবার জীবনেও ঘুরতে পারবো না', হর্নসবাই চেঁচাল।

BanglaBook.org

'এক কাজ করি, ভেলাটাকে ফুটো করে গোল্ডেন বুদ্ধকে এখানেই ফেলে যাই, পরে পানি কমলে এসে নিয়ে যাওয়া যাবে', মিডৌজ চিৎকার করে বলল।

দাঁতে দাঁত চেপে ঘড়ি দেখল জোন্স। বেদনার্তস্বরে বলে উঠল, 'ওরিগন আজ সকালেই চলে যাবে। আজ বের করে নিতে না পারলে আর কখনোই পারব না।'

এক মুহূর্তের জন্য ভাবল হর্নসবাই। কয়েক মিনিটের মাঝেই সামনের জাংশনে পৌঁছে যাবে। শার্টের পকেট থেকে একটা কলম বের করে জিপিএস এর দিকে তাকাল ও, এরপর ওদের গন্তব্যের বাকি অংশটুকু হাতের উল্টোপিঠে এঁকে ফেলল।

'বব আমি সামনের ভেলাটায় যাচ্ছি। আমার ভারে আরো কিছুটা নিচু হবে হয়তো, কিন্তু ডুববে না। আমি গোল্ডেন বুদ্ধের বক্সের ওপর উঠে বসলেই দড়িটা কেটে দেবে তুমি', বলল ও।

তারপর জিপিএস মিডৌজের হাতে তুলে দিল ও।

'তুমি নিশ্চিত হর্নি?'

গোল্ডেন বুদ্ধের বক্সের ওপরে ওর দাঁড়টা ছুড়ে দিল হর্নসবাই। তারপর দড়ি টেনে ভেলাটা কাছে নিয়ে এসে বলল, 'ছুরি বের করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের বেল্ট থেকে একটা ভাঁজ করা ছুরি বের করে সেটা সোজা করল মিডৌজ।

নিচু হয়ে লাফ দিয়ে সামনের ভেলায় উঠে পড়ল হর্নসবাই। ও সোজা হওয়ার পর দড়িটা কেটে দিল মিডৌজ। তারপর দাঁড় দিয়ে ঠেকিয়ে ওদের ভেলার গতি ধীর করে দিলো। পানি চিরে এগোচ্ছে হর্নসবাই। পানির ওপরে হর্নসবাইয়ের ধড় আর গোল্ডেন বুদ্ধের একাংশ দেখতে পেল মিডৌজ।

'ডানে যাচ্ছি', এগোনোর সময় চেঁচিয়ে বলল হর্নসবাই, 'এরপর বায়ে।'

★★★

ড্রেনের পাইপগুলো সমুদ্রের যত কাছে পৌঁছেছে ততোই ওগুলোর ব্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে। যাতে পানির চাপে ওগুলো ফেটে না যায়। ম্যাকাও-এ ছয়টা পুকুরের মতো জায়গা আছে, যেখানে পানি জমা হয়। ফলে পানির গতি কিছুটা কমে যায়। পরবর্তীতে এখান থেকে সর্বশেষ নর্দমায় করে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে সে পানি।

BanglaBook.org

মার্ফি আর কাসিম ওগুলোরই একটার আশপাশ দিয়ে ঘুরছিল।

'আর পাঁচ মিনিট, এরপরে ওদের খুঁজতে বেরুব আমরা', মার্ফি বলল।

আরো তিন বার হর্ন বাজাল কাসিম। 'এখনই চলে আসবে ওরা', সহমত হলো সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মার্ফির ডিজিটাল পেজার বিপ করে উঠল। একটা বোতাম চাপতেই লাইট জ্বলে উঠল ওটার। মেসেজ উল্টেপাল্টে দেখে মাথা নাড়ল ও।

'পানির প্রবাহ অনুসরণ করতে পানিতে রঙ মিশিয়েছে ওরা', জোডিয়াকটা আরো একবার ঘোরাতে ঘোরাতে বলল মার্ফি, 'আমাদের পালানোর রাস্তার দিকে আসলে ধরা খেয়ে যাব আমরা।'

'মানে?' কাসিম জিজ্ঞেস করল।

'রঙ দেখলে চাইনিজরা এদিকে আসবে। জোডিয়াকের পাশগুলোও রঙে মাখিয়ে যাবে। এরপর আমাদের ধরে নিয়ে যাবে ওরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।'

'কী করতে বলেছে ওরিগন?'

জবাব দেয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্য চুপ রইল মার্ফি। 'ওরা বলেছে এদিকের টানেল উড়িয়ে দিয়ে রঙ মাখানো পানি আসার পথ বন্ধ করে দিতে।'

'কতক্ষণ সময় আছে আমাদের?'

'ছয় মিনিট সাতচল্লিশ সেকেন্ড', বোটের নিচ থেকে একটা থলিমতো জিনিস ওঠানোর সময় বলল মার্ফি।

'বাকিদের কী হবে?'

'এর মধ্যে যদি ওরা বের না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে ওরা ভুল পথে গিয়েছে বা ডুবে গিয়েছে। আপাতত তাই নিজের জান বাঁচিয়ে পালাতে হবে আমাদের', মার্ফি বলল।

পুকুরের দিকের পাইপের দিকে এগোল মার্ফি। আউটবোর্ড মোটরের শক্তি ব্যবহার করে স্রোতের বিপরীতে থামিয়ে রাখল বোটটা, আর কাসিম ড্রেনের ওপরে বিস্ফোরক বসাতে লাগলো। জায়গামতো বসানোর পর ডিজিটাল টাইমার চালু করল কাসিম। চার, তিন, দুই, এক–লাল বাতি জ্বলে উঠল।

'আবারো সংকেত দাও', জোডিয়াক ফিরিয়ে নিয়ে আসার সময় বলল মার্ফি।

★★★

হর্নসবাই-এর কাছে মনে হচ্ছে ও বুঝি একটা কাঠের তক্তার ওপরে ভেসে আছে। পুরোপুরি ভিজে গেছে ও। ওর মাথা আর ওপরের পাইপের মাঝখানের দূরত্ব কমছে দ্রুত। দাঁড় বেয়ে বহু কষ্টে শেষ বাঁকটা নিয়েছে ও। কিন্তু পরের বাঁকে সেটার জন্য জায়গা পাবে না। দেয়ালে পা বাধিয়ে একদিকে ঘোরার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও। অন্যদেরকে দেখতে পাচ্ছে না হর্নসবাই। টুপির লাইটের আলো প্রায় শেষ। মিডৌজ আর জোস ঠিক চ্যানেল বেছে নিয়েছে কি-না জানার উপায় নেই। ওরা না থাকলেও কিছু করার নেই এখন ওর। নিজের বেঁচে থাকা নিয়েই বেশি চিন্তিত ও। দেয়ালে পা বাধাল ও, ভেলা কাত হয়ে সঠিক চ্যানেলে এগুতে লাগল।

তখনই মা পাখি যেরকম কিচিরমিচির শব্দে তার বাচ্চাদেরকে ডাকে সেরকম হালকা তিনটা হর্ন শুনতে পেল ও। গোল্ডেন বুদ্ধের বক্সের ওপরে হর্নসবাইকে নিয়ে আওয়াজের দিকে ছুটল ভেলা।

BanglaBook.org

★★★

জোডিয়াকের ওপর থেকে পাইপের মুখে একটা স্পটলাইট তাক করার চেষ্টা করছে কাসিম। বিস্ফোরকের টাইমারে সময় কমছে ধীরে ধীরে। সত্য বলতে কী, ওর আর বিশ্বাস হচ্ছে না যে ওরা ফিরতে পারবে।

'দুই মিনিট', মোটরের আওয়াজ ছাপিয়ে বলল ও।

অধীর হয়ে কান পেতে আছে মার্ফি। আহত পশুর গর্জনের মতো একটা আওয়াজ ভেসে আসছে টানেলের ভেতর থেকে। তখনই দোয়া পড়তে পড়তে পাইপের মুখ থেকে সবেগে ছুটে আসল ক্লিফ হর্নসবাই। মার্ফি সাথে সাথেই জোডিয়াকটা ওটার পাশে নিয়ে গেলো আর কাসিম ভেলার প্রান্ত ধরে ফেলল।

'অন্যরা কোথায়?' মার্ফি জিজ্ঞেস করল।

চোখের ওপর থেকে পানি মুছে ওপরের ছাদের দিকে তাকাল হর্নসবাই। স্পটলাইটের আলোয় খুব সামান্যই দেখা যাচ্ছে। 'আমার ঠিক পেছনেই ছিল ওরা।'

'কোনো রঙিন পানি দেখেছ তোমরা?' কাসিম জিজ্ঞেস করল।

'কিসের রঙিন পানি?'

'পানির প্রবাহ অনুসরণ করতে ম্যানহোল দিয়ে রঙ ছেড়েছে ওরা। পানিতে কিছু দেখেছ তোমরা?' মার্ফি বলল।

'না', বলল হর্নসবাই।

'এক মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড', কাসিম বলল।

'কীসের এক মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড?' হর্নসবাই জিজ্ঞেস করল।

'এই রাস্তা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদের। নইলে নিরাপদে পালাতে পারব না এখান থেকে। আরেকবার হর্ন বাজাও', মার্ফি বলল।

★★★

জোন্স ভেলায় শুয়ে আছে, নড়াচড়া করতে পারছে না মোটেও। যদি পানিতে নামতে হয় বা পালিয়ে যেতে হয় মিডৌজের বয়ে নিতে হবে ওকে। বহুকষ্টে শেষ বাঁকটা পেরিয়ে এসেছে ওরা। তবে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

'কী অবস্থা, পল?' জিজ্ঞেস করল মিডৌজ।

জোন্স খুব দূরে কিছু একটা শুনতে পেয়ে চোখ খুলল। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেলো মুখ, 'শব্দটা শুনেছ?'

'কীসের শব্দ?' মিডৌজ জিজ্ঞেস করল, ভাবছে হ্যালুসিনেশনে ভুগছে জোন্স।

'আমাদেরকে নিতে এসেছে ওরা', জোন্স বলল।

আঠারো সেকেন্ড পর পাইপ থেকে বেরিয়ে এল ওদের ভেলা।

'কথা বলার সময় নেই এখন। দড়িটা শক্ত করে ধরে রাখো', চেঁচিয়ে বলল মার্ফি।

BanglaBook.org

'আর ত্রিশ সেকেন্ড', কাসিম জানাল।

মার্ফি ভেলা দুটো জোডিয়াকের পেছনে বেঁধে ফেলল। তারপর থ্রটল সামনে এগিয়ে দিল। জোডিয়াকের পেছনের দিকটা পানিতে ঢুকে গেলো খানিকটা তারপরে তীরবেগে পুকুর ছাড়িয়ে বেরনোর পথের দিকে এগিয়ে গেলো।

'মাথা নিচু করো!' ওর স্টপওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল মার্ফি।

ঠিক সেই সময়ে বিকট একটা আওয়াজে ভরে উঠল পুরো জায়গাটা, থেমে থেমে প্রতিধ্বনি হতে লাগলো পুরো টানেল জুড়ে। এক সেকেন্ড পর পুরো পাইপ ভেঙে পড়ে পুকুর বন্ধ করে দিলো। একই সাথে শক্তিশালী একটা শক ওয়েভ ধেয়ে এলো ওদের দিকে। ধাক্কায় পুকুরের পানি বের হওয়ার টানেলের চাইতেও উঁচুতে উঠে গিয়েছে। স্পটলাইট ঘুরিয়ে আসন্ন সুনামি দেখল কাসিম।

'শক ওয়েভ আসছে', চিৎকার করল ও। সেই মুহূর্তে জোডিয়াক বের হওয়ার টানেলের ভেতরে প্রবেশ করলো।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৩১

ওরিগনে বিদ্যুৎ গতিতে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। টেলিফোন তুলে হার্বার মাস্টারকে একটা ফোন করল ক্যাব্রিলো।

'একটা কাজ পড়ায় আমাদের কোম্পানি দ্রুত চলে যেতে বলেছে এখান থেকে। তবে চিন্তা করবেন না। ম্যানিলায় আমাদের আরেকটা জাহাজ নোঙ্গর করা আছে। ওরাই এসে আতশবাজির চালানটা নিয়ে যাবে ইউএসএ-তে। আগামী পরশুই পৌঁছে যাবে ওরা', বলল ও।

ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই নিল বাচাল লোকটা। এতো রাতে কারো সাথে কথা বলতে পেরেই শান্তি পেয়েছে সে।

'সিঙ্গাপুর। কি মাল সেটা বলেনি, শুধু বলেছে এখন থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার মাঝে গিয়ে পৌঁছতে হবে', লোকটার প্রশ্নের জবাবে বলল ক্যাব্রিলো।

সিঙ্গাপুর এখান থেকে পনেরোশো মাইল। হার্বারমাস্টার যা শুনেছে তাতে তার ধারণা বাহাত্তর ঘণ্টার মাঝে পৌঁছানো কষ্টই হবে ওরিগনের জন্য। কারণ কুল্যে ঘণ্টায় বাইশ নট গতি তুলতেই খবর হয়ে যাবে জাহাজটার। কিন্তু লোকটার জানার কোনো উপায় নেই যে সূর্যোদয়ের পরপর খোলা সাগরে পৌঁছে যেতে পারলে সিঙ্গাপুরে ওরিগন পৌঁছবে পরদিন লাঞ্চের পর। ওরিগন যে আদৌ সিঙ্গাপুর যাচ্ছেই না সেটাও জানা নেই তার।

'হ্যাঁ, জানি জোর করেই কাজটা চাপানো হচ্ছে আমাদের ওপর। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করার তো উপায় নেই। পাইলট কী রওনা দিয়েছেন?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

হার্বারমাস্টার ইতিবাচক জবাব দিলে ফোন রেখে দেয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল ক্যাব্রিলো।

'তার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা, ধন্যবাদ', বলল ক্যাব্রিলো।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে হেনলের দিকে তাকাল ক্যাব্রিলো। সকাল চারটা একচল্লিশ বাজে।

'মনে হচ্ছে ব্যাটা বিশ্বাস করেছে সব। পাইলট আসছে বোটে করে', ক্যাব্রিলো জানান দিল।

BanglaBook.org

হেনলে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এডামস আর রেয়েস ফিরে এসেছে। সব হ্যাচ বন্ধ করে দিতে বলেছি আমি। তার মানে জোডিয়াকটাকে আমাদেরকে খোলা সাগর থেকে তুলে নিতে হবে।'

'কী খবর ওদের?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'সেং আর হ্যাক্সলে এখনো বাইরে অপেক্ষা করছে', ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল হেনলে, 'মার্ফিকে ভেতরের ড্রেনের মুখটা করে দিতে বলেছিলাম। যাতে ওরা চারজন অন্তত বেরিয়ে আসতে পারে। কয়েক মিনিট আগে যোগাযোগ হয়েছিল। তখন পর্যন্ত জোন্স, মিডৌজ, হর্নসবাই বা গোল্ডেন বুদ্ধ কারো হদিসই পাওয়া যায়নি।'

'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।'

'তুমি যখন আর্ট ডিলারের সাথে কথা বলছিলে তখন সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছে আমাকে। হেলিকপ্টারে রং ছড়িয়ে চাইনিজদের দৃষ্টি সরাতে না পারলে শুধু টানেলের ওরা না, ওদেরকে উদ্ধার করতে যারা গিয়েছে তারাও বিপদে পড়ে যেত', নীরবে বলল ক্যাব্রিলো।

'আমি জানি, ম্যাক্স। তোমার যা করার দরকার ছিল তুমি তা-ই করেছ।'

এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। এরিক স্টোন কথা বলে উঠল এমন সময়।

'স্যারেরা, মাত্রই একটা বিস্ফোরণের শক ওয়েভ ধরা পড়েছে।' একটা মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করছে ও।

★★★

জোডিয়াকের থ্রটল সর্বোচ্চ পরিমাণ এগিয়ে দিয়েছে মার্ফি। রকেটের গতিতে টানেল ছেড়ে উপসাগরে বেরিয়ে আসছে ওরা। শক ওয়েভের থেকে মাত্র ফুট দশেক এগিয়ে আছে ওরা। সর্বোচ্চ গতিতে ছুটছে, তাই দূরত্বটা একই থাকছে।

'রেডিওতে সেং-কে ধরার চেষ্টা করো। কী ঘটছে বলো', শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল মার্ফি।

মাথা ঝাঁকিয়ে মাইক্রোফোন তুলে নিল কাসিম।

'এডি, ওদেরকে পেয়েছি। সব ব্যবস্থা করে রাখো। আসছি আমরা', মাইক্রোফোনে চেঁচাল কাসিম।

'বুঝেছি', পাইপের বাইরে থেকে চেঁচাল সেং।

কয়েক মিনিট আগে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে দ্বিতীয় জোডিয়াকটায় উঠে পড়েছে সেং আর হ্যাক্সলে। কাসিম যখন কল করল, ওরা তখন কেবল ডাঙা থেকে পিছিয়ে আসছে। জোডিয়াকটা আবার ঘুরিয়ে উপকূলের দিকে তীব্রগতিতে ছোটাল সেং। তীর ধরে জমা কুয়াশা আর বৃষ্টির মাঝে পড়ে গেল ওরা। এর মাঝেই পানি বেরোনোর পাইপের দিকে স্পটলাইট তাক করল সেং।

'ওরিগনে কল করো। জানাও দ্বিতীয় টিম ফেরত আসছে', হাক্সলেকে বলল ও।

BanglaBook.org

★★★

পাইলটের বোট এসে ওরিগনের সাথে ভিড়ল। একটা টাগবোট ভাসছে পাশেই, পাইলটের নির্দেশনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বোট থেকে মইয়ে উঠল পাইলট, তারপর ডেকে পৌঁছে চারপাশে তাকাল। ওপরের ডেক যতসব ক্যাবল আর মরিচা পড়া ইক্যুইপমেন্টে ভরা। ওপরের দিকে তাকালো সে, তৈলাক্ত কালো ধোঁয়া বেরিয়ে দূষিত করছে আশেপাশের বাতাস। জাহাজটাকে ভাঙ্গারির দোকানে পাঠিয়ে দেয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

'কী নোংরারে বাবা!' নিজেকেই বলল পাইলট।

একটা পিলারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল একজন, 'আমি ক্যাপ্টেন স্মিথ। আপনাকে স্বাগতম।'

গ্রিজ আর ময়লা মাখানো হলুদ রেইনকোট পরে আছে সে। শশ্রুমণ্ডিত মুখে নিকোটিনের ছাপ, হাসার সময় হলুদ বন বিকশিত করল যেন ক্যাপ্টেন।

'আমি আপনাকে বন্দর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি', লোকটার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে বলল পাইলট।

'এদিকে আসুন', বলে ঘুরল ক্যাপ্টেন।

জঞ্জাল থেকে গা বাঁচিয়ে ক্যাপ্টেনকে অনুসরণ করে একটা সিঁড়িতে উঠে এলো হার্বার পাইলট। অর্ধেক পথ উঠতে সিঁড়ির রেইল খুলে পাইলটের হাতে উঠে এলো।

'ক্যাপ্টেন?' ডাক দিল সে।

ঘুরে পাইলটের দিকে এগিয়ে এলো ক্যাপ্টেন। তার হাত থেকে নিয়ে ডেকের জঞ্জালে ছুড়ে দিল ওটা।

'এটার কথা মাথায় থাকবে আমার', বলে সিঁড়ি বেয়ে আবারো উঠতে লাগল সে।

পাইলট মাথা নাড়ল। দ্রুত এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই খুশি হবে সে।

ছয়মিনিট পরে, মাথা ঘুরিয়ে বন্দরের বাইরে রওনা দিল ওরিগন। পাইলট টাগবোটটাকে রশি খুলে দিতে বলল আর নিজের শক্তিতেই ডাঙা থেকে দ্রুত সরে যেতে লাগলো জাহাজটা।

ওরিগনের পেছন ধীরে ধীরে ম্যাকাওয়ের তুষারচূড়াও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কুয়াশায়। এয়ারপোর্টের কয়েকটা আলো দেখা যাচ্ছে শুধু।

'আর কতক্ষণ লাগবে আপনার?' ক্যাব্রিলো প্রশ্ন করলো পাইলটকে।

ত্রিশ গজ সামনের একটা চ্যানেলের দিকে ইঙ্গিত করল পাইলট। শক্তিশালী আলোর কারণে কুয়াশার মাঝেও দেখা যাচ্ছে সেটা। আর কয়েক মিনিট পরেই এই লক্কড়-ঝক্কড় জাহাজটা থেকে মুক্তি পাবে সে।

BanglaBook.org

★★★

'টানেলের শেষপ্রান্তে আলো ফেলো', মার্ফি চেঁচাল।

শক ওয়েভের ধাক্কায় পেছনের পাইপের পুরোটাই পানি দিয়ে ভরে গিয়েছে। তার সামান্য সামনে থেকে উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জোডিয়াক। হর্নসবাই গোল্ডেন বুদ্ধের বাক্সের ওপর শক্ত করে বসে আছে। আর মিডৌজ জোডিয়াকের এক পাশ চেপে ধরে রেখেছে। জোন্সের দিকে তাকাল ও। ভেলার নিচের দিক ঠেসে ধরে আছে জোন্স।

'আর কয়েক সেকেন্ড জোন্সি। এরপরেই সব ঠিক হয়ে যাবে', চেঁচিয়ে বলল ও।

জোন্স মাথা ঝাঁকাল, তবে কোনো কথা বলল না।

পাইপ থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হলো উঁচু কোনো ঝর্না থেকে পড়ল যেন। দানবীয় শক্তিতে পানির স্রোত বেরুচ্ছে পাইপ থেকে। একেকটা ঢেউয়ের চূড়া বিশ ফিট পর্যন্ত ওপরে উঠে যাচ্ছে। এরপরে সাত ফিট দূরে গিয়ে উপসাগরের পানিতে পড়ছে। জোডিয়াকের হুইল ধরে আছে মার্ফি। যখন বুঝতে পারল যে পানির স্রোতই টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন ইঞ্জিন বন্ধ করে পানিতে আছড়ে পড়ার জন্যে নিজেকে জোডিয়াকের সাথে চেপে ধরল।

'ছেড়ে দাও', মিডৌজ আর হর্নসবাইয়ের উদ্দেশ্যে চেঁচাল ও।

ভেলার রশি দুটো ছেড়ে দিতেই ওরা একটু পিছিয়ে গেলো আর পেছন থেকে পানির দেয়াল আছড়ে পড়লো ওদের ওপর। তারপর গুলির মতো টানেল ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

'ওয়াও!' ভেলাদুটো বাতাসে পিচকিরির মতো উঠে যেতেই চিৎকার করে উঠল সেং।

'শক্ত করে ধরে রাখো', ভেলাগুলো আকাশে উড়াল দিতেই জোন্সকে বলল মিডৌজ। ওগুলো ছপাৎ করে পানিতে পড়ে ধীরে ধীরে থেমে গেল এক সময়।

'ঠিক আছো তুমি? কিছু দরকার তোমার?' মিডৌজ জিজ্ঞেস করল জোন্সকে।

ভেলাটা থামতেই মুখ থেকে পানি মুছল জোন্স। তারপর পাশ ফিরে পাঁজরের ব্যথাটা সামাল দিলো।

'এখন ভালোই লাগছে। 'সুয়ানে রিভার' গানটা গেয়ে শোনাও, আরো ভালো লাগবে', জোন্স বলল।

BanglaBook.org

★★★

রী, হো আর মার্কাস ফ্রাইডের সাথে কনফারেন্স রুমে বসে আছে পো। একজন পুলিশ সার্জেন্ট ভেতরে ঢুকে কানে কানে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল।

'কী সব আবোল তাবোল বলছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হেলিকপ্টারের আওয়াজের মতো কিছু একটা শুনেছে আমাদের কয়েকজন। তারপর এখন দেখা যাচ্ছে ম্যাকাওয়ের আশেপাশের সব পানির রঙই হালকা গোলাপি হয়ে গিয়েছে', বলল সে।

'হারামজাদারা! আমরা যাতে খুঁজে না পাই সেই ব্যবস্থা করছে', বলল ও।
'কারা?' সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করল।
'আমি জানি না কারা। তবে খুঁজে বের করব', বলল পো।
সার্জেন্টকে হাত নেড়ে বিদায় করে রী'কে ইশারা করল ও, একান্তে কিছু কথা বলতে চায়। সার্জেন্ট কী বলেছে সেটা বুঝিয়ে বলার পর রী'র একটা কথাই বলার ছিল।
'বন্দর বন্ধ করে দাও। কেউ যেন ঢুকতে বা বেরুতে না পারে', বললেন রী।

★★★

কাসিম মিডৌজ আর জোন্সকে জোডিয়াকে উঠতে সাহায্য করল। মার্ফি চাকু দিয়ে ভেলাটা ফুটো করে দিল, ডুবতে শুরু করল ওটা। এদিকে সেং আর হ্যাম্বলেও হর্নসবাইকে ওদের বোটে উঠতে সাহায্য করল। তারপর তিনজনে মিলে হ্যাঁচড়ে-প্যাঁচড়ে গোল্ডেন বুদ্ধকেও টেনে ওঠাল। গোল্ডেন বুদ্ধ বোটে তোলার আগ পর্যন্ত মার্ফিও বোট না ছেড়ে অপেক্ষা করলো।
'আমি কেবলই কল করেছিলাম হেনলেকে। ওরিগন প্রায় বন্দরের বাইরে পৌঁছে গিয়েছে। সাগর থেকে তুলে নেবে আমাদের', সেংকে বলল মার্ফি।
হাত তুলে ওকে থামতে বলল কাসিম, রেডিও খড়খড় করে উঠেছে। এয়ারপিসে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল ও।
'আবারো ওরিগন, ওরা বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে করা পুলিশের একটা মেসেজ ধরতে পেরেছে। বন্দর বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে ওরা, কেউ ঢুকতে বা বেরুতে পারবে না। কেউ না মানলে গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে', কাসিম বলল।
'শশশ...', সেং চুপ করতে বলল ওদেরকে।
একটা জাহাজ এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে।
'ওরা আসছে!' সেং বলল।

★★★

ক্যাপ্টেন স্মিথ পাইলটকে জাহাজ থেকে নামার মই পর্যন্ত এগিয়ে দিলো, তাকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেনি সে। মই বেয়ে নেমে গেল পাইলট। ক্যাব্রিলো বৃষ্টির মাঝে এগিয়ে যেতে দেখল পাইলট বোটকে।
কিন্তু কিছুদূর গিয়েই বোটটা গতি কমিয়ে আবার এদিকে ফিরে আসতে লাগল।
বেল্ট থেকে রেডিও খুলে নিয়ে সুইচ চাপ দিল ও, 'কী ব্যাপার হেনলে?'
'কর্তৃপক্ষ বন্দর বন্ধ করে দিচ্ছে। পাইলটকে আদেশ দেয়া হয়েছে আবারও আমাদেরকে বন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে', হেনলে বলল।
গুলির বেগে ডেক ধরে দৌড় দিলো ক্যাব্রিলো। তার ফাঁকেই নির্দেশ দিলো, 'ফুল স্পিডে চালাও জাহাজ। কয়েক মিনিটের মাঝে কন্ট্রোল রুমে আসছি আমি।'

BanglaBook.org

★★★

রী ওনার অফিসে বসে বন্দরের নাইট শিফটের ম্যানেজারের সাথে কথা বলছেন।

'ওরা থামলই না?'

'পাইলট বোট ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। যে পাইলট ওদের জাহাজকে বের করে দিয়ে এসেছিলো সে বলল জাহাজটার অবস্থা নাকি সুবিধার না। একেবারে বাতিল মাল হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত ওদের রেডিওতেও সমস্যা আছে', ম্যানেজার জানাল।

'ফিরে গিয়ে পাইলট খবরটা জানায়নি ওদের?'

'আমি সেই নির্দেশই দিয়েছিলাম। কিন্তু জাহাজটার গতি বেড়েই চলেছে। পাইলট বোট ওদের ধরতে পারবে না', ম্যানেজার সাফাই গাইল।

'মাত্রই না বললেন জাহাজটা একটা বাতিল মাল!' রী বললেন।

'বাতিল মাল হলেও গতি দ্রুত। আমাদের পাইলট বোট সর্বোচ্চ ত্রিশ নট গতি তুলতে পারে।'

'ধ্যাত্তোরি! আন্তর্জাতিক পানিসীমায় পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ওদের?'

'বেশিক্ষণ লাগবে না', ম্যানেজার স্বীকার করল।

'নৌ-বাহিনীর সাথে যোগাযোগ করো', চেঁচিয়ে পোকে বললেন রী।

'আমরা কী করব?' পোর্ট ম্যানেজার জানতে চাইল।

'কিছু করতে হবে না। যথেষ্ট করেছেন', বলে টেলিফোন ঠাস করে নামিয়ে রাখলেন রী। তারপর পো'র হাত থেকে আরেকটা টেলিফোন নিয়ে ধরলেন কানে। ম্যাকাওয়ে কর্মরত চাইনিজ নেভির সেকেন্ড লেফটেনেন্ট লাইনে।

'ম্যাকাওয়ের পুলিশ চিফ বলছি। দক্ষিণ-চীন সাগরের দিকে এগিয়ে যাওয়া একটা জাহাজ আটকাতে হবে আপনাকে', দ্রুত বলল রী।

'আমাদের একটা হাইড্রোফয়েল (খোলের নিচে ধাতু বা রাবারের ভেলা লাগানো এক ধরনের জাহাজ। ভেলার সাহায্যে জাহাজকে পানির ওপরে তুলে অনেক দ্রুত গতিতে ছোটানো যায়) আছে, ৬৫ নট গতিতে ছুটতে পারে। কিন্তু তেমন অস্ত্রশস্ত্র নেই ওটায়', নেভি অফিসার বলল।

'একটা পুরোনো মালবাহী জাহাজ, ওটা আটকাতে তেমন কিছু লাগবে না', রী বলল।

রী'র জানা ছিল না, মাত্রই জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসছেন উনি।

BanglaBook.org

★★★

ক্যাব্রিলো হুড়মুড় করে কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করল। ময়লা রেইন স্যুট খুলে ফেলেছে। হলুদ বনের মতো দাঁতও গায়েব হয়ে গিয়েছে। দুই পাশের দাড়ি টেনে খুলতে খুলতে বলল, 'কী অবস্থা?'

'চাইনিজ নেভির একটা মেসেজ ধরতে পেরেছি আমরা। ওদের একটা হাইড্রোফয়েলকে আমাদেরকে থামানোর নির্দেশ দিয়েছে ওরা। একটা নেভাল ফ্রিগেট আর কর্ভেটও আসছে পিছু পিছু।'

'আর কোনো জাহাজ?'

'নাহ। ম্যাকাওয়ে এখন চাইনিজ নেভির শুধু একটা যুদ্ধ-জাহাজই আছে', হেনলে বলল।

'গোল্ডেন বুদ্ধ টিম কোথায়?' মুখের ভেতর থেকে এক টুকরো রুপালি রবারের টুকরো বের করতে করতে বলল ক্যাব্রিলো।

'বন্দর থেকে বেরিয়ে আসছে ওরা। কিন্তু সম্ভবত ওদের পিছু নেয়া হয়েছে', স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করে বলল স্টোন।

'এডামসকে ডাকো। ও এখানে আসতে আসতে রবিনসনটাকে নিচ থেকে ওপরে তুলতে বলো', ক্যাব্রিলো বলল।

'ঠিক আছে', স্টোন বলল।

'ম্যাক্স, একটা সিকিউরড লাইনে ওভারহল্টকে কল দাও তো', ক্যাব্রিলো বলল।

স্যাটেলাইটে যোগাযোগ করতে লাগল হেনলে।

জোডিয়াক এবং ওগুলোর পেছনে ধাওয়া করে আসা জাহাজের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে ক্যাব্রিলো। এরপরে আরেকটা স্ক্রিনে ওরিগনের অবস্থানের দিকে তাকাল।

'এডামস এক্ষুনি আসছে', স্টোন বলল।

'যুদ্ধ করতে হতে পারে, দামামা বাজাও', ক্যাব্রিলো বলল।

স্টোন একটা সুইচ চাপল, একটা জোরালো দ্রিম দ্রিম আওয়াজ ভেসে চলল ওরিগন জুড়ে।

শব্দটা শুনে নিচের ক্লিনিকে বিছানায় উঠে বসল গুস্থার রেইনহোল্ট। নড়ে চড়ে এক জোড়া স্লি-পারে পা গলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাসপাতাল গাউন চড়াল গায়ে। তারপর ইঞ্জিন রুমের দিকে এগোতে লাগল ও।

ওরিগন যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, রেইনহোল্ট জানে প্রত্যেকটা লোককেই দরকার হবে ওদের এখন।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ৩২

চাইনিজ-নৌবাহিনীর হাইড্রোফয়েল গ্যালেফোর্সের ক্যাপটেন ডেং চিং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটা বাইনোকুলার দিয়ে তাকিয়ে আছে জানালার বাইরে। কয়েক মিনিট আগে হাইড্রোফয়েলটা তার সর্বোচ্চ উচ্চতা বারো ফুটে উঠে গেছে। গতিসীমাও প্রায় পঞ্চাশ নট-এ পৌঁছে গিয়েছে। ঘুরে রাডার স্ক্রিনের দিকে চাইল চিং। মালবাহী জাহাজটা এখনো দূরে আছে, তবে দূরত্ব কমছে ক্রমশই।

'সামনের ডেকের কামানগুলো গোলা ভরে রেডি করা আছে তো', সেকেন্ড কমান্ডকে জিজ্ঞেস করল সে।

'জ্বি স্যার', অফিসার জবাব দিল।

'কাছাকাছি গেলে প্রথমে ওদের মাথার ওপর দিয়ে কামান দেগে সতর্কবার্তা পাঠাতে হবে', চিং বলল।

'আমার মনে হয় তাতেই কাজ হয়ে যাবে', অফিসার একমত হলো।

★★★

ভার্জিনিয়ার ল্যাংলিতে নিজ অফিসে বসে আছে ল্যাংস্টন ওভারহল্ট। বাম কানে ওরিগনে লাইন দেয়া সিকিউরড টেলিফোন। ডান কানের টেলিফোন গিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের দায়িত্বে থাকা এডমিরালের কাছে।

'চারশ একুশ নং প্রেসিডেনশিয়াল ধারা মোতাবেক। এখন বলুন হাতের কাছে কী কী আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'দেখে বলতে হবে। কয়েক মিনিটের মাঝেই জানাতে পারব', জানালেন এডমিরাল।

'আমেরিকার সাথে সম্পর্ক বের করা যাবে না এমন কিছু সৈন্য জোগাড় করতে পারবেন আপনি?' ল্যাংস্টন জিজ্ঞেস করল।

'বুঝতে পেরেছি। ভাড়াটে সৈন্য', এডমিরাল বললেন।

'হ্যাঁ, তাই, এডমিরাল', ল্যাংস্টন বলল।

'আমাদের ওপর ছেড়ে দিন ব্যাপারটা। কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলব', এডমিরাল বলল।

BanglaBook.org

লাইন কেটে গেল, রিসিভার জায়গামতো রেখে ক্যাব্রিলোর লাইনে ফিরল ল্যাংস্টন।

'একটু ধৈর্য ধরো, হুয়ান। সাহায্য আসছে', বলল ও।

'খুব ভালো', বলে লাইন কেটে দিল ক্যাব্রিলো।

★★★

মুভিতে দেখা যায়, যখন কোনো সাবমেরিন যুদ্ধ করতে যায় তখন হর্ন-টর্ন বাজিয়ে খুব শব্দ করে। মানুষজন ধুপধাপ করে সরু প্যাসেজওয়ে ধরে দৌড়ায়। পর্দায় এসব দৃশ্য দেখে টেনশনে বুকে ধুকপুকানি শুরু হয়ে যায়।

বাস্তবতা অনেক ভিন্ন।

সাবমেরিনের ভেতরের এবং বাইরের আওয়াজ দুটোই অত্যন্ত বিপজ্জনক। ধরা খাইয়ে বা মৃত্যুর কবলে পাঠিয়ে দিতে পারে সেটা। ইউনাইটেড স্টেটস নেভির লস এঞ্জেলস ঘাঁটির ক্লাস এট্যাক সাবমেরিন *'সান্টা ফের'* যুদ্ধের প্রস্তুতি অনেকটা রক কনসার্টের মতোই ছন্দবদ্ধ আর বহুল চর্চিত, মোটেও কোথাও আগুন লাগার পর যেরকম ছোটাছুটি হয় সেরকম না। প্রতিটা রুম আর প্যাসেজওয়েতে লাল এলার্মিং বাতি জ্বলছে। ধীরে সুস্থে যার যার কাজে এগোচ্ছে ক্রুরা, কোনো তাড়া নেই। যা করতে যাচ্ছে তার জন্য হাজারবার প্রশিক্ষণ নিয়েছে তারা। দাড়ি কামানো বা গোসল করার মতো প্রায় নিয়মিত এসব কাজ করে তারা। *সান্তা ফের* কমান্ডার, স্টিভেন ফেরাট কমান্ড রুমে দাঁড়িয়ে ক্রুদের রিপোর্ট শুনছেন।

'এক আর দুই নাম্বার প্যাকেজের ইলেক্ট্রিক চেক করে দেখেছি', একজন অফিসার জানাল।

'ঠিক আছে', ফেরাট বললেন।

'বোটগুলো গুলি করার মতো উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে', ড্রাইভার জানাল।

'খুব ভালো!' বললেন ফেরাট।

'সবকিছুর নিখুঁত অবস্থান জানা গিয়েছে', আরেকজন অফিসার বলল।

'চমৎকার!'

'সেনসরগুলোয় কিছু ধরা পড়েনি স্যার, আমাদের আশেপাশে কিছু নেই। আর আট মিনিটের মাঝেই, আবার বলছি আট মিনিটের মাঝেই অভিযান শুরু করা যাবে।'

'ঠিক আছে', ফেরাট বললেন।

ধাতব জানোয়ারটা ধীরে ধীরে পানির ওপর উঠছে, প্রয়োজনে আক্রমণ করতে প্রস্তুত।

★★★

ওরিগনের কন্ট্রোল রুমে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল এডামস। একটা বাদামি ফ্লাইট স্যুট পরে আছে ও, ঢুকতে ঢুকতে শেষ চেনটা লাগালো।

BanglaBook.org

'কী করতে হবে, মি. চেয়ারম্যান?' উজ্জ্বল একটা হাসি হেসে বলল সে।

একটা কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করল ক্যাব্রিলো। 'জর্জ, একটা ঝামেলা হয়েছে। দুটো জোডিয়াকে করে আমাদের সাতজন লোক ম্যাকাওয়ের বন্দর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমরা ঘুরে গিয়ে ওদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারছি না, কারণ আমাদেরকেই ধাওয়া করা হচ্ছে।' আরেকটা স্ক্রিনের দিকে ইঙ্গিত করল, 'ওদের পেছনেও ফেউ লেগেছে। তোমার সাহায্য দরকার।'

'রবিনসনের জন্য মি. হেনলের ডিজাইন করা ওয়েপন পডগুলো ব্যবহার করব তাহলে। মিনি-রকেট আর একটা ছোট মেশিনগান আছে ওটায়। এগুলো দিয়েই ওদেরকে পালাতে সাহায্য করা যাবে', বলল এডামস।

'কিন্তু ওদেরকে উদ্ধার করবে কীভাবে?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'সাতজনকে তো আর উঠিয়ে আনা সম্ভব না।'

'হেলিকপ্টারে তুলে আনতে বলছি না আমি, কী বলি শোনো', ক্যাব্রিলো বলল।

★★★

রাডার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন চিং। তাকে বলা হয়েছে, যে জাহাজটাকে আটকাতে যাচ্ছেন সেটা একটা পুরোনো মালবাহী জাহাজ, নাম ওরিগন। পাইলটের বর্ণনা অনুযায়ী ময়লার বালতির সাথে খুব বেশি তফাত নেই ওটার। কিন্তু চিং-এর সন্দেহ হচ্ছে তাতে। পঞ্চাশ নট গতিতে ছুটছে গ্যালে ফোর্স, রাডারের দেয়া তথ্য ঠিক থাকলে পয়তাল্লিশ নটে ছুটছে ওরিগন। এই গতিতে আন্তর্জাতিক জলসীমায় পৌঁছতে আর পাঁচ মিনিটও লাগবে না ওটার। আর তখন গ্যালে ফোর্সের নাবিকেরা ওটাকে ধরতে গেলে বড়সড় ঝামেলা বেঁধে যেতে পারে।

'ফুল স্পিডে ছোটাও জাহাজ', ইঞ্জিন রুমে নির্দেশ দিল সে।

★★★

'হাইড্রোফয়েল গতি বাড়াচ্ছে। এভাবে চললে আন্তর্জাতিক সীমায় পৌঁছানোর দুই এক মিনিট আগেই আমাদের ধরে ফেলবে ওরা', হেনলে মন্তব্য করল।

ওরিগনের সামনের সাগর দেখানো মনিটরের দিকে তাকাল ক্যাব্রিলো। মেঘ দূর হয়ে যাচ্ছে, দ্রুতই কুয়াশার অত্যাচার থেকে বেঁচে যাবে ওরা।

'রেডিওতে কথা বলো ওদের সাথে। পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলো', বলল ক্যাব্রিলো।

স্টোন রেডিও চালাতে শুরু করল, ক্যাব্রিলো আরেকটা মাইক্রোফোন তুলে নিল।

'ইঞ্জিন রুম', বলল ও।

BanglaBook.org

'জ্বি, স্যার। রেইনহল্ট বলছি', একটা কণ্ঠস্বর জবাব দিল। অসুস্থ ইঞ্জিনিয়ার কেন ক্লিনিকে নেই সে কথা তুলে বিরক্ত করল না ক্যাব্রিলো। নিশ্চয় ভালো লাগছে এখন, তাই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

'আরো কয়েক নট গতি বাড়ানো যাবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'চেষ্টা করে দেখছি', রেইনহল্ট জবাব দিল।

★★★

নিচের ডেকে ওয়েপন পডগুলো আর-৪৪ এর দুই পাশেই লাগানো হয়েছে। এখন এলিভেটর হেলিকপ্টারকে চলার মতো উচ্চতায় ওঠাচ্ছে। এডামস দুই হাতে একজোড়া নোমাক্স ফ্লাইট গ্লাভ আর চোখে হলুদ সানগ্লাস গলিয়ে রেডি হয়ে আছে। পায়ে পায়ে অপেক্ষা করছে ও, এলিভেটর থামতেই দ্রুত হেলিকপ্টারের কাছে এগিয়ে নিচের পডগুলো একবার পরীক্ষা করে পাইলটের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে নিজের সিটে গা এলিয়ে দেয়ামাত্রই একজন কর্মচারী দৌড়ে এল।

'আমি কী পিনগুলো খুলে ফেলব?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'আগে অস্ত্র-শস্ত্র তুলে দাও। এরপর ডেক পরিষ্কার করো। নির্দেশনা পাওয়া মাত্রই এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমি।'

লোকটা নিচু হয়ে মিসাইলের পিন সরিয়ে মিনি গানের পাওয়ার পরীক্ষা করে দেখল। কাজ শেষে আবার দরজা গলে উঁকি দিল সে।

'আপনার ওয়েপন কন্সোল চেক করে দেখেন।'

ড্যাশবোর্ডের পাশে এক জোড়া ছোট স্ক্রিনের দিকে তাকাল এডামস। 'সবুজ বাতি জ্বলছে।'

দরজা বন্ধ করে চলে গেল লোকটা। আরেকবার সব ঠিকঠাক আছে কি-না দেখে নিলো এডামস। এরপর স্টার্টারে হাত দিল। চার মিনিট আটাশ সেকেন্ড পরে ওরিগনের বাতাসকে কাজ লাগিয়ে ডেক ছেড়ে আকাশে উড়ল আর-৪৪। তারপর ঘুরে ম্যাকাওয়ের দিকে রওনা হয়ে গেল।

★★★

ত্রিশ নট গতিতে ছুটছে জোডিয়াক। ওদের রাডার অনুযায়ী ধাওয়াকারী বোট থেকে সামান্য এগিয়ে আছে ওরা। গোল্ডেন বুদ্ধের অতিরিক্ত ওজনের কারণে সেং-এর বোটের তাল মেলাতে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হচ্ছে। শেষ প্রান্ত পর্যন্ত থ্রটল ঠেলে ধরে আছে ও, তবে গতি এর চাইতে বেশি তোলা সম্ভব নয় আর। বৃষ্টি আর কুয়াশা আড়াল করে রেখেছে ওদের, তবে সেং টের পাচ্ছে সুবিধাটা আর বেশিক্ষণ পাবে না। একটু যদি গড়বড় হয়—ইঞ্জিন যদি গরম হয়ে বিগড়ে যায় বা জোডিয়াকের রাবারে যদি ফুটো হয়ে যায়, তাহলেই ওরা শেষ।

BanglaBook.org

গভীর চিন্তায় ডুবে আছে সেং, এমন সময় ওরিগন থেকে আসা রেডিও কল শুনতে পেল হ্যাক্সলে। কানের কাছে হাত নিয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল সে। চাইনিজরা শুনে ফেলার সম্ভাবনা থাকায় মেসেজটা হলো খুব সংক্ষিপ্ত।

'সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছি', স্টোন বলল।

'বুঝেছি', হ্যাক্সলে জবাব দিল তারপর সেং আর হর্নসবাই-এর দিকে ঘুরে বলল, 'ওরিগন উদ্ধারকারী পাঠাচ্ছে।'

'মুহূর্তের মাঝেই তো আর চলে আসছে না', লাল দাগের দিকে এগোতে থাকা ইঞ্জিনের টেম্পারেচার গেজের দিকে তাকিয়ে আছে সেং।

খানিক দূরে কাসিম, মিডৌজ, জোন্স আর মার্ফিদের বোটেও পৌছল মেসেজটা। কাসিম চালাচ্ছে জোডিয়াক, মিডৌজ পাশে দাঁড়ানো, আর জোন্স উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

খবরটা শোনামাত্রই নিচু হয়ে জোন্সকে জানাল মিডৌজ।

'আগে জানলে আমার জন্যে অ্যাস্পেরিন আনতে বলতাম', দুর্বল স্বরে জোন্স বলল।

'আরেকটু পানি খাবে নাকি?', মিডৌজ জানতে চাইল।

'আশেপাশে বাথরুম খুঁজে পাওয়ার আগে আর দরকার হবে না।' কাষ্ঠ হাসি হাসল জোন্স।

'তাহলে আরেকটু ধৈর্য ধরো। কাছাকাছি এসে গিয়েছি আমরা', মিডৌজ বলল।

★★★

কুয়াশা সরে গিয়ে আস্তে আস্তে ওরিগনের কাঠামোটা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে চিংয়ের বাইনোকুলারে। হালের দিকে নজর দিলো সে, দ্রুত ছুটতে থাকা জাহাজ থেকে সৃষ্ট পানির সাদা ফোয়ারা চোখে পড়লো তার। এরকমটা কখনো চোখে পড়েনি আগে। চিং এর আগে যত মালবাহী জাহাজ ধাওয়া করেছে তার প্রায় সবই ম্যানাটির (সমুদ্র গাভী) মতো ঠেকে ঠেকে চলে, তবে ইরানী পতাকাওয়ালা এই জাহাজটাতো একটা তেজি ঘোড়ার মতো ছুটছে।

বেশিরভাগ জাহাজেই পেছনের দিকের পানি ছিটকে যায়, কিন্তু এটায় যেন ঘূর্ণিজল তৈরি করছে। ফলে পেছনের পানি একদম সমান থেকে যাচ্ছে, যেন বিশাল এক কন্টেইনার ভরা গ্লিসারিন মেখে দেয়া হয়েছে এর গায়ে আর জাহাজটা পিছলে সাগরের ওপর দিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ডেকের দিকে তাকাল চিং, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। শুধু ময়লা আর ধাতব আবর্জনার স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেখানে সেখানে।

যদিও কেউ নেই, তবুও মোটেও ভূতুড়ে জাহাজের মতো লাগছে না ওরিগনকে। 'ওটার ধাতব চামড়ার নিচে কিছু হচ্ছে নিশ্চয়ই', চিং ভাবলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মাঝারি আকারের হেলিকপ্টার উড়ে গেল গ্যালে ফোর্সের পোর্ট সাইডের একশো গজ ওপর দিয়ে।

BanglaBook.org

'কোত্থেকে আসলো ওটা?' চিং জিজ্ঞেস করল তার ইলেক্ট্রনিক্স অফিসারকে।

'কোনটা স্যার?' একটা স্ক্রিন থেকে মুখ তুলে তাকাল সে।

'একটা হেলিকপ্টার। সাগর থেকে ডাঙার দিকে যাচ্ছে', বললেন চিং।

'সেন্সরে কিছুই দেখাচ্ছে না। আপনি নিশ্চিত যে কুয়াশার ভেতর দিয়ে ঠিকমতো দেখতে পেয়েছেন?' অফিসার বলল।

'হ্যাঁ, ঠিকমতোই দেখেছি আমি', বেশ উচ্চস্বরেই বললেন চিং।

তারপর স্ক্রিনের দিকে এগিয়ে নিজের চোখে পরীক্ষা করে দেখলেন।

'হচ্ছেটা কী?' কয়েক সেকেন্ড পর জিজ্ঞেস করলেন উনি।

ইলেক্ট্রনিক্স অফিসার বেটেমতো, চিকনা। জবড়জং পোশাকটায় জকির মতো দেখাচ্ছে তাকে। মাথার চুল কুচকুচে কালো আর খাড়া, চোখদুটো বাদামি–রাডারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লাল লাল রক্তবিন্দু জমেছে সেখানে।

'স্যার। কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না, তবে ওদের ধাওয়া শুরু করার পর থেকেই কি সব ঘটছে। একবার দেখা যাচ্ছে আশেপাশে সব পরিষ্কার, পর মুহূর্তেই স্ক্রিনের একপাশে হয়তো কিছু একটা লাফিয়ে উঠছে। যেন কেউ ভিডিও গেমসে লুকোচুরি খেলছে আমাদের সাথে', অবশেষে বলল সে।

'এমনকি ছবিগুলো পর্যন্ত উল্টা-পাল্টা আসছে', চিং মন্তব্য করলেন।

'হ্যাঁ, একবার আকৃতি বড় দেখাচ্ছে, একটু পরেই সেটা ছোট হতে হতে বিন্দুর মতো হয়ে যাচ্ছে, তারপর লাফ দিয়ে স্ক্রিনের অন্য পাশে চলে যাচ্ছে', অফিসার বলল।

চিং আবারো জানালা দিয়ে ওরিগনের দিকে চাইলেন। কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন প্রায়, 'ওরা আমাদের সিগন্যাল জ্যাম করে দিচ্ছে।'

'জ্যাম করলে আমি বুঝতে পারব', অফিসার বলল।

'তাহলে সমস্যাটা কী?' চিং জিজ্ঞেস করলেন।

এক মিনিটের জন্য ভাবল অফিসার, 'আমি একটা সায়েন্স জার্নালে আমেরিকান এক ইঞ্জিনিয়ারের একটা পরীক্ষা সম্পর্কে পড়েছিলাম। স্টেলথ বা অন্যান্য জ্যাম করার সিস্টেমের মতো কোনো কিছু অদৃশ্য করার বদলে এই সিস্টেমে কম্পিউটারের মাধ্যমে আমাদের জাহাজ থেকে সব সিগন্যাল রিসিভ করে নিয়ে নেয়, তারপর নিজের ইচ্ছেমতো ভুলভাল অবস্থান আর আকৃতি দেখায়।'

'তার মানে ওরা ইচ্ছেমতো যখন তখন অদৃশ্য বা দৃশ্যমান হয়ে যেতে পারবে?'

'ঠিক তাই, স্যার', অফিসার বলল।

'ভালো। কিন্তু এরকম একটা ময়লার ডিপোতে সেটা থাকবে না নিশ্চয়ই', চিং মন্তব্য করলেন।

'আশা করুন, তাই যেন হয়', অফিসার জবাব দিল।

'কেন?'

BanglaBook.org

'আর্টিকেলে আরো বলা হয়েছিল অবস্থান পাল্টানোর মাধ্যমে এই সিস্টেম সহজেই টার্গেটকে বদলে দিতে পারে।'

'তার মানে?'

'আমাদের পেছনের রণতরী থেকে যদি বুলেট বাদে অন্য কিছু ছোঁড়া হয় তবে সেটা ওরা আমাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে।'

'চাইনিজ জাহাজ ডোবাতে চাইনিজ মিসাইল?'

'ঠিক তাই।'

★★★

'একেবারে চেপে ধরেছি', চেঁচিয়ে বলল এরিক স্টোন। লিংকন কন্ট্রোল রুমের আরেক দিকে প্রাইমারি ফায়ার কন্ট্রোল সেকশনে কাজ করছে। মিসাইল ব্যাটারি চেক করে দেখছে। এই মুহূর্তে কম্পিউটার স্ক্রিন ভরা বার গ্রাফের দিকে গভীর মনোযোগে তাকিয়ে আছে ও।

'মি চেয়ারম্যান, আমি রেডি', কয়েক সেকেন্ড পর ক্যাব্রিলোকে বলল ও।

হেনলের দিকে ঘুরল ক্যাব্রিলো। 'এই অপারেশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো গোল্ডেন বুদ্ধ উদ্ধার করা। ওটা এখন আমাদের হাতে আছে ঠিক, তবে আমরা এখনো চাইনিজদের আওতার ভেতরে। সেজন্যে গোল্ডেন বুদ্ধকে নিয়ে আসা দলটার ওপর আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব থাকবে, তবে পালানোর কাজটাও একই সাথে করব আমরা।'

'বলা ঠিক না, তবুও আবহাওয়া পরিষ্কার না হলেই ভালো হতো আমাদের জন্য।'

'হ্যাঁ, তবে তা তো আর হচ্ছে না', ক্যাব্রিলো বলল।

'নেভি কি পাঠাচ্ছে আমরা জানি না। তবে পানির ওপরে চলা কোনো জাহাজ যে পাঠাবে না এটা নিশ্চিত বলতে পারি। একশ মাইলের ভেতরে আর কোনো জাহাজ ধরতে পারেনি আমাদের সেন্সর', হেনলে মন্তব্য করল।

'পারস্য উপসাগর থেকে বাগদাদে ক্রুজ মিসাইল ছোঁড়া পারলিক ওরা। অতএব ওদের কাছ থেকে মিসাইল বা আকাশপথে সাহায্য আশা করতে পারি আমরা', ক্যাব্রিলো বলল।

'আমাদের শত্রুপক্ষের হাতেও রকেট, লং গান আর ক্রুজ মিসাইল আছে কিন্তু', হেনলে জানাল।

'কেমন ওগুলো?'

'আমাদের গুলোর মতো অতো ভালো না হলেও জাহাজ ডোবানোর জন্য যথেষ্ট', হেনলে বলল।

'হাইড্রোফয়েলে কিছু নেই?'

'ডেকের আশেপাশে কয়েকটা কামান আছে শুধু',

'আর জোডিয়াক দুটোকে হার্বার প্ট্রেল বোট ধাওয়া করছে?'

BanglaBook.org

'হুম। একজোড়া ছেচল্লিশ ফুট লম্বা অ্যালুমিনিয়াম ক্রুজার। দুটোরই সামনে মেশিনগান বসানো', হেনলে বলল।

'রেডিও?'

'তেমন ভালো না।'

'তার মানে হার্বার বোটগুলোর ব্যবস্থা করতে পারলেও আমাদের পেছনের জাহাজ তিনটাকেও অতিক্রম করতে হবে জোডিয়াকের', ক্যাব্রিলো মন্তব্য করলো।

'আমিও সেই আশংকাই করছি', হেনলে একমত হলো।

কালো ম্যাজিক মার্কার দিয়ে একটা হলুদ প্যাডে আঁকতে শুরু করল ক্যাব্রিলো। আঁকা শেষে হেনলের হাতে দিল ওটা, 'কিছু বুঝলে?'

'হ্যাঁ', হেনলে বলল।

'ঠিক আছে, জাহাজ ঘোরাও তাহলে। ডাঙার দিকে চলো আবার', ক্যাব্রিলো আদেশ করল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৩৩

এডামস বাম দিকে চেপে আর-৪৪ নিয়ে তীরের দিকে সরে আসল। কয়েক সেকেন্ড আগে চাইনিজ রণতরীটা পার হয়ে এসেছে। কুয়াশার ভেতর দিয়ে এক ঝলক দেখতে পেয়েছিল জাহাজটাকে। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে এখনো ওর ওপর গুলি করা শুরু করেনি চাইনিজরা। ও যে ডাঙার দিকে উড়ে আসছে সেটাতো নির্ঘাত বুঝতে পেরেছে চাইনিজরা।

ঢেউয়ের পাঁচ থেকে দশ ফুট ওপরে রাখছে ও রবিনসনটাকে, একারণেই হয়ত ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত না ও। রাডারে ধরা পড়া এড়িয়ে যেতে হলে একদম ঢেউয়ের কাছাকাছি যেতে হয়–সর্বোচ্চ দুই ফুট বা তিন ফুট উপরে। কিন্তু দুইপাশেই ওয়েপন পড লাগানো থাকায় তাতে সাগরের পানি লাগানোর ঝুঁকি ও নেয়নি। চাইনিজ শিপের গুলি থেকে বাঁচার চেয়ে ওর সহকর্মীদের বাঁচানোই ওর কাছে বেশি জরুরি।

এডামস সামনে বাড়ল, ঘণ্টায় একশো ত্রিশ মাইল বেগে এগোচ্ছে ও। হিসাব অনুযায়ী যুদ্ধজাহাজটা পার হওয়ার এক মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ড পর জোডিয়াকগুলো দেখতে পাওয়ার কথা ওর। চাইনিজ জাহাজটা দেখার জন্য চোখ সরু করে তাকাল ও, একই সময়ে আবহাওয়ার সিগন্যাল পাঠানোর রাডারটার দিকেও খেয়াল রাখছে।

★★★

জোডিয়াকের সামনের দিকে ইঙ্গিত করল হ্যাক্সলে, মুখে কিছু বলল না।

সেং মাথা ঝাঁকাল। নিচু হয়ে জুলির কানের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আমার ধারণা মোটরের পানি ঢোকার ছিদ্র আটকে গিয়েছে। সম্ভবত কোন টুকরো কাগজ বা প্লাস্টিক ঢুকেছে ভেতরে। সমস্যা হচ্ছে ইঞ্জিন বন্ধ করে পানির ওপরে উঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখা ছাড়া উপায় নেই।'

'তবে অবস্থার আর বেশি অবনতি হচ্ছে না মনে হয়', জুলিয়া হ্যাক্সলে বলল।

'তা অবশ্য ঠিক। লাল দাগের একদম নিচের দিকে আছে কাটা, অনেকক্ষণ ওখান থেকে নড়ছে না। আর কিছুক্ষণ চললেই আশা করি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব আমরা', বলল সেং।

BanglaBook.org

কুয়াশার ভেতর দিয়েই সাগরের দিকে নজর রাখছে হ্যাক্সলে। একপাশ দেখে উল্টো ঘুরতেই ঝাপসাভাবে কাসিমকে ওর জোডিয়াক চালাতে দেখতে পেল। ডিজেল ক্রুজার দুটো অবশ্য এখনো ওদের নাগাল পায়নি, এই গতিতে চলতে পারলে পাবেও না।

'ধুর! কিছুক্ষণ বিরতি নিতে পারলে ভালো হতো, জমা পানিটা সেচে ফেলতে পারতাম', হ্যাক্সলে বলল মজা করে।

ইঞ্জিনের ভটভটানির মাঝে হ্যাক্সলের কথা ভালোমতো শোনার জন্য কান বাড়িয়ে দিলো এডি সেং। কানে আরো কিছু ধরা পড়ল ওর, সামনে থেকে আসছে ধুপধুপ শব্দটা। এরপর কুয়াশা ভেদ করে এক ঝলক দেখতে পেল রবিনসন আর-৪৪-কে। সাথে সাথে রেডিওতেও একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসল।

★★★

গ্যালে ফোর্সের কন্ট্রোল রুম চিৎকার চেঁচামেচিতে ভরে গিয়েছে। ওরিগন ডাঙার দিকে ঘুরে যাওয়ার পর থেকেই মুখে মুখে চেঁচিয়ে মুহুর্মুহু খবর আদান প্রদান হচ্ছে। একই খবর একবার ক্যাপ্টেনের কাছে, সেখান থেকে সারেং, এরপর অন্য অফিসারদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। ফ্রিগেট আর কর্ভেটের ক্যাপ্টেনদের কাছেও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এ সংবাদ, গতি কমিয়ে ফেলেছে তারা।

ক্যাপ্টেন চিং হিসেব করে দেখলেন, পুরোপুরি ঘুরতে ওরিগনের প্রায় এক নটিকাল মাইল জায়গা প্রয়োজন হবে।

এবং আরো একবার হিসেবে ভুল করলেন ক্যাপ্টেন চিং।

★★★

ওরিগনের ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিনের বদৌলতে গতিপথ পাল্টানোর জন্য থামতে হয় না ওদের। অরিগনে কোনো শ্যাফট নেই যে প্যাঁচ দিতে হবে, হাল নেই যে বাঁকাতে হবে, কোনো গিয়ারও লাগে না ওদের। জাহাজের পেছন দিকে একটা চৌকোণা কাঠামোর ভেতর দুটো ওয়াটার জেট বসানো। একটা হ্যারিয়ার জেট ইঞ্জিনের সমান ধাক্কা দিতে পারে ওগুলো। ইঞ্জিন রুমে বসে কয়েকটা সুইচ টিপে কেউ ইঞ্জিন দুটোর মুখ বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে দিলেই তলার ওপর ভর করে দরজার কপাটের মতো ঘুরতে শুরু করবে জাহাজ। তবে সেজন্যে অবশ্য জাহাজের গতি তিরিশ নটের কম থাকতে হবে। ব্যাপারটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, এদিক সেদিক হলেই একেবারে উপুড় হয়ে উল্টে যাবে জাহাজ। না চাইলেও, কর্পোরেশনকে বেশ কয়েকবার এই কাজটা করতে হয়েছে। এখন পর্যন্ত কয়েকটা জিনিসপত্র ছিটকে পড়ে ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়া তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি ওরিগনের।

একজন ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটারে একটা ইউ-এর মতো দেখতে বাঁক রচনা করল, এরপর কন্ট্রোল রুমে জানাল সব রেডি। শিপ কমান্ডার আদেশ দেয়ার

BanglaBook.org

পর একটা বাটনে চাপ দিয়ে পাশের টেবিলটা চেপে ধরলো সে। কারণ ওরিগন লাইনচ্যুত রেলগাড়ির মতো ঝাঁকি দিয়ে একদিকে নড়তে শুরু করেছে। নিচে ইঞ্জিন রুমে স্যাম প্রিয়র অবাক চোখে গুন্থার রেইনহল্টের দিকে তাকিয়ে আছে। রেইনহল্ট মাত্রই কম্পিউটারে জাহাজ ঘোরানোর আদেশ টাইপ করেছে। এখন হাত থেকে স্যালাইনের সুঁইটা খুলে এক কাপ কোড়া কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

'সব ঠিকঠাক তো মি. রেইনহল্ট?' প্রিয়র বলল, হাসছে।

'অবশ্যই', রেইনহল্ট বলল।

দুজনই কম্পিউটার স্ক্রিনের ইউ-টার্নের দিকে তাকাল।

'মি চেয়ারম্যান, আমরা রেডি', ইন্টারকমে বলল রেইনহল্ট।

★★★

'আমরা দ্রুত বাঁক নিয়ে পেছনের জাহাজ তিনটাকে একসাথে করে ফেলব। তোমাকে দ্রুত ক্রুজার দুটোকে সরিয়ে দিতে হবে যাতে জোডিয়াক দুটো গতি কমিয়ে ফ্রি-গেটটার পেছনে চলে যেতে পারে', একটা সংরক্ষিত রেডিও লাইনে বলল ক্যাব্রিলো।

'বুঝতে পেরেছি', এডামস জানাল।

'ক্রুসার দুটো অচল হওয়ার সাথে সাথেই সেং আর কাসিমকে জানিয়ে দেবো আমরা।'

'আমি ক্রুজার দুটোর পাশে লাগানো বন্দুকগুলো উড়িয়ে দিচ্ছি। আশা করি এতেই ওরা ক্ষ্যান্ত দেবে', এডামস বলল।

'জাহাজের পেছন দিকে গুলি করার চেষ্টা করো। হতাহতের পরিমাণ যতটা সম্ভব কম রাখতে চাই', ক্যাব্রিলো বলল।

★★★

ঠিক যে সময়ে হার্বার পুলিশ বোট কাসিমের জোডিয়াকটা দেখতে পেল, ঠিক সে সময়েই পাহারায় থাকা একজন জানালো যে, সাগরের দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসছে। এডামস সামনের বোটটার চারপাশে চক্কর দিয়ে ওটার পেছনে চলে এলো। লক্ষ্য ছেচল্লিশ ফুট জাহাজটার পেছনের এক তৃতীয়াংশ। একটা সুইচ টিপে পানির সামান্য ওপরে মিসাইল তাক করল ও। তারপর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ট্রিগার চেপে ধরল।

চারটা মিসাইলের আঘাতে জাহাজের ওয়েপন পড বিস্ফোরিত হওয়ার এক সেকেন্ড আগে ওগুলো দেখতে পেল একজন। মিসাইলগুলো ছোট, মানুষের হাতের চেয়ে সামান্য মোটা। কিন্তু নাকের মাথায় উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিস্ফোরক লাগানো। ছয়ফুট লম্বা আগুনের লেজ সমেত মিসাইলগুলো সামনের ক্রুজারের এক পাশে গিয়ে আঘাত করল। ছুরি দিয়ে আপেল কাটার পর যেভাবে দুইভাগ হয়ে যায় সেভাবে বিভক্ত হয়ে গেল ক্রুজারটা।

জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ার আগে ক্যাপ্টেন শুধু এলার্মটা দিতে পারল।

BanglaBook.org

★★★

'এখন, মি রেইনহল্ট', ক্যাব্রিলো নির্দেশটা দেয়া মাত্র তীক্ষ্ণ স্বরে জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল।

রেইনহল্ট সামনে হাত বাড়িয়ে একটা লাল সুইচে চাপ দিল। এরপর পাশের টেবিলটা সজোরে চেপে ধরল। ওরিগন বাঁকা হয়ে ঘুরতে শুরু করলো। যেন এটা জাহাজ না, একটা রোলার কোস্টার। সবাই ধারের কাছের শক্ত জিনিসগুলো ধরে হাঁটু চেপে বসে আছে। কয়েক মিনিট পর ওরিগন ইউ-টার্ন শেষ করে ফের সোজা হয়ে গেলো।

লিংকন চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁচলাম!' একটা লম্বা আগুন নির্বাপক চেয়ারের সাথে সিট বেল্ট দিয়ে নিজেকে বেঁধে রেখেছে সে।

'বিশ সেকেন্ডের মধ্যে হাইড্রোফয়েলকে পাশ কাটাবো আমরা', হেনলে জানাল।

'মি. লিংকন, ওটার ঠিক পন্টুনে আঘাত করবে', নির্দেশ দিল ক্যাব্রিলো।

★★★

'হোয়াট দৃশ্য!' বিশাল জাহাজটাকে জায়গায় দাঁড়িয়ে দিক পাল্টাতে দেখে মুখ হা হয়ে গেছে এডমিরাল চিং-এর।

'জাহাজ ঘোরাও', আদেশ দিলেন উনি, কিন্তু আদেশ জায়গামতো পৌঁছানোর আগেই ওরিগন ওদের পাশে চলে এল।

★★★

টার্গেট ঠিক করে গুলি করতে করতে গান গাইছে লিংকন।

ওরিগনের সামনে বসানো মিসাইলের কামানগুলো টার্গেটের দিকে ঘুরে গেল। লিংকন সুইচ টিপতেই দুটো হার্পুন মিসাইল ছুটে গেল এবার। সোজা পন্টুনের পাতলা ধাতুতে গিয়ে আঘাত হানল ওটা। ভেঙ্গে নিচে পড়ে, টুপ করে পানিতে ডুবে গেলো ওটা।

মিসাইলটা যখন জাহাজটাকে আঘাত করলো, তখনো ওটা সর্বোচ্চ গতিতেই এগুচ্ছিলো। এখন হঠাৎ পন্টুন গায়েব হয়ে যাওয়ায় একপাশে কাত হয়ে গেলো জাহাজ। ডিগবাজি খেয়ে উল্টে যেতে যেতেও গেলো না। বিধ্বস্ত হয়ে ভাসতে লাগলো পানিতে।

মিনিটখানেকের মধ্যে পানি উঠতে লাগল গ্যালে ফোর্সে।

কমান্ড কন্সোলে বাড়ি খেয়ে নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে ক্যাপ্টেন দেং চিং এর। ব্যথায় চোখে মুখে অন্ধকার দেখছেন উনি। বাধ্য হয়ে সেকেন্ড ইন চিফ সবাইকে জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

BanglaBook.org

★★★

'এইমাত্র একটা হেলিকপ্টার আক্রমণ করেছে আমাদের। আমাদের বোট ডুবে যাচ্ছে', ডুবতে থাকা পুলিশ বোটের ক্যাপ্টেন ইমার্জেন্সি বোটে ওঠার সময় রেডিওতে চেঁচিয়ে বলল।

'বুঝেছি। আমরা এসে উদ্ধার করছি আপনাকে', দ্বিতীয় হার্বার বোটের ক্যাপ্টেন বলল।

'একটা ফ্লেয়ার জ্বালাচ্ছি আমি।'

'ঠিক আছে।'

ক্যাপ্টেন পাশের এক নাবিকের দিকে তাকাল। ডেকের কামানে লোক পাঠাও। কোনো এয়ারক্রাফট আসতে দেখলই গুলি করে ফেলে দিতে বলবে।'

প্রথমবার বুদ্ধিটা কাজে দিয়েছে বলে দ্বিতীয়বারও একই কাজ করার কথা ভাবল এডামস। পাশ থেকে এগিয়ে হার্বার বোটের দিকে তাক করে বোতামে চাপ দিল ও। কিন্তু কিছুই ঘটল না। সম্ভবত ওয়েপন পডটায় অতিরিক্ত লোনা পানি ঢুকে গিয়েছে অথবা সার্কিটের ভেতর বৃষ্টির পানি বা কুয়াশা ঢুকেছে। যান্ত্রিক গোলযোগও হতে পারে, এই প্রথম ওয়েপন পডটা ব্যবহার করা হচ্ছে, প্রথমবারেই নিখুঁতভাবে কোনো যন্ত্রই কাজ করে না।

কারণ যা-ই হোক, মিসাইল বের হলো না।

আর-৪৪ দ্বিতীয় হার্বার বোটটা পার হতেই ওটার গানম্যান লোকটা বন্দুকের সেফটি ক্যাচ অফ করে ঘোরাতে শুরু করলো। বন্দুকের নল হেলিকপ্টারের সোজা আসলেই গুলি চালাতে লাগল সে। একটা গুলি মেইন রোটরের ভেতর ঢুকে পড়তেই ঝাঁকি দিয়ে উঠলো হেলিকপ্টার। কতখানি ক্ষতি হয়েছে দেখার জন্যে কুয়াশার আড়ালে গিয়ে লুকাল এডামস।

'কন্ট্রোল। একটা টার্গেট ধ্বংস করেছি আমি। অন্যটা আমার লেজের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওরা', সিকিউরড চ্যানেলে এডামস বলল ওরিগনকে।

ওরিগনে হেনলে ধরল কলটা।

উত্তর দেয়ার আগে স্ক্রিনের দিকে তাকাল ও, 'ক্র্যাফট এখনও তোমার নিয়ন্ত্রণে?'

'অতটা খারাপ না অবস্থা। আমার ধারণা আমি ঠিক করে নিতে পারব', বলল এডামস।

'আমরাও ওদিকেই আসছি এখন, পডগুলো ফেলে দিয়ে জাহাজে ফিরে এসো', হেনলে বলল।

'মানে?' এডামস জিজ্ঞেস করল।

'ওয়েপন কন্ট্রোল প্যানেলে একটা ঢাকনিওয়ালা সুইচ আছে। ওটার ঢাকনি খুলে সুইচ চাপলেই পড দুটো খুলে নিচে পড়ে যাবে। দ্বিতীয় বোটের ব্যবস্থা আমরা করছি', হেনলে।

'এক সেকেন্ড, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে', এডামস বলল।

BanglaBook.org

★★★

রুমের অন্য প্রান্তে ল্যাংস্টন ওভারহল্টের সাথে স্যাটেলাইট ফোনে কথা বলছে ক্যাব্রিলো।

'আমাদের কাছাকাছি জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় ছিলো না। আর রণতরীগুলোর সাথে তো এখনও মোলাকাতই হয়নি', বলল ও।

কথা বলতে বলতে নিজ অফিসে পায়চারী করছে ওভারহল্ট। ওর ডেস্কের সামনে ইউনিফর্ম পরা একজন ইউ. এস. নেভি কমান্ডার বসে আছে, সিআইএর হয়ে কাজ করে সে। 'আমার এখানে একজন নেভি অফিসার বসে আছে। অন্য জাহাজ দুটোকে ডুবিয়ে দিলে কী পরিণতি হবে সেটা নিয়ে আমার উপরের লোকেরা চিন্তিত। ওরা তোমাদের থেকে কত দূরে?'

'আগামী কয়েক মিনিটে কোনো বিপদ নেই আমাদের', বলল ক্যাব্রিলো।

'ওদের থামানোর ব্যবস্থা করলে পালিয়ে যেতে পারবে তোমরা?' ওভারহল্ট জিজ্ঞেস করল।

জবাব দেয়ার আগে একটু ভেবে দেখল ক্যাব্রিলো। 'আমাদের লোক আর জিনিসটাকে উদ্ধার করে আর পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মাঝে আবার ফিরতে পারব। চাইনিজরা আকাশপথে কোনো ঝামেলা না করলে বেরিয়ে যেতে পারব আশা করি।'

'একটু আগে একটা রেডিও বার্তা শোনা গিয়েছে, একটা হেলিকপ্টার নাকি হার্বার বোটকে আক্রমণ করেছে। তাই আশা করা যায় চাইনিজরা এখনো নিরীহ একটা মালবাহী জাহাজ বলেই ভাবছে তোমাদের। তবে ডুবন্ত জাহাজের লোকগুলো উদ্ধার হলেই ধারণা পালটে যাবে', ওভারহল্ট বলল।

'ততক্ষণে আমরা আরো দক্ষিণে এগিয়ে কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে যাব। আমাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে রাডারের সিগনালও আটকে দেয়া যাবে। কুয়াশার কারণে ওপর থেকেও দেখা যাবে না', ক্যাব্রিলো বলল।

নেভি কমান্ডারের দিকে ফিরল ওভারহল্ট, 'আচ্ছা নতুন এই ডিভাইসটা কি আমাদের জাহাজেরও সমস্যা করবে?'

'সব ইলেকট্রনিক ডিভাইস বন্ধ করে রাখলে কোনো সমস্যা হবে না', কমান্ডার বলল।

'হুয়ান, শুনলে তো?' ওভারহল্ট বলল।

'শুনেছি। তবে বুঝিনি', ক্যাব্রিলো বলল।

'নেভি নতুন একটা খেলনা পেয়েছে, নাম ফ্রিটজি। এটা দিয়ে ইলেকট্রিক সার্কিট খুঁজে বের করা যায়। আমার বিশ্বাস এটা দিয়ে অন্য জাহাজ দুটো বন্ধ করে দিতে পারব আমরা। তোমাদের যা করতে হবে তা হলো, আমাদের নির্দেশ পেলে জাহাজের সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করে দেবে', ওভারহল্ট বলল।

এরিক স্টোন এতক্ষণ রাডার চেক করছিল, 'জোডিয়াক দুটো দেখা যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

'আস্তে আস্তে জাহাজের গতি কমিয়ে থামিয়ে দাও। আর আমাদের লোকদের তুলে আনার ব্যবস্থা করো', ক্যাব্রিলো আদেশ দিল।

★★★

তিন হাজার ফুট ওপরে উঠল এডামস, তারপর আর-৪৪ এর পক্ষে যতটা খাড়াভাবে সম্ভব ততটা খাড়া হয়ে ডাইভ দিলো। অনুভব করল ওর শরীর হালকা হয়ে যাচ্ছে, সিটের সাথে এটে বসছে শরীর। একটু পরেই দৃষ্টিসীমায় চলে আসল হার্বার বোট। ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে আকৃতি।

গানার গুলি করার চেষ্টা করল। কিন্তু পেছনের হুইল হাউজের জন্য বন্দুকটা ঠিকমতো হেলিকপ্টারের দিকে বাঁকাতে পারছে না। শখানেক রাউন্ড খরচ করেও হেলিকপ্টারের কিছু করতে পারল না সে। গুলিগুলো এদিক সেদিক ছুটে চলে গেলো।

দ্রুত নিচে নেমে আসছে এডামস। জাহাজের আশি ফুট ওপরে থাকতে হেলিকপ্টার উঁচু করে ফেলল। গতি কমে এল এতে, নাকটা উঁচু হয়ে গেল। সাথে সাথে ঢাকনি খুলে সুইচে চাপ দিল এডামস, পড দুটো খসে ঠিক হার্বার বোটের ওপরে পড়তে লাগল। ঘষায় স্ফুলিঙ্গ থেকে একটা মিসাইলে আগুন ধরে গেলো। বোটটার পেছন দিকটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিলো সেটা।

পড না থাকায় ওজন কমে গিয়ে হেলিকপ্টারটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধাই হচ্ছে এডামসের। ওরিগনের দিকে ফিরতি পথ ধরল ও।

'দ্বিতীয়টাকেও খতম করেছি, ফিরছি আমি', বলল ও।

★★★

কেউ যখন গভীর সাগরে ভাসছে আর আবহাওয়াও খুব একটা সুবিধার না, তখন মানুষ সৃষ্ট কিছু দেখলেই মনে স্বস্তি জাগে। চাইনিজ নেভির ধাওয়া খাওয়া সাত অভিযাত্রীর কাছে তাই কুয়াশা চিরে ওরিগনের সামনের দিকটা দেখতে পাওয়া অনেকটা প্রায় হারতে বসা জুয়াড়ির একেবারে 'ফোর অফ এ কাইন্ড' দেখতে পাওয়ার মতোই।

'ডেভিটের (নৌকা তোলা বা নামানোর জন্যে জাহাজের পাশে বসানো লোহার দণ্ড) কাছে চলে আসো। আগে তুলতে হবে তোমাদের', রেডিওতে বলল হেনলে।

ওরিগনের মাঝামাঝি একজোড়া ডেভিটের মাঝে বোট দুটো চালিয়ে নিল কাসিম আর সেং। অপেক্ষারত কর্মচারীরা দুই মিনিটের মাঝেই লোক সমেত জোডিয়াক দুটো ডেকে ফিরিয়ে নিল। মার্ফি বোট থেকে নামতেই দেখে ফ্রাংকলিন লিংকন হেঁটে আসছে।

'তোমার খেলনা নিয়ে খেললাম এতক্ষণ। কনসোলে আরো একটা জাহাজের স্টিকার লাগাতে পারো', বলল লিংকন।

BanglaBook.org

'দারুণ খেল দেখিয়েছ দেখছি, টেক্স!' বলল মার্ফি।

'সবাই ঠিক আছো?' লিংকন জিজ্ঞেস করল।

'জোন্স বাদে সবাই। ওকে ক্লিনিকে নিয়ে যেতে হবে', মার্ফি বলল।

দ্বিতীয় জোডিয়াকের দিকে এগিয়ে ভেতরে তাকাল লিংকন। 'তোমার তো দেখি বারোটা বেজে গিয়েছে, জোন্স', বলল সে।

'হাসিও না আর। বুকে ব্যথা লাগে', জোন্স বলল।

'যা করতে গিয়েছিলে, করেছ?' লিংকনের প্রশ্ন।

'সবসময়ই করি', গোল্ডেন বুদ্ধ ভরা বক্সের দিকে ইঙ্গিত করে বলল জোন্স, 'এখন আমাকে ক্লিনিকে নিয়ে পেইনকিলার দিয়ে ভরে ফেল!'

খড়ের গাদা থেকে কুকুর ছানা তুলে নেয়ার মতো করে জোডিয়াকের মেঝে থেকে তুলে নিল ও জোন্সকে।

★★★

'ফায়ার করতে আর তিন মিনিট বাকি', সান্তা ফের ইন্টারকমে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল। একজোড়া টোমাহক ক্রুজ মিসাইলের সাথে ফ্রিটজি ইলেক্ট্রনিক্স ডেস্ট্রাকশন মডেল লাগিয়ে ছোড়ার জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। ফ্রিটজি সিস্টেম মূলত প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে, যা আশে পাশের সব ইলেকট্রিক সার্কিটকে অকেজো করে দেয়। ক্যাপ্টেন ফ্যারেটকে খুব চিন্তিত লাগছে। ক্রুদের কাজকর্ম নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই, ওরা খুব দক্ষ। নিজের কাজ ঠিক ঠিকই সারবে। অস্বস্তিটার কারণটা অজানা। ফ্রিটজি কাজ করবে কি-না সে ব্যাপারেই তার যত আগ্রহ। উনিই প্রথম কোনো যুদ্ধে ব্যবহার করছেন সিস্টেমটা। এতে তার প্রমোশন পেতে সুবিধা হবে। তা না হলেও বন্দরে ফিরলে অন্তত কয়েকটা ফ্রি ড্রিংক অবশ্যই পাবেন।

'দরজা খোলা হয়েছে। আর সব কিছুও রেডি, স্যার', বোট চিফ বলল।

★★★

'তোমাকে দেখতে পেয়েছি', এডামসকে বলল হেনলে, 'পারলে এই মুহূর্তে ল্যান্ড করো।'

ওরিগনের পেছনের দিকে এগোচ্ছে এডামস। 'আর দুই মিনিট মতো লাগবে।'

'আর এক মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড পর তোমার ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলো কিন্তু বিকল হয়ে যাবে', হেনলে বলল।

'ডেক পরিষ্কার করো। আমি ইঞ্জিন বন্ধ করে অটো রোটেশনে দিয়ে লাফিয়ে নামছি', এডামস বলল।

ইন্টারকম তুলে নিলো হেনলে, 'ডেক আগুন প্রতিরোধী ফোমে ঢেকে দাও। আমরা এক মিনিটের মধ্যেই সব ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করে দেবো।'

অনেকেরই ধারণা হেলিকপ্টার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বোধহয় সোজা আকাশ থেকে খসে পড়ে। আসল কথা হচ্ছে, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলেও নিচ থেকে উঠে

BanglaBook.org

আসা বাতাস ব্যবহার করে কপ্টারের পাখা ঘোরাতে পারে পাইলট। এটাকেই বলা হয় অটো রোটেশন। কৌশলটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ, তবে এখন পর্যন্ত অনেকের জীবন বাঁচিয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে পাইলট নামার জন্যে বেশ বড়সড় জায়গা বা মাঠ পেয়ে থাকে। কিন্তু হেলিকপ্টারের চেয়েই সামান্য প্রশস্ত একটা প্যাডে অটো রোটেশন করে হেলিকপ্টার নামাতে ইস্পাত দৃঢ় স্নায়ু আর অদম্য সাহস লাগে। হাতের এক মিনিট শুধু উচ্চতা বাড়াতেই ব্যয় করলো এডামস। তারপর ল্যান্ডিং প্যাডের পেছনে এসে অবস্থান নিল। সময় হওয়ার পর গভর্নর (হেলিকপ্টারের গতি স্থির রাখার দণ্ড) বন্ধ করে থ্রটল পেছনে টেনে দিলো। মাথার ওপরের আর লেজের পাখার সাথে ইঞ্জিনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এডামস চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন অফ করে দিল।

ইঞ্জিন থেমে যাওয়ায় আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে গেল চারপাশ। শব্দ বলতে শুধু বাতাসের ফোঁস ফোঁস আর এডামসের ঠোঁট থেকে বের হওয়া ববি ডেরিনের 'ম্যাক দ্য নাইফ' এর সুর। এমনি সময়ের চাইতে খাড়াভাবে নামছে আর-৪৪, তবে ওটার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে এডামসের।

★★★

'একটা ছোঁড়া হয়েছে, এখন দু নম্বরটা যাচ্ছে', বোটের চিফ বলল।

লাঞ্চ টিউব ছেড়ে আকাশের দিকে উঠে গেল ক্রুজ মিসাইল, এরপর গোত্তা খেয়ে আবার পানিতে নেমে আসল। কম্পিউটারের সাহায্যে প্রোগ্রাম সেট করা ওটাতে, ঘণ্টায় ৪৫০ কিলোমিটার বেগে ছুটে যাচ্ছে চাইনিজ রণতরীর দিকে।

জাহাজ দুটোর কাছাকাছি পৌঁছানোর পর ওদুটো থেকে এতো তীব্র বৈদ্যুতিক বিকিরণ বের হলো যার সাথে শুধু অ্যাটম বোমার শক ওয়েভের তুলোনা করা যায়।

জাহাজ দুটোর সব সার্কিট জ্বলে গেলো। ইঞ্জিনও থেমে গেল, সব মনিটর কালো হয়ে গেলো। জাহাজের হুইলহাউজ আর নিচের ডেকের সব আলোও নিভে গেল সাথে সাথেই। জাহাজ দুটো কিছুদূর এগিয়ে থেমে পড়তেই ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টি এসে আক্রমণ করলো এবার।

★★★

'আ-হা!' আর-৪৪ বাতাস পেতেই চেঁচিয়ে উঠল এডামস।

জাহাজের আশি ফুট পেছনে আর বিশ ফুট ওপরে আছে ও। একটা ফ্লেয়ার ছুড়ল ও। নিশ্চল পাখাটা *ঠেলেঠুলে* কপ্টারটার নাক ওপরের দিকে তুলে দিলো খানিকটা, ফলে গতি বাড়লো খানিকটা। ডেকের মাত্র চার ফুট ওপরে থাকতে বাতাস হারিয়ে দড়াম করে ডেকের ওপর আছড়ে পড়ল রবিনসন। এডামস পাখার ব্রেক চেপে ধরে বহু কষ্টে ওগুলোর ঘোরা বন্ধ করল। এরপর দরজা খুলে মাথা বের করলো।

BanglaBook.org

পাখা ঘোরা বন্ধ হলে ফোম মাড়িয়ে সেদিকে এগিয়ে এল ট্রুইট।

'তুমি ঠিক আছো তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বেঁচে আছি এখনও। তোমাদের কী খবর?'

ঠিক সেই মুহূর্তেই আবার চলতে শুরু করল ওরিগন।

কাঁধ ঝাঁকাল ট্রুইট, 'আমরা ফিরে যাচ্ছি।'

'খোলা সাগর, আমরা আসছি', ককপিট থেকে নামতে নামতে বলল এডামস।

'একটা রিপেয়ার অর্ডার পূরণ করে আমার সাথে ক্যাফেটোরিয়ায় দেখা করো। এখনও কিছু কাজ বাকি।'

ওরা ডেকের প্রান্তে পৌঁছাতেই একজন কর্মচারী এসে ফোমের ওপর পাইপ দিয়ে পানি মেরে পরিষ্কার করতে লাগলো। প্যান্টের সাথে লেগে থাকা ময়লা ঝেড়ে আবার হাঁটা ধরল ওরা।

'কিছু নিয়ে আসতে হবে নাকি?' এডামস জিজ্ঞেস করল।

'হাই অল্টিচুড পার্ফম্যান্স চার্ট', ট্রুইট জবাব দিল।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ৩৪

ঝড়ের মাঝেই দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগল ওরিগন। সকাল ছয়টা বাজে। জাহাজের ক্যাফেটেরিয়া বেকন, সসেজ, ডিম আর চিনামন রোলের ঘ্রাণে ভরে গিয়েছে। টেবিলে বসে জুলিয়া হ্যাক্সলের সাথে কথা বলছে ক্যাব্রিলো, ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ নিয়ে সেদিকে এগিয়ে আসল হেনলে। হেসে মাথা ঝাঁকাল ও।

'সবাই দেখছি খুব খুশি', ক্যাব্রিলোকে বলল হেনলে।

'কখনই বা পরিবেশ বিষণ্ন থাকে এখানে?' ক্যাব্রিলো একমত হলো।

'রেইনহোল্ট আর জোন্সের কী অবস্থা?' হাক্সলেকে জিজ্ঞেস করল হেনলে।

'তেমন গুরুতর কিছু না। জোন্সের পাঁজরের কয়েকটা হাড্ডি চিড় খেয়েছে মাত্র। ব্যথার ওষুধ দিয়েছি ওকে। ঘুমোচ্ছে এখন। রেইনহোল্ট বলছে ও নাকি ভালো হয়ে গিয়েছে। তবে আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য কেবিনে রেস্টে রেখে এসেছি ওকে', জুলিয়া বলল।

'আর-৪৪ এর কী কী সারাতে হবে চেক করে দেখেছ?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, মি. চেয়ারম্যান। পাখা ঘোরায় যে রডগুলো সেগুলোর একটা বাঁকা হয়ে গিয়েছে। পাল্টানো হচ্ছে, আর দুই ঘন্টার মাঝেই আবার উড়তে পারবে হেলিকপ্টার', হেনলে বলল। একজন ওয়েটার এসে চিনামন রোল ভরা প্লেট নামিয়ে দিয়ে গেল ওর সামনে।

'খুব ভালো, ওরিগন ডাঙার কাছাকাছি পৌছলে এডামসকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে আমাকে', ক্যাব্রিলো বলল।

'হ্যাঁ, সেরকমটাইতো ঠিক করা।'

'এখন আমাদের কাজ হলো গোল্ডেন বুদ্ধের গোপন কুঠুরিটা খুঁজে বের করে ভেতরের জিনিসগুলো ঠিকঠাক আছে কি-না দেখা।'

BanglaBook.org

★★★

জানালা দিয়ে তার অফিসের দিকে চারজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখলেন সাং রী। চেহারা থমথমে, নক করার ঝামেলায় না গিয়ে দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন রী, সামনের লোকটা পাশে সরে এডমিরালকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল।

‘উদ্ধারকারী জাহাজ পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত হাইড্রোফয়েলকে ভাসিয়ে রাখার জন্য এয়ার ব্যাগের ব্যবস্থা করা গিয়েছে’, কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই বলতে শুরু করলেন এডমিরাল, ‘কিন্তু ওটা সারাতে নাকি আরো ছয় মাস সময় লাগবে।’

‘স্যার...’, বলতে গেলেন রী।

‘যথেষ্ট হয়েছে’, গর্জে উঠলেন এডমিরাল, ‘আমার একমাত্র রণতরীটাও বাতিল অবস্থায় পানিতে পড়ে আছে। আপনার দোষেই ঘটেছে এসব, এর দাম আপনাকে দিতে হবে।’

‘স্যার, কোনো ধারণাই ছিল না আমাদের। সবার কাছেই ওটাকে একটা জরাজীর্ণ মালবাহী জাহাজ বলেই মনে হয়েছে’, দ্রুত বললেন রী।

‘মোটেও সেরকম নয় জাহাজটা। হাইড্রোফয়েলের একপাশে এমনভাবে আঘাত হেনেছে যেন নিয়মিতই এরকম গোলাগুলি করে তারা। আর বাকি জাহাজ দুটোর কতটুকু ক্ষতি হয়েছে সে খবর এখনো জানা যায়নি’, উঁচু গলায় বললেন এডমিরাল।

দরজার বাইরে স্যাটেলাইট ফোনে ফিসফাস করছিল এডমিরালের সহযোগী। ভেতরে মাথা গলাল সে।

‘এডমিরাল, বেইজিং লাইনে’, বলল সে।

★★★

রোন্ডা রোসেলির দিকে তাকিয়ে হাসল চাক ‘টিনি’ গুন্ডারসন। তারপর একটা বেয়ারার বন্ড বের করে বলল, ‘তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে, জুডি, ট্রেসি আর আমাকে হঠাৎই বিমান ছেড়ে নেমে যেতে হচ্ছে। আমরা নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার পরে পাইলটদের বাঁধন খুলে দেবে তুমি।’

‘তোমরা আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছ? তোমাদের দলে নিয়ে নেয়ার আশ্বাসটা তাহলে মিথ্যা ছিল?’ রোসেলি কাটা গলায় বলল।

গুন্ডারসন ফ্লাইট স্যুটের পকেট থেকে একটা চিকন সিগার বের করে ঠোঁটে গুঁজে দিলো। এক প্রান্ত কামড়ে রেখে একটা স্বর্ণের লাইটার দিয়ে জ্বালাল ওটা। তারপর প্রাণভরে একটা সুখটান দিয়ে বলল, ‘কোনো সুন্দরী মেয়েকে আমি মিথ্যা বলিনা। আর আমি যা বলি ঠিকই বলি’, গুন্ডারসন বলল, হাসছে।

‘তাহলে?’

গুন্ডারসন বেয়ারার বন্ডটা আবার ঢুকিয়ে রাখল। ‘আমি মাটিতে নামার পর বন্ডটা তোমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হবে। তোমার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে।’

‘বিমান ল্যান্ড করার পর কী বলব আমি?’

‘আমিই সব বলে দেব ওদের। শুধু বন্ডের ব্যাপারটা বাদে। ওদের কাছে গোপন রাখব ব্যাপারটা’, গুন্ডারসন বলল।

‘সব বলে দেবে?’

BanglaBook.org

'কেন বলব না? আমার দলের কোনো তথ্য যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেদিকে খুব খেয়াল রেখেছি আমি। প্লেনটা যেখানেই ল্যান্ড করুক, সেখানকার অ্যামেরিকান অ্যাম্বেসি যেন জানতে পারে সেটা আমার দলই নিশ্চিত করবে। ধৈর্য ধরে থাকতে পারলে ওরা কয়েকদিনের মাঝেই ছেড়ে দেবে তোমাকে। তুমি ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরে গেলে তোমার সাথে সময়মতো যোগাযোগ করা হবে।'

'তার মানে আর কখনো দেখতে পাব না তোমাকে?'

'জানা নেই।'

লাল চুলো ট্রেসি পিলস্টন এগিয়ে এল এমন সময়।

'আমাদের নামার জায়গা আর কয়েক মাইল পরেই। রেডি হয়ে নিলে ভালো হয়', পিলস্টন বলল।

'দরজা খুলে ফেলেছ?'

পিলস্টন মাথা নাড়ল, 'একটা সিগনাল পাঠাবে, সেটা অনুযায়ী ঝাঁপ দেব।'

স্টোরেজ কম্পার্টমেন্ট থেকে দুটো প্যারাসুট বের করল গুন্ডারসন। ৭৩৭ যখন ক্যালিফোর্নিয়ায় হ্যাঙ্গারে ছিলো যখন তখন কর্পোরেশনের একজন ওগুলো লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলো। পিলস্টনকে ওটা পরতে সাহায্য করলো গুন্ডারসন, তারপর নিজেও পরে নিলো অন্যটা। একটা ব্যাগ থেকে গগলস বের করে ধরিয়ে দিল পিলস্টনকে।

'জুডিকে খবর দিতে হবে। পেছন দিয়ে বেরুব আমরা', পিলস্টন বলল।

'যাওতো', রোসেলিকে বলল গুন্ডারসন, 'জুডিকে গিয়ে বলো সময় হয়ে গিয়েছে। তারপর ককপিটেই বসে থেকো।'

'পেছনের দরজা খুললে বাইরের টানে সব বের হয়ে যাবে না?' রোসেলি জিজ্ঞেস করলো।

'বিমানের ভেতরে বাইরে চাপ এখন মোটামুটি সমান, তাই বেশি সমস্যা হবে না। তবে দরজা খোলার সময় বাইরে হাঁটাহাঁটি করাটাও ঠিক হবে না। ককপিটেই বসে থেকো। এগ টাইমার (ডিম্বাকৃতির স্টপ ওয়াচ) বন্ধ হয়ে গেলে দরজা খুলে পাইলটদের বাঁধন খুলে দিও', বলল গুন্ডারসন।

'ঠিক আছে', বলে সামনে এগিয়ে গেল রোসেলি। ককপিটে ঢুকে মিকাইলসকে খবরটা দিলো।

'বুঝেছি', মিকাইলস বলল।

'আরো একবার স্পিড চেক করে দেখল ও। অটো পাইলটে চলছে নিশ্চিত হয়ে পেছনের দরজা খুলতে শুরু করল। দরজাটা পুরো খোলা হতেই, ড্যাশবোর্ডের এলার্ম বিপ বিপ করতে শুরু করল। রোসেলির পাশ দিয়ে আসার সময় একটা এগ টাইমার চালু করে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'দরজা বন্ধ রেখো। আর টাইমার বন্ধ হলে কী করতে হবে তা তো জানোই।'

রোসেলি মাথা ঝাঁকাল।

'দেখা হয়ে ভালো লাগল তোমার সাথে', দরজা গলে বেরিয়ে আসার সময় বলল মাইকেলস।

BanglaBook.org

তারপর দ্রুত পেছনে চলে এসে গুন্ডারসনের কাছ থেকে প্যারাসুট নিয়ে পরতে আরম্ভ করল। পেছনের দরজা খুলতে শুরু করতেই শো শো করে বাতাস ঢুকতে লাগলো ৭৩৭-এর ভেতরে। ম্যাগাজিন উড়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে, যেকোনো আলগা জিনিসই বাতাসে ভাসতে লাগলো। গুন্ডারসন দেখল একটা সিল্কের কিমোনোতে বাতাস ঢুকে নৌকার পালের মতো ফুলে রয়েছে। একটু পর সেটা আলগা হয়ে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তিনজন ওরা এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

'রোন্ডার সাথে ওরা কী করবে বলে মনে হয়?' পিলস্টন জিজ্ঞেস করল।

'বেশি কিছু করতে পারবে না।' গুন্ডারসন ওর গগলস ঠিক করতে করতে বলল। তারপর মিকাইলসকে ঝাঁপ দেয়ার জন্য দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'আমার ধারণা মেয়েটা তোমাকে খুব পছন্দ করেছে', মিকাইলসের পাশে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল পিলস্টন।

'কিছুটা তো করেছেই', স্বীকার করল গুন্ডারসন।

এমন সময় ওর আলফানিউমেরিক পেজার ভাইব্রেট করতে শুরু করল। একটা স্যাটেলাইট সিগন্যাল এসেছে। দুই হাতে দুই ললনাকে চেপে ধরল গুণ্ডারসন, তারপর সামান্য দৌড়ে এগিয়ে ঝাঁপ দিলো আকাশে। ঠিকঠাকই নামতে পেরেছে নিশ্চিত হয়ে দুজনকে ছেড়ে দিল ও।

★★★

দক্ষিণ-চীনা সাগর ধরে এগিয়ে চলছে *'কালিয়া চ্যালেঞ্জার।'* জাহাজের সারেং লক্ষ করল আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। লক্ষ করার কারণ মাথার ওপরের আকাশে হুট করেই একজোড়া চাইনিজ এন্টিসাবমেরিন এয়ার ক্র্যাফট আর একটা লং-রেঞ্জ হেভি-লিফট হেলিকপ্টার উদয় হয়েছে। *কালিয়া চ্যালেঞ্জার* জাহাজটা বানানো হয়েছিলো ১৯৬২ সালে। মূলত ইউনাইটেড স্টেটস লাইনের এগারোটা দূরগামী মালবাহী জাহাজের একটা হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল জাহাজটা। পরে একটা গ্রিক শিপিং কোম্পানির কাছে বিক্রি করে দেয়া হয় ওটা। সেই থেকে এশিয়া থেকে আমেরিকার পশ্চিম পাড়ে নিয়মিত যাতায়াত করছে জাহাজটা।

পাঁচশো ফিটের ওপরে আয়তন, সত্তর ফুট চওড়া জাহাজটায় মাল ওঠা-নামা করার জন্য ডেরিকও (মাল তোলার যন্ত্র) রয়েছে। কাঠামোর নিচের দিকটা মরচে পড়ে পড়ে কালচে হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ জীবনে প্রচুর কাজে ব্যবহৃত হয়েছে জাহাজটা। মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও এখনও পুরোপুরি সচল জাহাজটা। তবে জাহাজটায় মস্ত বড় একটা সমস্যা আছে।

দূর থেকে অনভিজ্ঞ চোখে ওরিগনের মতো দেখায় জাহাজটাকে।

এন্টি সাবমেরিন এয়ারক্রাফট যখন প্রথম বোমাটা ছুড়ল, তখন আন্তর্জাতিক পানিসীমার বহু ভেতরে চলে এসেছে জাহাজটা। জাহাজের সামনের দিকে

BanglaBook.org

একশো গজ দূরে গিয়ে পড়ল বোমাটা। বিস্ফোরণের ঠেলায় আশি ফুট ওপরে উঠে গেল পানি।

'জাহাজ থামাও!' ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল।

আরো প্রায় এক ঘণ্টা পর চাইনীজ বোর্ডিং পার্টি জাহাজটায় এসে উঠল।

তবে এরকম অবৈধভাবে থামানোর কোনো কারণ দর্শানো হলো না।

★★★

ডেলব্রেট চিগল্যাক অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। তেলবাহী জাহাজে প্রায় চৌদ্দ বছর কাজ করার সুবাদে বহু অবিশ্বাস্য জিনিস দেখেছে সে। যুক্তিকে হার মানানো সামুদ্রিক জীব, বর্ণনা দেয়া অসম্ভব এরকম উড়ন্ত বস্তু, রহস্যময় পরিবেশ। কিন্তু কখনো এরকমটা হয়নি যে শূন্য থেকে তিনজন মানুষ উদয় হয়ে তার জাহাজে এসে নামার চেষ্টা করেছে। গুন্ডারসন, মিকাইলস আর পিলস্টন প্রায় পনেরো হাজার ফুট উচ্চতা থেকে লাফ দিয়েছে। বিমানটা তখন একটা মেঘরাশির ওপরে ছিলো, ফলে ওটা কারো চোখে পড়েনি। অক্সিজেন বোতল থেকে নিঃশ্বাস নিতে নিতে জাহাজের পাশ দিয়ে কিছুক্ষণ ভেসে বেড়াল ওরা। তারপর প্যারাস্যুট টেনে ধরে হেলিকপ্টার প্যাডের ওপর নেমে আসল।

ভিয়েতনাম উপকূল থেকে বিশ কি.মি. দূরে তেলবাহী জাহাজটা। আর ম্যাকাও থেকে আটশো কিলোমিটার। জাহাজটা টেক্সাসের হোস্টনের জাপাটা পেট্রোলিয়ামের মালিকানাধীন। জর্জ হার্বার্ট ওয়াকার বুশ কোম্পানিটার মালিক, আর ভার্জিনিয়ার কেউ একজন একটা সাহায্য চেয়েছে তার কাছে।

হেলিকপ্টার প্যাডের ওপর লেখা এক্স-এর ঠিক মাঝখানে নেমেছে ট্রেসি পিলস্টন। জুডি মিকাইলস নেমেছে তার ছয় ফিট দূরে। চাক গুন্ডারসনই সবচেয়ে বাজেভাবে ল্যান্ড করেছে। প্যাডের এক পাশে গিয়ে পড়েছে ও। ঠিকমতো উঠে দাঁড়ানোর আগেই বাতাস এসে আবার প্যারাস্যুটটা টেনে দিলো, ডেল চিগল্যাক সময়মতো না ধরলে পড়েই যেত জাহাজ থেকে।

দ্রুত প্যারাসুট কেটে মুক্ত করা হলো ওকে। উঠে সে হাসল চাক। তারপর বলল, 'আমার বন্ধুর কল করার কথা। তিনজনের জন্য একটা রিজার্ভেশন করা আছে না?'

'স্বাগতম আপনাদের। আপনাদের বাহন দ্রুত পৌঁছে যাবে', চিগল্যাক বলল।

'ধন্যবাদ', গুন্ডারসন বলল।

'এখন ভেতরে আসুন। এক কাপ কফি খাওয়াই আপনাদের', চিগল্যাক বলল।

★★★

ওরিগনের কন্ট্রোল রুমে ক্যাব্রিলোকে খবরটা দিলো হেনলে, 'কেবল টিনির সাথে কথা হলো। সুস্থভাবে পৌঁছেছে ওরা, এখন ফেরার অপেক্ষায় আছে।'

BanglaBook.org

ক্যাব্রিলো মাথা ঝাঁকাল।

'ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। তুমি কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নাও না কেন, আমি এদিকটা সামলাচ্ছি', বলল হেনলে।

তর্ক করার মতো শক্তি অবশিষ্ট নেই ক্যাব্রিলোর। উঠে দরজার দিকে এগোল ও, 'দরকার হলে ডেকে দিও।'

'সেটাই তো করি।'

ক্যাব্রিলো হল ধরে নিজের রুমের দিকে এগোতে শুরু করলে স্টোনের দিকে ঘুরল হেনলে, 'কয়েক মিনিটের মাঝেই ট্রুইট এসে পড়বে। চার ঘণ্টা সময় পাচ্ছ, ঘুমিয়ে নাও গিয়ে।'

'জ্বি, স্যার।'

হেনলে এবার পাশের কম্পিউটারে ঢুকে পরিকল্পনাটা পড়তে লাগল আরেকবার।

★★★

প্যারিসের পথে পুরো রাস্তাটাই ঘুমিয়ে কাটিয়েছে ল্যাংস্টোন ওভারহল্ট। যে চ্যালেঞ্জার জেটে করে ও যাচ্ছে সেটা স্ট্রনশিয়াম হোলডিং পিএলসি-র নামে রেজিস্টার করা। সুইজারল্যান্ডের বাসেলের কোম্পানি ওটা। কিন্তু বাস্তবে জেটটার চাকা সুইজারল্যান্ডের মাটিও স্পর্শ করেনি জীবনে।

চ্যালেঞ্জার সিএল-৬০৪ CIA-র টাকা দিয়ে লন্ডনের একজন ব্রোকারের কাছ থেকে কেনা হয়েছে। পরে ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ায়, বোলিং এয়ার ফোর্স বেসের কাছে একটা জায়গায় নিয়ে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স আর সরঞ্জাম দিয়ে সাজানো হয়েছে। কানাডায় তৈরি জেটটায় দশজন মানুষ বসতে পারে। প্রতি ঘণ্টায় ৪৮৭ মাইল পাড়ি দিতে পারে আর একটানা যেতে পারে ৪,৬২৮ মাইল।

ভার্জিনিয়া থেকে প্যারিসের দূরত্ব ৩,৮০০ মাইল। ওখানেই তেল ভরে দরকারি রসদপাতি নিয়ে নেয়া হয়েছে। যাত্রার দ্বিতীয় গন্তব্য নয়া দিল্লীর দূরত্ব ৪,০৮৯ মাইল। প্যারিস আসতে আট ঘণ্টা সময় লেগেছে। তবে বাতাস অনুকূলে থাকায় দ্বিতীয় গন্তব্যে পৌছতে সাত ঘণ্টা লেগেছে মাত্র। ম্যাকাও সময় সকাল ছয়টায় ক্যাব্রিলোর কাছ থেকে গোল্ডেন বুদ্ধ ওরিগনের দখলে আছে খবরটা শুনেই রওনা দিয়েছে ওভারহল্ট। তখন ভার্জিনিয়ার সময় ছিল গুড ফ্রাইডের বিকাল ছয়টা। চ্যালেঞ্জারের চাকা মাটি স্পর্শ করার সময় ঘড়িতে বাজে শনিবার সকাল নয়টা।

উত্তর-ভারতের লিটল লাসায় পৌছতে আরো দুই ঘণ্টা সময় লাগল। শেষমেশ ল্যাংস্টনের সাথে যখন দালাইলামার আরেকবার দেখা হলো ততক্ষণে দুপুর। তিব্বতীদের নেতা জানিয়ে দিয়েছেন যে, কিছু করতে হলে সেটা ইস্টার সানডে অর্থাৎ একত্রিশে মার্চেই করতে হবে। তার জোরপূর্বক দেশ ত্যাগের ছেচল্লিশ বছর পূরণ হবে সেদিন।

BanglaBook.org

তার মানে ওভারহল্ট আর ওরিগনের টিম মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাচ্ছে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর জন্য।

★★★

গত কয়েকদিনে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে চলেছে কার্ল গ্যানন। ভুটানের থিম্পু থেকে একটা ট্রাক যোগাড় করে দেয়ার পর ওরিগনের কন্ট্রোল রুম থেকে আরো একটা শপিং লিস্ট পেয়েছে সে। কর্পোরেশনের দরকারি সব জিনিসপত্র জোগাড় করার প্রধান দায়িত্ব তার। এজন্যে প্রায়ই অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয় তাকে। কয়েক বছর ধরে সযত্নে গড়ে তোলা নেটওয়ার্কের সাহায্যে যা-ই চাওয়া হয় তাই এনে দেয় গ্যানন।

সংগঠনের ভানুয়াটু দ্বীপের ব্যাংক থেকে টাকা আসে। আর শুরু থেকেই পরিষ্কার বলে দিয়েছে ওরিগন, টাকা কোনো ব্যাপার না, জিনিস চাই। এরকম আদেশ পেতে ভালোই লাগে গ্যাননের। সেল ফোনের সাথে সংযুক্ত ল্যাপটপে মিনিটে সত্তরটা শব্দের গতিতে একগাদা টেলিফোন নাম্বার, কোড আর পাসওয়ার্ড লিখতে শুরু করল সে। সবই লিখছে নিজের স্মরণশক্তি থেকে।

মধ্য প্রাচ্যের একটা বন্ধুবৎসল দেশ থেকে আশিটা স্টিংগার মিসাইল কেনা হয়েছে। একটা সাউথ আফ্রিকান কোম্পানির ওপর সেগুলো ভুটানে ডেলিভারির দায়িত্ব বর্তেছে। এখন পর্যন্ত কোনো কাজে ব্যর্থ হয়নি তারা। আটটা বেল-২১২ হেলিকপ্টারে করে মিসাইল আর ছোটখাটো অস্ত্রগুলো নিয়ে আসা হয়েছে। হেলিকপ্টারগুলো একটা ইন্দোনেশীয় তেল কোম্পানির। দূর প্রাচ্য থেকে আঠারোজন পাইলট ভাড়া করা হয়েছে। ষোলজন চালিয়ে এনেছে, আর অতিরিক্ত দুজন আছে যাতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জায়গা নিতে পারে। ফিলিপাইন স্পেশাল ফোর্সের গার্ডদের দিয়ে গোপনে ফুয়েল পড আর সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লিস্টের শেষ জিনিসটাই সবচাইতে অদ্ভুত। ওরিগন জানতে চেয়েছে ও ভিয়েতনামে একটা বিশাল আর ধীর গতিসম্পন্ন বিমান জোগাড় করে দিতে পারবে কি-না। সাথে লাগবে একটা চিকন কিন্তু শক্তিশালী স্টিলের তারওয়ালা একটা কপিকল। বিমানের ফ্লোরে লাগাতে হবে সেটা। এর জন্য বেশ কয়েকটা ফোন করতে হয়েছে গ্যাননকে। তবে শেষমেশ ১৯৮৫ সালে রাশিয়ায় বানানো একটা আন্তোনোভ এএন-২ কোল্ট খুঁজে পেয়েছে ও। লাওসের একটা কোম্পানি বিমানটার মালিক। ভিয়েতনাম সরকারের বেশ কিছু কাজ করে দিয়েছে ওটা। ওটার দুই পাখার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৫৮ ফুট, গতি ঘণ্টায় মাত্র ১২০ মাইল। এক কথায় বলা যায় ওটা একটা উড়ন্ত পিক-আপ ট্রাক। ভেতরের বিশাল জায়গা মূলত মালপত্র রাখার জন্য, প্রায় পাঁচ হাজার পাউন্ড ওজন বইতে পারে বিমানটা।

হো-চি-মিন সিটির একজন ঠিকাদারের কাছ থেকে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে নতুন একটা কপিকল কিনেছে গ্যানন।

BanglaBook.org

বিমান আর কপিকলের ব্যবস্থা করার পর একটা কোকাকোলার ক্যান শেষ করে স্যাটেলাইট ফোনে ওরিগনের সাথে যোগাযোগ করল সে।

'বলো কার্ল,' হেনলে বলল।

'প্লেন জোগাড় হয়ে গিয়েছে, ম্যাক্স। তবে তুমি পাইলটের ব্যাপারেতো কিছু বললে না,' গ্যানন বলল।

'আমাদেরই একজন চালাবে,' হেনলে জানাল।

'এটা একটা রাশিয়ান এন্তোনোভ। এই মডেল আমাদের কেউ চালাতে পারবে বলে তো মনে হয় না', গ্যানন মনে করিয়ে দিলো।

'ইন্টারনেট থেকে চালানোর নিয়ম-কানুন নামিয়ে নিতে হবে। এছাড়া আর কী করার আছে?' হেনলে বলল।

'তেল ভরা আছে, ওল্ড সাইগনের এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে ওটা। আর এক ঘণ্টার মাঝেই জায়গামতো কপিকল বসিয়ে ফেলবে মিস্ত্রী। আমি একটা ছবি ফ্যাক্স করে পাঠাচ্ছি', কার্ল গ্যানন বলল।

'শীঘ্রই দেখা হবে আশা করি। তা সব ঠিকঠাক আছে তো?' হেনলে জানতে চাইল।

'একেবারে মাখন', হালকা স্বরে বলল গ্যানন।

★★★

ভিয়েতনামের জাপাটা পেট্রোলিয়ামের জাহাজটায় মাত্রই একটা ফ্যাক্স এলো। ডেলবার্ট চিগলাক ফ্যাক্স মেশিন থেকে কাগজটা তুলে নিল তারপর আসতে থাকা হেলিকপ্টারকে আরো একবার কল করল। কাজ শেষে জাহাজের ডাইনিং-এ এসে গুন্ডারসনের হাতে ধরিয়ে দিল কাগজটা।

'এইমাত্র এসেছে এগুলো।'

'ধন্যবাদ', দ্রুত বলল গুন্ডারসন। ওরিগনের পাঠানো বাইপ্লেনের ছবিটা একবার দেখে নিয়ে ফ্লাইট স্যুটের পকেটে পুরল।

তখনই জাহাজের একটা সাইরেন বেজে উঠল দুবার।

'আপনাদের বাহন চলে এসেছে', চিগল্যাক বলল।

তিনজনে হেলিকপ্টার প্যাডের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। হেলিকপ্টারের নিচে নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল চিগল্যাক, এরপর শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাথা নিচু করে মই বেয়ে উঠে যান, দরজা খোলা থাকার কথা', বলল সে।

'আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ', মিকাইলস পাল্টা চেঁচাল।

'চুল সাবধান', ওরা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে বলল চিগল্যাক।

চার মিনিট পর আবার বাতাসে ভাসল হেলিকপ্টার, ডাঙার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হেলিকপ্টার দূরে চলে গেলে মাথা নাড়ল চিগল্যাক। তারপর অফিসে ফিরে এলো, অতিথিরা জাহাজ ছেড়ে গিয়েছে সেটা রিপোর্ট করতে হবে।

BanglaBook.org

★★★

গুন্ডারসন বাইপ্লেনের ছবিটা ধরিয়ে দিল কো-পাইলটের হাতে। কো-পাইলট ছবিটা হাঁটুর কাছে একটা বোর্ডে ক্লিপ দিয়ে আটকে রাখলে গুন্ডারসন বলল, ‘এয়ারপোর্টের উত্তর প্রান্তে আছে ওটা। কাছাকাছি নামিয়ে দিতে পারলে খুব ভালো হয়।’

মাথার হেডসেট ঠিকঠাক করল কো-পাইলট, এরপর ওদের অনুরোধ জানিয়ে দিলো পাইলটকে। আঙুল দিয়ে ওকে সাইন দেখাল পাইলট। গুন্ডারসনের দিকে তাকিয়ে হাসল কো-পাইলট। হ্যাঁ-বোধক মাথা নেড়ে সিটে পিঠ লাগানোর ইঙ্গিত করল।

বিশ মিনিট পর দক্ষিণ-ভিয়েতনামের উপকূল চোখে পড়ল। অগভীর পানির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় একটা জাহাজের ধ্বংসস্তূপ নজরে পড়ল ওর। পাশের ঝোপটায় সম্ভবত ত্রিশ বছর আগের যুদ্ধটায় গুড়িয়ে যাওয়া কোনো ট্যাঙ্ক পড়ে আছে।

হেলিকপ্টার এয়ারপোর্টের দিকে এগোলে গুন্ডারসনের হাতে টোকা দিল পিলস্টোন। পাইলট গতি কমিয়ে বাইপ্লেন আন্তোনভের দিকে এগিয়ে গেলো, তারপর কিছুক্ষণ বাতাসে ঝুলে থেকে নামতে শুরু করল। বাইপ্লেনটার পঞ্চাশ ফিট দূরে মাটি স্পর্শ করলো হেলিকপ্টার। কো-পাইলট বেল্ট খুলে পিছিয়ে এসে দরজা খুলে দিলো।’

‘আবার দেখা হবে’, চিৎকার করে বলল সে।

গুন্ডারসন, পিলস্টন আর মিকাইলস মাথা ঝুঁকিয়ে হেলিকপ্টার থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

ওরা সরে পড়া মাত্রই পাইলট থ্রটল উঁচিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা দিল ওটা, একটু পর কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

বাইপ্লেন থেকে দশ-পা দূরে থাকতে কথা বলে উঠল মিকাইলস, এই জিনিস দিয়ে করবটা কী আমরা?’

‘আপাতত এটা নিয়ে ওরিগনে যাব’, বলতে বলতে বাইপ্লেনের সামনের খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিলো গুন্ডারসন।

‘কোন দুঃখে এখন ওখানে যেতে হবে?’ পিলস্টন জিজ্ঞেস করল।

‘আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবকে নিয়ে একটা মিটিং-এ যেতে হবে।’

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৩৫

ম্যাজিক শপ, ওরিগন। একটা লোহার রড দিয়ে একটা লম্বা কাঠের বক্সের ওপরের অংশটা খোলার চেষ্টা করছে কেভিন নিক্সন। বাক্সের গায়ে ইউ.এস. এয়ার ফোর্স, স্পেশাল অপারেশনের ছাপ্পা মারা। তার নিচের লাইনে লেখা ফুলটন এরিয়াল রিকভারি সিস্টেম, ০২-১১-৯০ (বিমানের মাধ্যমে ভূমি থেকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু উদ্ধারের বিশেষ প্রক্রিয়া)। এরপর এয়ারম্যানের নামের আদ্যাক্ষর লেখা। খোলা হয়ে গেলে উপরিভাগটা পাশে সরিয়ে রেখে ভেতরে তাকাল ও। ভেতরের জিনিসপত্র বের করতে লাগল এরপর।

প্রথমে বের হল প্যারাস্যুটের মতো দেখতে একটা নাইলনে বোনা সাজ পোশাক। সামনে একটা আংটা লাগানো। এরপর বেরুল উচ্চ টান সহনশীল এক গাছি রশি। সবার শেষে বেরুল একটা চোপসানো বেলুন। বের করার সময় সবকটিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিক্সন। ভালোই আছে সব।

ম্যাজিক শপের দরজা খুলে গেল এমন সময়।

'কেমন দেখছ?' হেনলে জানতে চাইল।

'ভালোই', নিক্সন জবাব দিল।

হেনলে মেঝেতে পড়ে থাকা একটা তিন কাঁটাওয়ালা অদ্ভুত ধাতব হুকের দিকে ইঙ্গিত করল, 'কী ওটা?'

বাক্সের ঢাকনাটার উল্টোদিকে আঁকা নির্দেশনার দিকে ইঙ্গিত করলো নিক্সন, 'এই হুকটা দিয়েই বেলুনের সাথে দড়ি আটকাতে হবে।'

'এটা না বিমানে রাখতে হয়?'

'হ্যাঁ', স্বীকার করল নিক্সন।

'তাহলে?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

রুমের উল্টো দিকের দেয়ালে ইংগিত করল নিক্সন, 'নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা আরকি।'

দেয়ালের লেখাটা পড়ে হাসি ফুটল হেনলের মুখে, 'সব সময় ব্যাকআপ রাখতে হবে।'

'সেটাই', নিক্সন বলল।

'আমি প্লেনে জানিয়ে দেব। এখনো কয়েক ঘণ্টা সময় আছে আমাদের', হেনলে বলল।

'আমাকে সময়টা জানালেই হবে মি হেনলে', নিক্সন বলল।

BanglaBook.org

★★★

অ্যান্তোনোভের সিঙেল ইঞ্জিন একঘেয়ে গুনগুন শব্দ করছে। গুন্ডারসন, মিকাইলস আর পিলস্টন দক্ষিণ-চীনা সাগর অতিক্রম করছে। আকাশ পরিষ্কার, দক্ষিণমুখী ঝড় এখনও শত কিলোমিটার সামনে। গুন্ডারসন আশা করছে ওরিগনে পৌঁছতে পৌঁছতে যেন জাহাজটা ঝড়ের এলাকা পার হয়ে আসে। খুব দক্ষ পাইলট ও, তবে আকাশ পরিষ্কার থাকলেও, ওরা যা করতে যাচ্ছে সেটা অনেকটা চোখ বেঁধে ডার্ট ছুড়ে লক্ষ্যভেদ করার মতোই।

গুন্ডারসন ককপিট আর মাল রাখার জায়গার জানালা খুলে দিয়েছে যাতে গ্যাসোলিনের গন্ধটা বেরিয়ে যায়। সাধারণত ৩১২ গ্যালন ফুয়েল বহন করে আন্তোনোভ কোল্ট, কিন্তু এই অপারেশনে অনেক দীর্ঘ সময় ওড়া লাগতে পারে বলে আরো দুটো ৩০০ গ্যালনের ট্যাংক বসানো হয়েছে। সুবিধাই হয়েছে এতে। এটা ছাড়া ওরিগনে গিয়ে আবার ভিয়েতনামে ফেরা সম্ভব হত না। আর হেলিকপ্টারের পক্ষে তো এতো দূরত্ব পাড়ি দেয়া অসম্ভব। সমস্যা হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ ওড়ার পর বিমানের ভেতর এক্সন গ্যাসের মতো গন্ধ হয়ে যায়। হাতের পোর্টেবল জিপিএস রিসিভারের দিকে তাকাল গুন্ডারসন।

'কী অবস্থা টিনি?' মিকাইলস জিজ্ঞেস করল।

'এখন পর্যন্ত ভালোই। কিন্তু এটায় তো বাচ্চাদের ভিডিও গেমের মতো ব্যাটারি অনেক বেশি খরচ হচ্ছে। প্লেনে অতিরিক্ত কোনো ব্যাটারি আছে?' জানতে চাইল গুন্ডারসন।

পিলস্টন পাইলট আর কো-পাইলটের সিটের মাঝে নিচু হয়ে একজোড়া পেপার ব্যাগের ভেতরে খুঁজে দেখল। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেল না। 'স্যরি চাক, ভাগ্য খারাপ', বলল সে।

'তো আছে কী?' জিজ্ঞেস করল গুন্ডারসন।

দ্রুত ফিরিস্তি দিতে লাগল পিলস্টন, 'কয়েকটা এমআরই, দুটো থার্মোফ্লাস্ক-কফি ভরা মনে হয়, কিছু হার্সি বার আর এম অ্যান্ড এম (এক ধরনের চকলেট), পানির বোতল, কয়েকটা ম্যাপ আর মাউথওয়াশ।'

'সাবান আর তোয়ালে?'

একটা ব্যাগের ভেতর আবার খুঁজে দেখল পিলস্টন। 'হ্যাঁ, আছে।'

'এসব কাজ গ্যানন ভালোই পারে', হাই তুলতে তুলতে গুন্ডারসন বলল।

স্পিড ইন্ডিকেটরের দিকে তাকাল মিকাইলস। 'ওরিগনে পৌঁছতে আরো চার ঘন্টা লাগবে আমাদের। গতকাল রাতে আমি আর ট্রেসি কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম। তুমি খানিক রেস্ট নাও না কেন? কাছাকাছি পৌঁছলে ডেকে দেব তোমাকে', বলল সে।

'কো-পাইলটের দায়িত্ব পালন করতে পারবে?' ট্রেসিকে জিজ্ঞেস করল গুন্ডারসন।

BanglaBook.org

'প্রাইভেট পাইলটের সার্টিফিকেট পেয়েছি গত বছর। খুব বেশি অবশ্য চালাইনি, তবে আমার মনে হয় ঠিকই সামাল দিতে পারব আমি', পিলস্টন বলল।

গুন্ডারসন সন্দিহানভাবে মাথা ঝাঁকাল, 'বসে পড়ো তাহলে।'

মিকাইলস ঠিক ঠাক চালিয়ে নিচ্ছে নিশ্চিত হয়ে সিট ছাড়ল ও। পিলস্টন ঝটপট বসে পড়লো ওর জায়গায়। ডান বা বাম যেকোনো পাশ থেকেই চালানো যায় অ্যান্তোনোভ। তাই মিকাইলসের জায়গা পরিবর্তনের দরকার নেই কোনো। পিলস্টন জায়গামতো বসে তাকাল গুন্ডারসনের দিকে।

'দেয়ালের সাথে লাগানো একটা বিছানা আছে। একটা টয়লেটও আছে। তার আগে কিছু খেয়ে নেবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'না থাক। প্রয়োজন হলে ডাক দিও', বলল গুন্ডারসন।

খাটের কাছে পৌঁছে শার্টটা খুলে ফেলল। ওটাকে ভাঁজ করে বালিশের মতো মাথার নিচে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল কয়েক মিনিটের মাঝেই। অ্যান্তোনোভ উড়ে চলল উত্তরে।

★★★

এখন পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যবসায় টাকা খাটিয়েছে সংগঠন। একটা মাইনিং কর্পোরেশন, নারিকেল বাগান, অস্ত্র তৈরিকারক কোম্পানি, হোটেল, রিসোর্ট, মেশিন টুল সার্ভিস এমনকি একটা প্রাইভেট জেট সার্ভিসেরও পূর্ণ বা অংশীদারি মালিকানা আছে সংগঠনের।

এগুলোর কোনোটার চাকুরেদেরই তাদের প্রকৃত কোম্পানির টাকার উৎস বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। যথেষ্ট বেতন আর সুযোগ সুবিধা পায়, ছাটাই এর ভয় নেই, তাই আর কিছু নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। কর্পোরেশনের মূল চালিকাশক্তি অবশ্যই এই সামরিক শাখা, আয়েরও প্রধান উৎস এটা। তবে বেশিরভাগ সময়েই এই শাখার লোকজন বেসামরিক কোম্পানিগুলোকে ঘাটায় না। ওরা ওদের মতোই নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। মাঝে মাঝে অবশ্য প্রয়োজনে ওগুলোকেও কাজে লাগানো হয়।

এবারও সেরকমটাই করা হচ্ছে।

ম্যাক্স হেনলে ওরিগনের কন্ট্রোল রুমে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল।

'পেগাসাস এয়ারের ফ্লাইট অপারেশন সেন্টারের চার্ট বের করো তো', হেনলে বলল।

স্টোন কম্পিউটারের কয়েকটা বোতাম টিপতেই বড় একটা স্ক্রিনে সারা পৃথিবীর একটা ম্যাপ ফুটে উঠল। 'চেয়ারম্যানকে তার মিটিং-এ নিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে দ্রুত রাস্তা কোনটা হবে?'

আরো কয়েকটা বোতাম চাপল স্টোন, স্ক্রিনে সব রুট ফুটে উঠল। 'মেলা বড় জার্নি। যাত্রা বিরতি ছাড়াই তো পৌঁছাতে চান?'

'অবশ্যই', হেনলে বলল।

BanglaBook.org

'তাহলে জি ফাইফ ফিফটি লাগবে।'

'ওটা কোথায় এখন?' হেনলে প্রশ্ন করল।

বোতাম টিপে ম্যাপের ওপরের ফ্লাইট রেকর্ড বের করল স্টোন।

'এশিয়ার জি ফাইভ ফিফটিটা এখন হাইওয়াইয়ের পথে, তারমানে ওটা বাদ। প্যারিসে একটা আছে–দাঁড়ান দাঁড়ান–সাউথ আমেরিকারটা কেবল দুবাইয়ে নামল। কালকের আগে আর ছাড়বে না।'

'দা নাং-এ পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে ওটার?'

'ছত্রিশশো মাইল তো। সাড়ে ছয় ঘণ্টা লাগবে।'

হেনলে একটা প্যাড আর পেন্সিল তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করল। 'একেবারে কাঁটায় কাঁটায় করতে হবে সব। তবে ক্লিয়ারেন্স আর তেল ভরার কাজটা দ্রুত করতে পারলে সম্ভব।'

'জেটটা তাহলে বুক করব?' স্টোন জানতে চাইল।

হেনলে ওর হাতে কাগজ ধরিয়ে দিল, 'এটা ফ্লাইট প্ল্যান।'

'আর কিছু?'

'ভিয়েতনামিজ এয়ারফোর্সে আমাদের লোকদের আগেই জানিয়ে দিও যাতে দ্রুত তেল ভরতে কোনো সমস্যা না হয়।'

'আর?'

'কারামোজভের সাথে যোগাযোগ করো। আমি নিশ্চিত হতে চাই।'

'আর?' প্যাডে নোট করতে করতে বলল স্টোন।

'কাজ শেষে ট্রুইটকে ডেকে দিয়ে ঘুমিয়ে নিও।'

'আর আপনি?' স্টোন জিজ্ঞেস করল।

'আমি এখানেই একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছি', হেনলে বলল।

★★★

ওভারহল্ট রুমে ঢুকে দেখে দালাইলামা একটা বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে প্রার্থনা করছেন। প্রার্থনা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো ও।

'আমি টের পেয়েছিলাম যে তুমি ঘরে ঢুকেছ। খুশি মনে হচ্ছে তোমাকে', দালাইলামা বললেন।

'ফিরে যেতে প্রস্তুত আপনি?' ওভারহল্ট জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ', দালাইলামা জবাব দিলেন।

'খুব ভালো। কালই যেতে হবে', ওভারহল্ট বলল।

'গোল্ডেন বুদ্ধ উদ্ধার হয়েছে?' দালাইলামার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ', মাথা ঝাঁকাল ওভারহল্ট।

'গোপন কুঠুরিটা কী খুঁজে পেয়েছে?'

BanglaBook.org

'ওটা খুঁজে দেখা হচ্ছে, মহানুভব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন দালাইলামা। 'ওরা খুঁজে পাবে। এরপর বুঝতে পারবে কী করতে হবে ওটা নিয়ে', বলে একটু থেমে তারপর বললেন, 'বিশ্বাস করা শক্ত, আমাদের কাছে এতোদিন ধরে থাকা জিনিসটা দিয়েই আমরা মুক্তি পাব', দালাইলামা বললেন।

'আমরা এখনো মুক্ত হইনি মহানুভব।'

দালাইলামা হাসলেন। তারপর কিছুক্ষণ ভাবলেন কথাটা। 'না, মি. ওভারহল্ট, এখনো মুক্ত নই আমরা। তবে হতে যাচ্ছি। লোভই চীনাদেরকে আমাদের দেশে নিয়ে এসেছিল। সেই লোভই আমাদের মুক্ত করবে।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ওভারহল্ট।

'জীবন আসলে একটা চক্রের মতো। একদিন টের পাবে সেটা', দালাইলামা বললেন।

শুনে হাসল ওভারহল্ট, দালাইলামা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'এখন কিছু খাওয়া-দাওয়া করে নাও। দীর্ঘযাত্রায় ক্লান্ত তুমি।'

দুজন বেরিয়ে এলো ঘরটা থেকে। তাদের ভাগ্য এখন নির্ভর করছে একটা রহস্যময় জাহাজ আর তার যাত্রীদের ওপর।

★★★

স্থানীয় সময় সকাল এগারোটায় কুয়াশা ঘেরা এলাকাটা পেরিয়ে আসল ওরিগন। চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে, সব শান্ত। ঝড় আসার পূর্বে ঠিক যেরকমটা হয় আরকি। মাথার ওপর সুনীল আকাশ, সাগরের পানি আয়নার মতোই চকচক করছে। ম্যাকাও ছেড়ে আসার পর এই প্রথম একটু ভালো সময় পার করছে ওরিগন। হাইনান দ্বীপ পার হচ্ছে ওরা। এই গতিতে চললে আগামীকাল স্থানীয় সময় অনুযায়ী দুপুরে সিঙ্গাপুর পার হয়ে যাবে। তারপর ঘুরে উত্তর দিকে মালাক্কা প্রণালি দিয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী রবিবার দুপুর দুটোর সময় বঙ্গোপসাগরে এসে পৌঁছবে।

সব পরিকল্পনা মাফিক ঘটলে সে সময়ই দালাইলামা আবার ক্ষমতা ফেরত পাবে। তাহলে তখনই চুপচাপ কেটে পড়তে পারবে কর্পোরেশন।

হুয়ান ক্যাব্রিলো ঘুম থেকে উঠে, গোসল করে জামা-কাপড় পরে নিলো।

তারপর কন্ট্রোল রুমের দিকে এগোল। ওখানে পৌঁছে দরজা খুলে দেখে চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে হেনলে। তবে ক্যাব্রিলো ভেতরে ঢোকামাত্রই সোজা হয়ে বসল। হেনলে উঠে কফি পটের কাছে গিয়ে দুই কাপ কফি ঢালল।

একটা ক্যাব্রিলোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ভালো লাগছে এখন?'

'সামান্য বিশ্রামেই যে কী হতে পারে ভেবে অবাক হচ্ছি', বলে কাপটা নিল ক্যাব্রিলো।

'রিচার্ড?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

স্ক্রিনের সামনে থেকে মাথা ঘোরাল ট্রুইট, 'আমিও ঠিক আছি।'

'কাজের কদ্দূর বলো?' আর কোনো ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞেস করল ক্যাব্রিলো।

হেনলে ওর সিটের কাছে ফিরে এসে ক্যাব্রিলোকেও বসতে ইঙ্গিত করল। এরপর একটা স্ক্রিনের দিকে ইশারা করল। ওটায় লাল দাগে হো চি মিন সিটি থেকে ওরিগন পর্যন্ত পথ দেখানো হয়েছে। 'এই লাইন ধরে আসবে গুন্ডারসন, তোমাকে তুলে নেবে।'

'উভচর বিমানে করে আসছে?'

'না, অনেক দক্ষিণে রয়েছে সেটা। সময়মতো এখানে আসা সম্ভব না।'

'তাহলে কী অন্য কোনো সিপ্লেন ব্যবহার করছি আমরা?' ক্যাব্রিলো জানতে চাইল।

'গ্যানন বহু খুঁজেছে কিন্তু পায়নি।'

ক্যাব্রিলো কফিতে চুমুক দিল, ট্রুইট মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে।

'তারমানে আমাকে কী দড়িতে বেঁধে টেনে তোলা হবে নাকি?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'স্যরি, মি. চেয়ারম্যান। কিন্তু ভিয়েতনাম থেকে সময়মতো রওনা দিতে হলে এছাড়া আর উপায় নেই', হেনলে বলল।

'গোল্ডেন বুদ্ধ?'

'ওটাই আগে ওঠানো হবে', হেনলে জানাল।

'কেন? আমাকেই কেন সব সময় এ ধরনের পরিস্থিতে পড়তে হবে?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'টাকার জন্য?' টিপ্পনি কাটল ট্রুইট, হাসছে।

'অথবা বিজয়ের উত্তেজনার জন্য?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

★★★

অ্যান্তনোভে গুন্ডারসন দাঁত মেজে মুখ ধুচ্ছে। জানালা দিয়ে থুথু ফেলে, পরিষ্কার কাপড় দিয়ে গলা মুছল ও। শেষ হলে পিলস্টনকে ইঙ্গিত করল, 'এবার তুমি উঠতে পারো।'

পাইলটের সিট ছেড়ে দিল ট্রেসি, গুন্ডারসন সেটায় গিয়ে বসল।

'আমাদের নতুন পাইলট কেমন দেখাল?' মিকাইলসকে জিজ্ঞেস করল ও।

'মোটেও খারাপ পাইলট না ও, ওকে চালাতে দিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছি আমি', মিকাইলস বলল।

হেসে পিলস্টনের দিকে তাকাল গুন্ডারসন। 'কতক্ষণ চালালে লগবুকে তার হিসেব রেখো, দুশো ঘণ্টা চালানোর রেকর্ড থাকলে কমার্শিয়াল লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবে। শেষ যে সার্টিফিকেট পেয়েছে, ক্যাব্রিলো তাকে পাঁচ হাজার ডলার বোনাস দিয়েছে।'

'চমৎকার ওড়ে প্লেনটা। একটু ধীর, তবে টেবিলের মতো স্থির', বলল পিলস্টন।

BanglaBook.org

'কত দূরে আছি আমরা?' মিকাইলসকে জিজ্ঞেস করল গুন্ডারসন।

জিপিএসের দিকে তাকাল মিকাইলস, চার্টে মার্কিংগুলো দেখল। এরপর কম্পিউটারে কয়েকটা হিসেব নিকেশ করে বলল, 'চব্বিশ মিনিট লাগবে আর।'

'রেডিও অফ রেখেছ তো?'

'হ্যাঁ, যেমনটা বলেছিলে', মিকাইলস জবাব দিল।

গুন্ডারসন ইঞ্জিন মিক্সার ঠিক করে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল গেজের দিকে। 'সব ঠিক আছে', সন্তুষ্ট হয়ে বলল ও, 'ট্রেসি, আমাকে এক কাপ কফি দিতে পারবে? জাহাজে কল করার সময় হয়ে গিয়েছে।'

পিলস্টন থার্মোফ্লাস্কের মুখের কাপটা খুলে একটা ভাঁজ করা ডাক্ট টেপের ওপর রাখল, এরপর এক কাপ কফি ঢেলে গুন্ডারসনের হাতে ধরিয়ে দিল। কাপে একটা চুমুক দিয়ে রেখে দিল ও, এরপর রেডিও তুলে নিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক করে কথা বলে উঠল।

'টিনি বলছি, মি. চেয়ারম্যানকে চাইছি।'

উত্তর আসতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল, 'কন্ট্রোল থেকে বলছি, বলে যাও।'

'আমি আর মেয়েরা আপনাকে তুলে নেয়ার জন্য কয়েক মিনিটের মাঝেই পৌঁছে যাব', গুন্ডারসন বলল।

'দূরবীনে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে। শীঘ্রই দেখা হবে আমাদের', ক্যাব্রিলো বলল।

'কী করতে হবে যেন?' গুন্ডারসন জানতে চাইল।

'দুটো জিনিস ওঠাতে হবে তোমাকে। প্রথমটা আমাদের জিনিসটা, মনে রেখো খুব ভারী ওটা', ক্যাব্রিলো বলল।

'একটা বেল্টওয়ালা কার্গো স্লাইড আছে আমাদের। কিন্তু এই বিমানটার দরজা একপাশে। তাই আমার পরিকল্পনা ছিল কপিকলের সাহায্যে ওঠানোর', গুন্ডারসন বলল।

কন্ট্রোল রুমে মজা পেয়ে মাথা নাড়ল ক্যাব্রিলো, 'দ্বিতীয় জিনিসটা তোলার সময় ওরকম করো না।'

'কেন বস?'

'কারণ দ্বিতীয় জিনিসটা আমি', ক্যাব্রিলো জানাল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল মিকাইলস। ওরিগনকে বিন্দুর মতো দেখতে পেল ও।

'দেখতে পেয়েছি', জানাল ও।

'আমরাও আপনাদের দেখতে পাচ্ছি, চিন্তা করবেন না খুব সহজেই প্লেনে ওঠাব আপনাকে', গুন্ডারসন বলল।

'আমি সব কিছু বাঁধাছাঁদা করতে ওপরে যাচ্ছি, তোমাদের কিছু লাগবে নাকি?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

পিলস্টন আর মিকাইলসের দিকে তাকাল গুন্ডারসন, মেয়েরা মাথা নাড়ল।

BanglaBook.org

'শুধু কয়েকটা হ্যাম আর চিজ স্যান্ডউইচ', গুন্ডারসন বলল।

'দেখি ব্যবস্থা করা যায় কি-না', ক্যাব্রিলো বলল।

'নামা শুরু করেছি আমরা। কিছুক্ষণের মাঝেই দেখা হচ্ছে।'

★★★

দরজা খুলে ম্যাজিক শপে ঢুকল ক্যাব্রিলো। ছোট একটা টেবিলে গোল্ডেন বুদ্ধ বসে আছে। নিক্সন ওটার পেটের আশপাশ দিয়ে একটা ইলেকট্রিক রাডার ডিভাইস নাড়াচাড়া করছে। একটা মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

'এখানে একটু ফাঁকা আছে, বস। তবে প্রবেশপথটা খুঁজে পাচ্ছি না', ক্যাব্রিলোকে বলল নিক্সন।

ক্যাব্রিলো দাঁড়িয়ে চিন্তা করল কয়েক মুহূর্ত। এরপর নিক্সনকে বলল, 'একটা হিট গান দাও আমাকে।'

নিক্সন একটা টুল বক্স থেকে একটা হিট গান বের করে সকেটে কর্ড লাগিয়ে এগিয়ে দিল। সুইচ অন করে বুদ্ধের পেটে তাপ দিতে শুরু করল ক্যাব্রিলো।

'কী ভাবছে, বস?' হিটগানের গর্জন ছাপিয়ে জিজ্ঞেস করল নিক্সন।

'মানুষ সৌভাগ্যের জন্য বুদ্ধের পেট ঘষে। আর যথেষ্ট ঘষা খেলে যে কোনো জায়গাই গরম হয়ে যায়', ক্যাব্রিলো বলল।

গোল্ডেন বুদ্ধের পেট স্পর্শ করে দেখল নিক্সন, মানুষের চামড়ার মতো গরম হতে শুরু করেছে।

মূর্তিটার দিকে খানিক তাকিয়ে নিক্সনের দিকে ঘুরল ক্যাব্রিলো, 'একটা এক পাশে ধারওয়ালা রেজর ব্লেড দাও।'

ওয়ার্কবেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল নিক্সন, এক বাক্স রেজর ব্লেড নিয়ে ফিরে আসল। তারপর একটার মোড়ক খুলতে লাগল।

'একটা ফোকরের সৃষ্টি হচ্ছে ঐযে', ক্যাব্রিলো দেখাল।

ছোট্ট ফাঁকের ভেতর দিয়ে ব্লেড ঢুকিয়ে দিল নিক্সন।

'আরেকটা ব্লেড ঢোকাও, আস্তে আস্তে পেটটা খুলে আনো।'

কয়েক মিনিটের মাঝেই ফোকরটা বড় হতে লাগল। ক্যাব্রিলো এবার নিচের দিকে তাপ দিতে লাগল, কয়েক শতাব্দী আগে লাগানো আঠা গলতে শুরু করেছে। অবশেষে একটা হাত ঢোকানোর মতো ফাঁকা হলো। নিক্সনকে হিটগ্যান ধরিয়ে দিল ক্যাব্রিলো। আঙুল ভেতরে ঢুকিয়ে পেটটা সরিয়ে আনতে লাগল ক্যাব্রিলো, আর নিক্সন ইয়াকের খুরের আঠা গলাতে লাগল।

ধীরে ধীরে ক্যাব্রিলোর হাতে চলে আসল পেটটা। ফাঁক দিয়ে ভেতরের কুঠুরির দিকে তাকাল ও। ভেতরে একটা টিউবের ভেতরে একটা প্রাচীন পার্চমেন্ট পড়ে আছে। চামড়া দিয়ে বাঁধা, তাতে পচন ধরেছে। হাত ঢুকিয়ে সাবধানে ওগুলো বের করে আনল ক্যাব্রিলো।

BanglaBook.org

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল নিক্সন, 'এখন কী করবেন বস?'

'কপি করে আবার জায়গামতো রেখে দেব এসব', বলল ক্যাব্রিলো।

★★★

কয়েকজন উন্মত্ত লোকের মাঝে পড়ে গিয়েছেন সাং রী। চাইনিজ নেভির এডমিরাল বেইজিং-এ জাহাজের এই ক্ষতির কথা রিপোর্ট করেছে। দুই বিলিওনিয়ার কয়েক দল অ্যাটর্নি নিয়ে এসেছে, আর তার সহকারী জানিয়ে গেল ম্যাকাওয়ের মেয়র নিচতলায় আছেন, ওপরে উঠে আসছেন এই মুহূর্তে।

এমন সময় ওনার টেলিফোন বেজে উঠল।

'আমি বলেছি না, বিরক্ত করবে না আমাকে', রিসিপশনিস্টকে বললেন উনি।

'প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও এর অফিস থেকে কল এসেছে।'

'লাইনে দাও', বলে অফিস ফাঁকা করার ইঙ্গিত করল সে।

কয়েক সেকেন্ড পর একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও বলছি।'

'গুড মর্নিং, মি. প্রেসিডেন্ট', রী বললেন।

'গুড মর্নিং, মিস্টার রী। বুঝতে পারছি গতরাতে খানিক ঝামেলায় ছিলেন আপনি', শান্তস্বরে বললেন প্রেসিডেন্ট।

ঘামতে শুরু করলেন রী। 'ছোটখাট একটা... চুরি হয়ে গেছে গত...কাল। আমরা কিছুই করতে পারিনি', তোতলাচ্ছেন উনি।

'মি. রী আজ সকালে আমরা আমেরিকান এম্বেসি, চাইনিজ নেভির এডমিরাল আর গ্রিসের ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ফোন পেয়েছি। গ্রিস জানতে চায় ওদের একটা জাহাজ কেন অবৈধভাবে থামিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেও ছোটখাটো কোনো চুরি বলে মনে হচ্ছে না।'

'আসলে...কিছু ঝামেলা হয়েছে এখানে', স্বীকার করলেন রী।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য নীরব রইল টেলিফোন লাইন। 'মি. রী', ঠাণ্ডাস্বরে বললেন জিনতাও, 'কী ঘটেছে সব খুলে বলুন আমাকে। এখুনি, গোড়া থেকে।'

ধীরে ধীরে সব বলতে লাগলেন রী।

★★★

ওরিগনের আশপাশ দিয়ে বিশাল একটা চক্কর দিল গুন্ডারসন। ককপিটের জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখে একটা বেলুনকে দ্রুত ফুলিয়ে রশি বেঁধে ভাসিয়ে দেয়া হলো।

কেভিন নিক্সন ওরিগনের পেছনের ডেকে গোল্ডেন বুদ্ধের বাক্সের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখল আবার। তিন কাঁটাওয়ালা হুকটা বাক্সের সাথে ডাক্ট টেপ দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। মূর্তিটা ঠিকঠাক প্লেনে তোলা গেলে ক্যাব্রিলোকেও এটা দিয়ে তুলে ফেলা যাবে। হেনলে পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাব্রিলোর বুকে আর উরুতে বাঁধা বর্ম পরীক্ষা করে দেখল। সন্তুষ্ট হলে স্যান্ডউইচ ভরা ছোট একটা ব্যাগ জুড়ে দিল বর্মের এক পাশে।

BanglaBook.org

'ফুলটনের পুরাতন রিকভারি সিস্টেম। টাকা খরচ করে কী এর বদলে অন্য কিছুর কথা ভাবতে পারতে না?' ক্যাব্রিলো বলল।

'আমরা ডাঙা থেকে কত দূরে সে খেয়াল আছে? আমাদের উভচর বা হেলিকপ্টারটা এতদূর আসতেই পারত না', হেনলে বলল।

'এরকম কিছুতে উঠেছ কখনো?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'নাহ, সেই সৌভাগ্য হয়নি', বলে হাসল হেনলে।

'খচ্চরের লাথি খাওয়ার মতো লাগে!'

'আমিতো ভেবে দেখলাম যে এটা নিয়ে তোমার চিন্তা **করারই দরকার** নেই।'

'কীভাবে?'

'যেই কপিকলটা আমরা লাগিয়েছি ওটা হালকা ট্রাক টেনে তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওটার মাথায় গিয়ে গুঁতো খাওয়ার আগেই তোমাকে উঠিয়ে নিতে পারবে ওরা', হেনলে জানাল।

'শুনে তো মনে হচ্ছে লাফ দিয়ে উঠে যাই!' বাঁকাস্বরে বলল ক্যাব্রিলো।

অ্যান্তোনোভের শব্দ বাড়তে লাগল।

'ডেক পরিষ্কার করো', চিৎকার করল নিক্সন।

★★★

হৈচৈ করার অভ্যাস একদমই নেই গুন্ডারসনের। ঘটনা বা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন সবসময় ঠাণ্ডা থাকে সে। গতি কমিয়ে ডেকের একশ ফুট ওপরে খাড়া করল অ্যান্তোনভ।

'কারো কাছে চুইংগাম আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

মিকাইলস দ্রুত একটার খোসা ছড়িয়ে ওর মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলো।

'পেছনদিকে গিয়ে ট্রেসিকে সাহায্য করো', মিকাইলসের উদ্দেশ্যে বলল গুন্ডারসন, 'প্রথমবারেই আমি জিনিসটা আটকে ফেলার চেষ্টা করব, টেনে আগেই তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো।'

ওরিগনের ডেকে লাগানো ক্যামেরা দিয়ে জাহাজের প্রতিটা রুমেই সব দেখা যাচ্ছে। গুন্ডারসন কাছাকাছি আসতেই সবাই দেখতে পেল।

মাল রাখা এ জায়গাটা থেকে পিলস্টন আর মিকাইলস খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। কপিকলের রশি টানটান হয়ে আছে কিন্তু মাথার হুকটা দেখা যাচ্ছে না। সামনের জানালা দিয়ে উঁকি মারল গুন্ডারসন। এরপরে পাশের জানালা দিয়ে। ফুলটন এরিয়াল রিকভারি সিস্টেমের রশিটা মাথার কাছে উল্টো ওয়াই-এর মতো দুই ভাগ হয়ে আছে। অ্যান্তনোভ জাহাজের আরো কাছাকাছি আসতেই উত্তেজনায় চুইংগাম দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল ও।

'এখনই সময়', গুন্ডারসন বলল।

BanglaBook.org

ঝুলন্ত হুকটা গিয়ে ক্যাবেলের ওয়াই-এর ফাঁকে ঢুকে গেলো। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে ডেক থেকে গোল্ডেন বুদ্ধের বাক্স ওপরে উঠে গেলো। সাথে সাথেই গুন্ডারসন নিচের দিকে প্রচণ্ড টান অনুভব করল। দেরি না করে পিলস্টনকে কপিকলটা চালু করতে বলল।

লিভার সামনের দিকে ঠেলে দিল পিলস্টন, রশি প্যাঁচ খেতে শুরু করল। অ্যান্তনোভকে একপাশে কাত করল গুন্ডারসন। হেনলে অবাক হয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে দেখছে ব্যাপারটা।

'জিনিসটা দশ ফিটের ভেতরে চলে আসলে বলো আমাকে', চেঁচাল গুন্ডারসন।

মিনিট খানিক পরে বলল মিকাইলস, 'ঠিক আছে, চাক।'

গুন্ডারসন সাগরের দিকে ঝাঁপ দিল, এখন মাত্র আশি ফুট দূরে। ফলে বাক্সটা অভিকর্ষজ ত্বরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেল। সেকেন্ড খানেকের জন্য শূন্যে ঝুলে রইল ওটা।

'সোজা হচ্ছি', চেচাল গুন্ডারসন।

দরজা থেকে সরে দাঁড়াল মিকাইলস আর পিলস্টন। রশির টানে বুককেসে বই ঢোকানোর মতো সহজভাবে ঢুকে গেলো বাক্সটা। বিমানের ভেতরের দেয়ালে লেগে থেমে গেল ওটা। কপিকলের মোটর অফ করে দিল পিলস্টন।

গুন্ডারসন পেছনে তাকিয়ে ফলাফল দেখে খুশি হলো। রেডিওর উদ্দেশ্যে হাত বাড়াল।

'হেনলে, তোমার বক্সটা সামান্য ঘষা খেয়েছে। তবে ভেতরের মাল ঠিক আছে।'

হেনলে ওর পোর্টেবল রেডিওর বাটনে চাপ দিল। 'দারুণ দেখিয়েছ টিনি, বক্সের ওপর একটা নতুন ধরনের হুক লাগানো আছে দেখো। চেয়ারম্যান সাহেবকে ওঠানোর আগেই রশিতে বেঁধে ওটা নামিয়ে দাও।'

'ঠিক আছে', গুন্ডারসন বলল।

এরপর চিৎকার করে মিকাইলসকে বলল হুকটা রশির শেষ প্রান্তে বাঁধতে। ততোক্ষণে গুন্ডারসন আরো একবার ওরিগনের ওপর দিয়ে চক্কর দিয়ে এসেছে। আবার ডেক বরাবর যাওয়া শুরু করতেই রশি নিচে নামাতে লাগল পিলস্টন। গুন্ডারসন আবার অ্যান্তনভের গতি শূন্যে নামিয়ে আনল।

'বসকে হুকে বাঁধার সাথে সাথেই যত দ্রুত সম্ভব ওনাকে তুলে ফেলবে। তারপর দরজার কাছাকাছি পৌঁছলে টেনে তুলবে ওনাকে', আবার চিৎকার করল গুন্ডারসন।

'বুঝতে পেরেছি', পিলস্টনও চেঁচিয়ে জবাব দিলো।

'আমি আসছি বস, রেডি তো নাকি?' গুন্ডারসন বলল রেডিওতে।

পেছনের ডেকে চলে এসেছে ক্যাব্রিলো, নিক্সন বেলুন ফোলাচ্ছে। অ্যান্তনভ জাহাজ থেকে একশো গজ দূরে থাকতে বেলুনটা আকাশে ছেড়ে দিলো ও।

'ডেক পরিষ্কার করো', নিক্সন চেঁচাল।

BanglaBook.org

হুয়ান ক্যাব্রিলো নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার কোনো উপায় নেই ওর। কয়েক সেকেন্ড পর ওরিগন থেকে হ্যাঁচকা টান মেরে উঠিয়ে ফেলা হবে তাকে, সাগরের ওপরে বাতাসে ভেসে থাকবে ও। তখন কী হবে কে জানে। তাই মাথা থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল ক্যাব্রিলো।

গুন্ডারসন চুয়িং গাম চিবুচ্ছে। খেয়াল করে তিন কাঁটা বিশিষ্ট হুকটা ওয়াই এর মাঝে ঢুকিয়ে দিলো আবার। এক সেকেন্ড আগেও ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাব্রিলো। বাতাসে উঠে গেলো এবার। পা সামনে-পেছনে করতে লাগল ও, যেন দৌড়াচ্ছে। চোখে পরে থাকা গগলসের পাশ দিয়ে বাতাস ছুটে যাচ্ছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে কিন্তু তার মাঝেও অ্যান্তনভের আকৃতি বড় হতে লাগলো। একটু পড়েই ক্যাব্রিলো দেখল, হাত বাড়ালেই দরজা ছোঁয়া যাবে। মাথা কাত করে দেখার চেষ্টা করল ও। প্রতি সেকেন্ডেই রশিটা কপিকলের মাথায় গুঁতো খাচ্ছে, কাছাকাছি আসতেই লাফ দিয়ে ওটার কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেল ও।

'আরে গুঁতো খাবে তো উনি!' গুন্ডারসনকে চেঁচিয়ে বলল পিলস্টন।

বাতাসে পা নেড়ে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ক্যাব্রিলো। মাত্র কয়েক ফুট দূরে থাকতেই গুন্ডারসন বিমানটার নাক উঁচু করে ফেলল। ফলে কপিকলের মাথা থেকে কয়েক ফুট নিচে নেমে গেলো ক্যাব্রিলো। রশির সাথে পেন্ডুলামের মতো দুলছে এখন ও। কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই দরজার পাশে পৌঁছে গেল ও। মিকাইলস আর পিলস্টন ওর হাত ধরে ভেতরে টেনে নিল।

গুন্ডারসন অ্যান্তনোভকে ওপরে তুলতে তুলতে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে বলল, 'হেই বস, কেমন লাগলো ওপরে উঠতে?'

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ৩৬

ওরিগনের লাইব্রেরির কম্পিউটারটা চালু করল মাইকেল হ্যালপার্ট। ম্যাকাওয়ের পার্টিতে কাজ করে দারুণ মজা পেয়েছে সে। মূলত প্রতি পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা থাকায় মজাটা বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। কিন্তু তারপরেও হ্যালপার্টের প্রধান কর্মক্ষেত্র হচ্ছে কর্পোরেশনের জন্যে তার নিজ হাতে গড়া একাউন্টিং আর ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক। এক্ষেত্রে হ্যালপার্ট অনবদ্য। কর্পোরেট আইন আর নীতির প্যাঁচঘোচ ওকে খুবই আকর্ষণ করে। বাতির নিচের অন্ধকারের মতোই ও কর্পোরেশনের সব সম্পদ সবার চোখের সামনেই লুকিয়ে রেখেছে। ওগুলোর সব মালিকানা ও বিভিন্ন কোম্পানির নামে এমন জটিলভাবে ছড়িয়ে রেখেছে যে একদল একাউন্টেন্টেরও কয়েকবছর লাগবে সব বের করতে।

আজ রাতে ওর সব দক্ষতাই ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে।

ও যেটা করছে সেটার নাম দিয়েছে কঙ্কাল নির্মাণ। একগাদা কর্পোরেশন কঙ্কালের হাড়গোড় গঠন করে খুলিকে ধরে রাখছে। আর খুলিটাই যে কোনো অভিযানের মূল মস্তিষ্ককে ধরে রাখে। আর কঙ্কালের প্রতিটা অংশকেই এমনভাবে সংগঠন, অর্থায়ন আর জোড়া লাগানো হয়েছে যে মূল মালিকানা আর কর্তৃপক্ষ লন্ডনের সকালবেলার মতো কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।

বর্তমানে বিরাজমান কোম্পানিগুলোর ডাটাবেস স্ক্যান করল ও।

প্রথমেই বানাতে হবে খুলি–এটাই হবে আপাতদৃষ্টিতে সবকিছুর মালিক। খুলি হিসেবে ছোট একটা দেশ এন্ডোরার একটা কর্পোরেশনকে বেছে নিলো ও। ১৯৭২ সালে কাটালুনা এস্টেম নামের কোম্পানিটা গঠিত হয়। মাইনিং আর সীসা রপ্তানি করে ওরা।

এন্ডোরা সব মিলিয়ে ১৮১ বর্গ মাইল এলাকার একটা দেশ। পিরোনিজ পর্বতমালার গোড়ায় অবস্থিত দেশটার উত্তরে ফ্রান্স, দক্ষিণে স্পেন। এন্ডোরার মোট জনসংখ্যা ৬৫ হাজারের কিছু বেশি। মূল ব্যবসা পর্যটন, এখানকার স্নো স্কিয়িং খুবই জনপ্রিয়। ১২৭৮ সালে গোড়াপত্তন ঘটেছিলো এই আধুনিক আর উন্নয়নশীল দেশটার। আর তাছাড়া এখনো পর্যন্ত দেশটা কোনো কাজে লাগায়নি হ্যালপার্ট।

১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সীসা রপ্তানিতে খুবই সক্রিয় ছিলো কাটালুনা এস্টেম। তখন প্যারিসে বেড়াতে গিয়ে এর বৃদ্ধ মালিক হৃদপিণ্ডের সমস্যায় আক্রান্ত

BanglaBook.org

হয়। পরবর্তী এক বছরের মাঝেই কোম্পানিটা এর উত্তরসূরিদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়, কোম্পানির কাজকর্মও থেমে পড়ে একদম। কাটালুনা এস্টেমের অস্তিত্ব এখন শুধু এন্ডোরার আইনজীবীদের ড্রয়ারের মাঝে।

সম্পূর্ণ ইতিহাস ঘেঁটে এটাকেই তাই বেছে নিয়েছে হ্যালপার্ট। লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানিটার অতীত সুনাম ভালোই। বেশ কয়েকবার মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেন করেছে তারা। আর তাছাড়া এন্ডোরার সরকারও বেসরকারি লেনদেনে নাক গলায় না। এখনো পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলারের সমমানের স্টক অবশিষ্ট আছে কোম্পানিটার। তার মানে ওরা এমন একটা কোম্পানি পাচ্ছে যেটার বয়স তিরিশ বছরের মতো, ব্যবহারযোগ্য সম্পদও আছে আর ওটার খোঁজ বের করাও কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

হ্যালপার্ট কাটালুনা এস্টেম কিনবে বলে ঠিক করে ফেলল।

কঙ্কালের পা হিসেবে ও আগেই কেনা দুটো কোম্পানি ব্যবহার করবে বলে ঠিক করল। প্রথমটা হলো গিজো প্রপার্টিজ। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন দ্বীপের কোম্পানি এটা। দ্বিতীয়টা পাইসেন ইন্ডাস্ট্রিজ। এটার অবস্থান সান মারিনো। দেশটা পুরোপুরি ইতালি দিয়ে ঘেরা। হ্যালপার্ট কম্পিউটার ব্যবহার করে কর্পোরেশনের একাউন্ট থেকে গিজো প্রপার্টিজে ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার ডলার আর পাইসেন ইন্ডাস্ট্রিজে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ডলার বিনিয়োগ করল। চোখের পলকে হ্যালপার্ট প্রায় ১.২৯২ মিলিয়ন ডলার সরিয়ে ফেলল। অবশ্য টাকাটা কিছুদিন পড়েই আবার আসল একাউন্টে ফেরত আসবে।

এরপরে গিজো প্রপার্টিজ আর পয়সন ইন্ডাস্ট্রিজ উভয়েই ঠিক করল তারা আরো দুটো কোম্পানির শেয়ার কিনবে। প্রথমটা হলো লিসবনের আলকাটো, দ্বিতীয়টা প্যারাগুয়ের টেলিমেডিকস অফ আসুনসিয়ন। আলকাটো স্পেশাল মেরিন ইলেকট্রনিক্স বানায়। আর টেলিমেডিকস হাসপাতালে ব্যবহার্য বিভিন্ন টেলিমেট্রিক (বিনা তারে যোগাযোগ) যন্ত্রপাতি বানায়। দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে বিভিন্ন হাসপাতালে ওদের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। পর্তুগীজ কোম্পানিটার শেয়ারের দাম ৩ মিলিয়ন ডলার আর প্যারাগুইয়ানটার ১০ মিলিয়ন।

প্রায় এক যুগ ধরে দুটো কোম্পানিরই মালিক কর্পোরেশন, তবে সেটা কেউ জানে না।

হ্যালপার্ট কোম্পানি দুটোর কর্পোরেট রেকর্ড চেক করে দরকার মাফিক টাকা বিনিয়োগ করে দিলো।

পা-এর ব্যবস্থা হলো, এবার ধড় সাজাতে হবে।

এজন্য তার একটা পরিচিত আর সুস্থির কোম্পানি লাগবে যেটা দেখে মনে হয় যে তারা শীঘ্রই কর্পোরেশনের অংশীদার হতে রাজি। আর এজন্য মধ্য ইউরোপ ছাড়া গতি নেই। এমন একটা কোম্পানি লাগবে যেটা হবে একটা রাজনৈতিকভাবে সুস্থিত, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী আর লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী পরিচিত কোনো দেশের। ডাটাবেসে চোখ বুলিয়ে এরকম তিনটা

BanglaBook.org

কোম্পানি খুঁজে পেলো ও–প্রথমটা সুইজারল্যান্ডের বাসেলের, দ্বিতীয়টা লুক্সেমবার্গের আর তৃতীয়টা লিচেনস্টেইনের ভাদুজ-এর।

তিন নম্বরটাই পছন্দ হলো ওর।

কোম্পানির নাম আলবার্শিনিয়ান ইনভেস্টমেন্ট এস.এ.। মুদ্রা আর স্বর্ণ ব্যবসায়ী কোম্পানি এটা। সাম্প্রতিককালের মূল্যবান ধাতুর চাহিদা বেড়ে যাওয়ার দারুণ সাফল্য লাভ করেছে কোম্পানিটা। এটাও গোপনে কর্পোরেশনই নিয়ন্ত্রণ করে। ভাদুজে এটার একটা চমৎকার ছয় তলা ভবন আছে। তার ওপরে দুই তলায় কোম্পানির অফিস। ওখানে প্রায় নগদ ১৮ মিলিয়ন ডলার সবসময় থাকে। আর সম্ভাবনাময় যে কোনো কোম্পানিতেই তারা বিনিয়োগ করে।

আলটাকো আর টেলিমেডিকস দুই কোম্পানিই আলবার্শিনিয়ান ইনভেস্টমেন্টকে ১.২৫ মিলিয়ন ডলার করে ঋণ দিলো। গিজো প্রপার্টিজ আর পাইসেন ইন্ডাস্ট্রিজ থেকে পাওয়া টাকার সাথে ওদের নিজস্ব কিছু টাকা মিলিয়ে ঋণটা দেয়া হলো। আলবার্শিনিয়ান ইনভেস্টমেন্ট এজন্য ওদেরকে আগামী পাঁচ বছর ৭% হিসেবে সুদ দেবে। তবে চাইলে ওরা টাকার বদলে স্টকও নিতে পারবে। প্রতি মুহূর্তে টাকার উৎস আরো বেশি ঘোলাটে হচ্ছে।

আলবার্শিনিয়ান ইনভেস্টমেন্ট আরো ৫ মিলিয়ন ডলার পেয়ে গেলো।

হ্যালপার্ট আইস-টির কাপে চুমুক দিলো। তারপর কম্পিউটার দিয়ে আলবার্শিনিয়ান ইনভেস্টমেন্ট-এর পক্ষ থেকে কাটালুনা এস্টেমকে কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিলো। ওদের চাহিদামতো পঞ্চাশ হাজার ডলারেই। এন্ডোরার আইনজীবীদের সব কাজ সারতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাবে।

এরপর হ্যালপার্ট স্পেনের আইনজীবীদের মধ্যে যাদেরকে কর্পোরেশন আগেও ব্যবহার করেছে তাদেরকে খুঁজে বের করলো। মাদ্রিদের একজনকে খুঁজে পেয়ে তার নাম্বারে ফোন করলো।

'কার্লোস দ্য সেকেন্ড-কে চাচ্ছি, আমার নাম মাইকেল হ্যালপার্ট', রিসেপশনিস্টকে স্প্যানিশে বলল ও।

ঝাড়া বিয়াল্লিশ সেকেন্ড পর লাইনে এল কার্লোস।

'দেরি করার জন্য দুঃখিত, মি. হ্যালপার্ট। কী দরকার বলুন?'

'এখনই আপনাকে এন্ডোরায় দরকার আমার। আরেকটা কোম্পানি কিনছি আমরা', হ্যালপার্ট বলল।

'সচরাচর যা করা হয় সেটাই তো? ব্যাংক একাউন্ট খোলা, অফিস ভাড়া করা এসবই তো?' কার্লোস জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, সেটাই। আর সবকিছু গতকালকের মাঝে সারা হয়েছে এমনটা দেখতে চাই', হ্যালপার্ট বলল।

'তাহলে একটা প্লেন ভাড়া করতে হবে আমাকে। এখন আর কোনো কমার্শিয়াল ফ্লাইট পাওয়া যাবে না।'

'টাকা আমরা দিয়ে দেব', হ্যালপার্ট বলল।

BanglaBook.org

'কত বড় কোম্পানি, স্যার?'

'শুরুর বিনিয়োগ হবে দশ মিলিয়নের মতো। পাঁচ মিলিয়ন আসবে আমাদের লিচেনস্টেনের প্রতিষ্ঠান থেকে আর বাকি পাঁচ মিলিয়ন নগদ দেয়া হবে', হ্যালপার্ট জানাল।

'বুঝতে পেরেছি, স্যার। আমি এক্ষুনি রওনা দিচ্ছি।' আইনজীবী জানাল।

'আরেকটা ব্যাপার, এন্ডোরার একটা পাবলিক রিলেশন ফার্মের ঠিকানা জোগাড় করে জানাবেন আমাকে–কেন যেন মনে হচ্ছে হঠাৎ এরকম বিনিয়োগ নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলা লাগতে পারে', হ্যালপার্ট বলল।

'আর কিছু?'

'আর কিছু লাগলে আপনি এন্ডোরায় পৌছলে যোগাযোগ করবো আমি', হ্যালপার্ট বলল।

'ঠিক আছে', বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখল আইনজীবী।

তারপর চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে হাসল। নগদ বড়সড় একটা দাও মারতে যাচ্ছে সে, আর ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা তা জানতেও পারবে না। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল সে। একটা বিমান ভাড়া করতে হবে।

★★★

'খচ্চরের লাথি খাওয়ার মতো অনুভূতি হচ্ছে', ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে বলল ক্যাব্রিলো।

অ্যান্তনোভের দরজা বন্ধ করছে পিলস্টন। বহু কষ্টে টেনে জায়গামতো আনতেই মিকাইলস আটকে দিল সেটা। গোল্ডেন বুদ্ধ চেপে ধরে নিজেকে স্থির করলো ক্যাব্রিলো। তারপর কাগজপত্র আর খাবারের প্যাকেট বের করল ও। ওগুলো মেঝেতে রেখে বর্মটা খুলে ফেলল ও। তারপর একবার চারপাশে তাকিয়ে ককপিটের দিকে এগুলো।

'কেমন চলে প্লেনটা?' কো-পাইলটের সিটে বসতে বসতে বলল ক্যাব্রিলো।

'ডিজেল চালিত ট্রলারের মতো, আস্তে আস্তে', গুন্ডারসন জানাল।

'ঘুমানোর সুযোগ পেয়েছ?' ক্যাব্রিলো জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, ট্রেসি আর জুডি ভিয়েতনাম থেকে এতদূর চালিয়ে এনেছে', গুন্ডারসন বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে পেছনে তাকাল ক্যাব্রিলো, 'মি. সিলিকন ভ্যালির সাথে কেমন কাটল সময়?'

'কেটেছে কোনোরকম', মিকাইলস জবাব দিলো।

'এর জন্য দুঃখিত আমি। অন্য কোনো উপায় থাকলে..'

'জানি, স্যার। এটাকে আমরা একটা কাজ হিসেবেই ধরেছি', পিলস্টন বলল।

BanglaBoi.org

'তারপরও... এতখানি চাওয়াটা আসলে মানায় না। তোমাদের দুজনের জন্যই স্পেশাল বোনাসের ব্যবস্থা করেছি আমি। আর মিশনটা শেষ হলেই এক মাস বেতনসহ ছুটি পাবে তোমরা', ক্যাব্রিলো বলল।

'ধন্যবাদ, স্যার। তবে এটা দেখার পর কষ্ট অনেক কমে গিয়েছে', বলে এক তাড়া বেয়ারার বন্ড তুলে দেখাল মিকাইলস।

'কথাটা কী এমনি এমনিই বললে নাকি সত্যি সত্যি?' গুন্ডারসন জিজ্ঞেস করলো।

★★★

আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ভদকার গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে প্রেসিডেন্ট পুতিনের দিকে চেয়ে হাসলেন। মস্কোতে প্রেসিডেন্টের অফিসে আগুনের সামনে বসে আছে তাঁরা। বাইরে বসন্ত ঝড় বইছে। এক ফুট উঁচু তুষারে ছেয়ে গিয়েছে রাজধানী। দ্রুতই ফুল ফুটতে শুরু করবে। এরপরে সবই সবুজ হয়ে যাবে একসময়।

'কতোর কথা বলছেন?' পুতিন জিজ্ঞেস করল।

'কয়েক বিলিয়ন', রাষ্ট্রদূত বললেন।

'কেমন হবে অপারেশনটা?'

'আগেইতো বলেছি', গ্লাসে আরেক চুমুক দিয়ে বললেন রাষ্ট্রদূত, 'আমেরিকান সরকারের অভিযান না এটা। কাজ আদায়ের জন্য আপনি অন্য একটা কোম্পানির সাথে চুক্তি করবেন। ওদের সাথে আমাদের কথা বলা আছে।'

'কিন্তু ওরা তো আপনাদের হয়েই কাজ করে?' পুতিন জিজ্ঞেস করলেন।

'কাগজে-কলমে না। তবে ওদেরকে আগেও কাজে লাগিয়েছি আমরা', রাষ্ট্রদূত বললেন।

'আরও খুলে বলুন আমাকে। কার সাথে বিছানায় যাচ্ছি সেটা অন্তত জানতে চাই আমি', একটা লোহার খুঁচনি দিয়ে আগুন উস্কে দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন পুতিন।

'নিজেদেরকে কর্পোরেশন বলে ওরা। আমাদের বা অন্যান্য দেশের জন্য স্পর্শকাতর ব্যাপারগুলো সামলায় ওরা। বিশেষভাবে দক্ষ ওরা, টাকারও অভাব নেই, ব্যর্থ হওয়ার ইতিহাস নেই', জানালেন রাষ্ট্রদূত।

'বিশ্বাস করা যাবে ওদের?' পুতিন জিজ্ঞেস করলেন।

'চোখ বুজে', রাষ্ট্রদূত নিশ্চয়তা দিলেন।

'কে চালায় এই কর্পোরেশন?' প্রেসিডেন্টের প্রশ্ন।

'হুয়ান ক্যাব্রিলো নামের এক লোক', রাষ্ট্রদূত জবাব দিলেন।

'এই ক্যাব্রিলোর সাথে কখন দেখা হবে আমার?' খুঁচনিটা র‍্যাকে রেখে আগুনের সামনে থেকে সরে এসে আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট।

'আজ সন্ধ্যায় মস্কো আসবে সে', রাষ্ট্রদূত জানাল।

BanglaBook.org

'ঠিক আছে। তার সাথে কথা বলতে ভালোই লাগবে মনে হচ্ছে', পুতিন বললেন।

ভদকার গ্লাস শেষ করে ফেললেন রাষ্ট্রদূত, পুতিন সেটা ভরে দিতে চাইলে হাত নেড়ে মানা করলেন। 'তারপর, চাইনিজরা কিরকম ঝামেলা করছে?' জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'যথেষ্টই, তবে এমন নয় যে আমরা সামলাতে পারব না', রুশ প্রেসিডেন্টের জবাব।

'প্রয়োজন পড়লে ভেতরে ঢুকে পড়তে প্রস্তুত আপনারা?' মার্কিন দূত জিজ্ঞেস করলেন।

টেবিলে কাগজের একটা ফোল্ডারের দিকে ইঙ্গিত করলেন পুতিন, 'সব পরিকল্পনা আছে ওখানে। চব্বিশ ঘণ্টার মাঝেই তারিম বাসিন পার হয়ে তিব্বতের সীমানায় পৌঁছে যেতে পারব আমরা।'

'আশা করি সেটা করতে হবে না', রাষ্ট্রদূত বললেন।

'যদি অভিযান চালাতেই হয় তাহলে পত্র-পত্রিকায় আপনাদের প্রেসিডেন্টের সমর্থন যেন পাই আমি। এছাড়া আর কোনো পথ নেই', পুতিন বললেন।

'আমার মনে হয় অতদূর যেতে হবে না। এতকিছু করতে হবে না আসলে', মার্কিন দূত জানালেন।

'না হলে ভালো, তবে আমরা উঠে দাঁড়ালে তাকেও কিন্তু তাই করতে হবে', পুতিন বললেন।

'তাকে কথাটা বলব আমি', মার্কিন রাষ্ট্রদূত বললেন।

★★★

'মনে হলো যেন শূন্য থেকে উদয় হয়েছে ওরা', চাইনিজ স্টেট সিকিউরিটির প্রধান বললেন।

প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও চাপা ক্রোধ নিয়ে তাকালেন লোকটার দিকে।

'বেইজিং-এর পিপলস পার্কে পাঁচশো বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কুয়াশা থেকে হাজির হয়েছে? এটা তো জাদুই বটে', জিনতাও বললেন।

লোকটা চুপ করে বসে রইল। বলার মতো কিছু নেই আসলে।

'এরা স্লোগান দিয়ে তিব্বতের স্বাধীনতা দাবি করছে?' হু জিনতাও প্রশ্ন করলেন।

'জ্বি, স্যার', স্টেট সিকিউরিটির লোকটা জবাব দিল।

'শেষ কবে তিব্বতীরা আন্দোলন করেছে?' জিনতাও জানতে চাইল।

'বেইজিং-এ? তাও এক যুগ তো হবেই। খুব ছোট ছিল ওটা, সহজেই ভেঙ্গে দেয়া গিয়েছিলো', বলল লোকটা।

'এবারেরটা?'

'মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে', স্বীকার করল লোকটা।

BanglaBook.org

'মঙ্গোলিয়া সীমান্তে রাশিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, স্বাধীনতাকামী তিব্বতীরা বেইজিং-এ, ম্যাকাও প্রদেশে কি ঘটছে বুঝতে পারছি না। এবারের বসন্তটা মোটেও বসন্ত মনে হচ্ছে না।'

'আপনি বললে সৈন্য লেলিয়ে আন্দোলন বানচাল করে দিই?' স্টেট সিকিউরিটি প্রধান জানতে চাইল।

'মোটেও না। তিয়ানানমেন স্কয়ারের ঘটনার পর বিশ্বের কাছে আমাদের ভাবমূর্তিটা ফিরে পাইনি এখনো। সেটা ছিলো ১৯৮৯ সালের কথা। এখন শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ওপর আক্রমণ করলে আরও কয়েক যুগ ব্যাপারটা নিয়ে মাতামাতি হবে', প্রেসিডেন্ট বলল।

'তাহলে কিছুই করব না?'

'এখনই না। আগে বুঝে নেই কী হচ্ছে আসলে', জিনতাও বলল।

★★★

'এ ব্যাপারে আমাদের অগ্রগতি কদ্দূর হলো?' মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

'পুরোটুকু বলব, স্যার?' সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এর ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি এই রাত দুপুরে ল্যারি কিং (আমেরিকান টিভি উপস্থাপক) এর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করার জন্য আপনাকে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল দিয়ে হোয়াইট হাউসে ডেকে আনিনি যে রেখে ঢেকে বলবেন। সবটুকুই জানতে চাই আমি', প্রেসিডেন্ট বললেন।

'ঠিকঠাকই এগোচ্ছে সব। আর এ ব্যাপারে আমাদের সংশ্লিষ্টতা হাজার চেষ্টা করেও কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না', ডিসিআই বললেন।

'আমার কাজ শুরু করতে হবে কখন?'

'সব পরিকল্পনা মাফিক চললে আগামী কাল', ডিসিআই বললেন।

'তাহলে পরিকল্পনা মাফিক যেন হয় সেটা নিশ্চিত করুন', বলে উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট।

'অবশ্যই স্যার', বললেন ডিসিআই।

প্রেসিডেন্ট দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিচে ডিনার সারতে নেমে গেলেন।

BanglaBook.org

★★★

পানির ওপর দিয়ে উড়ে চলছে ওরিগন। শিডিউল মোতাবেক হো-চি-মিন সিটিতে থামতে হবে। ওখান থেকে তিব্বতে যাদেরকে প্রয়োজন হবে তারা নেমে সি-১৩০-এ করে ভুটানের উত্তর-পশ্চিমে যাবে। ওরিগন আবার রওনা দিয়ে সিঙ্গাপুর পার হবে। তারপর মালাক্কা প্রণালি পার হয়ে উত্তরে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোবে ওরিগন, বাংলাদেশে পৌঁছবে ইস্টারের দিন।

তিব্বতের সবচাইতে কাছে বলতে এতো দূরই যেতে পারবে ওরিগন।

ওরিগন ছাড়া কোনো অভিযানে যেতে কর্পোরেশনের কেউই পছন্দ করে না। ওরিগন ওদের কাছে প্রাণ স্পন্দনের মতো, বাড়ির বাইরে বাড়ি, চক্রান্তের অশান্ত সাগরে ওদের জন্য নোঙরের মতো।

সে কারণেই ওদের আর ওরিগনের মাঝে যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা দূর করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে কাসিম আর রস।

'স্যাটেলাইট লিংক পরীক্ষা করেছি আমি। ওরিগন এখান থেকেই সব নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। সবাই সবার সাথে রেডিও অথবা সিকিওর টেলিফোনে কথা বলতে পারবে', কাসিম বলল।

রস ওর কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকাল। 'ড্রোনের প্রোগ্রামিং করছি আমি। মাত্র দুটো আছে আমাদের, আরো কয়েকটা থাকলে ভালো হতো। কিন্তু এগুলো খুবই ব্যয়বহুল।'

'ওড়াবে কে ওগুলো?' কাসিম জিজ্ঞেস করল।

'তিনশো মাইলের ভেতর থাকলেই চালানো যায় এগুলো। থিম্পু অথবা তিব্বতের ভেতর থেকেও যে কেউ ওড়াতে পারবে', রস জানাল।

কাসিম মাথা ঝাঁকাল।

ক্রুদের দক্ষতা লেখা কাগজটায় চোখ বুলালো রস। 'আমাদের চারজনের এই জিনিস চালানোর প্রশিক্ষণ আছে। আমার, তোমার, লিংকন আর জোন্সের।'

'জোন্স তিব্বতে মানিয়ে যাবে। একটা তাবুর ভেতর লুকিয়ে অনায়াসে চালাতে পারবে ড্রোনগুলো। আমি হলে হেনলেকে বলতাম ওকেই কাজটা দিতে', কাসিম বলল।

সম্মতিতে মাথা ঝাঁকাল রস। 'ভালোই পারে সে, আর ড্রোনগুলোও খুব কাজে লাগবে। আকাশ পথে এ দুটোই হবে আমাদের একমাত্র চোখ। লিংকন লাসার এয়ারপোর্টের ওপরে এগুলো রাখতে পারলে, এখানকার কন্ট্রোল রুম থেকেই ওখানকার সব কর্মকাণ্ড দেখা যাবে।'

'তিব্বতে চাইনিজদের হাতে অস্ত্রপাতি কী কী আছে?' কাসিম জিজ্ঞেস করল।

রস আরেকটা কাগজের দিকে তাকালো। চাইনিজ সেনাবাহিনীর অস্ত্রপাতির তালিকা লেখা কাগজটায়। সম্প্রতি স্বাধীনতাকামীরা চাইনিজ সেনাবাহিনীর কিছু কাগজ পত্র উদ্ধার করেছে, তার মধ্যে ছিলো এটা। কিছু পুরোনো অ্যান্টিএয়ারক্রাফট গান। দশ বছর আগেকার মিসাইল ডিফেন্স ব্যাটারি। লাসায় গংগার এয়ারপোর্টের আশেপাশে তেমন কিছু নেই', রস বলল, 'একজোড়া মালবাহী প্লেন, কিছু হেলিকপ্টার, আর সৈন্যদের জন্য রাইফেল দেখা যাচ্ছে।'

'হেনলেকে আগে এন্টিএয়ারক্রাফট গানগুলো ধ্বংস করতে বলব। এরপর লিংকনকে একবারে একটা করে ড্রোন ওড়াতে বলব', কাসিম বলল।

'আমিও তাই ভাবছিলাম। ওপর দিয়ে উড়তে পারলে ও পুরো শহরটাই দেখতে পাবে, আবার রাইফেলধারীদের চোখের আড়ালে থাকবে', রস বলল।

BanglaBook.org

'হুম', কাসিম বলল।

'রেডিও আর টেলিভিশন ট্রান্সমিটারের কদ্দূর হলো?'

'একটা মাত্র টেলিভিশন চ্যানেল আছে। আর একজোড়া রেডিও স্টেশন। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওগুলোর দখল নিতে হবে, যাতে তিব্বতী জনগণকে সতর্ক করে দেয়া যায়', কাসিম বলল।

'রিপোর্ট কী বলছে? সময়মতো চাইনিজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে ওরা?' রস জিজ্ঞেস করল।

'আমার তাই ধারণা। চাইনিজদের এবার খবর আছে', কাসিম বলল।

'আচ্ছা দুংকার কী জিনিস?' রস জানতে চাইল।

'লাল ঠোঁটওয়ালা কোকিলকে তিব্বতীরা দুংকার বলে। তিব্বতীদের স্বাধীনতাকামীদের সামরিক শাখা', কাসিম বলল।

হাতের কাগজে নজর ফেরাল রস, ওখানে লেখা–'সময় হলে আমরা অত্যাচারীদের মৃতদেহ ঠুকরে খাবো। সেদিন রক্তে ঠোঁট লাল হয়ে যাবে, আর মৃত্যুতে কালো হয়ে যাবে দিন।'

'কেমন যেন শিরশির করে উঠল শিরদাঁড়াটা', কাসিম বলল।

'আমিতো ভাবলাম আমাদের এয়ার কন্ডিশন বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে', রস বলল।

★★★

রস আর কাসিমের এক তলা নিচে অস্ত্রাগারে রয়েছে ম্যাক মার্ফি। গোলাবারুদ আর বিভিন্ন বাক্সপেটরা এক পাশে জমা করে রাখা। স্যাম প্রিয়র আর ক্লিফ হর্নসবাই ওগুলো ওপরতলার একটা স্টোরেজে রাখার জন্য এলিভেটরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে ডা নাং-এ এ নিয়ে যাওয়া হবে এসব। প্রত্যেকটা বক্সে একটা লাল স্টিকার মেরে দিয়েছে মার্ফি। তার ওপরে বাক্সের ভেতরে কী কী আছে লিখে দিচ্ছে। কাজের ফাঁকে গানের কলি গুন গুন করছে ও।

'কালকেই কিছুনা কিছু উড়িয়ে দেবো আমি, একেবারে উড়িয়ে দেবো', মার্ফি বলল।

প্রিয়র রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, তারপর বাঁকা হয়ে আরেকটা বক্স নিয়ে যেতে লাগল এলিভেটরের দিকে। 'করেছ কী মার্ফি, এতোগুলো সি-৬ দিয়ে কী করবে?' প্রিয়র বলল।

'আমার মতে এটা যত বেশি নেয়া যায় ততোই ভালো, কোনো ক্ষতি নেই তাতে। তাছাড়া কখন কোন জিনিস ওড়ানোর দরকার পড়ে কে জানে', মার্ফি বলল।

'যা নিয়েছ তাতে তো একটা মিসরীয় পিরামিড ধসিয়ে দেয়া যাবে। আট মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি করার মতো যথেষ্ট মাইন নেয়া হয়েছে', এলিভেটরে বক্স রেখে আবার ফিরে আসার সময় বলল হর্নসবাই।

BanglaBook.org

‘এয়ারপোর্টের জন্য এগুলো। তুমি নিশ্চয়ই চাও না চাইনিজরা সেনাবাহিনী নামাতে পারুক?’ মার্ফি বলল।

‘নামাবে কোথায়? এতোগুলো ব্যবহার করলে তো এয়ারপোর্টের অস্তিত্বই থাকবে না’, প্রিয়র বলল।

‘কয়েকটা দিয়ে আমার অন্য কিছু করার পরিকল্পনা আছে’, মার্ফি বলল।

‘সেটা তো বুঝতেই পারছি’, হর্নসবাই বলল।

জবাব না দিয়ে স্টিংগার মিসাইলের বক্সে স্টিকার সাঁটতে শুরু করলো মার্ফি। আবার গাইতে শুরু করলো ও। একটা লম্বা শিস বাজিয়ে বোমা ফাটার আওয়াজ করে থামল ও।

রুম থেকে বক্স বের করে এলিভেটরের দিকে এগোল প্রিয়র আর হর্নসবাই।

‘খোদা না করুক, ওর সাথে যেন আমার কোনোদিন ঝামেলা না লাগে’, প্রিয়র বলল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৩৭

অ্যান্তোনোভ ডা নাং-এর একশো মাইলের ভেতর পৌছে গিয়েছে, পশ্চিমে এগুচ্ছে এখনো। এই গতিতে আর চল্লিশ মিনিটের মাঝেই, স্থানীয় সময় বিকাল সাড়ে চারটার মাঝে পৌছে যাবে ওখানে। ধীর তবে নিখুঁত গতিতে চলছে বাইপ্লেনটা। হাঁটুর সাহায্যে ইয়োকের ব্যালেন্স ঠিক রেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাত টানটান করল গুন্ডারসন।

'প্লেনটা আসলেই একটা জিনিস', গুন্ডারসন ক্যাব্রিলোকে বলল।

'পরেও আরো কাজে লাগবে মনে হলে মিশন শেষে কোম্পানির জন্য কিনতে পারো একটা', ক্যাব্রিলো বলল।

'পাখা খুলে ফেললে একটা চল্লিশ-ফুটি কন্টেইনারে এটে যাবে প্লেনটা। মার্ফি দরজার ওখানটায় একটা কামান বসিয়ে দিলেই তো খাসা একটা গানশিপ হয়ে যাবে', গুন্ডারসন বলল।

গত এক ঘন্টা ধরে সিকিউর টেলিফোনে ওরিগনের আয়োজনের খোঁজখবর নিচ্ছে ক্যাব্রিলো। শেষবার কথা হলে হেনলে জানিয়েছে যে গালফস্ট্রীম জি-৫৫০ ডা নাং-এ পৌছে গিয়েছে প্রায়। গুন্ডারসনের মন্তব্যে মাথা ঝাঁকাল ক্যাব্রিলো, এমন সময় ওর টেলিফোন বেজে উঠল।

'গালফস্ট্রীম পৌছে গিয়েছে, তেলও ভরা শেষ', হেনলে বলল ওকে, 'পাইলট কোর্স সেট করছে। আমি লাওসে জেনারেল সিফন্দনের সাথে যোগাযোগ করে ওদের দেশের ওপর দিয়ে তোমার যাওয়ার অনুমতি জোগাড় করেছি।'

'জেনারেল কেমন ব্যবহার করল?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'সবসময় যেমনটা করে, তার পছন্দের একটা ক্লাসিক গাড়ির কথা তুলল।'

'যাক, কী চায় সেটা তো বলেছে। সে যে পুরোনো গাড়ির ভক্ত সেটা বুঝতে পারছি। কোন গাড়িটার কথা বলল?'

'হেমি রোডরানার কনভার্টিবল। যুদ্ধের সময় কয়েকজন এয়ার আমেরিকার পাইলট নাকি জাহাজে করে এনেছিল ওগুলোর একটা। জেনারেল তখন একদম বাচ্চা, কিন্তু তার মনে দাগ কেটেছিল গাড়িটা।'

'আশেপাশে পাওয়া যায় কি-না খুঁজে দেখেছ?'

'কিথ লডেনকে কলোরাডোয় খুঁজে দেখতে বলেছি। পাওয়া গেলে জানাবে আমাদের।'

BanglaBook.org

'দারুণ। থাইল্যান্ড আর মিয়ানমারের কী অবস্থা?'
'কোনো ঝামেলা নেই। সরাসরি ভারত যাত্রা।'
'সি-হান্ড্রেড থার্টি?'
'ভুটান থেকে রওনা দিচ্ছে ওটা, রাত আটটায় ডা নাং-এ পৌঁছে যাবে।'
'তোমার টিম রেডি তো?'
'ওরিগন বন্দরে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রস্তুত হয়ে যাবে ওরা।'
'সময় কিন্তু খুব কম, আর একবারই মাত্র সুযোগ পাবো আমরা।'
'অতিরিক্ত কিছুই যাবে না', শান্তস্বরে বলল হেনলে।
'হ্যাঁ, কোনো বাড়াবাড়ি নয়', সম্মত হলো ক্যাব্রিলো।

★★★

উত্তর-ভারতের লিটল লাসায় গভীর ধ্যানে রয়েছে ওরাকল। দালাইলামা বসে আছেন এক পাশে। হঠাৎ ওরাকল ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করল। মাঝে মাঝে থেমে একটা কাগজে হড়বড় করে হাবিজাবি কি সব লিখছে, তারপর আবার শুরু করছে নাচ। ভোকাল কর্ড থেকে জান্তব আওয়াজ বের হচ্ছে, ঘাম ছুটছে বাতাসে।

অবশেষে ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল সে, সহকারীরা এসে তার মাথার আবরণ আর কাপড় আলগা করে দিলো।

দালাইলামা পানি ভর্তি কাঠের গামলায় একটা ভেড়ার চামড়া চুবিয়ে বৃদ্ধ লোকটার ঘাম মুছে দিতে লাগলেন।

'ভালোই কাজ দেখিয়েছ তুমি, কাগজগুলোয় অনেক তথ্য লেখা আছে', দালাইলামা বললেন।

দালাইলামা ওরাকলের মুখের ভেতরে কয়েক ফোঁটা পানি ফেললেন, কুলি করে একপাশে থু মেরে সেটা ফেলে দিল ওরাকল। 'আমি রক্তপাত আর যুদ্ধ দেখেছি, অনেক রক্তপাত,' ওরাকল বলল।

'তা যেন না হয় সেই প্রার্থনাই করব আমরা', দালাইলামা বললেন।

'কিন্তু দ্বিতীয় আরেকটা উপায় আছে। আমার মনে হয় আমি সেটা লিখেছি', ওরাকল বলল।

'চা আর সাম্পা নিয়ে আসো', একজন সহকারীকে আদেশ করলেন দালাইলামা, দ্রুতগতিতে রুম থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

বারো মিনিট পরে ওরাকল আর দালাইলামা গ্রেট রুমে একটা টেবিল ঘিরে বসলেন। লবণ আর ঘিয়ের স্বাদযুক্ত তিব্বতী চা আর দুধ মেশানো বার্লি ভেজে বানানো সাম্পা ওরাকলের মুখের রঙ ফিরিয়ে এনেছে। কয়েক মিনিট আগেও যেখানে তাকে রুগ্ন আর বয়স্ক দেখাচ্ছিল, এখন তাকে প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে।

'আমি কী পেলাম দেখবেন না, মহানুভব?' ওরাকল বলল।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, দেখি চলুন।'

কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ওরাকল। বর্ণগুলো অতি প্রাচীন, সে আর হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ পড়তে পারে না ভাষাটা। দুবার করে পড়ল সে ওগুলো, এরপর দালাইলামার দিকে তাকিয়ে হাসল।

'পশ্চিম থেকে কেউ দেখতে আসছে আপনাকে?' ওরাকল জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরে', দালাইলামা জবাব দিল।

'তাকে কী বলতে হবে তা এখানে লেখা আছে', ওরাকল বলল।

আধা ঘণ্টা পর দালাইলামা ওরাকলের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন।

'আমার সহকারীদের বলছি যাতে আগে থেকেই আমাদের মতামতের পক্ষে যুক্তি ঠিক করে রাখে, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ', দালাইলামা বলল।

চেয়ার ছেড়ে দুলতে দুলতে রুম থেকে বেরিয়ে গেল ওরাকল।

★★★

লিটল লাসা কম্পাউন্ডের এক প্রান্তে একটা অফিস ধার করেছে ল্যাংস্টন ওভারহল্ট। সিকিউর লাইনে CIA প্রধানের সাথে ফিসফিস করে কথা বলছে ও।

'আমি ওটা করতে বলিনি, চীনে ওটা থামানোর মতো ব্যবস্থা নেই আমার কাছে।'

'আমাদের লোকদের ধারণা মতে পাঁচশোর বেশি মানুষ জড়ো হয়েছে, ভিড় আস্তে আস্তে বাড়ছে', ডিসিআই বললেন।

'আমি খোঁজ নিচ্ছি, তবে সম্ভবত ব্যাপারটা কাকতালীয়', ওভারহল্ট বলল।

'যা-ই হোক না কেন, রিপোর্ট বলছে চাইনিজরা নাকি আন্দোলনের দিকে কড়া নজর রাখছে।'

'মঙ্গোলীয়দের কী অবস্থা?' ওভারহল্ট জিজ্ঞেস করল।

'ওদের রাষ্ট্রদূতের সাথে একটা গোপন মিটিং করেছি আমি। যতই হোক ওরা রাজি।'

'কত পাচ্ছি তাহলে এর জন্য?' ওভারহল্ট জিজ্ঞেস করল।

'ওটা জিজ্ঞেস করো না। তবে আগামী কয়েক বছর আমেরিকার ট্যাংস্টন আর মোলিবডেনামের মজুদ নিয়ে ভাবতে হবে না।'

'তাহলে আমাদের লোকটাতো রাশিয়ানদের অফার করতে পারে', ওভারহল্ট বলল।

'ও তাদের সাথে দেখা করার সাথে সাথেই কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাকে জানাবে', ডিসিআই বললেন।

'যে কোনো সময়?' ওভারহল্ট বলল।

'হ্যাঁ, দিন বা রাত যা-ই হোক না কেন', বলে লাইন কেটে দিলেন ডিসিআই।

BanglaBook.org

★★★

পাখা দুটো যে অ্যান্তনোভকে এভাবে ভাসিয়ে রাখতে পারে তা বিশ্বাস হচ্ছে না গুন্ডারসনের। প্রায় আট ঘণ্টা হয় বিমানে আছে ওরা, এবারই প্রথম নামার প্রয়োজন হলো ওদের। পালকের মতো ধীরে ধীরে রানওয়ের দিকে নামিয়ে আনল ও প্লেনটা। রানওয়ের মাঝামাঝি এসেও মাটি স্পর্শ না করায় গুন্ডারসন বুঝল নামাতে হলে ভালোই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে ওকে। ইয়োক যতটা পারে সামনে ঠেলে ধরলো ও, একটু পর টের পেলো চাকা মাটি স্পর্শ করেছে অবশেষে।

'এতদূর চলে আসায় দুঃখিত বস, তবে ওটা প্রজাপতির মতোই উড়বে', জানালা দিয়ে রানওয়ের অন্যপ্রান্তের গালফস্ট্রীমের দিকে ইঙ্গিত করে বলল গুন্ডারসন, 'আমি প্লেন ঘুরিয়ে ওখানে পৌছে দিচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিটবেল্ট খুলে ফেলল ক্যাব্রিলো। তারপর পেছনে গিয়ে ওর জিনিসপত্র জোগাড় করতে লাগল। বেয়ারার বন্ডের তাড়াগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললো ও। তারপর কি ভেবে ককপিটের দিকে তাকাল ও।

'প্লেনটা আবার দক্ষিণে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?' গুন্ডারসনকে জিজ্ঞেস করল ও।

'নাহ', গালফস্ট্রীমের দিকে বাইপ্লেন এগিয়ে নেয়ার মাঝেই বলল গুন্ডারসন, 'গ্যানন ব্যবস্থা করে রেখেছে। কোম্পানি নিয়ে যাবে এটা। মেয়েরা ওরিগনে চলে যাবে, আর সি হান্ড্রেড-থার্টি এসে পৌছালে আমি ওতে চেপে উত্তরে ছুটব।'

বন্ডের তাড়া গুনতে লাগল ক্যাব্রিলো। গোনা শেষে বলল, 'আমি তোমাদের কাছে এক তাড়া রেখে যাচ্ছি। হেনলে আসলে দিও ওকে। আর আমি বাকিটা নিয়ে উত্তরে যাচ্ছি। কাজে লাগতে পারে আমার', ক্যাব্রিলো বলল।

অ্যান্তোনভ থামিয়ে দিলো গুন্ডারসন। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করতে করতে বলল, 'ঠিক আছে বস।'

পিলস্টন একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, মিকাইলস দরজার সিটকিনি খুলে দিলো।

'ওরিগন পৌছতে আরো কিছুক্ষণ লাগবে। চাইলে ঘোরাঘুরি করতে পারো, তবে বেশিদূর যেও না। ভিয়েতনামের এয়ার ফোর্স থেকে লোক দেবে। হেনলে পৌছলে ওদের জেনারেলকে টাকা-পয়সা দিয়ে দেবে। তোমাদের তেমন কিছুই করতে হবে না', ক্যাব্রিলো বলল।

'আমাদের বাথরুমে নিয়ে যাবে তো?' মিকাইলসের প্রশ্ন।

'অবশ্যই, তবে এককেবার একজন করে। দয়া করে আর যাই করো না কেন, ওদের বুঝতে দিও না যে বন্ডের তাড়া নিয়ে ঘুরছ তোমরা।'

'বুঝেছি বস', গুন্ডারসন বলল।

দরজায় এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়াল ক্যাব্রিলো। 'মেয়েরা, টিনি শীঘ্রই আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে', ও বলল।

BanglaBook.org

এরপর অ্যান্তোনভ ছেড়ে গালফস্ট্রীমের দিকে এগোল ও। পাইলট আর কো-পাইলট দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হেসে সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করল পাইলট।

'স্বাগতম, আমরা আপনার জন্য প্রস্তুত স্যার!' পাইলট বলল।

'বাইপ্লেনে একটা বক্স আছে, কাউকে সাথে নিয়ে ওটা নিয়ে আসো', ক্যাব্রিলো বলল।

ক্যাব্রিলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে সিটের দিকে এগিয়ে গেল। পাইলটরা বক্সটা নিয়ে আসার দুই মিনিট পরে আকাশে উড়ল ওরা। যথেষ্ট উচ্চতায় পৌছতেই লাওসের পাহাড় সারির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

★★★

রাশিয়ার নভোসিব্রিস্কে এয়ারপোর্ট হ্যাঙারে একটা চকবোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছেন জেনারেল আলেক্সান্দার কার্নেতসিকভ। যুদ্ধ বাদে শান্ত সময়ে এতো বেশি সৈন্য বা রসদপত্র জড়ো করতে দেখা যায় না সাধারণত। তবে এতোকিছুর মাঝে একটা ব্যাপার খুব খোঁচাচ্ছে জেনারেলকে।

'কোনো জবাব এসেছে?' সহকারীকে জিজ্ঞেস করলেন উনি, 'যদি যেতে হয়, তাহলে বার্নাউল থেকে কোন পথ ধরব আমরা? হয় কাযাখস্তান দিয়ে টেচেং-এর ওখান দিয়ে ঢুকতে পারি চীনে, নইলে মঙ্গোলিয়া হয়ে ঢুকতে হবে। তাহলে আলতাজের রাস্তা ধরে পাহাড়শ্রেণি পেছনে ফেলে লুপ নূর পেরোতে হবে।'

জেনারেলের দিকে তাকাল সহকারী। লুপ নূর চাইনিজ নিউক্লিয়ার টেস্টের ঘাঁটি। ওখানে কড়া সিকিউরিটি থাকবে বলেই তার ধারণা। পাহাড় ঘেঁষে আর যে রাস্তাগুলো আছে সবই তুষারে ঢাকা। উভয় সংকটে পড়ে গেছে ওরা।

'কোনো যোগাযোগই করা হয়নি জেনারেল। আর এই আবহাওয়াটাও যাতায়াত বা যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য একদম উপযোগী না', সহকারী বলল।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এর মধ্যেই আমাদেরকে পাহাড় সারি পাড়ি দিতে হবে', জেনারেল বললেন।

সহকারী মাথা ঝাঁকাল। সে আজ পর্যন্ত যতজন ভালো অফিসারের সাথে কাজ করেছে তারা সবাই ইতিহাসের ওপর ভালো জ্ঞান রাখে। সে আশা করছে জেনারেল ভুল বলছেন। এতো অস্ত্রশস্ত্র থাকার পরেও চাইনিজদের সাথে লাগার চিন্তাটা তাকে স্বস্তি দিচ্ছে না।

BanglaBook.org

★★★

বেইজিং-এ জেনারেল টুডেং কুয়িং প্রেসিডেন্ট জিনতাওকে একটা সম্ভাব্য উপায় বাতলে দিচ্ছেন।

'লাসায় দুই হাজার সৈন্য রেখে তিব্বত থেকে বাকি সৈন্য যদি বের করে আনি তাহলে সবার নজর জিনঝিয়াং প্রদেশের দিকে সরে যাবে। তাহলে আগামী কালকের মাঝে ওরা জায়গামতো পৌছে যাবে।'

'কত জন?' জিনতাও জিজ্ঞেস করলেন।

'প্লেনে করে গেলে কয়েক ঘন্টার মাঝেই হাজারখানেক পৌঁছে যাবে। ট্যাংক আর আর্মড কারগুলোর নয়শো কিলোমিটার পাড়ি দিতে হবে। ঘন্টায় চল্লিশ মাইল গতিতে গেলে আগামী কাল এসময়ে পৌঁছে যাবে ওরা।'

'কাছাকাছি আর কোনো সৈন্যদল নেই আমাদের?' জিনতাও জানতে চাইলেন।

'আকাশ পথে সৈন্য যেকোনো জায়গা থেকে আনতে পারি। কিন্তু আমাদের দরকার আর্মড কার। তিব্বত বাদে অন্যগুলো প্রায় দ্বিগুণ দূরে। রাস্তাও আরো খারাপ, কমপক্ষে তিন চার দিন সময় লাগবে', টুডেং বলল।

চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছেন জিনতাও। তারপর ঘুরে তিব্বতের স্বায়ত্তশাসিত এলাকার চেয়ারম্যান লেগচগ রাইডি ঝুরেনের দিকে তাকালেন উনি, অনেকক্ষণ ধরে নীরব আছে ঝুরেন।

'দুই হাজার সৈন্য দিয়ে তিব্বত সামলাতে পারবেন? চার-পাঁচদিন পর হয়তো অন্য জায়গা থেকে আর্মড কার চলে আসবে?' জিনতাও জিজ্ঞেস করলেন।

'মি. প্রেসিডেন্ট, তিব্বত অনেক দিন ধরে শান্ত। আপাতত সে পরিস্থিতি পাল্টানোরও কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। তবে এখানকার কাজ শেষ হলে এবার তিব্বতে ফেরাটা জরুরি হয়ে পড়েছে', লেগচেগ ঝুরেন বলল।

জিনতাও জেনারেল কুয়িং-এর দিকে তাকালেন, 'ঠিক আছে, এটাই করুন তাহলে।'

এবার জিনতাও রাশিয়ার চাইনিজ রাষ্ট্রদূতের দিকে ফিরলেন।

'রাশিয়ানরা কী ঘোট পাকাচ্ছে, সেটা বের করবেন আপনি। ওরা যদি মঙ্গোলিয়ার সাথে জোট বাঁধে তাহলে জানিয়ে দিও আমরা তা সহ্য করবো না। একবার মঙ্গোলিয়া আমাদের দেশ দখল করেছে–আর কখনো সেই সুযোগ ওদের দেয়া হবে না', বললেন প্রেসিডেন্ট।

দুই ঘন্টার মাঝেই চাইনিজ ট্রান্সপোর্ট প্লেনগুলো লাসা থেকে সৈন্যদের জিনঝিয়াং প্রদেশে নেয়া শুরু করল। রাশিয়ানদের সাথে লড়তে গিয়ে তিব্বতের চাইনিজ সৈন্যদের মাশুল দিতে হতে পারে। দেখা যাবে জুনিয়র অফিসাররা পুরো ব্যাটালিয়নের দায়িত্ব পেয়ে যাচ্ছে, খামাখা গোলা-বারুদ নষ্ট হচ্ছে। পুরো মিশনটাই দেখা যাবে হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

★★★

গালফস্ট্রীমের পেছন দিকে ঘুমাচ্ছিল ক্যাব্রিলো। ওর সিকিউরড **টেলিফোনটা** বেজে উঠল হঠাৎ।

সাথে সাথে পুরো সজাগ হয়ে গেলো ও, 'বলুন।'

'আমি', ওভারহল্টের গলা শোনা গেলো। 'সুখবর আছে। এনএসএ মাত্র ডিসিআইকে কল করেছিল। সে আবার আমাকে কল করেছে। রাশিয়ার ধাপ্পা

কাজ করছে। ট্রান্সপোর্ট প্লেনে করে তিব্বত থেকে উত্তরে সৈন্যদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। এক সারি ট্যাংকও কেবল শহর ছাড়ল। ভালোই এগোচ্ছে সব।' ওভারহল্ট বলল।

ঘড়ির দিকে তাকাল ক্যাব্রিলো, 'আমি আর এক ঘণ্টার মাঝে পৌঁছে যাব। মিটিং-এর জন্য সব ঠিক ঠাক করা আছে তো?'

'সব ঠিক আছে', ওভারহল্ট বলল।

'ভালো। আমরা কোনো মীমাংসায় পৌঁছতে পারলে তারপর উত্তরে রওনা দেব', ক্যাব্রিলো বলল।

'তোমার কী মনে হয়? পটাতে পারবে সবাইকে?' ওভারহল্ট জিজ্ঞেস করল।

'এই মিশনটা একটা পেঁয়াজের মতো। আমি যতই খোসা ছাড়াই, নিচে আরেকটা থাকে', ক্যাব্রিলো বলল।

'আসল কথা-ই তো বলা হয়নি, দালাইলামা নতুন পরিকল্পনা করেছেন', ওভারহল্ট বলল।

'বলে ফেলো ঝটপট', ক্যাব্রিলো বলল।

'আমার মনে হয় প্ল্যানটা তোমার পছন্দ হবে', ওভারহল্ট বলল।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ৩৮

হো-চি-মিন সিটির ঘাটে ভিড়ল ওরিগন। তিব্বতে যারা যাবে তাদেরকে নৌকায় করে ডাঙায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা ভিয়েতনামী এয়ারফোর্সের ট্রাকে করে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে তাদেরকে, সি-১৩০ অপেক্ষায় রয়েছে ওখানে। সংগঠনের এক ডজন লোক যাচ্ছে অভিযানে।

সেং, মার্ফি, রেয়েস, কিং, মিডৌজ আর কাসিম–এই ছয়জন সামলাবে আক্রমণের দিকটা। এদেশের স্বাধীনতাকামী দুংকারের সাথে সম্পর্ক রাখবে ওরা, আর কোথায় কোথায় আঘাত করতে হবে তা দেখিয়ে দেবে। গ্যানন আর ক্রাবট্রি আগেই পৌঁছেছে ভুটান, বাকিদের পৌঁছানোর অপেক্ষায় আছে ওরা দুজন। রসদের আর দরকারি মালপত্রের ব্যাপারটা দেখবে ওরা। এডামস আর গুন্ডারসন প্লেন চালাবে, লিংকন ড্রোন দুটো নিয়ন্ত্রণ করবে। কেউ আঘাত প্রাপ্ত হলে জুলিয়া তার চিকিৎসা করবে।

তেরোতম সদস্যটা ক্যাব্রিলো নিজে, দুটো মিটিং শেষে ফিরবে ও।

অনভিজ্ঞদের কাছে মনে হবে মিশনটা আসলে আত্মহত্যার শামিল, প্রায় দুই হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র বারো কি তেরোজন। প্রত্যেকের ভাগে দেড় শতাধিক সৈন্য। শুরুতেই রক্তগঙ্গা বয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু অভিজ্ঞ দর্শকমাত্রই চাইনিজ সৈন্যদের জন্য প্রার্থনা করবে। প্রথম কারণ, দুংকার। চীন বিরোধী এ সংগঠনের প্রায় এক হাজার সদস্য বর্তমানে লাসায় আছে। একবার সুযোগ পেলে এমন তাণ্ডব দেখিয়ে ছাড়বে যেরকমটা নিজ দেশে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ার সময় করে। দ্বিতীয়ত, হঠাৎ বিস্ময়। আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় চাইনিজরা কোনো হামলা বা বিদ্রোহের আশংকা করছে না। তৃতীয় কারণটাই আসল। একটা পরিকল্পিত আক্রমণের কাছে একটা অপরিকল্পিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সব সময়েই পরাজিত হয়।

কর্পোরেশন এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার।

এর মধ্যেই তিব্বতের বেশিরভাগ চাইনিজ সৈন্যরাই উত্তর দিকে রওনা করেছে, এতে করে পরিকল্পনার জন্য একদম কম সুযোগ পাচ্ছে ওরা, প্রস্তুতির জন্যে তো আরো কম। লাসার আশেপাশে রয়ে যাওয়া সৈন্যরা ওদের প্রধান অংশ নয় বরং উচ্ছিষ্ট বলা যায়। এরা হচ্ছে কেরানি, ঝাড়ুদার, মেকানিক এবং

BanglaBook.org

শ্রমিক। অফিসার যারা আছে তাদের কম্ব্যাট ট্রেনিং নেই। ওদের সৈন্যদের দুর্বলতা কোথায় বা কোন দিক দিয়ে শক্তিশালী কিছুই জানা নেই। ফলে সব মিলিয়ে কী চিত্র দাঁড়াবে সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই।

তিব্বতের এখনকার সৈন্যরা একটা আগামাথাহীন ধাঁধার মতো।

★★★

ট্রাক থেকে নেমে সি-১৩০ রেডিও অপারেটরের দিকে এগোল কাসিম। 'খবর কী?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমাদের আরো একটা প্লেন আশপাশ দিয়ে চক্কর মারছে। চাইনিজদের চোখ লুকিয়ে অবশ্যই। চাইনিজদের সিগন্যাল ধরে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বেশিরভাগ কলই করা হচ্ছে তেল চেয়ে পাঠিয়ে। উত্তর দিকে রওনা দেয়া ট্যাংকগুলোর তেল ফুরিয়ে আসছে', অপারেটর বলল।

'কদ্দূর এগিয়েছে ওরা?' কাসিম জিজ্ঞেস করল।

অপারেটর চাইনিজ-আমেরিকান, আগে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে কাজ করত, এখন সিআইএতে আছে। হাতের কাগজে চোখ বুলিয়ে বলল, 'জুলু সময় অনুযায়ী ওদের বহর উনিশশো তিরিশটায় নাগু পার হয়ে এসেছে।'

'ভালোই দ্রুত এগুচ্ছেতো ওরা। এই গতিতে রাত এগারোটার আগেই আমদো পার হয়ে আসবে। এরপর আর দুই ঘণ্টার মতো লাগবে সিঙ্গাই প্রদেশের সীমান্তে পৌঁছতে', কাসিম হিসাব করল।

অপারেটর একটা স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফের সাথে ডিফেন্স ম্যাপিং এজেন্সির একটা ম্যাপ মিলিয়ে দেখল। 'বাসাতুংগওয়ালা শান ৮.৯ পথটা ওদের গতি সামান্য শ্লথ করে দেবে। পাহাড় আর তীক্ষ্ণ বাঁকে ভর্তি এলাকাটা। জায়গাটার উচ্চতা প্রায় ষাট থেকে একশো মিটার।'

'তার মানে দুই হাজার ফিট। অনেক উঁচু। ওখান থেকে লাসার দূরত্ব আড়াইশো কিলোমিটার। রিপোর্ট অনুযায়ী পুরোনো আমলের ফিফটি নাইন ট্যাংক ওগুলো। তার মানে একটানা দুইশো সাতাশ মাইল এগোতে পারবে ওরা। বাড়তি ফুয়েল ট্যাংক থাকলে হয়তো আরো একশো মাইল', কাসিম বলল।

অপারেটর মাথা ঝাঁকাল। 'আমি সেটাও খেয়াল রাখছি। ফিফটি নাইন টাইপ ট্যাংকগুলো ঘণ্টায় সর্বোচ্চ পঞ্চাশ কিলোমিটার অর্থাৎ ত্রিশ মাইল পেরুতে পারে। তবে এখন প্রায় বিশ মাইলের আশেপাশেই রাখা হচ্ছে ওগুলোর গতি।'

'কী বলতে চাচ্ছ?'

হেসে সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল অপারেটর। প্যাক থেকে একটা সিগারেট নিয়ে জ্বালল। সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিল সে।



BanglaBoi.org

'আমি বলতে চাচ্ছি, ওরা ফুয়েলের তোয়াক্কা না করে ফুল স্পিডে ছুটে যাচ্ছে। আমদোতে থেকে ফুয়েল নিতে হবে ওদের। এরপর পাহাড় বেয়ে কেকেস্লিলিতে আরেকবার থামতে হবে।'

'তার মানে ইস্টারের ব্রেকফাস্টের সময় ওখানে পৌঁছবে ওরা। লাসা থেকে চারশো মাইল দূরে থাকবে তখন। আর মাঝখানে থাকবে প্রায় দুই হাজার ফুট খাড়া পাহাড়ি রাস্তা।'

'সেরকমই', অপারেটর বলল।

'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ', কাসিম বলল।

ভিয়েতনামিজ এয়ারফোর্সের একদল এয়ারম্যান শেষ বাক্সগুলো সি-১৩০-এ তুলল। হেনলে এক পাশে দাঁড়িয়ে দায়িত্বে থাকা ভিয়েতনামিজ জেনারেলের সাথে কথা বলছে। হেনলে লোকটার হাতে একটা এনভেলপ ধরিয়ে দিল। তারপর দুজনেই হাসল। হাত মিলিয়ে সি-১৩০-এর দিকে এগোল হেনলে।

'মি হেনলে', আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!' কাসিম জানাল।

★★★

ক্যাব্রিলো আর গোল্ডেন বুদ্ধকে বয়ে নিয়ে যাওয়া জি-৫৫০ ভারতের অমৃতসরে এসে নামল। সেখান থেকে ছোট একটা হেলিকপ্টারে করে উত্তর-ভারতের হিমাচল প্রদেশের লিটল লাসায় গেল ওরা, জায়গাটা ধর্মশালার কাছে।

সহকারী তৎক্ষণাৎ দালাইলামার সাথে ক্যাব্রিলোর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিল।

ভেতরে ঢুকেই মাথা সামান্য নিচু করে সম্মান প্রদর্শন করল ক্যাব্রিলো।

দালাইলামা নীরবে দাঁড়িয়ে মিনিট খানেক তাকিয়ে থাকলেন ক্যাব্রিলোর দিকে। এরপর হেসে ফেললেন।

'ল্যাংস্টন বলেছে আপনি নাকি একজন ভালো মানুষ। তারপরও আমি কিছুটা নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইছিলাম', অবশেষে বললেন দালাইলামা।

'ধন্যবাদ, স্যার। আমরা গোল্ডেন বুদ্ধের ভেতর থেকে এই কাগজপত্রগুলো বের করেছি।' বলে দালাইলামার সহকারীর হাতে কাগজপত্রগুলো ধরিয়ে দিল। 'রাশিয়ানদের সাথে মিটিং-এর আগেই এর এক কপি অনুবাদ দরকার আমার।'

সহকারীকে আদেশ দিলেন দালাইলামা 'ওগুলো দ্রুত কপি করে ইংরেজিতে অনুবাদ করে ফেলো। মি. ক্যাব্রিলো অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই চলে যাবেন এখান থেকে।'

একটা লম্বা সোফার দিকে ইঙ্গিত করলেন দালাইলামা, ওভারহল্ট আগে থেকেই বসে আছে ওখানে। ক্যাব্রিলো সোফার অন্যপাশে গিয়ে বসল। দালাই-লামা দুজনের মাঝে বসে পড়লেন।

'পরিকল্পনাটা খুলে বলুন তাহলে', বললেন উনি।

BanglaBook.org

'আমার ধারণা আপনার দেশে ফেরার ব্যাপারে রাশিয়া আমাদের পক্ষ নেবে। আমরা লাসার নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয়ার আগ পর্যন্ত সৈন্য সামন্ত দিয়ে সাহায্য করবে ওরা। এর বদৌলতে ঐ কাগজগুলোয় যা লেখা আছে দাবি করছেন–হিমালয়ের বিশাল তেল খনি উত্তোলনের অধিকার দিতে হবে ওদের', ক্যাব্রিলো বলল।

'অবস্থানটা তো শুধু আমরাই জানি। এই কাগজগুলোয় আছে ওটা। আর আপনাদের প্রেসিডেন্ট ওদেরকে অর্থনৈতিক সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সীমানা পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাহায্য চাইলে ওদেরকে আরো কিছু দিতে হবে এই তো?' দালাইলামা বললেন।

'হ্যাঁ', একমত হলো ক্যাব্রিলো।

'আর আপনাদের কোম্পানি? আপনাদেরকে কীসের জন্য ভাড়া করা হয়েছে?' দালাইলামার প্রশ্ন।

'আমাদের ভাড়া করা হয়েছিল গোল্ডেন বুদ্ধ চুরি করা আর আপনার দেশে ফেরার পথ সুগম করার জন্য। আপনি দেশে ফেরা মাত্রই আমাদের দায়িত্ব শেষ।'

'তারমানে আমাকে অকূল পাথারে ফেলে চলে যাবেন?'

'কী বলব বুঝতে পারছি না। আসলে ব্যাপারটা আমাদেরকেও খোঁচাচ্ছে', স্বীকার করল ক্যাব্রিলো।

'কেন? আপনারা না ভাড়াটে লোক? কাজ শেষে তো আর মাথাব্যথা থাকার কথা না আপনাদের', দালাইলামা বললেন।

এ প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেবে এক মিনিট তাই ভাবল ক্যাব্রিলো। দালাইলামাও চুপচাপ অপেক্ষায় রইলেন।

'ব্যাপারটা বোঝানো আসলে একটু কঠিন, মহানুভব। আমরা যদি শুধু টাকার জন্য কাজ করতাম তাহলে আমাদের সবাই এতদিন অবসরে চলে যেতাম। এখানে আরো অনেক কিছু জড়িত। আমাদের প্রায় সবাই-ই আগে বিভিন্ন সরকার বা এজেন্সির হয়ে কাজ করেছি। সেখানে আমাদের ইচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না, ভুল ঠিক যা-ই হোক করতে হতো। কিন্তু এখন আমরা আর তা করি না। আমরা টাকার জন্য কাজ করি ঠিক আছে, তবে সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য করতে জানি। আর সবসময় সত্যেরই পক্ষ নিই আমরা।'

'আপনারা যেটার কথা বলছেন সেটাকে বলে 'কর্ম'' সে ব্যাপারে আমি সবসময়েই সচেতন', দালাই লামা বলল।

ক্যাব্রিলো মাথা ঝাঁকাল, 'আমরা ঠিক করেছি আপনাদেরকে একা চাইনিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। গোল্ডেন বুদ্ধের ভেতরের কাগজের মূল্য বুঝতে পেরেই আমাদের মাথায় আরেকটা বুদ্ধি এসেছে।'

'এতে আপনার কোম্পানিও কিছু লাভ করবে নির্ঘাত?' দালাইলামার জিজ্ঞাসা।

'সেটা কী খারাপ?' ক্যাব্রিলো পাল্টা প্রশ্ন করল।

'সেরকম কিছু না, যাই হোক খুলে বলুন', দালাইলামা বললেন।

BanglaBook.org

দশ মিনিট পর ক্যাব্রিলোর কথা শেষ হলো।

'আমি মুগ্ধ। এবার আমার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে দিন', দালাইলামা বললেন।

দালাইলামার আরো পাঁচ মিনিট লাগল শেষ করতে।

'দারুণ!' দালাইলামার শেষ হওয়ার পর বলল ক্যাব্রিলো।

'ধন্যবাদ। তবে ভোট কিনতে টাকা লাগবে। খরচটা কী আপনিই বহন করবেন?' দালাইলামা জানতে চাইলেন।

'একটা ধান্দা করে অল্প বিস্তর কামিয়েছি, টাকা তেমন কোনো সমস্যা হবে না।' একশো মিলিয়ন বেয়ারার বন্ডের কথা ভাবল ক্যাব্রিলো।

ওভারহল্ট এতক্ষণ নীরব ছিল। এবার কথা বলে উঠল সে, 'কাজটা শেষ করতে পারলে প্রেসিডেন্ট তোমারে চুম্মা দিবে ক্যাব্রিলো!'

'মি. ক্যাব্রিলো, এভাবে করলে একই সাথে আমরা রক্তপাত এড়িয়ে যেতে পারছি আবার আমাদের কর্মকাণ্ডগুলোও বৈধতা পাবে। আপনি আপনার কাজ করতে পারলে চুক্তি মোতাবেক সবই পাবেন', দালাইলামা বললেন।

'ধন্যবাদ, মহানুভব', ক্যাব্রিলো বলল।

'গুড লাক, মি. ক্যাব্রিলো। বুদ্ধ আপনার মিশনকে আশীর্বাদ করুন।" দালাইলামা বললেন।

ওভারহল্টের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে অনূদিত পাতাগুলো আর কয়েকটা ম্যাপ নিয়ে নিল ক্যাব্রিলো, এরপর হেলিকপ্টারে করে আবার অমৃতসরে ফিরে আসল। প্রেসিডেন্ট পুতিন কথা দিয়েছেন যে তার সাথে দেখা করাটা বিফলে যাবে না। ক্যাব্রিলোও সেটাই চায়।

★★★

কর্পোরেশনের সদস্যদের নিয়ে মধ্যরাতের ঠিক পরে সি-১৩০ ভুটানের থিম্পুতে এসে নামল। এক ডজন ফিলিপিনো বিশেষ বাহিনীর সৈন্য ঘিরে ধরল ওদের। একপাশে আটটা বেল-২১২ হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে, একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব দশ ফিট।

কাছেই একটা হ্যাঙ্গার, ওটার খোলা দরজা দিয়ে আলো এসে পড়ছে রানওয়েতে। কার্ল গ্যানন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল এডি সেং-এর দিকে। 'চেয়ারম্যান আসার আগ পর্যন্ত আপনিই নাকি দায়িত্বে আছেন। সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি চলুন।'

সবাই গ্যানন আর সেংকে অনুসরণ করে হ্যাঙারে ঢুকল। 'ওরিগনের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছি', কাঠের একটা টেবিলে রাখা কম্পিউটারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'সর্বশেষ তথ্য ওখানে আছে।'

টেবিলের পাশে তিব্বতের ম্যাপ, আবহাওয়া চিত্র আর অন্যান্য তথ্য উপাত্ত লেখা পোস্টার ঝোলানো। একটা ইজেলে একটা চক বোর্ড বসানো। আরেকটা টেবিলের ওপর লাসা শহরের একটা লেমিনেটেড ম্যাপ রাখা।

BanglaBook.org

অন্যপাশে একটা বিশাল কফিপট, একটা ছোট রেফ্রিজারেটর আর খাবারের বক্স ভরা একটা আলমিরা। ওগুলোর পাশে বসে আছে আঠারোজন ভাড়াটে পাইলট। মার্ফি কফিপটের দিকে এগিয়ে গিয়ে এক কাপ কফি ঢেলে পুরোনো এক বন্ধুকে সম্ভাষণ জানাল, 'গার্ট, বুড়ো কুকুর!'

গার্টের বয়স মধ্য পঞ্চাশে। চুল সোনালি। সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত বের করে লোকটা হাসল।

'মার্ফি, আমি আগেই গন্ধ পেয়েছিলাম তুমি আসবে। কর্পোরেশনের অপারেশন বলে কথা!' গার্ট বলল।

ওরা কথা বলতে থাকলে গ্যাননের জড়ো করা তথ্য ঘাটতে শুরু করল সেং। পাঁচ মিনিট পরে সবাইকে চক বোর্ডের সামনে চেয়ারে নিয়ে এসে বসতে বলল ও। ক্রুদের পেছনে বসে পড়ল পাইলটরা। কথা বলার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সেং।

'যারা আমাকে চেনো না, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি। আমি এডি সেং। সেং বলে ডাকলেই হবে। এডি বলার দরকার নেই। চেয়ারম্যান সাহেব আসবার আগ পর্যন্ত আমিই তোমাদের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার', ধীরে সুস্থে বলল ও।

সবাই মাথা ঝাঁকাল।

'আকাশপথে আমাদের অভিযান কেমন হবে বুঝিয়ে বলছি। ছয়টা হেলিকপ্টারের দায়িত্ব থাকবে মূল আক্রমণ পরিচালনার। একটা থাকবে চেয়ারম্যানকে বহন করার জন্যে, আরেকটা আহতদের পরিবহনের জন্য। কে কোন দায়িত্ব পাবে সেজন্যে লটারি করা হবে যাতে কেউ অভিযোগ করতে না পারে। প্রত্যেকটা হেলিকপ্টারে আমাদের একজন সদস্য থাকবে। সে যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যেতে হবে। আগামী চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। কেউ ঝুঁকি নিতে রাজি না থাকলে আমাকে বলতে পারো। তোমাদের জায়গায় অন্যদের নেয়া হবে তাহলে। আর যদি থাকতে চাও তাহলে জেনে রাখো আকাশে ওড়ার পর আমাদের সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য তোমরা। কেউ যদি এই নির্দেশ অমান্য করো তাহলে তার বদলে আমাদের দলের কেউ হেলিকপ্টার চালাবে আর ভাগের বাকি টাকা তাকে দেয়া হবে না', বলল ও।

গার্ট হাত উঁচু করল, 'আমাদের প্রথম ভাগ পাব কখন?'

'আহা! একজন সত্যিকারের পাইলট! আমার কথা হলেই পাবে। বুঝেছ সবাই?' সেং বলল।

মাথা ঝাঁকাল সবাই।

'তোমাদের কিছু হয়ে গেলে ভালোবাসার মানুষ বা বিশ্বস্ত কারো জন্য তোমাদের ব্যক্তিগত কোনো সম্পদ বা চিঠি দেয়ার থাকলে গ্যানন আর ক্রাবট্রির সাথে যোগাযোগ করো।'

গ্যানন আর ক্রাবট্রি হাত তুলল।

BanglaBook.org

'এখন কী কী করতে হবে তা বুঝিয়ে বলছি, তার আগে আর কিছু বলার আছে কারো?'

কেউ কিছু বলল না।

'ঠিক আছে তাহলে। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে...'

★★★

গালফস্ট্রীম জি-৫৫০ একচল্লিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মস্কোর দিকে। স্যাটেলাইট টেলিফোন লাইনে কথা বলছে ক্যাব্রিলো। 'আরেকবার বলো', ওপাশের কথা শুনে হলুদ প্যাডে কি যেন লিখলো ও, 'ঠিক আছে, হয়েছে।'

লিস্টটা পরীক্ষা করতে শুরু করল ও, লাইনের ওপাশেও নীরব।

'হ্যালপার্ট মেইন কোম্পানি ঠিক করেছে এন্ডোরায়?'

'হ্যাঁ', হেনলে বলল।

'ভালোই তো! লিস্ট দেখে মনে হচ্ছে দালাইলামা আসলেই সৌভাগ্যবান। গত বছর হলেও কাজটা সম্ভব হত না।', ক্যাব্রিলো বলল।

'তাইতো দেখছি', হেনলে বলল।

'জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদের পনের সদস্যের মধ্যে পাঁচটা স্থায়ী সদস্যের তিনটা আমাদের পক্ষে। আমেরিকা, ব্রিটেন আর রাশিয়া। চীন আমাদের বিপক্ষে, ফ্রান্সের সাথে ওদের ব্যবসা আছে, ফ্রান্স স্বভাবতই ওদের পক্ষ টানবে। বাকি দশ দেশের ছয়জনকেই পটাতে পারলে আমরা সংখ্যায় নয়ে চলে আসব। সেটা কীভাবে বলি শোনো। আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আফগানিস্তান আমাদের পক্ষ নেবে না। ওদের দেশে বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী মনোভাব এখনও অনেক প্রকট। সুইডেন আর কানাডা সবসময় যুদ্ধ এড়াতে চায়, অন্তত শুরুতে ওদের পাওয়া যাবে না। আর কিউবা চীন থেকে যে পরিমাণ সাহায্য পায় তাতে আমাদের পক্ষ নেয়ার ঝুঁকি নেবে না। আর ওরা এমনিতেই আমেরিকার বিপক্ষে ভোট দেবে।'

'ঠিক বলেছ', হেনলে বলল।

'তাহলে আর থাকল কাতার, ব্রুনেই, কিরিবাতি, এন্ডোরা আর টুভালু', ক্যাব্রিলো বলল।

'হ্যাঁ, তাই', সায় দিল হেনলে।

' আমাদের সৌভাগ্য যে এবার নিরাপত্তা পরিষদে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দুটো ছোট দেশ ঢুকে পড়েছে', ক্যাব্রিলো বলল।

'কয়েক বছর আগেও এরকম ঘটেছিল। গায়েনা আর ক্যামেরন ছিল সেবার। প্রায়ই ঘটে এরকম', হেনলে বলল।

'জাতিসংঘের প্রত্যেক দেশেরই একটা করে ভোট আছে। তবে এর গুরুত্বটা এতদিন পরে বুঝতে পারলাম', ক্যাব্রিলো বলল।

'আমিও', হেনলে জানাল।

একমুহূর্ত ভাবল ক্যাব্রিলো, 'আমি কাতারের আমিরকে চিনি। ওকে একটা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে ভোট ঠিকই পাব। কী প্রতিশ্রুতি দেয়া যায়?'

BanglaBook.org

হেনলে এক সেকেন্ড ভাবল, 'এখন সেরকম কিছু হাতে নেই। তবে ওরকম কিছু লাগবেও না। গতবার আমাদের কাছে থেকে আশি মিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি লাভ করেছে সে। ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির সাথে পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিলে ভোট ঠিকই পাবে।'

'ঠিক বলেছো। ওর সাথে আমিই কথা বলব', ক্যাব্রিলো বলল।

'ভালো। লাওসের ব্যাপারটা সহজই হবে। একে ওরা বৌদ্ধ, আর ওদের জেনারেলও একটা গাড়ি চায়', হেনলে বলল।

'আরো কয়েকটা দেয়ার প্রস্তাব দাও তাকে', ক্যাব্রিলো বলল।

'টাকা আসবে কোথা থেকে?' হেনলে জানতে চাইল।

'আমাদের হঠাৎ পাওয়া একশো মিলিয়নের অর্ধেক এখানে খরচ করতে চাই আমি', ক্যাব্রিলো বলল।

'যা সহজে আসে, তা সহজেই হাতছাড়া হয়। ব্রুনেই আমাদের পক্ষেই থাকবে। দেশের পনেরো শতাংশই বৌদ্ধ, সুলতান কোনো ঝুঁকি নিতে চাইবে না', হেনলে বলল।

'তাছাড়া কয়েক বছর আগে ওর ভাইয়ের জীবন বাঁচিয়েছি আমরা', ক্যাব্রিলো যোগ করল।

'এন্ডোরা?'

'হ্যালপার্ট ওখানে নতুন কোম্পানি খুলতে যাচ্ছে। ওদের বাৎসরিক আয় কত?'

'এক দশমিক দুই বিলিওন', হাতের পুস্তিকাটা ঘেঁটে হেনলে জানাল।

'তেল উত্তোলন শুরু হলেই আমরা সেটাকে আরো বিশ ভাগ বাড়িয়ে দিতে পারব। ওদের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে। বেকুব না হলে আমাদেরকেই ভোট দেবে। টাকা কথা বলবে–আর এটা কোনো ভুল সিদ্ধান্তও হবে না।'

'আমিও সেটাই বলি।'

'আর তাহলে বাকি থাকলো ছোট্ট দুজন–কিরিবাতি আর টুভালু', ক্যাব্রিলো বলল।

'কিরিবাতির বার্ষিক আয় ষাট মিলিয়ন। টুভালুর আরো কম, আট মিলিয়ন। মোট জনসখ্যা দশ হাজার', হেনলে জানাল।

এক মুহূর্ত নীরব রইল ক্যাব্রিলো।

'লডেনকে কল করে জেনারেলের জন্য গাড়ি কেনা শুরু করতে বলো। হ্যালপার্টকে এন্ডোরায় পাঠাও, ও বোঝাক আমাদের কোম্পানি ওদের কত উন্নতি করবে। আমি কাতারের আমির আর ব্রুনেইয়ের সুলতানের ব্যাপারটা দেখব', ক্যাব্রিলো বলল।

'আর ছোট দেশ দুটো?'

ট্রুইটের তো এখন কোনো কাজ নেই, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ক্যাব্রিলো।

'হ্যাঁ, ও এখন ফ্রি।'

'ওকে একতাড়া বন্ড দিয়ে পাঠিয়ে দাও।'

'ভোট কিনতে?' হেনলে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ', সে রকম ক্যাব্রিলো বলল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৩৯

যে ঝড়ের কারণে প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল ম্যাকাওয়ে, রাশিয়ায় তুষারপাত হচ্ছে সেটার কারণেই। রাতও নামেনি, এর মধ্যেই ক্যাব্রিলো দেখল মস্কো শ্বেত ভেজা চাদরে ঢেকে আছে। শহরের দালানগুলো ঘিরে, সমস্ত কোলাহলকে চাপা দিয়ে আছে তুষার। পাইলট ইঞ্জিন বন্ধ করলে গালফস্ট্রীমের জানালা দিয়ে উঁকি দিলো ও। সামনে-পেছনে পুলিশ এসকর্ট দেয়া তিনটা কালো জিল লিমোজিন দেখতে পেল ক্যাব্রিলো। কয়েক মিনিট আগে ওভারহল্টের কাছ থেকে পাওয়া ফ্যাক্স হাতে ধরা ওর, কাগজপত্রগুলো ফোল্ডারে ভরে রেখে সিট বেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল। সামনে এগোতেই সময় মতো দরজা খুলে দিল কো-পাইলট।

'তোমাদের কিছু লাগবে?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'আমরা ঠিক আছি, বস। তেল ভরে আপনার ফেরার জন্য অপেক্ষা করব আমরা', কো-পাইলট জবাব দিল।

মাথা ঝাঁকিয়ে সিঁড়ি নিচু হওয়ার অপেক্ষা করল ক্যাব্রিলো। 'দোয়া করো', তুষার ঢাকা রানওয়েতে নামার সময় বলল ও।

গালফস্ট্রীম থেকে কয়েক ফুট সামনে গাঢ় নীল উলের কোট পরা ঢ্যাঙা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ফারের তৈরি কসাক টুপি পরে আছে সে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ধোঁয়া বেরোচ্ছে মুখ থেকে। একটা গ্লাভস খুলে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ক্যাব্রিলোর দিকে এগিয়ে আসল লোকটা। হাত মেলাল দুজনে। মাঝের লিমোজিনের দিকে ইঙ্গিত করল লোকটা।

'আমি সার্গেই ম্যাকেলিকভ, প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিশেষ সহকারী', ড্রাইভারের দরজা খোলার সময় বলল লোকটা।

ক্যাব্রিলো লোকটার পিছু পিছু লিমোজিনের পেছনের দরজার দিকে এগুলো, 'হুয়ান ক্যাব্রিলো, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান।'

দরজা বন্ধ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড পর পুলিশ কারগুলোসহ লিমোজিন তিনটা রওনা দিলো।

'আপনার সাথে দেখা করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী আমাদের প্রেসিডেন্ট', ম্যাকেলিকভ বলল, 'কী খাবেন? ভদকা না কফি?'

BanglaBook.org

'কফি প্লিজ', ক্যাব্রিলো বলল।

থার্মাল ফ্লাস্ক থেকে এক পাশে রাশিয়ার ছাপ মারা একটা লাল মগে কফি ঢেলে ক্যাব্রিলোর হাতে ধরিয়ে দিল ম্যাকেলিকভ।

'কেমন হলো আপনার ফ্লাইট?'

রাস্তাঘাট ফাঁকা, মস্কোর সেন্ট্রাল রোডের দিক থেকে বাতাসের গর্জন ভেসে আসছে। তুষারের মেঘ অনুসরণ করছে সেটা। কফিতে চুমুক দিল ক্যাব্রিলো।

'কোনো সমস্যা হয়নি', হেসে বলল ক্যাব্রিলো।

'কিউবান সিগার চলবে?' ম্যাকেলিকভ জিজ্ঞেস করল।

'আপনি কিছু মনে না করলে অবশ্যই', বলে ম্যাকেলিকভের হাতে ধরা প্যাকেট থেকে একটা বেছে নিল ক্যাব্রিলো।

সিগার ধরানোর জন্য সামনে ঝুঁকে আসল ক্যাব্রিলো, ম্যাকেলিকভ লাইটার জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিলো।

'আর একটু পরেই পৌঁছে যাব। ততোক্ষণ গান শোনা যাক', একটা সিডি প্লেয়ার আর সিডির স্তূপের দিকে ইঙ্গিত করল ম্যাকেলিকভ। সবকটিই জ্যাজ।

'গানে আমার রুচি সম্পর্কে দেখি সবই জানা আপনার', ক্যাব্রিলো বলল।

'আপনার সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমরা। আর এজন্যেই এতো রাত জেগে অপেক্ষা করছেন প্রেসিডেন্ট', ম্যাকেলিকভ বলল।

'সিগারটা দারুণ!' বলে হেসে মাথা নাড়ল ক্যাব্রিলো।

ম্যাকেলিকভও একটা জ্বালিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই।'

ক্যাব্রিলো একটা সিডি দিল প্লেয়ারে। আয়েশ করে শুনতে লাগল ওরা।

চৌদ্দ মিনিট পরে গোর্কি পার্কের পাশের একসারি বাড়ির সামনের একটি স্টপেজে ঢুকে পড়ল গাড়ি বহর। ড্রাইভার দরজা খুলে দিলে বাইরে তুষারে ঢাকা সাইডওয়াকে বেরিয়ে এল ওরা।

'প্রেসিডেন্টের গোপন আস্তানাগুলোর একটা এটা, একান্তে আলাপ করতে পারব আমরা', ম্যাকেলিকভ বলল।

রাস্তা ধরে হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাল ওরা। দরজার কাছে থাকা রাশিয়ান সার্জেন্টের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল ম্যাকেলিকভ। স্যালুট করে দরজা খুলে দিল সার্জেন্ট। ম্যাকেলিকভ আর ক্যাব্রিলো ভেতরে ঢুকল।

'মি. প্রেসিডেন্ট', চেঁচাল ম্যাকেলিকভ, 'আপনার অতিথি এসে গেছেন!'

'আমি বসার ঘরে আছি', ডানের একটা রুম থেকে শব্দ ভেসে এল।

ক্যাব্রিলোকে ওর ওভারকোট খুলতে সাহায্য করল ম্যাকেলিকভ। 'ভেতরে যান, আমি কয়েক মিনিটের মাঝেই আসছি।'

পাশের ঘরে ঢুকল ক্যাব্রিলো। বড়লোকদের ব্যয়বহুল লাইব্রেরি রুমের মতো সাজানো গোছানো রুমটা। পুরু কাঠ দিয়ে প্যানেল করা, পাখি আর শিকারের ছবিতে দেয়াল ভরা। ফায়ারপ্লেসের সামনে দুটো উঁচু পিঠওয়ালা লাল চামড়ার চেয়ার, দরজার কাছে একটা সোফা। কাঠের মেঝের ওপর লাল রঙের পুরু কার্পেট বিছানো। সোফার দুই প্রান্তে দুটো পিতলের কুপি আলো

BanglaBook.org

ছড়াচ্ছে। আগুন খোঁচাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট, ক্যাব্রিলোর দিকে পিঠ করা। কাজ শেষে উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন উনি।

'মি. ক্যাব্রিলো, আসুন। বসুন', হেসে বললেন উনি।

ক্যাব্রিলো ফায়ারপ্লেসের বায়ের চেয়ারটায় বসে পড়ল, ডানেরটায় প্রেসিডেন্ট।

'কেজিবিতে থাকা অবস্থায় আপনার একটা মোটাসোটা ফাইল ছিল আমার কাছে', প্রেসিডেন্ট বললেন।

'আমার কাছেও আপনারটা আছে', রুশ ভাষায় বলল ক্যাব্রিলো।

পুতিন মাথা ঝাঁকিয়ে সরাসরি ক্যাব্রিলোর চোখে তাকালেন, 'আপনার রুশ আমার ইংরেজির চাইতে ভালো।'

'ধন্যবাদ স্যার', ক্যাব্রিলো বলল।

পুতিন মাথা নাড়লেন, 'সম্প্রতি নিশ্চয়ই আমার মানসিকতার ওপর হালকা পাতলা একটা গবেষণা করেছেন আপনি। আমি কিরকম প্রতিক্রিয়া দেখাব সে ব্যাপারে কিছু বুঝতে পেরেছেন?'

'আপনি যে হ্যাঁ বলবেন এটা জানতে কোনো সাইকোলজিস্টের প্রয়োজন নেই', ক্যাব্রিলো বলল।

'তাহলে ঝটপট বলে ফেলুন আমি কিসে হ্যাঁ বলছি?' মৃদু হেসে জানতে চাইলেন পুতিন।

ক্যাব্রিলো মাথা ঝাঁকিয়ে সাথে করে আনা ফাইলটা খুলল। 'স্যার, আমরা দালাইলামাকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছি। আর সে জন্য এমন একটা পথ খোলা আছে যাতে আমরা সবাই-ই লাভবান হতে পারি। আমাদের শুধু রাশিয়ার সাহায্য প্রয়োজন।'

'বুঝিয়ে বলুন', পুতিন বলল।

গালফস্ট্রীমে ওভারহল্টের ফ্যাক্স করে পাঠানো কাগজগুলো প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দিল ক্যাব্রিলো। তিব্বতের ভেতরের একটি তেলের খনির স্যাটেলাইট ছবি এটা। আমরা অনেক প্রাচীন কিছু দলিলপত্র খুঁজে পেয়েছি যাতে তিব্বতের উত্তরাঞ্চলে হাজারের ওপরে তেলকূপের উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে।

'ম্যাকাও থেকে যে গোল্ডেন বুদ্ধ আপনারা চুরি করেছেন সেটা থেকে?' পুতিন জানতে চাইল।

'আপনার দারুণ বুদ্ধি', প্রশংসা করল ক্যাব্রিলো।

পুতিন ছবিটা পরীক্ষা করে বললেন, 'আমি জানি।'

'প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, পঞ্চাশ বিলিয়ন ব্যারেল পাওয়া যাবে ওখান থেকে', ক্যাব্রিলো বলল।

'তাহলে তো বিশাল এলাকা। কুয়েতের খনির প্রায় অর্ধেক, সারা বিশ্বের তেল ভাণ্ডারের পাঁচ শতাংশের কাছাকাছি', পুতিন বললেন।

'আসলেই বিশাল এলাকা। এর চেয়ে ছোটও যদি হয়, তারপরেও আলাস্কার খনিটার চাইতে বড় হবে অন্তত', ক্যাব্রিলো জানাল।

'তাহলেতো বিশ্বের বড় বিশটা খনির একটা হতে যাচ্ছে ওটা', পুতিন মাথা ঝাঁকালেন।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, সেটাই', ক্যাব্রিলো একমত হলো।

'যাই হোক, এখন এগুলো চাইনিজদের দখলে। ওরা এমনকি জানেও না যে খনিগুলোর অস্তিত্ব আছে। তার মানে আপনি চান আমরা ওদেরকে তিব্বত থেকে ভাগিয়ে দেই', পুতিন বলল।

'ঠিক তা না, স্যার। আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে খনি থেকে উত্তোলনের জন্য একটা যৌথ প্রকল্প তৈরি হবে। পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাবে তিব্বত, আর চল্লিশ পার্সেন্ট আপনার দেশ', ক্যাব্রিলো বলল।

'বাকি দশ পার্সেন্ট?'

'ওটা আমার কোম্পানি পাবে। সব ব্যবস্থা করার জন্য', ক্যাব্রিলো বলল।

'চমৎকার। কিন্তু আপনি যে আমাকে লাভের জন্যে শক্তি খাটাতে বলছেন। সংশ্লিষ্ট ঝামেলাগুলো শুরু হলেই দেশের জনগণ সব টের পেয়ে যাবে', পুতিন বললেন।

ক্যাব্রিলো ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল, তারপর টোপ ফেলতে শুরু করল।

'তখন চীনের সাথে চুক্তি করে নেবেন। জিনতাও সমস্যার থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে। তার অর্থনীতির অবস্থা সুবিধার না। আর অব্যাহত তেলের চাহিদা তার সমস্যা শুধু বাড়াচ্ছেই। আপনি ওখানে এক কূটনৈতিক সফরে গিয়ে আপনাদের ভাগের অর্ধেক তেল আগামী দশ বছর ব্যারেল প্রতি পনেরো ডলার দামে বিক্রি করার প্রস্তাব দেবেন। জিনতাও সেটা লুফে নেবেন।'

পুতিন হাসলেন, 'দারুণ বুদ্ধি।'

'আরো একটা ব্যাপার আছে', ধীরে ধীরে বলল ক্যাব্রিলো।

'কী?' পুতিন জিজ্ঞেস করলেন।

'আগামী সোমবারে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে আপনার ভোটটা আমাদের লাগবে', ক্যাব্রিলো বলল।

'বিদ্রোহটা বৈধ করতে চাইছেন?' পুতিন জিজ্ঞেস করল।

'আমার ধারণা ভোট আমাদের দিকে টানতে পারব', ক্যাব্রিলো সম্মত হলো।

'চালাকিটা ধরাও পড়তে পারে আবার কাজ হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। রাশিয়াকে ঠিক কী করতে হবে এতে?' পুতিন জিজ্ঞেস করলেন।

'প্রথমে আপনার সৈন্যদের মঙ্গোলিয়ায় ঢোকাতে হবে। আমার ধারণা এ নিয়ে তেমন হৈচৈ করবে না মঙ্গোলীয়রা। এতেই চীনের মনোযোগ তিব্বত থেকে সরে যাবে। দ্বিতীয়ত, দালাইলামা ফেরার পর আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করলে যতজন সম্ভব ততজন প্যারাট্রুপার (বিমান থেকে প্যারাস্যুটের সাহায্যে যারা যুদ্ধক্ষেত্রে নামে) প্রয়োজন হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত রাশিয়াকে নিরাপত্তা প্রদানের আহ্বান জানানোর জন্যে রাজি হয়েছেন দালাইলামা। আহ্বানটা সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়া হবে, একারণেই চীন ছাড়া আর কোনো দেশ থেকে সেরকম বাধা আসবে না। তৃতীয়ত, কূটনৈতিকভাবে তেলের প্রস্তাব নিয়ে চীন যেতে হবে আপনাকে। আর তিব্বতের স্বাধীনতার সাথে আমেরিকাকে কোনোভাবেই জড়ানো যাবে না।'

'আপনার প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছি আমি। গোপনীয়তার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলেছেন উনি', পুতিন বলল।

BanglaBook.org

'তাহলেতো ভালোই। আর জাতিসংঘে ভোটটা চাই আমাদের। তিব্বতে শান্তিরক্ষী বাহিনী আসার আগ পর্যন্ত চাইনিজদের থামিয়ে রাখতে পারলেই হবে। এরপর আপনার সৈন্যদের ফিরিয়ে নিতে পারবেন', ক্যাব্রিলো বলল।

পুতিন চেয়ার ছেড়ে উঠে আগুন উস্কে দিতে লাগলেন। 'তার মানে রাশিয়ার কোনো টাকা দিতে হবে না, শুধু সৈন্য দিতে হবে।'

'তেলকূপের কাজ যে কোম্পানি করবে সেটা ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু কাগজপত্রে আপনার স্বাক্ষর প্রয়োজন, দালাইলামা আগেই স্বাক্ষর করেছেন। আপনাকে আজ যা যা বললাম তা করার প্রতিশ্রুতি দিলেই কাজ সামনে আগাতে পারি', ক্যাব্রিলো বলল।

পুতিন খুঁচনিটা র‍্যাকে রাখতে রাখতেই ম্যাকেলিকভ প্রবেশ করল রুমে। পুতিন এগিয়ে এসে কাগজটা পড়ে নিলেন দ্রুত।

'সার্গেই, কলম আনো', আদেশ করলেন উনি।

★★★

'তুমি রাজি থাকলে তোমার সাথে কাজ অদল-বদল করতে চাই', ভাড়াটে পাইলটদের একজনকে বলল গার্ট।

'আপনার ভাগে কোনটা পড়েছে?' জানতে চাইলো পাইলট।

'আহতদের উদ্ধার', গার্ট জানালো।

'সানন্দে। আমার কাজটা বড্ড বিপজ্জনক হয়ে যায় আমার জন্য', পাইলট বলল।

'আমি আগেও কাজ করেছি মার্ফির সাথে। তাছাড়া অতো উঁচুতে তোমার চাইতে বেশি হেলিকপ্টার চালিয়েছি আমি', গার্ট বলল।

'আপনার প্রস্তাবে রাজি। বোমা নিয়ে এতো উঁচুতে হেলিকপ্টার চালানো আমার কাজ না', পাইলট বলল।

'সেংকে বুঝিয়ে বলব আমি', বলে হেঁটে চলে গেল গার্ট।

★★★

'ওখানে যাওয়ার সবচাইতে দ্রুত উপায় হচ্ছে প্লেনে করে সিঙ্গাপুরে যাওয়া, তারপর ওখান থেকে জেটে করে ভানুয়াটু', হেনলে বলল, 'ওখান থেকে টার্বোপ্রপ স্টল বিমানের ব্যবস্থা করা থাকবে। ওটায় করে টুভালু আর কিরিবাতির ছোট এয়ারফিল্ডগুলোতে নামতেও কোনো সমস্যা হবে না।

ট্রুইট মাথা ঝাঁকাল।

'আমাদের ভোট প্রয়োজন। এরজন্য যা করা দরকার করবে', হেনলে বলল।

'চিন্তা করবেন না। দরকার হলে তেল মেরে ভাসিয়ে দেবো। সোমবারে ঠিক সময়ে ভোট পেয়ে যাবেন', ট্রুইট বলল।

সেরাতে ওরিগন বন্দরে প্রবেশ করলে ট্রুইট নেমে অপেক্ষমাণ জেটে উঠে গেলো। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে নয় ঘন্টার যাত্রা ওর। ইস্টারের দিন গিয়ে পৌছবে ও।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৪০

গালফস্ট্রীমের সামনে এসে থামল জিল লিমোজিন। ক্যাব্রিলো নেমে আসল, কাগজপত্র ভরা ফোল্ডারটা হাতে ধরে আছে। কোনো রকম ইতস্তত ছাড়াই সিঁড়িতে উঠে পড়ল ও। তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি উঠিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো কো-পাইলট। তারপর ককপিটের দিকে চেঁচাল, 'এবার যাওয়া যায়।'

সাথে সাথেই ইগনেটর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পাইলট, কয়েক মুহূর্ত পরেই নড়তে শুরু করল জেট। সিটে গিয়ে বেল্ট বেঁধে নিল ক্যাব্রিলো।

'আপনার টেলিফোন কল পেয়েই কোর্স ঠিক করা হয়ে গিয়েছে, প্রাথমিক ক্লিয়ারেন্স পেয়ে গেছি আমরা', ক্যাব্রিলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে বলল কো-পাইলট।

'দূরত্ব কত?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'সোজা গেলে চৌত্রিশশো মাইল। বাতাস অনুকূলেই আছে, ধারণা করছি ছয় ঘণ্টা লাগবে।'

রানওয়ে ধরে এগোতে লাগল গালফস্ট্রীম।

'তার মানে ইস্টারের দিন সকাল সাতটা বাজবে', ক্যাব্রিলো বলল।

'সেরকমই স্যার', কো-পাইলট বলল।

★★★

কখনো কখনো অতি ক্ষুদ্র জিনিসও অনেক বড় কিছুর নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। কয়েকটা মুহূর্ত, কিঞ্চিত ভাগ্যের ছোঁয়া কখনো মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। এই মুহূর্তে মার্ফি আর গার্টও সেরকম পরিস্থিতিতেই আছে। তিব্বতের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম দল ওরা। সাথে আছে একটা হেলিকপ্টার, একগাদা বিস্ফোরক আর অতিরিক্ত তেলের ট্যাঙ্কি।

ভোর চারটায় আধখানা চাঁদের নিচে দিয়ে উড়াল দিলো হেলিকপ্টারটা।

গার্ট বেল ২১২-কে এক হাজার ফুট ওপরে উঠিয়ে নিয়ে এলো। তারপর সোজা এগুনো শুরু করে কথা বলে উঠল, 'আমার কাছে মিশনটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।'

'কেন? এতো ওপর দিয়ে উড়তে হবে তাই? নাকি ফেরার সময় যথেষ্ট তেল থাকবে না এটা ভেবেই দুশ্চিন্তা করছ?' মার্ফি জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

'এসবের কিছুই না, রবিবারের ছুটি আর মুরগি দিয়ে ডিনারের সুযোগ নেই তাই', গার্ট বলল।

সিটের পেছনে হাত দিয়ে একটা ছোট প্যাক বের করে আনল মার্ফি। ওটা খুলে একটা ছোট ক্যান আর নীলরঙা বই বের করল। 'স্প্যাম (প্যাকেটজাত মাংসের ব্রান্ড) আর বাইবেল', বলল ও।

'দারুণ। তাহলে তো আর চিন্তা নেই', গার্ট বলল।

'আর কিছু?' মার্ফি জিজ্ঞেস করল।

'আরেকটা জিনিস', গার্ট জানাল।

'কী?'

'রাস্তার দিকে চোখ রাখো তুমি। আমি পথ-ঘাট চিনি না', গার্ট বলল।

'চিন্তার কিছু নেই। ওরিগনই সব নিয়ন্ত্রণ করছে। তেল দেয়া সেলাই মেশিনের মতো নিখুঁতভাবে চলবে অপারেশনটা', মার্ফি বলল।

'সেলাই মেশিন না বলে কম্পিউটারের মতো বললে বেশি স্বস্তি পেতাম', বলে নিচে চাঁদের আলোয় এক পাল হরিণের দিকে ইঙ্গিত করল গার্ট।

যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে আছে মার্ফি। 'সামান্য গরম লাগছে, একটু নিচে নামাও।'

গার্ট তাই করল, তারপর সোজা উত্তরে এগিয়ে চলল।

★★★

যে মুহূর্তে মার্ফি আর গার্ট তিব্বতীয় আকাশসীমা পার হচ্ছে তখনই ব্রিকটিন গাম্পো একটা নোংরা রাস্তা ধরে একটা আড়াই মণি ট্রাক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুংকার সেল লিডারের চিহ্নিত জায়গাটা খুঁজে পেয়ে গাড়ি থামাল ও।

বাসাতোংগুলা শান উপত্যকার সামান্য নিচে একটা গাছে ঘেরা খোলা সমতল তৃণভূমিতে রয়েছে এখন গাম্পো। ট্রাক থেকে নেমে পেছনে চলে এল ও, তারপর কয়েকটা ধাতব দণ্ড তুলে নিলো হাতে। শীতল হয়ে আছে ওগুলো। কী করতে বলা হয়েছে মনে পড়ল ওর। পেছন থেকে একটা ছোট জ্বালানি তেলের চুলো বের করে, খানিক দূরে নিয়ে মাটিতে বসালো। তারপর তাঁবুর খুঁটি মাটিতে গেড়ে একটা সাদা ক্যানভাসের তাঁবু খাড়া করলো তার ওপর। তারপর চুলা জ্বেলে, ধাতব দণ্ডগুলো গরম রাখার জন্যে তাবুর ভেতর নিয়ে এলো। এরপরে আবার ট্রাকের পেছনে গিয়ে একটা রেডিও, একটা ফোল্ডিং চেয়ার আর নিজের জন্য একটা ফারের পোশাক নিয়ে ফিরে এলো।

এরপর রেডিওটার সুইচ টিপে শুনতে লাগল।

তাঁবুর বাইরে কালো সাগরের ওপরে হাজারো তারা জ্বলে আছে। পাহাড় থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে এল। তাঁবুটা উষ্ণ না হওয়া পর্যন্ত গলায় ফার চাপিয়ে রইল ও। এরপরে ধৈর্য ধরে ঘণ্টাগুলো পার করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

BanglaBook.org

★★★

ওরিগনে হেনলে মনিটর বসানো দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ নোভোসিব্রিস্কের কাছে জড়ো হওয়া রাশিয়ান সৈন্যদলের স্যাটেলাইটে ট্যাংকের তাপীয় চিত্র দেখা গেল। একই সময়ে সিকিউর ফোনটা বেজে উঠল।

'সব ঠিকঠাক', ক্যাব্রিলো বলল।

'স্যাটেলাইটে কনফার্মেশন পেয়ে গেছি আমরা। রাশিয়ানরা ট্যাংকের মহড়া দিচ্ছে।'

'ওরিগনের ডাটা ব্যাংকের সাথে আমার কম্পিউটারের সংযোগ দাও। আমি পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত এখান থেকেই দেখতে চাই সব', ক্যাব্রিলো আদেশ করল।

হেনলে স্টোনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, কম্পিউটার কীবোর্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টোন।

'সিগন্যাল যাচ্ছে', এক মিনিট পর বলল স্টোন।

গালফস্ট্রীম জি-৫৫০-এ ক্যাব্রিলো ওর ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ আলোয় ভরে গেলো স্ক্রীনে, এরপর কালো হয়ে গেল, শেষে আবার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ছয়টা ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে স্ক্রিন, হেনলে যা দেখতে পাচ্ছে ওখানেও হুবহু তাই দেখাচ্ছে।

'পেয়েছি', ক্যাব্রিলো বলল।

'এখন কী করব বলো', হেনলে বলল।

'যা ঠিক করা আছে, সেটাই করো। সেং-এর সাথে কথা বলিয়ে দাও আমার', ক্যাব্রিলো বলল।

'বুঝতে পেরেছি', হেনলে বলল।

★★★

ভুটানে থিম্পুর হ্যাঙারের সামনে পায়চারি করছে এডি সেং। মাঝে মাঝে টেবিলে এসে বসে কম্পিউটার স্ক্রিনে মার্ফি আর গার্টের আগুয়ান লাল বিন্দুর স্পন্দন দেখছে, তারপর আবারো খাঁচায় আবদ্ধ সিংহের মতো হ্যাঙারের চারপাশ দিয়ে হাঁটছে ও।

রিং বাজতেই দেরি না করে ঝটপট তুলে নিলো ফোন।

'এডি, সব ঠিকঠাক', ক্যাব্রিলো বলল।

'জ্বি, স্যার। আমাদের একটা দল উত্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমিই নিজ থেকে পাঠিয়েছি, দরকার হলে কল করে ফিরিয়ে আনতে পারব', সেং বলল।

'ভালো করেছ', ক্যাব্রিলো মন্তব্য করল, 'ম্যাক্স?'

'শুনছি', হেনলে জানান দিল।

'সেং-কে লাসার আশেপাশের এয়ারপোর্ট-এর সাম্প্রতিক খুঁটিনাটি সব পাঠিয়ে দাও।'

BanglaBook.org

'ওটা পাঠানো হয়ে গিয়েছে।'

প্রিন্টারের দিকে হেঁটে গেল সেং। কয়েক সেকেন্ড পর কয়েকটা কাগজ বেরিয়ে এলো।

'আসছে', সেং জানাল।

'ঠিক আছে, তোমার যা যা দরকার পেয়ে গিয়েছ আশা করি', ক্যাব্রিলো বলল।

'জ্বি, স্যার', বলল সেং।

'এবার তাহলে গংগার এয়ারপোর্টটা দখলে নিয়ে নাও', ক্যাব্রিলো বলল।

'ঠিক আছে, বস', আগ্রহের সাথে বলল সেং।

★★★

ভোর পাঁচটা।

লাসা থেকে উনষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গংগার এয়ারপোর্টে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। রানওয়ের শেষ প্রান্তে তিনটে হেলিকপ্টারের সাথে দুটো চাইনিজ যাত্রীবাহী বিমান দাঁড়িয়ে আছে। তিব্বতের বাকি চাইনিজ এয়ারক্রাফটগুলোকে উত্তরে ট্যাংক বহরকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

ছুটির দিনের গোরস্থানের মতোই জনমানুষহীন গংগার এয়ারপোর্ট।

একজন কর্মচারী এয়ারপোর্টের মেঝে ঝাড়ু দিচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাতে বানানো একটা সিগারেট টানছে। হেঁটে বাইরে একটা দেয়ালের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল সে, যাতে বাতাসের ঝাপটা থেকে রক্ষা পায়। এয়ারপোর্টের দায়িত্বে থাকা গুটিকতক চাইনিজ সৈন্য ঘুমোচ্ছে এখনো। আরো এক ঘণ্টার ভেতরে উঠবে না তারা।

ফুটবল ছুড়ে দিলে যেরকম হুশ শব্দ হয়, উপত্যকা থেকে ওরকম একটা শব্দ ভেসে আসল। সম্পূর্ণ সাদা রঙের একটা জিনিস রানওয়ের ত্রিশ ফিট ওপর দিয়ে উড়ে গেল। অদ্ভুত জিনিসটা এয়ারপোর্টের শেষ মাথায় পৌঁছে একটা বাঁক নিয়ে ফিরে এল আবার। আচমকা ওটার দুপাশ থেকে গুলির বৃষ্টি শুরু হলো, এক জোড়া মিসাইলও বের হয়ে ছুটে গেল দাঁড়িয়ে থাকা বিমানগুলোর দিকে।

প্রিডেটর (শিকারি, এক্ষেত্রে ড্রোনের নাম) তার শিকার পেয়ে গিয়েছে।

★★★

ভুটানের হ্যাঙারে প্রিডেটরের ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে লিংকন। আরেকটা বাঁক নিয়ে প্রিডেটর হেলিকপ্টার দুটোর সামনে এনে ট্রিগারে চাপ দিল ও। এরপর ফলাফল দেখার জন্য আবার ক্যামেরা ঘুরাল।

বিমান দুটোয় আগুন ধরে গিয়েছে, কয়েক মুহূর্ত পর হেলিকপ্টার দুটোও একই পরিণতি বরণ করতে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

একই সময়ে মাঠের প্রান্ত থেকে একশো ষাট গজ দূরে ধবধবে সাদা ক্যামফ্লেজ কাপড়ের নিচ থেকে প্রায় একশো জন দুংকার সৈন্য বেরিয়ে এলো। এতক্ষণ সাদা তুষারের সাথে মিশে ছিল ওরা। কালো পোশাক পরনে ওদের, বেল্টে আটকানো চাকু, হ্যান্ডগান আর কয়েকদিন আগে সরবরাহকৃত রাইফেল হাতে পঙ্গপালের মতো লাগছে ওদের। আগেই ঠিক করে রাখা জায়গাটায় গিয়ে জড়ো হলো ওরা। দক্ষিণ দিক থেকে সাতটা হেলিকপ্টারের এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেং-এর হেলিকপ্টারটা মালভূমির ওপরে উঁকি দিলো। প্রিডেটরের আক্রমণে জ্বলতে থাকা আগুন দেখতে পেল সেং।

হঠাৎ স্বর্গীয় আলো ভেসে আসার মতো এক সারি লাল আলো জ্বলে উঠল রানওয়েতে। দুংকার জানিয়ে দিচ্ছে যে এয়ারপোর্টে এখন নামা নিরাপদ।

'বক্সের ভেতরে নামাও', পাইলটকে উদ্দেশ্য করে বলল সেং।

'আচ্ছা', পাইলট জানাল।

হেলিকপ্টার নামার এক সেকেন্ড পরেই সেং সামনের দরজা আর কিং পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। দ্রুত টার্মিনালের দিকে এগিয়ে দুংকারের দলনেতার সাথে দেখা করল ও। কিং কয়েকজন সৈন্যকে ওকে সাহায্য করতে পাঠানোর ইঙ্গিত করে রাইফেল আর গোলাবারুদ ভরা বক্স নামানো শুরু করলো।

'কী অবস্থা এখানে?' সেং জিজ্ঞেস করল লোকটাকে। বয়স ত্রিশের বেশি হবে না।

'ওদিকের হ্যাঙারগুলোতে একটা যুদ্ধ বিমান, একটা মালবাহী আর একজোড়া এট্যাক হেলিকপ্টার আছে। পরের হ্যাঙারটা সারাইয়ের কাজে ব্যবহার হয় মনে হয়, একটা ভাঙাচোরা হেলিকপ্টার আর একটা বিমানের খোলস পড়ে আছে, ইঞ্জিন নেই', বলল লোকটা।

ক্যাব্রিলো দালাইলামাকে দুংকারের অফিসার হিসেবে এমন লোকদেরকে বেছে নিতে বলেছিল যারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। তিব্বতী শেখার মতো সময় নেই এ দলের।

'স্কুলে পড়তেন কোথায়?' সেং জিজ্ঞেস করল।

'অ্যারিজোনায় স্যার, সান ডেভিলসে', লোকটা জবাব দিল।

'ভালো। দেশে ফিরতে পেরে নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন আপনারা। দেখা যাক থেকে যেতে পারেন কি-না। প্রথমে আমি আপনার দুজন লোক চাই। ঐ হেলিকপ্টারে করে আসা লোকটার সাথে কাজ করবে', বিশ গজ দূরে সবেমাত্র মাটি স্পর্শ করা আরেকটা বেল-২১২-এর দিকে ইঙ্গিত করল ও, 'বোমা বসাতে হবে বিল্ডিংগুলোতে, প্রয়োজন হলে যাতে উড়িয়ে দিতে পারি।'

'দুজন কেন? আমার সেরা বারোজন লোক দিচ্ছি', আগ্রহী সুরে বলল লোকটা।

'কতজন চাইনিজকে পাকড়াও করেছেন আপনারা?' সেং জিজ্ঞেস করল।



BanglaBook.org

'এক ডজনেরও কম, স্যার। আমাদের একজন মারা গিয়েছে, ওদের দুজন।'

এয়ারপোর্ট হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সকালের নরম আলোয় আগুনের শিখা ধকধক করছে, তার সাথে ক্রমাগত হেলিকপ্টারের আওয়াজ খানিকটা অবাস্তব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

দুংকার ফোর্সের নেতাকে বলল সেং, 'মনোযোগ দিয়ে শুনুন, স্বয়ং দালাইলামার আদেশ। জিম্মিদের ওপর যেন কোনোরকম অত্যাচার চালানো না হয়। আপনার অধীনস্থদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিন কথাটা। আমার কোম্পানি কোনোরকম নৃশংসতা বরদাশত করবে না। এটা সামান্য একটা যুদ্ধ, কোনো গোত্রকে নিশ্চিহ্ন করতে যাচ্ছি না আমরা। পরিষ্কার ব্যাপারটা?'

'কোম্পানি? আপনারা আমেরিকান সৈন্য নন?'

'আমরা আমেরিকান, অন্তত আমাদের বেশিরভাগই। তবে আমরা একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করি, এখন আপনাদের নেতার অধীনে কাজ করছি। আপনারা আমাদের কথামতো কাজ করলে আগামী দুদিনের মাঝেই আবার স্বাধীন তিব্বত ফেরত পাবেন', সেং বলল।

'আপনারা এরকম কাজ আগেও করেছেন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল লোকটা।

'অত কথা বলার সময় নেই। আমরা যা বলি, তাই করুন। তাহলে দেখবেন কোনো ঝুট ঝামেলা ছাড়াই সব শেষ হচ্ছে', বাধা দিল সেং।

'জ্বি, স্যার।'

'ভালো। সবচে উঁচু পদমর্যাদার বন্দীকে টার্মিনালে একটা চেয়ারে বসিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করেন। কয়েক মিনিট পর এখানে একটা অপারেশন চালানো হবে। এরপরে তার সাথে কথা বলব', সেং নির্দেশ দিল।

তিব্বতী ভাষায় চেঁচিয়ে আদেশ দিল লোকটা। দুংকার সেনারা সারি বেঁধে দাঁড়াল। সেং মাত্র যা বলেছে সব বুঝিয়ে বলার পর সামনের ছয়জন সার্জেন্টকে ডাকল সে। একজন সার্জেন্টের নেতৃত্বে বন্দীদের দেখে আসার জন্য রওনা হলো তারা। আরেক দল কাসিমের রেখে যাওয়া হেলিকপ্টারের দিকে এগোল।

'হালি, এদের নিয়ে যাও। বাকি হ্যাঙারগুলোতেও বোমা পেতে ফেলো, দরকার হলেই যাতে উড়িয়ে দিতে পারি', সেং বলল।

কাসিম সৈন্যদের দিকে ইঙ্গিত করে হেলিকপ্টারের দিকে এগোতে লাগল।

যে হেলিকপ্টারটা সেং আর কিংকে বয়ে এনেছে ওটার মালপত্র নামানো শেষ। কিং ওটাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করল। পাইলট এক হাজার ফুট ওপরে হেলিকপ্টার উঠিয়ে বিশাল একটা চক্কর দিয়ে ফিরে যেতে লাগল। আরো দুটো হেলিকপ্টার এসে মাটি স্পর্শ করল, গ্যানন আর ক্রাবট্রি নেমে এলো ওটা থেকে।

'আপনার নাম কী?' চেঁচিয়ে দুংকার নেতাকে জিজ্ঞেস করল সেং।

'রিম্পোশ, প্যাশ রিম্পোশ।'

গ্যানন আর ক্রাবট্রি এগিয়ে এলো।

BanglaBook.org

'কার্ল, ইনি জেনারেল রিম্পোশ। তোমার যা প্রয়োজন জানাতে পারো ওনাকে', সেং বলল।

গ্যাননন কয়েক ফুট দূরে সরে গেল। ওখানে ভালো শুনতে পাবে ওরা, বুঝতেও পারবে। একজন সার্জেন্টকে ডাকল রিম্পোশ, জনা বারো লোক চলে এলো।

'মালপত্র নামিয়ে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে', ক্রাবট্রি বলল।

'ইনিই সে ব্যবস্থা করে দেবেন', জেনারেল রিম্পোশকে দেখিয়ে বলল সেং।

সেং বেল্ট থেকে রেডিও খুলে সুইচ চেপে কথা বলতে শুরু করল।

'এয়ারপোর্ট এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ওদিকে কী অবস্থা?' ওরিগনে হেনলেকে জিজ্ঞেস করল ও।

স্যাটেলাইট ইমেজের মনিটরের দিকে তাকিয়ে সেং-কে জবাব দিল হেনলে, 'এখনো কোনো নাড়াচাড়া লক্ষ করা যাচ্ছে না, সৈন্য যদি আসে তাহলে পূর্ব দিকের রাস্তাটা দিয়ে আসবে। লাসার পৌনে এক মাইল দূরে একটা ব্রিজ আছে, ওটার দখল নাও। দরকারের সময় কাজে দেবে।'

'প্লেন বা হেলিকপ্টার?' সেং জানতে চাইল।

'না, মাটিতে চলে না এমন সব কিছুই এখন অনেক উত্তরে। ওগুলো ডেকে পাঠালেও ঘণ্টাখানেক সময় পাবো আমরা', হেনলে বলল।

'ভালো। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে রেডিওতে যোগাযোগ করো', বলল সেং। মিডৌজ এগিয়ে এলো ওর দিকে।

'আমরা সর্বোচ্চ খেয়াল রাখছি। আগামী কয়েক ঘণ্টার ওপরেই নির্ভর করছে সব কিছু', হেনলে বলল।

বেল্টে রেডিও রেখে মিডৌজের দিকে ঘুরল সেং। 'বব, পঞ্চাশজন সৈন্য আর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঐ রাস্তার দিকে যাও। ওদিকে একটা ব্রিজ আছে, ওটা দখল করা দরকার', আঙুল তুলে রাস্তাটা দেখিয়ে বলল সেং।

'এদের দায়িত্বে আছে কে?' মিডৌজ জিজ্ঞেস করল।

'জেনারেল রিম্পোশ', ইঙ্গিতে জেনারেলকে দেখিয়ে বলল সেং।

তিনটা ট্রাক এগিয়ে আসল টার্মিনালের দিকে, থামার ইশারা করল গ্যানন। টম রেয়েসও এগিয়ে এল এসময়।

'জেনারেল', ডাক দিল সেং।

এগিয়ে আসল জেনারেল, 'জ্বি।'

'আপনার সেরা চারজন লোক চাই আমার। নির্ভীক আর দক্ষ শ্যুটার।'

রিম্পোশ সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে নাম ধরে ডাক দিলো। ভিড় ঠেলে চারজন এগিয়ে আসল সামনে। তাদের কেউই চার ফুট ছয় ইঞ্চি বা একশো পঞ্চাশ পাউন্ডের ওপরে না।

'ওদের কেউ কী ইংরেজি জানে?' সেং জিজ্ঞেস করল।

'সবাই-ই কম-বেশি জানে', রিম্পোশ জবাব দিল।

BanglaBook.org

'ওদের বলেন যে, আমাদের দুজন লোকের সাথে লাসায় যেতে হবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষকে আটক করতে হবে। আর আমার লোকেরা যা-ই বলবে তাই করতে হবে। কোনোরকম উসখুস করা যাবে না', সেং বলল।

রিম্পোশ তিব্বতীতে অনুবাদ করে শোনাল।

বলা শেষ হতেই চারজন 'হাহ' শব্দ করে এক পা ঠুকল রানওয়েতে।

'তোমার কাছে ফাইল আছে না?' রেয়েসকে জিজ্ঞেস করল সেং।

'হ্যাঁ, আছে', রেয়েস বলল।

কিং দাঁড়িয়ে আছে সামান্য দূরে, বক্স থেকে কালো একটা কেস বের করছে। 'ঠিক আছে ল্যারি, তুমি আর টম তোমাদের কাজে যেতে পারো', সেং বলল।

এক সেট নাইট ভিশন গগলস নিয়ে এগিয়ে এলো কিং, 'চলো যাওয়া যাক।'

চার তিব্বতীর দিকে ঘুরল রেয়েস, প্রত্যেকের চোখে মুখে আগ্রহ ঝলমল করছে। 'আমরা একজনকে ধরে আনতে যাচ্ছি। তবে গোলাগুলি না করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। বুঝতে পেরেছ তোমরা?'

'আমি মোটামুটি ইংরেজি জানি। আমি অনুবাদ করে শোনাচ্ছি', একজন সৈনিক বলল।

রেয়েস যা বলছে তারই প্রতিধ্বনি করল সে, তারপর রেয়েসের দিকে ঘুরে বলল, 'কোন হেলিকপ্টারে উঠব?'

'এদিকে', বলে কেবল যে হেলিকপ্টার থেকে ও নেমেছে সেটা দেখাল। কিং ওদেরকে অনুসরণ করে এগুলো। ওরা সবাই বসার পরে হেলিকপ্টার শহরের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

'উনারা কাদের ধরতে যাচ্ছেন?' রিম্পোশ জিজ্ঞেস করল।

'তিব্বতের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের চেয়ারম্যান, লেগচেগ ঝুরেন।'

শেষ হেলিকপ্টারটাও মাটিতে এসে নামল, হ্যাক্সলে নেমে এলো ওটা থেকে।

'ইনি আমাদের মেডিকেল অফিসার', রিম্পোশকে বলল সেং, 'আপনার বাহিনীতে কারো ডাক্তার বা নার্স হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে থাকলে হ্যাক্সলের সাথে দিতে পারেন। এখন ওই হেলিকপ্টারে যা আছে সব নামাতে হবে। মিস হ্যাক্সলে একটা ফিল্ড হাসপাতাল বসাবে এখানে। কেউ আহত বা অসুস্থ হলে দ্রুত ব্যবস্থা করা যাবে।'

রিম্পোশ চেঁচিয়ে আদেশ করতেই সৈন্যরা মালপত্র নামাতে শুরু করে দিলো।

এডামস আর গুন্ডারসন পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সেং-এর কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল সেং।

তোমরা দুজনে গিয়ে দেখো, 'আমাদের ব্যবহারযোগ্য কী কী আছে চাইনিজদের। আমি একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আসি', সেং বলল।

দুই পাইলট হ্যাঙারের দিকে এগিয়ে গেল। ভেতরে ঢুকল সেং, চাইনিজ এয়ারফোর্সের একজন লেফটেন্যান্ট চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় বসে আছে। চোখ-মুখ লাল করে চারজন তিব্বতীয় সেনা পাহারা দিচ্ছে তাকে।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ৪১

'দারুণ সুন্দর দৃশ্য তো', জানালার বাইরে তাকিয়ে মন্তব্য করল মার্ফি।

উচ্চতা দেখানো গেজটার দিকে তাকিয়ে ছিলো গার্ট। সামনে পাহাড় পড়ায় আরো খানিকটা ওপরে উঠেছে ওরা। দিগন্তে সূর্য ওঠেনি এখনো। কিন্তু উঁচু নিচু জমিনে ফ্যাকাসে লাল বর্ণের দীপ্তি তারই আগমনের ঘোষণা দিচ্ছে।

'আমরা বোধহয় সর্বোচ্চ উঁচু দিয়ে হেলিকপ্টার চালানোর রেকর্ড করে ফেলেছি', গার্ট বলল।

'আমার তা মনে হয় না। কয়েক বছর আগে হিমালয়ের ওপর থেকে কয়েকজনকে উদ্ধার করতে চব্বিশ হাজার ফুট ওপরে উঠেছিল কারা যেন', মার্ফি বলল।

'পত্রিকায় পড়েছিলাম, তবে ওটা ছিল বেল দুশো ছয়। স্পেশাল রোটর ব্লেড আছে ওটার', গার্ট মন্তব্য করল।

'কথা শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ', মার্ফি মন্তব্য করল।

'দুশ্চিন্তা করছি না, আশংকা করছি শুধু', গার্ট বলল।

সামনের দিকে ইঙ্গিত করল ও। গাছগুলো খুউব কাছ দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে পেছনে। বাচ্চাদের হাতের আইসক্রিমের মতো পাহাড়ের ওপরে তুষার জমে আছে। কালো আর ধূসর পাথরগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। এক ঝলক বাতাস ঝাপটা মেরে গেল হেলিকপ্টারকে, একপাশে কাত হয়ে গেল ওটা। আশেপাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। আবারো গেজের দিকে তাকাল গার্ট।

আঠারো হাজার ফুট দেখাচ্ছে সেখানে এবং ক্রমেই আরো বাড়ছে সেটা।

★★★

রেয়েস, কিং আর দুংকার যোদ্ধাদের বয়ে নেয়া হেলিকপ্টারটি মাটি থেকে বিশ ফুট ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। দক্ষিণ দিক থেকে লাসার দিকে যাচ্ছে। লাসা নদীর গর্জনে হেলিকপ্টারের আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে। নদীর ভেতরের ছোট্ট একটা বালুচরে হেলিকপ্টার নামালো পাইলট। এর সামান্য পশ্চিমের একটা জায়গাকে চাইনিজরা ড্রীম আইল্যান্ড বলে ডাকে। আগে ওটা ছিলো একটা পিকনিক স্পট, এখন চাইনিজ দোকানপাট দিয়ে ভরা।

BanglaBook.org

'বক্সগুলো নামাও', দুংকার যোদ্ধাদের চেঁচিয়ে বলল রেয়েস।

বক্সগুলো নামানোর পর হেলিকপ্টার আবার ফিরে গেলো। ওরা খানিক দূরে সরে গিয়ে নিচু হয়ে রইল যাতে আবার হেলিকপ্টারের পাখার বাতাসে উড়তে থাকা বালি আঘাত না করে। হেলিকপ্টার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে রেয়েস একটা ব্যাগ থেকে একটা উপবৃত্তাকার শ্রবণ যন্ত্র বের করল। সুইচ অন করে শোনার চেষ্টা করল। ভেবেছিলো এলার্মের শব্দ শুনতে পাবে, কিন্তু শুধু নদীর গর্জন শোনা যাচ্ছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে একজন তিব্বতীকে ফিসফিস করে বলল ও, 'দেখো।'

একটা বাক্সের ভেতরে ইঙ্গিত করছে ও, ভেতরে তিব্বতী পতাকা। বহু আগে চাইনিজরা নিষিদ্ধ করেছে পতাকাটা। লাল আর নীল রশ্মির মাঝে একটা তুষার সিংহ দেখা যাচ্ছে পতাকায়। লোকটা বাঁকা হয়ে সাবধানে দেখতে লাগল পতাকাগুলো। যখন ও উঠে দাঁড়িয়ে রেয়েসের দিকে তাকাল তখন তার চোখ ভরা জল।

'নদীর ওপারে সবকটি বক্স নিয়ে যেতে হবে আমাদের। এগুলো লুকিয়ে রেখে এরপর আমরা ঝুরেনের বাড়িতে যাব', তিব্বতী লোকটাকে বলল রেয়েস।

'ঠিক আছে', আগ্রহীসুরে বলল লোকটা।

'পতাকা পাহারা দেয়ার জন্যে একজন লাগবে, আর কিং-এর সাথে যেতে হবে আর একজনকে। বাকি দুজন আমার সাথে বাড়িতে ঢুকবে', বলল রেয়েস।

তিব্বতী লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে বাকিদেরকে জানাল নির্দেশটা।

পাঁচ মিনিট পর ওরা সবাই নদী পার হয়ে লাসার বার্খোর এলাকার দিকে এগিয়ে চলল। কিং আর ওর সাহায্যকারী তিব্বতীটা দল থেকে আলাদা হয়ে ঝুরেনের বাড়ির পাশের সবচেয়ে উঁচু ভবনটার দিকে এগুলো। রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা, শুধু কিছু তিব্বতী দোকানদার দোকান খোলার আয়োজন করছে। প্রতি বারে দুটো করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ছাদের দিকে উঠতে লাগল কিং আর ওর তিব্বতী সহযোগী। ওখানেই অবস্থান নেবে ওরা। জায়গামতো পৌঁছে ব্যাগ থেকে একটা অক্সিজেনের বোতল বের করে কয়েকটা গভীর শ্বাস নিল। এরপর তিব্বতীর দিকে এগিয়ে দিল বোতলটা, হেসে মাথা নাড়ল লোকটা। বাইনোকুলারে করে এলাকাটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল কিং।

লেগচেগ ঝুরেনের বাড়ি অতিশয় সাজে সজ্জিত। বাড়ির মুখ বার্খোর স্কয়ারের দক্ষিণ দিকে। বাড়িটার ঠিক পূর্বেই ঝোখাং, সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত একটা মন্দির ওটা। ত্রিশটা ছোট ছোট প্রার্থনা কক্ষ, বিভিন্ন ধরনের সোনার শিল্পকলা আর ডজনখানেক মূর্তিওয়ালা মন্দিরটা লাসার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর একটা।

ঝোখাং-এর সামনে দিয়ে রেয়েসকে চলে যেতে দেখল কিং। এক সেকেন্ডের জন্য থেমে বাতাসে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলল ও। এরপর দুই তিব্বতীকে সাথে নিয়ে মন্দির আর ঝুরেনের বাড়ির মাঝের গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল রেয়েস।

BanglaBook.org

স্টপওয়াচে এক মিনিট সময় বেঁধে সেদিকে তাকিয়ে রইল কিং।

স্টপওয়াচে যখন পনেরো সেকেন্ড দেখাচ্ছে তখন ব্যাগ থেকে **একটা** ভেড়া ডাকার বাঁশি বের করে ধরিয়ে দিল তিব্বতী সহযোগীর হাতে।

'আমি বললে বাজাতে শুরু করবে, এবং আমি না বলা পর্যন্ত থামবে না, নইলে দুজনেই মারা পড়ব', কিং বলল।

লোকটা আগ্রহীভাবে মাথা নেড়ে বাঁশিটা হাতে নিল। কিং অক্সিজেনের বোতলে আরেকটা গভীর শ্বাস নিয়ে স্টপওয়াচের দিকে তাকাল। আর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড আছে। ঝুরেনের বাড়ির আশেপাশে প্রহরারত প্রহরীগুলোকে জরিপ করলো ও। লোহার গেটের বাইরে পাহারা দিচ্ছে দুজন, সদর দরজার বাইরে চেয়ারে বসে আরো দুজন। বন্দুক তাক করল ও।

'বাজাও!' চেঁচিয়ে বলল ও।

ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের ভেতর আটকা পড়া বিড়ালের মতো আওয়াজ বেরল বাঁশিটা থেকে।

কবরস্থানে হঠাৎ ভূত উদয় হওয়ার মতো জনা পঞ্চাশেক দুংকার যোদ্ধা উদয় হলো রাস্তায়। কয়েকজন দোকানদার আর মর্নিং ওয়াকার সেজে আশেপাশেই ছিলো, বাকিরা মরিচ বা বীজের ড্রামের ভেতর লুকিয়ে ছিল। যুদ্ধহুংকার ছেড়ে চেয়ারম্যানের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল ওরা। সামনের দরজার একজন গার্ডের ঘুম টুটে গেল সম্মিলিত পদক্ষেপ আর বাঁশির শব্দে। উঠে দরজার বেলের জন্য হাত বাড়াল সে। কিন্তু পৌছানোর আগেই থ্যাক করে একটা শব্দ হলো। বিস্ময় নিয়ে সৈন্যটা দেখল কনুই বরাবর তার হাত খসে পড়লো নিচে।

রক্ত হিম করা একটা চিৎকার দিয়ে উঠল সে।

একই সময়ে দুংকার যোদ্ধারা গেটের বাইরের দুজন গার্ডের কাছে পৌছে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল তারা।

সদর দরজার দুই গার্ড চোখে আতংক নিয়ে তাকিয়ে আছে অগ্রসরমান দুংকার বাহিনীর দিকে। ওদের একজন চিৎকার করতে গেলো কিন্তু শব্দ বের হওয়ার আগেই ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেলো। বারান্দার ওপর গিয়ে পড়ল মাথাটা, ঠোঁটটা সতর্ক করে দেয়ার ভঙ্গিতে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। প্রথম দুংকার যোদ্ধা তলোয়ার হাতে দৌড়ে এলো। হাতকাটা গার্ডটা হ্যান্ডগানের জন্য হাত বাড়ানোর চেষ্টা করল, কিন্তু হাত ছাড়া কিছুই করার নেই তার।

তরবারিটা সোজা গার্ডের বুক ফুঁড়ে কাঠের দরজায় গিয়ে লাগল, ক্রিস্টমাস ভূতের মতো অদ্ভুত দেখাচ্ছে আকৃতিটা। মারা যাওয়ার আগে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু রক্ত ছাড়া আর কিছুই বের হল না। গার্ডের আছড়ে পড়ার আঘাতেই দরজা ভেঙ্গে গিয়েছে।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল দুংকার বাহিনী।

BanglaBook.org

★★★

বাড়ির পেছনের দৃশ্য এতটা ভয়ংকর না। কিচেনের একমাত্র গার্ড ঘুমিয়ে ছিল। দায়িত্বে অবহেলাই তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিল। সে কিছু করার আগেই রেয়েস স্টেনগান দিয়ে মাথায় বাড়ি মারল, আর তিব্বতীদের একজন ডাক্ট টেপ দিয়ে মুখ, কবজি আর পা বেঁধে ফেলল। তারপর খুঁচিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লো রেয়েস। ঝুরেনের বেডরুমে যাওয়ার সিঁড়ির অর্ধেক উঠতেই বাঁশির শব্দ শুনতে পেলো ওরা।

রেয়েস এবার দেখতে পেল তাদের।

সিঁড়ির গোড়ায় তিনজন নিরস্ত্র লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। রেয়েস ওর হোলস্টারের পয়েন্ট ফোরটি গানের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু গুলি করার আগেই দেখতে পেল লোকগুলোর পেছনে একজন তিব্বতী কাজের ছেলে এসে উদয় হয়েছে। ছেলেটা পেছন থেকে একটা চামড়ার ল্যাসো দিয়ে লোকগুলোর গলা পেচিয়ে ধরল। তিনজনের মাথা জোরে বাড়ি খেল একসাথে, ছেলেটা রশি আরো জোরে চেপে ধরতেই পা ছুড়তে লাগল লোকগুলো। পেছনের একজনকে সাহায্য করার ইঙ্গিত করে ঝুরেনের দরজার দিকে এগোল রেয়েস। দরজার সামনে এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে নিশানা ঠিক করে ডোরনবের সামান্য ওপরে ঝেড়ে লাথি মারল রেয়েস। হাট করে খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকে পড়ল রেয়েস। চোখ মুছতে মুছতে বিছানায় উঠে বসল লোকটা, নাইটস্ট্যান্ডের দিকে হাত বাড়াল। রেয়েস লোকটার মাথার ওপর দিয়ে এক রাউন্ড গুলি ছুড়ল, গান পাউডারের গন্ধে রুম ভরে উঠল।

'তোমার জায়গায় আমি হলে সে চেষ্টা করতাম না', রেয়েস বলল।

★★★

'আমি তেমন দেখতে পাচ্ছি না', গার্ট জানাল।

পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে ওরা। মেঘ ঘিরে ধরেছে ওদের চারপাশ। বেলের সামনের কাঁচে তুষার আর শিলা এসে আঘাত করছে। আস্তে আস্তে ওপরে উঠছে বেল-২১২, তবে সামনে এগোচ্ছে খুব কমই। অন্ধের মতো এগোতে হচ্ছে ওদের।

'আমি একটা পথ দেখতে পাচ্ছি, পাশ দিয়ে', মার্ফি চেঁচিয়ে উঠল।

সাদা পটভূমিতে কালো ফিতাটা দেখতে পেল গার্ট। এক সারি গাড়ি এগিয়ে যাওয়ার সময় এখানকার তুষার সরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। পাথর আর ময়লা রয়ে গিয়েছে শুধু।

'কী ওটা?' চোখ গোল্লা গোল্লা করে দেখার চেষ্টা করছে গার্ট।

'আমার মনে হয় ট্যাংকের সারি', মার্ফি বলল।

'আমি অন্য পাশে মেঘের আড়ালে চলে যাচ্ছি', গার্ট বলল।

BanglaBook.org

রাস্তার পাশে একজন চাইনিজ জেনারেল দাঁড়িয়ে আছে। তার কয়েকজন সৈন্য একটা নষ্ট হওয়া ট্যাংক সারানোর চেষ্টা করছে। হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেয়ে ট্যাংকের ভেতরে ঢুকে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে রেডিও করল।

'এরকম কিছুর কথা তো জানা নেই। একটু খোঁজ-খবর করে দেখলে ভাল হয়', উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলল।

হ্যাঁচ দিয়ে মাথা বের করে নিচে তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে যার যার রাইফেল নিয়ে নিতে বলল। দুই মিনিট পরে তারা তাদের নষ্ট ট্যাংক পেছনে ফেলে রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

'ঐ তো চূড়া! নামার জন্য একটা জায়গা খোঁজো', মার্ফি চেঁচিয়ে উঠল।

এতো উচ্চতায় হেলিকপ্টারকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পোহাতে হচ্ছে গার্টের, অপেক্ষা করতে বলল ও।

হেলিকপ্টার উল্টে যেতে যেতে গেলো না। বেল-২১২ পিছলে নেমে এলো বেশ খানিকটা, তবে থামল শেষমেশ। ততোক্ষণে নিরাপত্তা বর্ম খুলে ফেলেছে মার্ফি।

'ড্রাইভার সাব, গাড়ি বন্ধ কইরেন না, দুই মিনিটের মইধ্যেই আইতাসি!' হেসে বলল ও।

দরজা খুলে নেমে কয়েক পা পিছিয়ে এসে কার্গো ডোর খুলে ফেলল। একজোড়া স্নো-সু পরল পায়ে। গায়ের কোটের ওপর আরেকটা কোট পরে একটা বক্স থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপাতি একটা ব্যাকপ্যাকে নিয়ে নিলো।

'আমি বোমা বসাতে গেলাম, সাবধানে থেকো', হেলিকপ্টারের সামনের দিকে ফিরে বলল ও।

মাথা নাড়ল গার্ট। একটু পর তুষারের মাঝে হারিয়ে গেল মার্ফি। এরপর রেডিও নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। কথা অল্পই শোনা যাচ্ছে, একারণে রেগুলার ফ্রিকোয়েন্সি ধরল।

★★★

'শেরপা, শেরপা, শেরপা। ওরিগন বলছি। ওভার।'

কন্ট্রোল রুমে হেনলের দিকে চিন্তাগ্রস্ত মুখে তাকিয়ে আছে এরিক স্টোন।

'পঞ্চম বারের মতো চেষ্টা করলাম, কোনো সাড়া নেই।'

'শেরপা, শেরপা, শেরপা। ওরিগন বলছি। ওভার।'

'ওরিগন, শেরপা বলছি। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি', গার্ট জবাব দিল এবার।

আয়নস্ফেয়ার হয়ে জাহাজে পৌছতে দুই সেকেন্ড দেরি হলো মেসেজটার।

'কোথায় তুমি?' মাইক্রোফোন তুলে নিয়েছে হেনলে।

'আমরা জায়গা মতোই, তোমার লোক কাজ করতে গেল কেবল', গার্ট জানাল।

'শত্রুপক্ষের একটা কথোপকথন শুনে ফেলেছি আমরা। ওপর দিয়ে তোমাদের যেতে শুনেছে কে যেন। সেটা তদন্ত করে দেখতে বলা হয়েছে', হেনলে বলল।

BanglaBook.org

'তাহলে তো ঝামেলা হয়ে গেলো। মার্ফিকে সতর্ক করার কোনো উপায় নেই আমার। তাছাড়া আবার ওড়া শুরু করতেও কিছু সময় লাগবে আমাদের', দ্রুত বলল গার্ট।

'ঠিক আছে, মার্ফির বিপারে একটা সংকেত পাঠাচ্ছি আমরা। আমরা ওকে এখুনি হেলিকপ্টারে ফিরতে বলছি। আর তুমি চোখ রেখো, কেউ আসে কি-না। আসলে সোজা আকাশে উড়ে যাবে', হেনলে বলল।

'মার্ফিকে ফিরে যেতে মেসেজ দাও', স্টোনকে বলল হেনলে। স্টোন কীবোর্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলো।

'এখান থেকে ত্রিশ থেকে চল্লিশ ফুট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আর মার্ফিকে ছাড়া আমি যাব না–কক্ষনো না', গার্ট বলল।

'না, আমরাও সেটা চাইনা...', বলতে শুরু করল হেনলে।

'ওরিগন', রেডিওতেই চেঁচাতে লাগল গার্ট, 'তুষারের মাঝে চাইনিজ সৈন্য দেখা যাচ্ছে!'

মার্ফি নিচু হয়ে তুষারে বোমা বসাচ্ছিল, এমন সময় ওর বিপার বিপ বিপ করে উঠল। ডেটোনেশন কর্ডটা জোড়া লাগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে বিপার বের করল।

'ধ্যাৎ', বলতে বলতে সুইচে চাপ দিল ও, যাতে রিমোটের মাধ্যমে ফাটানো যায় বোমাটা। এরপর কাঁধ থেকে এম-১৬টা ছাড়িয়ে নিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সিটের পেছনে হাত গলিয়ে র‍্যাকে একটা হ্যান্ডগানের স্পর্শ পেল গার্ট। পাতলা তুষারের কারণে ভোগান্তি পোহাচ্ছে চাইনিজ সৈন্যরা। ধীরে সুস্থে এগিয়ে আসছে বেলের দিকে। হাতে রাইফেল ধরে আছে, তবে এখনো কোনো গুলি ছোড়েনি।

স্নো-সু পরে যত দ্রুত সম্ভব দৌড়াতে লাগল মার্ফি। দৌড়ের মাঝেই একটা গ্রেনেড লাঞ্চার বের করে নিয়েছে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে প্যাক থেকে একটা রকেট লাগানো গ্রেনেড নিয়ে লাঞ্চারে জুড়তে লাগল। ঢালু পাহাড় ধরে নিচে নামার সময় প্রথম চাইনিজ সৈন্যদের চোখে পড়ল ওর। বেল থেকে পঁচিশ ফিট দূরে আছে ওরা। কোণ হিসেব করে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল মার্ফি। চাইনিজদের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেডটা। পুরু তুষারের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সৈন্যরা।

'কী হচ...' বলতে শুরু করেও মার্ফিকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল গার্ট।

হেলিকপ্টারটা ওড়ানোর চেষ্টা করছে গার্ট। কিন্তু বিফল হচ্ছে বারবার।

মার্ফি এখনও বিশ ফিট দূরে আছে, দৌড়াচ্ছে।

কয়েকজন সৈন্য তুষার থেকে উঠে রাইফেল কাঁধে তুলে নিতে শুরু করছে। জানালা দিয়ে হ্যান্ডগান বের করে গুলি করতে শুরু করল গার্ট। কয়েক সেকেন্ড পর মার্ফির এম-১৬-ও মুখ খুলল।

BanglaBook.org

এখন আর দশ ফিট দূরে আছে ও। হেলিকপ্টারের দরজা খুলে দিল গার্ট। গুলি ছোঁড়া বন্ধ করল মার্ফি, পিঠ থেকে প্যাক খুলে ওর সিটে ছুড়ে দিল। এম-১৬ কোলে করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। আর সব কিছুর সাথে সাথে গুলি ছোঁড়াও অব্যাহত রেখেছে গার্ট।

'শুভ সকাল', আশপাশ এক মুহূর্তের জন্য নীরব হতেই বলল মার্ফি, 'আমি যাওয়ার পর মজার কিছু ঘটেছে নাকি?'

'উড়তে পারছি না। যেভাবেই হোক মাটি ছেড়ে ওঠতে হবে আমাদের', গার্ট বলল।

চাইনিজরা এগোনো বন্ধ করে দিয়ে ভালোভাবে তাক করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসেছে।

পেছনের দুটো সিটের ফাঁক গলে ঢুকে দুপাশের দুটো দরজাই খুলে দিল মার্ফি। 'গুলি করা বন্ধ করে আমাদের ওপরে তোলো। আমি ওদের ব্যবস্থা করছি।'

গোলাগুলি এত দ্রুত আরম্ভ হয়েছিলো যে চাইনিজ কমান্ডার তার লোকদের আর সামনে এগুতে বলতে পারেনি। কিন্তু এখন খানিকটা সময় পেয়ে যাওয়ায় সে তার সৈন্যদের সঠিক দিকে নির্দেশনা দিতে লাগল।

গার্টের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল বেল।

ঠিক সেই সময়ে চাইনিজ দলের কমান্ডার তার লোকদের চেঁচিয়ে এগোনোর নির্দেশ দিল। সামনের সারি উঠে দাঁড়াল। একই সময়ে মার্ফিও লাঞ্চারের ট্রিগার চাপল, কেবিনে পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে হুশ শব্দে বেরিয়ে গেল রকেট। সবার সামনের সৈনিকের ছয় ফুট সামনে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেডটা। পরমুহূর্তেই মার্ফি এম-১৬'র পুরো এক ক্লিপ গুলি খতম করল। দ্রুত আরো এক ক্লিপ ভরে গুলি করার প্রস্তুতি নিল।

সেই মুহূর্তেই গার্টের চেষ্টায় আকাশে উঠে পড়ল বেল, গুলির সামনে থেকে সরে যেতে চাইছে।

ওরা একশো ফুট দূরে যেতে যেতে মার্ফি দ্বিতীয় ক্লিপটাও শেষ করল, চাইনিজ সৈন্যরা দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য দৌড়াতে শুরু করল। আরেকটা ক্লিপ ভরল মার্ফি, এম-১৬ একপাশে সরিয়ে রিমোর্ট ডিটোনেটরের জন্য হাত বাড়াল।

দশ হাজার পাউন্ড টি এন টি'র শক্তিতে বিস্ফোরিত হলো সি-৬। পাহাড় থেকে তুষারের একটা চাঙড় ছুটে সরাসরি চাইনিজ সৈন্যদের চাপা দিলো, তারপর রাস্তার ওপর এসে পড়ল। বিশ ফুট উঁচু চাঙড়টা। সমবেদনা জানাতেই যেন বিপরীত দিকের পাহাড় থেকেও ছোট ছোট শিলাখণ্ড ছুটে আসতে লাগল। এই চাঙড়গুলো আর আট-দশ ফুট উঁচু করল বরফের স্তূপ। এতকিছুর পরও যেসব চাইনিজ সৈন্য বেঁচে ছিল তুষারের নিচে তাদের জীবন্ত সমাধি হয়ে গেল।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৪২

গালফস্ট্রীমের পাইলট নেভিগেশন স্ক্রিনের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে। যে রাস্তা সে বেছে নিয়েছে তাতে ভুল করার কোনো সুযোগ নেই। ভারতীয় আকাশসীমার সংকীর্ণ একটা করিডোর ধরে উড়ছে সে, বাংলাদেশ আর নেপালের সাথে সংযুক্ত জায়গাটা। নিদেনপক্ষে বিশ মাইল বা কোথাও তার চেয়ে চওড়া জায়গাটা। নিচের ভূমি নিয়ে তিন দেশের মধ্যেই বিরোধ বর্তমান।

আস্তে আস্তে বায়ে বাঁক নিল প্লেনটা।

'স্যার', পেছনের কেবিনের উদ্দেশ্যে চেঁচাল ও, 'সবচেয়ে বাজে অংশটা পেরিয়ে এসেছি।'

গালফস্ট্রীম এখন নেপাল আর ভুটানের মাঝখানের তুলনামূলক চওড়া অংশটা দিয়ে উড়ছে।

'তিব্বতীয় আকাশসীমায় পৌঁছতে আর কত সময় লাগবে?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

জিপিএস স্ক্রিনের দিকে তাকাল পাইলট, 'পাঁচ মিনিটেরও কম।'

ক্যাব্রিলোর হাড় জিড়জিড়ে শরীর ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সে হয়নি। জানালা দিয়ে নিচে পাহাড়ি এলাকার দিকে তাকাল ও। উদীয়মান সূর্য ফ্যাঁকাসে লাল আর হলুদের মিশ্রণে মোড়া। সামনেই তিব্বত। সিকিউর টেলিফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করল ও।

★★★

বেইজিং-এ হু জিনতাও আজ আগেই উঠে পড়েছেন। বার্খোর স্কয়ারের কর্মকাণ্ড সবাই লক্ষ করেছে। দ্রুত বিছানা থেকে উঠে পড়লেন জিনতাও, মুখ ধুয়ে নিচ তলায় নেমে আসলেন। এখনো রাতের পোশাকই পরে আছেন।

'অবস্থা কী?' ভূমিকা ছাড়াই জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'এখন পর্যন্ত সব স্বাভাবিক', জেনারেল স্বীকার করল, 'কিন্তু রাশিয়ান ট্যাংকের সারি মঙ্গোলিয়ার দিকে এগোতে শুরু করেছে। ওদের রাষ্ট্রদূত আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে এটা ওদের দুদেশের সম্মিলিত মহড়া। যাই হোক, যে গতিতে তারা এগোচ্ছে তাতে আলতাই পাহাড় পার হয়ে তারিম বেসিন ধরে আগামী কয়েক ঘণ্টার মাঝে যেকোনো সময় চীনে পৌঁছে যাবে।'

BanglaBook.org

'এয়ারক্রাফট?' জিনতাও জিজ্ঞেস করলেন।

'রাশিয়ার বিভিন্ন স্টেজিং এরিয়ায় আছে ওগুলো, কয়েকটা প্যারাট্রুপ ইউনিটে ভাগ ভাগ হয়ে', জেনারেল বলল, 'আমাদের স্যাটেলাইটে যাত্রীবাহী বিমানের নড়াচড়া ধরা পড়েছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত মাটি ছাড়েনি কোনোটা।'

বৈদেশিক সম্পর্ক প্রধানের দিকে তাকালেন জিনতাও, 'আমাদের সাথে রাশিয়ার তো কোনো ঝামেলা নেই। খামাখা আমাদের সীমান্তে আক্রমণ করার কারণ কী হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'এই মুহূর্তে আমাদের সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ', বৈদেশিক সম্পর্ক প্রধান জানালেন।

'সেটাইতো বলতে চাইছি', জিনতাও মন্তব্য করলেন।

'রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত আজ সকাল দশটায় আপনার সাথে দেখা করতে চায়। বিষয়টি খুব নাকি গুরুত্বপূর্ণ', যোগ করলেন বৈদেশিক সম্পর্ক প্রধান।

'কী ব্যাপারে, ভেঙে বলেছে?' জিজ্ঞেস করলেন জিনতাও।

'না', বৈদেশিক সম্পর্ক প্রধান জানাল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন জিনতাও, ভাবছেন।

'মি. প্রেসিডেন্ট, আরেকটা খবর আছে। তিব্বত থেকে রিপোর্ট পেয়েছি আমরা, শহরের প্রধান সড়কে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে', জেনারেল বলল।

'ওখানকার চেয়ারম্যান কী বলে?' জিনতাও জানতে চাইলেন।

জেনারেল উত্তর দেয়ার আগে খানিক বিরতি নিলেন। 'আসলে স্যার, সমস্যাটা ওখানেই। এখনো মি. ঝুরেনের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি আমরা।'

★★★

'ইস! একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম', মার্ফি বলল।

'কপ্টারের হাইড্রোলিক লাইনে সম্ভবত গুলি লেগেছে, আমার বাম কাঁধেও লেগেছে একটা', গার্ট বলল।

'কতটা বাজে অবস্থা?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল মার্ফি।

'উড়বে, তবে খানিক সমস্যা হবে', গার্ট জানাল।

'আরে গাধা, আমি তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছি। কতটা বাজে অবস্থা?' খেঁকিয়ে উঠল মার্ফি।

পাতলা মেঘের আস্তরণের ভেতর দিয়ে বেল-২১২ চালাচ্ছে গার্ট, হেলিকপ্টারটার নাক নিচের দিকে। সিট বেল্ট শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে ওদের শরীরে।

'বুঝতে পারছি না, তুমি একটু পরীক্ষা করে দেখো', গার্ট বলল।

গার্ট ঘাড় ঘুরিয়ে সিট থেকে পিঠ সরাল, মার্ফি সামনে ঝুঁকে পরীক্ষা করে দেখল। তারপর হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখল ও, এক সেকেন্ড পর সিটের ফোম থেকে একটা চ্যাপটা গুলি বের করে আনল।

'গুলি সোজা ভেদ করে গিয়ে সিটের ধাতব প্লেটে গিয়ে ঠেকেছে। তবে রক্ত বের হচ্ছে', মার্ফি জানাল।

BanglaBook.org

'এতক্ষণ ব্যথা লাগছিল না। এড্রেনালিন (উত্তেজনার হরমোন) প্রবাহ এত বেড়ে গিয়েছিল যে কিছুই টের পাইনি', গার্ট বলল।

'ওখানে বেঁধে দিতে হবে। একমিনিট দাঁড়াও, আমি একটা কল করে নেই', মার্ফি বলল।

পোর্টেবল রেডিও তুলে ওরিগনের সাথে যোগাযোগ করল ও।

★★★

'ওখানেই বসাও, তবে ব্যবহৃত গোলা যেন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থা রেখো', গুন্ডারসন বলল।

ওকে সাহায্যকারী দুংকার সৈন্য মাথা ঝাঁকাল। গঙ্গার এয়ারপোর্টের প্রান্ত থেকে দশ মিনিট আগে একটা এন্টিএয়ারক্রাফট গান উদ্ধার করে এনেছে ওরা। এখন ওটা একটা মালবাহী বিমানে বসিয়ে বিমানটাকে যুদ্ধবিমানে পরিবর্তন করছে। দ্রুত কাজ করছে সৈন্যরা, হ্যাঙারের শেষ প্রান্তের সৈন্যরাও তাই করছে।

দুংকার সৈন্যরা এট্যাক হেলিকপ্টারে তেল ভরছে। পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে জর্জ এডামস। গত দশ মিনিট ধরে হেলিকপ্টারটার যুদ্ধাস্ত্র আর কন্ট্রোল পরীক্ষা করে দেখেছে ও। আশা করছে পাখিটাকে ওড়াতে পারবে। অস্ত্রগুলো কীভাবে কাজ করে সেটা বের করাই ছিলো কষ্টের।

গুন্ডারসন হেঁটে আসল এদিকে, 'দুংকার এয়ার ফোর্সকে স্বাগতম।'

'ওখানে কিরকম চলছে', হেসে বলল এডামস।

'বুঝতে পারছি না, পেছন দিকে গানটা বসিয়েছি। এখন চালিয়ে দেখতে হবে। প্রথমবার যদি উল্টোদিকে না উড়াল দেয়, তাহলেই বুঝতে হবে যে সব ঠিক আছে। তোমাদের কী অবস্থা?' গুন্ডারসন বলল।

'কপ্টারটায় মরিচা পড়া, মনে হচ্ছে যেন বহু বছর সাগরের তলে পড়ে ছিল। তবে চালাতে পারব বলেই মনে হচ্ছে', এডামস জবাব দিল।

'একটা কথা দাও, দোস্ত', গুন্ডারসন বলল, হাসছে।

'কী?' এডামসের প্রশ্ন।

'উপরে ওঠার পর আমরা কেউ কাউকে গুলি করে নামাবো না!' তারপর ঘুরে মালবাহী বিমানটার দিকে এগোল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে 'গুড লাক' জানাল এডামসকে।

'তোমাকেও', জবাবে বলল এডামস।

ঠিক তখনই হ্যাঙারের দরজা ওপরে উঠতে লাগল, সূর্যের আলো আর ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে পড়ল ভেতরে। এক মিনিট পর রানওয়েতে নিয়ে যাওয়া হলো এট্যাক হেলিকপ্টারকে। আর বিমানটার সামনে একটা মোটরচালিত ঠেলাগাড়ি লাগানো হলো যাতে ঠেলে রানওয়েতে নিয়ে যাওয়া যায়।

BanglaBook.org

★★★

বার্খোর স্কয়্যার দ্রুত তিব্বতীতে ভরে যাচ্ছে। দুর্যোগের সময় মানুষে মানুষে যে টেলিগ্রাফ সিস্টেম কাজ করে তার মাধ্যমেই খবর পেয়ে যাচ্ছে সবাই। চেয়ারম্যানের বাড়িতে ঝামেলা হচ্ছে শুনে চার ব্লক দূর থেকে এক প্লাটুন চাইনিজ সৈন্য সাজোয়া গাড়িতে করে ব্যারাক ছেড়ে এগোতে শুরু করল।

কিন্তু তিব্বতীরা রাস্তা আটকে রাখায়, দ্রুত এগোনো যাচ্ছে না।

'বাঁশিওয়ালা, বাঁশিওয়ালা– আমি মুখোশধারী বলছি।'

'মুখোশধারী, বাঁশিওয়ালা বলছি। শুনতে পাচ্ছি।'

'আমাদেরকে নিয়ে যাও, জিনিস পেয়ে গিয়েছি', রেয়েস বলল।

'কোথায় আসব, মুখোশধারী?'

'প্রথমে স্পট ওয়ানে এসো। এরপর স্পট থ্রি।'

'বেরোনোর জায়গাগুলো চিনতে পেরেছি।'

যে হেলিকপ্টারটা ওদেরকে নদীতে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তার পাইলট গংগার এয়ারপোর্ট আর লাসা থেকে দশ কিলোমিটার দূরে একটা জায়গায় অপেক্ষা করছিল। আদেশ শুনে ওখান থেকে রওনা দিলো আবার। হেলিকপ্টার আকাশে উঠে পড়তেই হাঁটুতে বসানো ক্লিপবোর্ডটা থেকে কোথায় যেতে হবে দেখে নিলো, তারপর ম্যাপ দেখে সেদিকে এগুতে লাগল। বার্খোর স্কয়ারের দিকে খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সে।

★★★

লিটল লাসা। দালাইলামা কমিউনিকেশন রুমে একগাদা রেডিওর পাশে বসে আছেন। গত কয়েক মিনিট ধরে তিব্বতের ভেতরে তাঁর গুপ্তচরেরা আন্দোলনের খবরাখবর জানাচ্ছে। এখন পর্যন্ত নিখুঁতভাবেই চলছে সব।

একজন সহকারীর দিকে ঘুরলেন উনি, 'আমাদের দেশে ফেরার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে?'

'মি. ক্যাব্রিলো বললেই ঘণ্টাদুয়েকের মাঝে জেটে করে পৌছে যাব আমরা', সহযোগী বলল।

এক মুহূর্তের জন্য ভাবলেন দালাইলামা, 'বিমান ছাড়ার পর তিব্বতের আকাশে পৌছতে কতক্ষণ সময় লাগবে?'

'আধাঘণ্টা, মহানুভব', লোকটা জবাব দিল।

'আমি মন্দিরে যাচ্ছি প্রার্থনা করতে', উঠে দাঁড়ালেন দালাইলামা, 'পরিস্থিতির দিকে খেয়াল রেখো।'

'অবশ্যই, মহানুভব', সহযোগী বলল।

BanglaBook.org

★★★

এট্যাক হেলিকপ্টারে জর্জ এডামসকে স্ট্র্যাপ বাঁধতে সাহায্য করছে চাক গুন্ডারসন। হ্যাঙারের ভেতরে পাওয়া চাইনিজ হেলমেটগুলোর কোনোটাই ওর মাথায় লাগেনি। এ কারণে নিজের ব্যক্তিগত হেডসেট ব্যবহার করছে।

'আমাদের মতো মোটা মাথার লোকদের জন্য ওরা বানায়নি এসব।' এডামস মজা করল।

'আরে আমারটাতো দেখোই নি', গুন্ডারসন বলল, 'চাইনিজরা এখনো গুনের বদলে পরিমাণের দিকে বেশি নজর দেয়। আমার ককপিট দেখলেই মনে হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে চলে এসেছি। দেখা যাবে রেডিওতে গ্লেন মিলারের গান শুরু হয়েছে!'

'ড্যাশবোর্ডটা দেখো, ফিফটি সেভেন শেভির চাইতেও বেশি মেটাল এটায়', এডামস বলল।

কাজ শেষে গুন্ডারসন উঠে দাঁড়িয়েছে। এডি সেং হেঁটে আসল এসময়। 'রানওয়ে ফাঁকা করতে হবে। ক্যাব্রিলো ফোন করেছিল, ওদের আর পাঁচ মিনিট লাগবে। তোমরা উড়াল দিয়ে দাও।'

এডামসের মাথায় প্লেক্সিগ্লাস শিল্ড আটকে দিল গুন্ডারসন। ঠিকমতো বসার পর একটা আঙুল তুলে থাম্বস আপ দেখাল। মই বেয়ে নিচে নেমে এসে তিব্বতীদের হেলিকপ্টারটা সরিয়ে নিতে ইঙ্গিত করল। সেং-এর সাথে করে বিমানের দিকে এগোনোর সময় হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন চালু হওয়ার শব্দ শুনতে পেল।

'কী অবস্থা মি সেং?' জিজ্ঞেস করল গুন্ডারসন।

'চাইনিজ লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি আমি, এখানকার দায়িত্বে ছিল লোকটা। আমরা ওদের আটক করার আগে বেইজিং-এ খবর দিতে পারেনি ওরা', সেং বলল।

'তার মানে বাইরে থেকে চাইনিজদের আক্রমণের ভয় আপাতত আর নেই', গুন্ডারসন বলল। বিমানের কাছে পৌঁছে গিয়েছে ওরা।

'রাশিয়ানরা যদি ওদের কাজ ঠিক ঠিক করে চাইনিজদের দৌড়ের ওপর রাখতে পারে তাহলেই। তোমার কাজ হবে দুংকার ফোর্সকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা', সেং বলল।

'আমি আমার সাধ্যমতো করব', বিমানের দরজা দিয়ে ওঠার সময় বলল গুন্ডারসন।

'ভালো, এবার কাজ শুরু করো। বস আসছে', প্লেনের গায়ে চাপড় মেরে বলল সেং।

ঠিক সেই সময়ই চাইনিজ এট্যাক হেলিকপ্টারকে মাটি ছেড়ে শূন্যে ওড়ালো এডামস। লাসার দিকে ছুটতে লাগল হেলিকপ্টার।

গুন্ডারসন নিজের সিটে বসে, প্লেন চালু করার তোড়জোড় শুরু করল। ইঞ্জিন জোড়া কাজ করতে শুরু করলে ঘাড় ঘুরিয়ে এন্টি এয়ারক্রাফট গানটার দায়িত্বে থাকা চার তিব্বতীর দিকে তাকাল ও। তারপর ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'কোথায় কোথায় গুলি করতে হবে আমিই বলে দেব, এখন আপাতত একটু ঘুরান দিয়ে আসি।'

শুনতে আজব মনে হলেও তিব্বতী চারজনের কেউই এর আগে কখনো বিমানের ভেতরেও ঢোকেনি।

BanglaBook.org

★★★

ওরিগনে বসে মাইক্রোফোনে পরিষ্কার কণ্ঠে কথা বলছে হেনলে, 'তোমার যাওয়ার খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি সিগন্যাল দেয়ার পর লাল রঙের বাতি জ্বেলে সিগ্ন্যাল দেবে ওরা।'

'যেখানে যাবো বলে ঠিক করে রেখেছিলাম সেখানেই তো?' মার্ফি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যা', হেনলে বলল, 'গার্টের ব্যাপারে হ্যাক্সলেকে জানিয়েছি। জখমের ওপর চাপ দিয়ে ধরে রাখতে বলেছে।'

'আমাদেরকে স্যাটেলাইট সার্ভেইল্যান্সে দেখা যাচ্ছে?' মার্ফি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, আর পাঁচ মিনিট লাগবে তোমাদের', স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল হেনলে।

'আচ্ছা, মাটিতে নামার পর জানাব', মার্ফি বলল।

রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। হেনলে সেং-কে ফোন দিলো। রিং হতে থাকলে অপেক্ষা করল সে।

★★★

ব্রিকটিন গ্যামপো নিশ্চিত হয়ে নিল স্ট্রোব লাইটগুলো আলো ছড়াচ্ছে কি-না, এরপর আকাশের দিকে চাইল। অনেক নিচে নেমে এসেছে মেঘ, ধোঁয়ার মতো দেখা যাচ্ছে। তবে সেকেন্ডে সেকেন্ডে সরে যাচ্ছে। বাতাসে একটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেল সে। ভেতরে ঢুকে চুলোয় কফির পট দিয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এল, হেলিকপ্টারটার পৌছানোর অপেক্ষা করছে।

'একটা আলো দেখা যাচ্ছে', ইঙ্গিতে দেখিয়ে মার্ফি বলল।

গত কয়েক মিনিটে ছাইয়ের মতো হয়ে গেছে গার্টের মুখ। কপালেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, কন্ট্রোল ধরা হাতটা কাঁপছে মৃদু।

'আর একটু ধৈর্য ধরো, চলে এসেছি প্রায়', মার্ফি বলল ওকে।

'চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে শুরু করছি আমি। কোথায় নামাতে হবে সেটা দেখিয়ে দিতে হবে তোমার', গার্ট বলল।

★★★

বিকট শব্দ করে রানওয়ে ছাড়ল বিমানটা। চিৎকার করে টেলিফোনে কথা বলতে হচ্ছে এডি সেং-কে। 'কতটা বাজে অবস্থা?' হেনলেকে জিজ্ঞাসা করল ও।

'জানিনা, তবে কাউকে পাঠাতে হবে। ওখানে যেতে কয়েক ঘণ্টা লাগে মাত্র। দরকার হলেই ফিরিয়ে আনা যাবে।' হেনলে বলল।

'বুঝেছি', সেং জানাল।

এরপর অস্থায়ী ক্লিনিকের দিকে পা বাড়াল ও, নার্সিং-এ দক্ষ কাউকে পেল কি-না হ্যাক্সলে তাই দেখতে। পাঁচ মিনিট পর একটা হেলিকপ্টারে তেল ভরে, নার্সিং-এ অল্প বিস্তর ধারণা আছে এরকম একজন তিব্বতীয়কে রসদপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিলো মার্ফিদের কাছে।

BanglaBook.org

★★★

'আর একটু গার্ট, মাটি থেকে মাত্র বারো ফুট ওপরে আমরা', মার্ফি বলল।

হেলিকপ্টারটা নিচে নামাতে শুরু করল গার্ট, তারপর হড়হড় করে বমি করে দিল ড্যাশবোর্ডের ওপরে।

'যদি আমি শেষ পর্যন্ত না পারি। তাহলে গজটা সবুজ হতেই এই সুইচ তিনটা নামিয়ে দিও। তাহলেই টারবাইন বন্ধ হয়ে যাবে', ফ্লাইট স্যুটের হাতা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল গার্ট।

ধীরে ধীরে ছয়ফুট নামিয়ে আনলো গার্ট, তারপর একটু থেমে নিজেকে সামলে নিলো। বাকিটুকুও নেমে এলো নিরাপদেই। খানিকটা পিছলে হেলিকপ্টার স্থির হতেই সামনের দিকে ঝুঁকে অনড় বসে রইল ও।

মার্ফি ওর বেল্ট খুলে হেলিকপ্টার ঠাণ্ডা হওয়ার অপেক্ষা করল। সেটা হতেই সুইচ অফ করে দিলো। পাখা ঘোরা বন্ধ হলে লাফ দিয়ে সিট থেকে নেমে পাইলট ডোর দিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর গ্যাম্পোর সাহায্যে গার্টকে তাঁবুতে বয়ে নিয়ে গেল।

ছুরি দিয়ে ওর ফ্লাইট স্যুট কেটে দিল মার্ফি।

কাপড়গুলো রক্তমাখা, কাঁধ থেকে এখনো রক্ত বের হচ্ছে।

★★★

'স্যার, আমরা চলে এসেছি প্রায়', গালফস্ট্রীমের পাইলট বলল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ক্যাব্রিলো। গংগার এয়ারপোর্টের শেষ প্রান্তে ধ্বংসস্তূপ থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে এখনো। সূর্য এখন দিগন্তের উপরে। ষাট মাইল দূরে লাসা শহর দেখতে পেল ও। ককপিটের খোলা দরজার ওপাশে সামনের কাঁচ দিয়ে একটা প্লেনকে রানওয়ে ছাড়তে দেখল ও। নিচে মাটিতে কয়েকটা ট্রাক চলাচল করছে।

একশো ফুট ওপরে রয়েছে ওরা। দুই মিনিট পরে কর্কশ শব্দে রানওয়ে স্পর্শ করল টায়ার। পাইলট টার্মিনালের কাছে নিয়ে গিয়ে থামাল প্লেন। ক্যাব্রিলো যখন নেমে আসল প্লেনের ইঞ্জিন তখনো ঘুরছে।

BanglaBook.org

★★★

চেয়ারম্যান ঝুরেনের চোখে টেপ মেরে দেয়া হয়েছে, কব্জিদুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। গাঢ় চুলের যে লোকটা তার রুমে হুট করে ঢুকে পড়েছে সে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কাছেই কোথাও মানুষের শব্দ শুনতে পেলেন উনি। কয়েক ব্লক দূর থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসল।

একটা হেলিকপ্টারের এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রেয়েস ঝুরেনকে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লে বাইনোকুলার দিয়ে ওকে দেখতে পেল কিং। রেয়েস ওর আশেপাশের দুংকার যোদ্ধাদেরকে হেলিকপ্টার

নামার জায়গাটা পরিষ্কার করতে নির্দেশ দিলো। দৃষ্টি ফিরিয়ে কয়েক ব্লক দূরে কয়েকটা অস্ত্রধারী গাড়িকে এগিয়ে আসতে দেখল কিং। তিব্বতীয় জনতা থামানোর চেষ্টা করছে যানগুলোকে, কিন্তু মেশিনগানের গুলির সামনে টিকতে পারছে না কেউই। সামনের এপিসিটা একটা সরু গলি দিয়ে এগিয়ে আসছে, সামনে থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছে তিব্বতীরা। পড়ে যাওয়া একজন তিব্বতী মুক্তিযোদ্ধাকে চাপা দিয়ে এগিয়ে গেলো গাড়িটা। একেবারে রাস্তার সাথে মিশে গেলো লোকটার দেহ।

ব্যাগ খুলে এক বেল্ট ধাতুভেদী গুলি বের করে পয়েন্ট ফিফটিতে ঢোকাল কিং। হেলিকপ্টার মাটি স্পর্শ করতেই গুলি করতে আরম্ভ করল কিং।

সাত সেকেন্ডে দশটা গুলি বেরুলো, নিশ্চিত হতে আরো দশটা ছুড়লো।

সামনের এপিসিটা থেমে গেলো, সেই সাথে পেছনেরগুলোও।

হেলিকপ্টারের শব্দ তীব্রতর হতে লাগল ঝুরেনের কানে। টের পেলেন তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে সিটে বসিয়ে দিলো কেউ। এরপর কেউ এসে তার পাশে বসে পড়ল। বাতাসে গন্ধ শুকলেন উনি। সেই কালোচুলো লোকটা। এ লোকটাই তাকে নিরাপত্তা থেকে অনিশ্চিয়তার মাঝে নিয়ে এসেছে।

উপরে উঠতে লাগল হেলিকপ্টার।

'ওরা আমাদের কাছাকাছি উঠে এসে থামবে, তখন আমরা উঠে যাব', কিং ওর দুংকার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলল।

'স্যার, আমি থেকে যাই?' তিব্বতী লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'কেন? কী করতে চাও?' কিং জিজ্ঞেস করল।

লোকটা এপিসিগুলোর দিকে দেখালো। তিব্বতীরা ওটার চারপাশে জড়ো হচ্ছে।

প্রায় ছাদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে হেলিকপ্টার। কিং একটা ব্যাগ বের করল, 'হ্যান্ড গ্রেনেড এগুলো, কীভাবে কাজ করে জানো তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'পিনটা টেনে দিয়ে দৌড় দিতে হয়!' হেসে বলল দুংকার লোকটা।

'ঠিক। তবে আশে পাশে যেন তোমাদের লোকজন না থাকে, তাহলে কিন্তু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে একদম।'

ছাদের ওপর নামছে হেলিকপ্টার। তিব্বতী লোকটা ব্যাগটা নিয়ে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে এগুলো।

'ধন্যবাদ স্যার', চেঁচিয়ে বলল সে।

'গুড লাক', বলল কিং। হেলিকপ্টারের ভেতর থেকে একজোড়া হাত এসে ভেতরে তুলে নিলো ওকে।

'কী অবস্থা?' দরজা বন্ধ হওয়ার পর চেঁচিয়ে জানতে চাইল রেয়েস।

'জানোই তো লোকে কী বলে। অন্যরা সারাদিনে যা করে দুপুরের আগেই আমরা তা করে ফেলি', কিং জবাব দিলো।

গংগার এয়ারপোর্টের দিকে ছুটছে হেলিকপ্টার।

BanglaBook.org

# অধ্যায় : ৪৩

'চমৎকার কাজ দেখিয়েছ সেং', ক্যাব্রিলো বলল।

উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সাথে নিয়ে আসছে বন, হিমবাহ, গানপাউডার আর বিমানের জ্বালানির ঘ্রাণ। ক্যাব্রিলো পরনের জ্যাকেটের জিপার টেনে দিল, পেছনের পকেট থেকে সযত্নে ভাঁজ করা সাদা একটা রুমাল বের করে নাক মুছল। সর্দি লেগে গিয়েছে ওর।

'ধন্যবাদ, স্যার। মার্ফি আর একজন পাইলট মিলে বোমা বসিয়ে গিরিপথটা ধসিয়ে দিয়েছে। চাইনিজ যুদ্ধযানগুলো কার্যত স্থির হয়ে আছে। এমনকি এখন যদি রাশিয়ানদের অগ্রগতি উপেক্ষা করে ওরা লাসায় ফেরার চেষ্টাও করে, একমাত্র রাস্তাটা ধরে আসতে কম করে হলেও আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় লাগবে। তাও যদি আবহাওয়া ভালো থাকে', সেং বলল।

'এখন পর্যন্ত সমস্যা হয়েছে কোনো?' ক্যাব্রিলো জানতে চাইল।

'গার্ট গুন্থার নামের একজন পাইলট আহত হয়েছে। জখম কতটা গুরুতর জানা যায় নি', সেং বলল।

'কাউকে পাঠাওনি তুমি?' ক্যাব্রিলোর জিজ্ঞেস।

'জিনিসপত্র নিয়ে কাসিম রওনা হয়েছে। তবে আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় আপাতত তেল ভরার জায়গাটায় নেমে অপেক্ষা করছে। মনে হয় গুন্থারের অবস্থা অতটা খারাপ না। মার্ফিরা যদি নিজেরাই ফিরে আসতে পারে তাহলে কাসিমকে চলে আসতে বলব', সেং বলল।

'ভালো, ওকে প্রয়োজন হবে এখানে', ক্যাব্রিলো বলল।

'আবহাওয়ার ব্যাপারে যা বলছিলাম', সেং শুরু করল, 'আজ বিকালে একটা বসন্তকালীন ঝড় নাকি হতে পারে। কাল এবং আগামী কয়েকদিন আকাশ পরিষ্কার থাকবে। ঝড়ে দুই তিন ইঞ্চি পুরু বরফ জমতে পারে আর তাপমাত্রাও নাকি হিমাঙ্কের নিচে নেমে যাবে।'

'এই আবহাওয়ায় চাইনিজদেরও সমস্যা হবে। কিন্তু সুংকার বাহিনীর জন্য মস্ত বড় একটা সুবিধা হতে পারে এটা। কাজে লাগাতে হবে সুযোগটা', ক্যাব্রিলো বলল।

পশ্চিম দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেলো। ক্যাব্রিলো সেদিকে তাকিয়ে হেলিকপ্টারটা কোন ধরনের দেখার চেষ্টা করল।

BanglaBook.org

'আমাদেরই ওটা। রেয়েস, কিং আর লেগচেগ ঝুরেন আছে ওটায়', সেং বলল।

'চমৎকার!'

টার্মিনালের কাছাকাছি এগোল দুজন। ঝুরেনকেও তাড়াতাড়িই নিয়ে আসা হবে এখানে।

'চাইনিজদের কাছ থেকে পাওয়া একটা এট্যাক হেলিকপ্টার ঠিকঠাক করে ওড়ার ব্যবস্থা করেছি, এডামস চালাবে ওটা। ভাড়া করা বেলগুলো আর প্রিডেটর ছাড়াও একটা মালবাহী বিমানকে যুদ্ধবিমানে পরিবর্তন করে নিয়েছি, গুন্ডারসন আছে ওটার দায়িত্বে।'

'তিব্বতীয় সেনাবাহিনী দারুণ একটা বহর পেয়ে গেলো দেখছি', ক্যাব্রিলো মন্তব্য করল।

'সবকিছুই ঠিকঠাক সময়মতো ঘটেছে। তবে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। বন্দী একজন চাইনিজ লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম ব্যাপারটা', সেং বলল।

'কী?' ক্যাব্রিলো জানতে চাইল।

'তিব্বতে যেহেতু চাইনিজ সৈন্যের সংখ্যা সবসময়েই দরকারের চাইতে কম ছিলো, তাই ওদের পরিকল্পনা হচ্ছে যদি কখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে তিব্বতী বিদ্রোহীদেরকে একটা বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে দমন করা হবে।'

'গ্যাসের ড্রামগুলো নিশ্চয়ই আলাদা করে কোথাও রাখা আছে। গ্যাসটা কীভাবে নিষ্ক্রিয় করা যাবে সেটা ওয়াশিংটনে ফোন করে শুনলেই তো হবে', ক্যাব্রিলো বলল।

'সমস্যা তো ওখানেই', হেলিকপ্টারের গর্জন ছাপিয়ে বলতে শুরু করল সেং, 'লেফটেন্যান্ট জানে না কোথায় রাখা হয়েছে ওটা, শুধু জানে ওটা আছে।'

ক্যাব্রিলো ওর পকেট থেকে একটা কিউবান সিগার বের করল। এক প্রান্ত কামড়ে উপরের আবরণ ছিঁড়ে ফেলে অন্য হাত দিয়ে আগুন জ্বালল। প্রাণভরে সুখটান দিলো একটা। তারপর বলল, 'আজকের দিনটা তাহলে প্রচুর ব্যস্ততায় কাটবে বোঝা যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

★★★

মার্ফি রেগে আছে। গাম্পো ওকে আর আহত গার্টকে তাঁবুতে রেখে বেরিয়ে গিয়েছে। এইটুক রক্ত দেখেই যদি কোনো দুংকার এতো ভয় পায়, তাহলে তো যুদ্ধ শুরুর আগেই ওদের হার নিশ্চিত। ওরিগন সাহায্য পাঠিয়েছে, কিন্তু সর্বোচ্চ গতিতে আসলেও ঘণ্টাখানিক সময় লাগবে তাদের। প্রতিটা মিনিটে গার্ট আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে। চামড়া ফ্যাঁকাসে বর্ণ ধারণ করেছে, যখন তখন জ্ঞান হারাচ্ছে।

ঠিক তখনই তাঁবুর বেষ্টনি সরিয়ে ভেতরে ঢুকল গাম্পো।

ওর এক হাতে লম্বা লম্বা কিছু ঘাস পাতা, আরেক হাতে ময়লা কাদার ঢেলার মতো দেখতে কী একটা, থুঁতনির নিচে কোনো একটা প্রাণীর খানিকটা মাংস লেগে আছে।

'গিয়েছিলে কোথায়?' রেগেমেগে মার্ফি বলল।

'চুলোর আগুনটা বাড়িয়ে দিন', ঘাস আর কাদার দলা মাটিতে রেখে বলল গাম্পো, 'এরপরে এগুলো আগুনে দিন', বলে একটা থলে বের করল। ভেতরে একটা খনিজ পদার্থের গুঁড়ো ভরা। 'তাঁবুর ভেতরে ধোঁয়া দিয়ে ভরে ফেলতে হবে। তারপর চায়ের সাথে গোস্তটা রান্না করে ফেলুন। ঝোল বেশি রাখবেন', মাংসের পিণ্ডটা দেখিয়ে বলল গ্যাম্পো।

গ্যাম্পের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল মার্ফি যেন পাগল হয়ে গেছে ও।

সেটার তোয়াক্কা না করে তিব্বতী লোকটা গার্ট-এর কাঁধ পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বাঁধা শুরু করে দিলো। মার্ফিও তাই ওকে যা বলা হয়েছে সেটা করা শুরু করলো। লেবুতে ধোঁয়া দারুচিনি লবঙ্গের ঘ্রাণে ভরে উঠল তাঁবু। মিনিট তিনেক পর কাজ শেষে উঠে দাঁড়ালো গ্যাম্পো। এরপর গার্টকে তোলার কাজে সাহায্য করতে বলল মার্ফিকে। আয়তকার ব্যান্ডেজের সামনে-পেছনে লাগানো কাদা আর ঘাস শুকিয়ে গিয়েছে। প্ল্যাস্টারের মতো চামড়ায় লেগে আছে ওগুলো। গার্টের চোখের পাতা কাঁপতে কাঁপতে খুলে গেল। কয়েকটা গভীর শ্বাস নিল ও।

'গোশতের ঝোলটা খাওয়ান ওকে, ভালুকের গোশত। আমি আপনার হেলিকপ্টারে তেল ভরছি গিয়ে', গ্যাম্পো বলল।

★★★

রাশিয়া-মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে আছেন এখন জেনারেল আলেক্সান্দার কার্নেতসিকভ। ধোঁয়া আর ডিজেলের গন্ধে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার। নোভোসিব্রিস্ক ছেড়ে আসার পর আলতাই এলাকা পেরিয়ে এসেছেন তারা। কার্নেতসিকভ আছেন সবার সামনের ট্যাংকটায়, মাথা বাইরে বের করা। মাথায় হেলমেট পরে আছেন, অধীনস্থ অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটা হেডসেট লাগানো আছে ওটায়। পরনের ইউনিফর্মে রিবনের আধিক্য দেখে মনে হয় এগুলো দিয়ে একটা ক্রিস্টমাস ট্রি-ই বানিয়ে ফেলা সম্ভব। ঠোঁটে একটা না জ্বালানো কিউবান সিগারেট। হাতে ধরা জিপিএস এর দিকে তাকিয়ে ট্যাংকের সারির স্পিড দেখছেন।

আর পাঁচশো মাইল পরে তিব্বতীয় সীমান্ত। ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার বেগে এগোচ্ছেন ওরা।

মাথার ওপর দিয়ে ফাইটার প্লেনের ঝাঁক উড়ে যেতে দেখলেন কার্নেতসিকভ। নতুন কিছু হলো কি-না জানার জন্য ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে রেডিও করলেন উনি। কয়েক ঘণ্টার মাঝে তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাছাড়া বাকি সবই আগের মতোই।

BanglaBook.org

★★★

ম্যাকাওয়ে সাং রী তার ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন।

মার্কাস ফ্রাইডের বিমানের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। ফিরে এসে তাকে এ শহর থেকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন উনি। স্ট্যানলে হো এখনো তার অমূল্য গোল্ডেন বুদ্ধ চুরি হওয়া নিয়ে রেগে আছেন। ফ্রাইডের কাছে যেটা পাওয়া গিয়েছে ওটা নকল জানার পরে তার ক্রোধে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

চাইনিজ নেভি বুঝতে পেরেছে গভীর সাগরে ওরা যে জাহাজটা থামিয়েছে ওটা ম্যাকাওয়ের ঘটনার সাথে কোনোভাবেই জড়িত নয়। নজরদারির ক্ষেত্র বাড়িয়েছে ওরা। শেষমেশ ভিয়েতনামের কাছে ওরিগনকে খুঁজে পেয়েছে।

দা নাং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কয়েকজন বন্ধুর কাছে কল করেছে পো, জানতে পেরেছে ভুটানের উদ্দেশ্যে একটা সি-১৩০ দা নাং ছেড়েছে। আরো কিছু খোঁজ-খবর করার পর ওর বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো, মূর্তি অপহরণকারীরা তিব্বতের পথে আছে।

পো একজন চাইনিজ পুলিশ অফিসার, আর তিব্বত চীনের অধীনস্থ একটা এলাকা। পো তাই ওদেরকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলো। ম্যাকাও থেকে চেংদু, সেখান থেকে গতকালই সন্ধ্যায় গংগার এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছে সে। পৌঁছতে পৌঁছতে তিব্বতীয় পুলিশ ফোর্সের পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর অফিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, তাই একটা হোটেলে উঠে সকালের জন্য অপেক্ষা করছিলো ও।

সকাল সকালই লাসায় গণ্ডগোল লেগে গিয়েছে, কিন্তু এসব ঘটার আগেই সে চিফকে ম্যানেজ করে হাফ-ডজন লোকের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। ব্যান্ডের সদস্যদের মধ্যে কে যে আসলে ওদের নেতা সেটা ও ধরতে পেরেছে এতক্ষণে। হো'র বাসার একমাত্র কার্যকর সিকিউরিটি ক্যামেরা থেকে পাওয়া ক্যাব্রিলোর চেহারাটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে ওর, মরার আগ পর্যন্ত ভুলবে না সেটা।

পো তার তদন্তে বেরিয়ে পড়ল, আসন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই তার।

শহর প্রদক্ষিণ করার জন্য ছয় সিটের একটা ট্রাকে চাপল পো আর বাকি ছয়জন। ততোক্ষণে চাইনিজ মিলিটারি অফিসারদের কাছে পরিস্থিতি পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, শক্তি প্রয়োগ করেই বিদ্রোহ দমন করার সিদ্ধান্ত নিলো তারা।

এদিকে দুংকারও তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন আরম্ভ করে দিয়েছে।

BanglaBook.org

★★★

এই অপারেশনের সবচেয়ে দামি জিনিসটা হলো সময়, আর ক্যাব্রিলোর হাতে ঐ জিনিসটা নষ্ট করার মতো একটুও নেই। ঘুমন্ত অবস্থা থেকে ঝাটকা মেরে উঠিয়ে ধরে বেঁধে আনার পরেও লেগচেগ ঝুরেনের ব্যবহার আশ্চর্য রকমের আগ্রাসী। ক্যাব্রিলো প্রথমে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে গ্যাসটা কীভাবে কাজ

করে আর কোথায় রাখা হয়েছে জানানোর জন্য। তবে মুখে স্রেফ তালা মেরে আছেন ঝুরেন। একটা শব্দ পর্যন্ত খসেনি তার মুখ থেকে।

ঝুরেনের মাঝে মানবতা বলতে কিছু নেই, স্পষ্ট হয়ে উঠল ব্যাপারটা।

'বাঁধো ওকে', ক্যাব্রিলো বলল।

এতক্ষণ সম্মান দেখানোর জন্য ঝুরেনকে ওর সামনে একটা চেয়ারে বাঁধনহীন অবস্থায় বসতে দিয়েছিলো ক্যাব্রিলো। কিন্তু ওর যা জানার তা জানতে হবে, এখুনি। সেং আর গ্যানোন ডাক্ট টেপ দিয়ে ঝুরেনকে চেয়ারের সাথে বেঁধে ফেলল।

'জুসটা তৈরি করো', হ্যাক্সলেকে বলল ক্যাব্রিলো।

'আপনি কী...?' বলতে শুরু করলেন ঝুরেন।

'ভালোভাবে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে। চাইনিজ আর তিব্বতী দুই দলকেই বাঁচাতে চেয়েছিলাম আমি। কিন্তু আপনার তাতে কোনো আগ্রহ নেই। তাই আপনার মুখের লাগাম আলগা করার জন্য একটা ওষুধের ব্যবস্থা করছি। বিশ্বাস করুন, গড়বড় করে সব বলে দিবেন আপনি। প্রথম জ্ঞান হবার পর থেকে শুরু করে শেষ কবে সেক্স করেছেন আপনি–আদ্যোপান্ত, সব। কিন্তু সমস্যাটা হলো, মাঝে মাঝে ডোজ উলোট-পালট হয়ে যায়। একবারেই বেশি দিলে ভেজা কাপড় যেরকম চকবোর্ডের সব মুছে দেয় সেভাবেই আপনার সব স্মৃতি বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমরা সাধারণত ধীরে ধীরে ডোজ বাড়াই। কিন্তু আপনি একটা শয়তান–আপনার জন্য এতো কষ্ট করব না।'

'মিথ্যা বলছেন আপনি?' ভয় প্রকাশ পাচ্ছে ঝুরেনের কণ্ঠস্বরে।

'মিস হ্যাক্সলে, লেফটেন্যান্টের হাতে বিশ সিসি ঢুকিয়ে দাও তো', ক্যাব্রিলো বলল।

চেয়ারে বাঁধা চাইনিজ মিলিটারির লেফটেন্যান্টের দিকে এগিয়ে গেল হ্যাক্সলে। সামান্য তরল ফেলে দিয়ে মাপটা ঠিকঠাক করে নিলো, তারপর আরেক হাতে তুলো নিয়ে কনুইয়ের কাছটা মুছে দিল। শেষ হতেই সিরিঞ্জের সূচ বিঁধিয়ে দিল শিরায়। ক্যাব্রিলো ঘড়িতে সময় দেখল, পনেরো সেকেন্ড লেগেছে মাত্র।

'নাম আর কোথায় জন্মেছেন বলুন', জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো ক্যাব্রিলোর।

সব গড়গড় করে বলতে লাগল লেফটেন্যান্ট। তার জিহ্বায় যেন আগুনের ছ্যাঁকা খেয়েছে।

'লাসায় মোট কত সৈন্য আছে?'

'আনুমানিক আট হাজার চারশো সৈন্য ছিলো। ছয় হাজারেরও বেশি পাঠানো হয়েছে মঙ্গোলিয়ায়। এখন চব্বিশশো সৈন্য রয়ে গিয়েছে। এর ভেতরে দুই আড়াইশো সৈন্য অসুস্থ বা আহত। বাকিরা কোম্পানি এস, কোম্পানি এল...'

'আর বলতে হবে না', ক্যাব্রিলো বাধা দিল।

'আরে শুনুন না', হাসলেন লেফটেন্যান্ট, 'আমাদের কী কী যুদ্ধযান আছে বলছি, চারটা টি-ফিফটি নাইন...'

BanglaBook.org

'খুব ভালো, থামুন এখন', ক্যাব্রিলো বলে উঠল।

আতংকিত দৃষ্টিতে লেফটেন্যান্টের দিকে তাকিয়ে আছেন ঝুরেন।

'মিস হ্যাক্সলে একশো সিসি রেডি করো', ক্যাব্রিলো বলল।

তবে তার প্রয়োজন হল না, ঝুরেন কথা বলতে শুরু করলেন। আধা ঘন্টা লেগে গেল বিস্তারিত বলতে।

ঝুরেনের জবানবন্দীর নোট খুঁটিয়ে দেখলো ক্যাব্রিলো। সেং-এর দিকে ঘুরে ম্যাপের একটা জায়গা নির্দেশ করে ঐ এলাকার স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ পরীক্ষা করে দেখল।

'আমি নিজে যাব ওখানে। আমার এক ডজন লোক, হেলিকপ্টার আর গ্যাসটা নষ্ট করার জন্য কিছু একটা দরকার হবে', ধীরে ধীরে বলল ও।

'হ্যাঙারের মালপত্রের তালিকা আছে আমার কাছে। অস্ত্রাগারে একজোড়া ছররা বোমা আছে', গ্যানোন বলল।

'ওগুলো দিয়েই কাজ হওয়ার কথা', ক্যাব্রিলো বলল।

★★★

ম্যাকাওয়ে হয়তো স্ট্যানলে হো'র একটা ম্যানশন আছে, তার দুনম্বরী সব কাজকেও সে বৈধ করে নিয়েছে, কিন্তু রাস্তার ঠগের চাইতে খুব বেশি হলে এক স্তর ওপরে তার অবস্থান। যখনই সে জেনেছে যে উইন্সটন স্পেন্সার তার সাথে দুই নম্বরী করেছে তখন থেকেই সে তাকে এক হাত দেখিয়ে নেয়ার অপেক্ষা করছে। স্পেন্সার তাকে বোকা বানিয়েছেন, শুধু এজন্য এতো ক্ষেপেননি উনি, আরো একটা ব্যাপার আছে এখানে। ব্যাপারটা হচ্ছে অতীতেও স্পেন্সারের সাথে বহুবার লেনদেন হয়েছে তার, এভাবে প্রতিবারই নিশ্চয়ই স্পেন্সার হাসিমুখে তার পিঠে ছুরি মেরেছে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে স্পেন্সার তাকে নিয়ে খেলনার মতো খেলেছে। এতদিন বড়সড় বখরার আশাতেই নিশ্চয়ই তেল মেরেছে তাকে। এভাবে ঠক খাওয়াটা মেনে নিতে পারছেন না হো।

হো নিজে ম্যাকাও ইমিগ্রেশন অফিসের কেরানিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ডাকাতির পরদিন ম্যাকাও ছেড়ে যাওয়া প্রতিটা ব্যক্তির তালিকা নিয়ে এসেছেন। ওখান থেকে তিনজন লোককে সন্দেহের খাতায় ফেলেছেন হো। এরপর স্থানীয় এক নেতার তিনজন লোককে ভাড়া করে লোক তিনজনের পেছনে সিঙ্গাপুর, লস এঞ্জেলেস আর প্যারাগুয়ের অসুনসিয়নে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্রথম দুজন স্পেন্সার নয় নিশ্চিত হওয়ার পর লোক দুজনকে ফিরে আসতে বলেছেন। হো ভাবছেন স্পেন্সার সম্ভবত ওনার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছেন। আরো সময় নিয়ে আরো ভালোভাবে খোঁজা আরম্ভ করবেন বলে ঠিক করলেন।

ঠিক সে সময়ে তার ফ্যাক্স মেশিনটা শব্দ করে উঠল, একটা ছবি বেরিয়ে আসল ওটা থেকে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই ফোনটা বাজল।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, নাকি না?' রুক্ষ চীনা টানের একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল।

এক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হাসলেন হো, 'ওর হাত আর মাথা আইস প্যাকে করে আজ রাতের মধ্যে পাঠিয়ে দাও', শান্তস্বরে বললেন উনি।

কানের কাছে ফোনটা নীরব হয়ে গেল।

★★★

প্যারাগুয়েতে, মূলত অসুনসিয়নে দক্ষিণ আমেরিকার চাইতে ইউরোপে থাকার অনুভূতি হয় বেশি। বড় বড় পাথরের দালান আর ফোয়ারাওয়ালা পার্ক দেখে ভিয়েনার কথা মনে পড়ে, রিও ডি জেনিরোর না। একটা মেশিন থেকে খাবার কিনে পায়রাকে খাওয়াচ্ছেন স্পেন্সার। কপাল থেকে ঠাণ্ডা ঘাম মুছলেন উনি।

আসল কথা হচ্ছে, যে লোক অপরাধ করে সে কোনোদিন মুক্ত হতে পারে না। যদিও মনে হয় ছাড়া পেয়ে গেছে সে।

স্পেন্সারের যে স্বাভাবিক জীবনে ছন্দপতন ঘটেছে সেটা কখনোই ভুলতে পারছেন না। ওনার মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ ফেলছে ব্যাপারটা, ফলে মানসিক অবস্থা আরো বেশি খারাপ হচ্ছে। শুধু সাইকোপ্যাথরাই কোনোরকম অনুশোচনায় ভোগে না।

হাতের সব খাবার ঢেলে দিলেন স্পেন্সার, পাখিগুলো কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগল। পড়ন্ত বিকেল, অপরিচিত একটা হোটেলে উঠে ঘুমাবেন বলে ঠিক করলেন, আজ দেরি করে ডিনার করবেন। কালকেই একটা ভাড়াবাড়ির খোঁজ করবেন। এরপর নতুন করে সাজাবেন জীবনটা। আজ রাতের জন্য পরিকল্পনা, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে অতীতকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করা।

স্পেন্সার বোকা নয়, জানেন হো ওর জন্য দুনিয়া চষে বেড়াবে। তবে আপাতত সব মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চান স্পেন্সার। ওনার খোঁজ পেতে কিছুদিন সময় তো অবশ্যই লাগবে, যদিও সে সম্ভাবনাও কম। ততোদিনে রাজধানী ছেড়ে গ্রাম এলাকায় চলে যাবেন। সেখানেও বন্ধুবান্ধব জুটে যাবে, তখন ওনার ব্যাপারে খোঁচাখুঁচি করলে আগে থেকেই জেনে যেতে পারবেন। কাছাকাছি চলে আসলে পিঠটান দেয়া যাবে।

কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি ভীষণ একা, সেজন্যেই প্রচণ্ড ভয় করছে তার। তবে দুশ্চিন্তাটা কালকের জন্য তুলে রাখলেন, আজ শুধু আর্জেন্টাইন স্টেক আর রেড ওয়াইন খাবেন। পার্কটা পার হয়ে নুড়ি বিছানো পথ ধরে পাহাড়ের ওপর হোটেলের দিকে এগোলেন স্পেন্সার।

ফুটপাত জনশূন্য, বেশিরভাগ মানুষই দুপুরের খাবার খেতে ব্যস্ত। স্বস্তি বোধ করলেন স্পেন্সার, হাঁটার সময় গুন গুন করে 'আই লেফট মাই হার্ট ইন সান ফ্রান্সিসকো' গাইতে লাগলেন। আধা ব্লক এগোনোর পরই হোটেলটা চোখে পড়ল।

ফুটপাতের পাশের একটা ঘরের দরজা হঠাৎ খুলে গেলো আর একটা পিতলের তার ওনার গলা প্যাঁচিয়ে ধরল, গানটা আর শেষ হলো না।

BanglaBook.org

তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন স্পেন্সার। লাশটা টেনে বাড়ির ভেতরে নিয়ে বাগানে ফেলে রাখলো লোকটা। বাড়ির মালিক শহরের বাইরে গিয়েছে। বাড়িতে থাকলেই বা কী হতো। প্রয়োজন হলে তাকেও খুন করত লোকটা।

চারদিন পর স্পেন্সারের দেহাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। মাথা আর হাত নেই, তবে বুকের ওপর যত্ন করে ভাঁজ করে রাখা আছে অবশিষ্ট বাহু। বেল্টে ঝুলছে চেহারাসমেত কানাডিয়ান পাসপোর্ট।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৪৪

পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে ট্রুইট। কিরিবাতির রাজধানী টারাওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে টার্বোপ্রপ বিমানটা। স্বচ্ছ নীল পানির রঙ, নিচের প্রবাল প্রাচীরগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জেলেদের ছোট ছোট ডোঙা আর মোটরবোট পানিতে ভাসছে। প্রধান বন্দরের একপাশে একটা কালো রঙের ট্রাম্প স্টীমার বাঁধা।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাওর মতো দেখাচ্ছে জায়গাটা।

প্লেনে যাত্রী তেমন নেই। ট্রুইট আর গোলগাল চেহারার সদাহাস্যরত একজন দ্বীপের অধিবাসী আর পেছনে মালপত্র—প্লেনে শুধু এই-ই আছে। কেবিনের ভেতর থেকে কেমন যেন লবণ আর সোঁদো মাটির ঘ্রাণ আসছে। ভেতরটা গরম আর স্যাঁতসেঁতে, রুমাল দিয়ে কপাল মুছল ট্রুইট। কয়েকটা চক্কর মেরে ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগল পাইলট। মৃদু ধাক্কা খেয়ে মাটিতে নেমে এলো প্লেন, তারপর রানওয়ে ধরে টার্মিনাল ভবনের দিকে এগোল। প্লেন থামলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ট্রুইট। দরজা নিচু করে বেরিয়ে এল পাইলট, দ্বীপের অধিবাসী লোকটা নেমে গেল আগে, দুটি হাস্যোজ্জ্বল বাচ্চা কোলে এক মহিলার দিকে ছুটে গেল সে। ট্রুইট পেছনের সিট থেকে ওভারনাইট ব্যাগটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসল। টুভ্যালু আর কিরিবাতির দুই প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা করছেন।

★★★

হ্যালপার্টের ভাড়া করা উকিল একটা পাহাড়ি লজের পেলেনর কামরায় বসে আছে। সামনে একটা মাঠ। সেটার প্রান্তে পাথরের তৈরি বেড়া আর তার পাশের খড়ের গাদা জায়গাটা কী কাজে ব্যবহার হয় তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কালোচুলো একজন লোক রুমে ঢুকে প্রোপেন চালিত হিটারটা ঠিক করে উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়ল।

লোকটা মার্ক ফর্নে মলেন, অ্যান্ডোরার সরকার প্রধান, দয়ালু তবে ঠোঁটকাটা।

'আপনি আপনার মক্কেলকে জানাবেন যে আমাদের দেশে তার বিনিয়োগকে আমরা অত্যন্ত প্রশংসার চোখে দেখছি। ভালো ভালো কোম্পানিকে সবসময়ই স্বাগত জানাই আমরা। যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে—ওনারা যদি এখানে

BanglaBook.org

বিনিয়োগ না-ও করতেন, তাহলেও তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষেই ভোট দিতাম আমরা।'

মলেন উঠে আগুনের শিখা আরেকটু বাড়ালেন, 'এন্ডোরা সবসময়েই স্বৈরশাসন আর অত্যাচারের বিপক্ষে।'

মলেন তার হাত ঝেড়ে বললেন, 'আপনার লোকদের জানিয়ে দেবেন যে আমাদের ভোট আপনারা পাবেন। আরো কিছু প্রয়োজন হলেও তারা যেন জানাতে দ্বিধা বোধ না করেন।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাটর্নি। 'ধন্যবাদ, স্যার। আমি এক্ষুনি সব জানিয়ে দিচ্ছি তাদের', বলল সে।

মলেন হাতের ইশারা করতেই কোথা থেকে যেন তার খানসামা এসে হাজির হলো।

'উনাকে আমার অফিস দেখিয়ে দাও, একটা টেলিফোন কল সারতে হবে ওনার', বললেন মলেন।

★★★

দুই ঘন্টা খেঁটে ট্রুইট একটা নকল অঙ্গীকারনামা তৈরি করল। দুই দেশের জন্য দুটো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। কিরিবাতির জনসংখ্যা চুরাশি হাজার, এজন্য ওরা পাচ্ছে ৮৪ লাখ মার্কিন ডলার। আর টুভালুর জনসংখ্যা ১১ হাজার হওয়ায় ওরা পেল ১১ লাখ মার্কিন ডলার। আরো ৫৫ লাখ ডলার দেয়া হবে দুই দ্বীপের পর্যটন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্যে। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য দুই দ্বীপের চারপাশে এক সারি রিসর্ট বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। ওখানে দ্বীপের লোকজন গাইড, স্কুবা ডাইভিং মাস্টার আর পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে পারবে।

থাকার জন্যে বাড়িগুলো ভাড়া দেয়া হবে, পর্যটকেরা নিজেদের বাড়ির মতোই থাকতে পারবে ওখানে।

ইস্টারের শেষ ফ্লাইটটা ধরল ট্রুইট।

★★★

টেলিফোনে কথা বলছে হেনলে। একই সাথে তিব্বতের একটা স্যাটেলাইট ইমেজের দিকেও তাকিয়ে আছে সে।

'তুমি নিশ্চিত মার্ফি? হেলিকপ্টার চালানোর মতো সুস্থ ও?' জিজ্ঞেস করল হেনলে।

'জাদুর মতো কাজ হয়েছে! আহত হওয়ার আগে যেরকম ছিল তার চেয়েও ভালো দেখাচ্ছে গার্টকে। এখন হেলিকপ্টারটা ঠিক করার কাজে ব্যস্ত আছে ও', সিকিউর লাইনের ওপারে বলল মার্ফি।

'একটু দাঁড়াও, আমি তাহলে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম ওদের ফিরে আসতে বলি', ওরিগন থেকে বলল হেনলে।

BanglaBook.org

একটা রেডিও তুলে নিয়ে উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারে ফোন করল হেনলে। 'যেখানেই আছো সেখানেই থাকো। আমার হিসেব ঠিক থাকলে এখনও আধা ট্যাংক তেল অবশিষ্ট আছে। অন্য বেলটা কাছে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো, এরপর ওটাকে সাথে নিয়ে গংগারে ফিরে যাবে', হেনলে বলল।

'ঠিক আছে, কতক্ষণ লাগতে পারে ওটা আসতে?' পাইলট বলল।

'আরো ঘণ্টাখানেক লাগবে। আমি খেয়াল রাখছি, ওরা কাছাকাছি আসলে আমি জানাব', হেনলে জানাল।

'আমরা তাহলে মাটিতে নেমে যাচ্ছি', পাইলট বলে লাইন কেটে দিলো।

★★★

ওয়াশিংটন ডিসিতে আস্তে আস্তে সব বন্ধ দুয়ার খুলে যাচ্ছে।

ওভাল অফিসের একটা রুমে বসে আছে ল্যাংস্টন ওভারহল্ট, প্রেসিডেন্টের ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে। ট্রূইট হেনলেকে ওর মিশন সফল হওয়ার কথা জানিয়েছে। হেনলে আবার তিব্বতে ক্যাব্রিলোর কাছে ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দিয়েছে সে তথ্য। এরপর ওভারহল্টকে ফোন করে জানিয়েছে।

তখনই ওভারহল্ট হোয়াইট হাউজের পথ ধরেছে, প্রেসিডেন্টকে জানাতে।

'আমারতো এসবের ধারে কাছেই থাকার কথা ছিলো না, উল্টো এখন সুতোর বলে আটকা পড়া বেড়াল ছানার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গিয়েছি', ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন প্রেসিডেন্ট।

ওয়াশিংটনে এখন ভোর, প্রেসিডেন্টকে যখন ডাকা হয়েছে তখন উনি মাত্র ঘুমাতে যাচ্ছেন। ধূসর ট্রাউজার আর নীল একটা টি-শার্ট পরে আছেন উনি। হাতে এক গ্লাস কমলার জুস।

ওভারহল্টের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করলেন উনি, 'তুমি তো জানোই যে আমি শনিবার রাত জেগে 'সাটারডে নাইট লাইভ দেখি।'

'সব রাজনীতিবিদইতো দেখে, স্যার।'

'কে জানে! গুজব শোনা যায় এটা না দেখার জন্যেই জেরাল্ড ফোর্ড নির্বাচনে হেরেছে', প্রেসিডেন্ট বলল।

'তারপর, আর সবকিছুর খবর কী স্যার?'

'কাতারতো বলা মাত্রই রাজি। মি. আল থানি আমার পুরোনো বন্ধু। ব্রুচনেইকেও বেশি চাপাচাপি করতে হয়নি। সুলতানের কিছু অনুদান প্রয়োজন। আমি সেগুলোর ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিতেই উনি রাজি হয়েছেন', প্রেসিডেন্ট জানালেন।

'আমি দুঃখিত যে আপনাকে জড়াতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের সময় বা লোকবল কোনোটাই পর্যাপ্ত নেই', ওভারহল্ট বলল।

'শেষ ভোটটা পেয়েছ? লাওস রাজি হয়েছে?' প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তর দেয়ার আগে একবার ঘড়িতে চোখ বুলাল ওভারহল্ট, 'এখনো না, তবে পনেরো মিনিটের মাঝেই হয়ে যাবে আশা করি।'

BanglaBook.org

'আমি জাতিসংঘে আমাদের রাষ্ট্রদূতকে আজ সকালেই বিশেষ ভোটাভুটি আয়োজনের জন্য বলে দেব। তোমার লোকেরা আগামী ছয় ঘণ্টার মাঝে সব দখল করে ফেলতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে', প্রেসিডেন্ট বললেন।

'আমি এখুনি জানিয়ে দিচ্ছি ওদের', উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ওভারহল্ট।

'ভালো। আমি তাহলে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেই', প্রেসিডেন্ট বললেন।

গোয়েন্দা সংস্থার একজন এজেন্ট এলিভেটরে করে গোপন সুড়ঙ্গপথে নিয়ে এল ওভারহল্টকে। বিশ মিনিট পরে নিজের গাড়িতে করে ল্যাংলির দিকে ছুটল ও।

★★★

ভিয়েনতিয়েনে রানওয়ের শেষ প্রান্তে পৌছে গতি কমাল বার্গান্ডি ৭৪৭ বিমানটা, পার্কিং এরিয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল। একটা মালবাহী বিমান ওটা। সব থেমে যাওয়ার পর প্লেনের নাক উঁচু করে পেছনের মাল রাখার জায়গাটা খুলে দিলো পাইলট। বাতাসে নাক ওঁচানো শেষ হলে খোলা অংশে মাল টানার একটা বেল্টওয়ালা পাটাতন জুড়ে দেয়া হল।

এরপর একে একে বেরিয়ে আসতে লাগল গাড়িগুলো।

প্রথমে বেরুল হেমি ইঞ্জিন বসানো লেবু রঙের একটা প্লাইমাউথ সুপারবার্ড। দ্বিতীয়টা একটা হলুদ ফোর্ড মাস্টাং বস ৩০২, ১৯৭০ সালের মডেল। ওটার ইঞ্জিনের ওপর বাতাস ঢোকার আলাদা জায়গা আছে, জানালার ওপরে প্লাস্টিকের খোপ বসানো আর ড্যাশবোর্ডে আছে একটা সোয়া মাইলের ঘড়ি। তিন নম্বরে বেরুল পন্টিয়াক জিটিও কনভার্টিবল, ১৯৬৭ সালের মডেল। বাইরেটা লাল, ভেতরে কালো। টায়ারও লাল, এয়ার কন্ডিশন আছে। সবার শেষে বেরুল ১৯৬৭ সালের একটা সবুজ কর্ভেট। এতে আছে গতি বাড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা আর এটার ব্রেকও দারুণ শক্ত।

মাঝারি উচ্চতার বাদামি চুলো একটা লোক বার্গান্ডি থেকে সাবধানে গাড়িগুলো নামাচ্ছে। শেষ গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর গ্লোভ বক্স থেকে একটা চিঠি বের করে নিচে নেমে আসল সে। তারপর একটা ক্যামেল ফিল্টার ধরাল।

'আপনিই নিশ্চয়ই জেনারেল', ডজনখানেক সৈন্য উপবিষ্ট একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখে বলল।

'হ্যাঁ', জেনারেল বললেন।

'আমি কিথ লডেন। আপনাকে এটা দিতে বলা হয়েছে আমাকে', লোকটা বলল।

জেনারেল চিঠিটা নিয়ে ভাঁজ করে পেছনের প্যান্টে রেখে দিলেন, 'এগুলো সব আসল তো?'

'হ্যাঁ, সবকয়টার সিরিয়াল মিলবে', লডেন বললেন।

BanglaBook.org

লডেন ইঙ্গিতে সুপারবার্ডের কাছে জেনারেলকে নিয়ে গেল, এরপর গাড়িটার বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব সব বোঝাতে লাগল। দ্বিতীয় গাড়িটার কথা বলা শেষ হলে জেনারেল ওকে থামালেন।

'আপনি...' বলতে শুরু করতেই লডেনের ফোন বেজে উঠল।

'স্যরি', বলে ফোনটা রিসিভ করল লডেন। এক মিনিট শুনে জেনারেলের দিকে ফিরল।

'ওরা জানতে চায় আপনি এতে খুশি কি-না?' টেলিফোনে হাত চাপা দিয়ে বলল লডেন।

হ্যাঁ-বোধক মাথা নাড়ল জেনারেল।

'উনি বলেছেন ঠিক আছে', লডেন বলল ফোনে।

এক সেকেন্ড পর ফোনটা কেটে জেনারেলের দিকে ফিরল লডেন, 'কী যেন বলছিলেন?'

'বলছিলাম যে আজ রাতটা এখানেই থেকে যাওয়ার সময় হবে কি-না আপনার। গাড়ি নিয়ে কথা বলতে পারতাম আমরা', জেনারেল বলল।

'সময় হতেও পারে। আপনাদের দেশে বিয়ার পাওয়া যায়?' বলে হাসল লডেন।

'সবচেয়ে ভালো জিনিস পাবেন', বলে জেনারেলও হাসলেন।

'ভালো। তৃষ্ণার্ত অবস্থায় গাড়ি নিয়ে কথা বলা যায় না', লডেন বলল।

★★★

লাসা ভরে খুঁজে ফিরছে পো আর ওর দল, কিন্তু কোনো বৃটিশ বা আমেরিকান নাগরিক ধরা পড়েনি ওদের চোখে। ওর দলের ছয়জন লোকই তিব্বতী, কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা নেই পো'র। প্রথমত, আর সবার মতোই বিশ্বাসঘাতকদের ঘৃণা করে ও, আর পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোতে কাজ করা সব তিব্বতীই চাইনিজদের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, ওদের খোঁজার ধরনটা কিরকম এলোমেলো। মনে হয় না পো'র খুঁজতে থাকা লোকদের ব্যাপারে কোনো মাথা ব্যথা আছে তাদের। আর তাছাড়া পুলিশি নিয়ম-কানুনের ওপর তেমন প্রশিক্ষণ নেই ওদের।

পো বেচারার করার কিছুই নেই। তাই নিজেই দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করছে ও, আর আশা করছে শেষ পর্যন্ত সফল হবে।

BanglaBook.org

★★★

'কুত্তার বাচ্চারা, এটাতো একেবারে ভ্যাটিকানে অ্যাটম বোম লুকিয়ে রাখার মতো ব্যাপার!' রাগতস্বরে বলল ক্যাব্রিলো।

ঝুরেন মাত্রই গ্যাস রাখা জায়গাটার নাম বলেছেন। পোটালায় দালাইলামার বাসায় রাখা হয়েছে গ্যাস। তিব্বতের সবচাইতে পবিত্রতম স্থাপনাগুলোর একটা

ওটা। চাইনিজদের পরিকল্পনা অত্যন্ত নিচ হলেও, বুদ্ধিটা কিন্তু দারুণ। শহরের বাইরে একটা পাহাড়ের গায়ে পোটালা, বাতাস ঠিকঠাক বইলেই কয়েক মিনিটে লাসাকে গ্যাসে ভরে ফেলা সম্ভব।

সেং মাথা ঝাঁকিয়ে বিপ বিপ করতে থাকা রেডিওটা তুলে নিল, 'বলে যাও, ওরিগন।'

'ক্যাব্রিলো তোমার সাথে?'

'একটু ধরো', বলে রেডিওটা ক্যাব্রিলোর হাতে ধরিয়ে দিল সেং।

'হুয়ান', দ্রুত বলতে লাগল হেনলে, 'ভোটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আগামী কয়েক ঘন্টা ঠিক রাখো সব তাহলেই হয়ে যাবে।'

'রাশিয়ানদের খবর কী?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'মঙ্গোলীয়-তিব্বতীয় সীমান্ত থেকে পাঁচ ঘন্টার দূরত্বে আছে ওরা', দেয়ালের একটা মনিটরের দিকে তাকিয়ে বলল হেনলে।

'ওদের আরো আস্তে ধীরে আসতে বলো। ভোট শেষ হওয়ার আগে যেন সীমান্তে না পৌঁছায়। তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাবে কিন্তু', ক্যাব্রিলো বলল।

'আচ্ছা, তোমার ওখানে কী অবস্থা?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

'চাইনিজদের শেষ চালটাও ধরে ফেলেছি। গ্যাস দিয়ে কেয়ামত ঘটানোর ইচ্ছে ছিল ওদের', ক্যাব্রিলো বলল।

'কোথায় আছে আর কী ধরনের গ্যাস জানতে পেরেছ?' হেনলে জিজ্ঞেস করল।

রাসায়নিক মিশ্রণটার ব্যাপারে সব খুলে বলল ক্যাব্রিলো।

'আচ্ছা আমি দেখছি গ্যাসটা নিষ্ক্রিয় করার উপায় বের করা যায় কি-না', হেনলে বলল।

'যাক, শুনে স্বস্তি পেলাম', ক্যাব্রিলো কপট রসিকতা করল।

'তুমি যে এ কথাই বলবে, জানতাম আমি!' হেনলে জানাল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

## অধ্যায় : ৪৫

বঙ্গোপসাগরে ঢেউয়ের তালে তালে ওঠা-নামা করছে ওরিগন। ওদের দলের সবাইকে উদ্ধার করে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে ভেতরে। লাসার রাস্তায় মারামারির খবর মিডিয়ায় পৌছে গিয়েছে। টেলিভিশন ক্রু, রেডিও টিম, সংবাদপত্র আর ম্যাগাজিনের রিপোর্টারেরা দেশটায় ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কর্পোরেশনের সম্পৃক্ততা যাতে ফাঁস হয়ে না পড়ে সেকারণে আগে ভাগেই সটকে পড়তে হবে ওদের।

এতক্ষণ পর্যন্ত ঘড়ির কাটা মাফিকই হয়েছে সব, তবে এখনো একটা বোঝাপড়া বাকি আছে।

রাশিয়ানরা কৌশলে চাইনিজ আর্মিকে উত্তরে ঠেকিয়ে রেখেছে, কিন্তু বিমানবাহিনীর ঝুঁকিটা রয়েই গিয়েছে। বেইজিং বোম্বার আর ফাইটার প্লেনের স্কোয়াড্রনগুলোকে নির্দেশ দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মাটি থেকে আকাশপথে যুদ্ধ করার মতো তেমন কোনো সম্বল নেই দুংকার বাহিনীর কাছে। লাসায় বম্বিং করলে বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে।

একমাত্র আশা হচ্ছে, নিউজ মিডিয়া যদি চীনের প্রকৃত সত্যতার ওপরে আলোকপাত করতে পারে। টেলিভিশনের মাধ্যমে যদি সারা পৃথিবীকে দেখানো যায় যে তিব্বতীরা কীভাবে নিজ হাতে অত্যাচারীদেরকে দূরে ছুড়ে ফেলেছে আর তাদের প্রাণের নেতা দালাইলামা দেশের নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়েছেন, তাহলে চাইনিজরা বোমা মারলেই সেটা বর্বরতা হিসেবে আখ্যা পাবে। বিশ্বজুড়ে ব্যাপক নিন্দার ঝড় বয়ে যাবে চীনের বিরুদ্ধে।

হেনলে ভুটানে একটা কল করে সি-১৩০-কে ওর দলের সবাইকে নিয়ে ফিরে আসার জন্যে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলো।

★★★

'ক্লাইম্বার ওয়ান বলছি, রেস্কিউ শুনতে পাচ্ছো?' মার্ফি বলল।

দুইপাশে উঁচু নিচু চূড়াওয়ালা পাহাড়ি এলাকার ওপর দিয়ে বেল-২১২ চালাচ্ছে গার্ট। কয়েক মাইল দূরে একটা হেলিকপ্টার দেখা যাচ্ছে। বাইনোকুলার দিয়ে দেখছে মার্ফি। রোটর ব্লেড ঘুরতে শুরু করল, আস্তে আস্তে গতিপ্রাপ্ত হয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল পাখাটা।

BanglaBook.org

'রেস্কিও ওয়ান বলছি', কো কো করে উঠল রেডিওতে, 'আমরা তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, অনুসরণ করব।'

হেলিকপ্টারটাকে ওপরে উঠতে দেখল মার্ফি, এরপর সামনে এগোতে লাগল ধীরে ধীরে। পেছনে গলা বাড়িয়ে দেখে নিল হেলিকপ্টারটা পিছু পিছু আসছে কি-না।

'কেমন লাগছে তোমার?' ইন্টারকমের মাধ্যমে গার্টকে জিজ্ঞেস করল মার্ফি।

'মনে হচ্ছে ঘাড়ে একটা গাধায় লাথি মেরেছে। তবে খুব বেশি খারাপ লাগছে না', গার্ট জানাল।

'গ্যাম্পো ব্যান্ডেজে কী দিয়েছে বলো তো?' মার্ফি জানতে চাইল।

'প্রাচীন তিব্বতীয় কিছু একটা। আশা করছি আর কিছু লাগাতে হবে না', গেজের দিকে তাকিয়ে বলল গার্ট।

'ওরিগনের সাথে কথা হয়েছে আমার। একজন পাইলট তোমাকে ভুটানে নিয়ে যাবে', মার্ফি বলল।

'ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে, আমিতো ভেবেছিলাম মরেই যাবো', গার্ট বলল।

'আমিও সেই ভয়টাই পেয়েছিলাম', মার্ফি বলল।

★★★

চাইনিজদের কাছে লাসা-যুদ্ধ সমাপ্ত। কিং যখন অস্ত্রধারী গাড়িবহরটা থামিয়ে দিলো তখনই ওরা হার মেনে নিয়েছে। তারপর থেকেই দুংকার বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

জেনারেল রিম্পোশের অধীনস্থ দলটা লাসায় ছড়িয়ে পড়েছে। চাইনিজ সৈন্যদেরকে তাদের ব্যারাক বা অন্য যেখানে পাচ্ছে ধরে আনছে। মোটর পুলের ওখানে রক্তক্ষয়ী একটা যুদ্ধ হলো, তবে চল্লিশ মিনিট পর তিব্বতীদেরই জয় হলো।

'শহরে এতটুকুই লাল রঙ অবশিষ্ট ছিল', মোটর পুলের বেড়া দেয়া উঠোনে ঢুকে পড়ার সময় একজন দুংকার যোদ্ধা বলল।

জেনারেল রিম্পোশ একটা চাইনিজ জিপে বসে আছে, তার এক পায়ের নিচের দিকে ব্যান্ডেজ করা। যুদ্ধের শেষবার আক্রমণ করার সময় পায়ে একটা গ্রেনেডের শার্পনেল এসে লেগেছে তার।

'ট্যাংক তিনটা আর আটক করা গাড়ি তিনটায় দালাইলামার প্রতীক এঁকে দাও। এরপর আমাদের সৈন্যদেরকে জানিয়ে দাও এগুলো এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে', কাশতে কাশতে বলল সে।

হন্তদন্ত হয়ে তাই করতে লাগল আদেশপ্রাপ্ত লোকটা, এমন সময় রিম্পোশের সাহায্যকারী এগিয়ে আসল।

'মোটামুটি গাড়ি চালাতে পারে এরকম এক ডজন মানুষ খুঁজে পেয়েছি আমি। গাড়িগুলো রঙ করা হয়ে গেলেই রাস্তায় নামাতে পারব আমরা', সহযোগী বলল।

BanglaBook.org

'ভালো। সবকিছু যে আমাদের দখলে সেটা সবাইকে দেখাতে হবে', রিম্পোশ বলল।

ঠিক সেই সময়েই গংগারের দিক থেকে একটা হেলিকপ্টার এগিয়ে আসতে শোনা গেলো। পোটালার দিকে এগিয়ে গেলো সেটা।

★★★

ডিটেক্টিভ পো আর তার সাথের তিব্বতীরা একদল লোকের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে কেবল, ওদেরকে ধরতে চাইছিল লোকগুলো। শহরের পূর্ব প্রান্তে আছে এখন ওরা। পো'র মিশন একেবারেই ভেস্তে গিয়েছে। ওর বর্ণনামতো কোনো লোকের সন্ধান দিতে পারছে না কেউই, কেউ কেউ আবার মিথ্যাও বলছে। কিছুক্ষণ পর অবস্থা আরো গুরুতর হয়ে গেলো। গত আধাঘণ্টায় পো বুঝতে পেরেছে যে স্রোত উল্টে গিয়েছে।

নিজেকে এখন শিকার বলে মনে হচ্ছে ওর, মোটেও শিকারি নয়।

পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোতে ওর শেষ কলটার উত্তর দেয়া হয়নি। যদিও অতিকল্পনা হতে পারে, তবুও ওর কাছে মনে হচ্ছে ওর সাথের তিব্বতীয়রা এখন অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে ওকে।

এমন সময় মাথার ওপর দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে গেলো, একটু পর সেটা পোটালার সমভূমিতে নামতে আরম্ভ করলো।

'ট্রাক থামাও', পো আদেশ করল।

ড্রাইভার গতি কমিয়ে থামাল গাড়িটা। হেলিকপ্টারটা দুশো গজ দূরে, মাত্রই মাটি স্পর্শ করেছে। পাখার বাতাসে ওড়া ধুলো পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল পো। তারপর বাইনোকুলার দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো কে-কে আছে হেলিকপ্টারে। দলের প্রধান একটা হেলমেট পরে আছে, বাকি সবাইকে প্রাসাদের ভেতরের একটা জায়গার দিকে নির্দেশ করল। তারপর তার বেল্ট থেকে একটা পোর্টেবল ফোন বের করল। কথা বলার জন্য হেলমেট খুলল লোকটা।

বাইনোকুলার দিয়ে তাকিয়ে রইল পো। লোকটার চুল সোনালি, ক্রু কাটে ছাঁটা। চেহারাটা চেনে চেনা লাগছে খুব। মনে করার চেষ্টা করতে লাগল পো।

★★★

'ম্যাক্স, তুমি সিওর?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'আমি কেবল কনফার্মেশন পেয়েছি', হাজার কিলোমিটার দূর থেকে বলল হেনলে।

'ভালো, ভেতরে যাচ্ছি আমি', ক্যাব্রিলো বলল।

'মিডিয়ার লোকেরাও রওনা দিয়েছে। দালাইলামা ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া ত্যাগ করেছেন। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই লাসায় পৌঁছে যাবেন তারা। ওখানকার কাজটা দ্রুত সারতে হবে তোমাকে। সি-১৩০-কে থিম্বু থেকে পাঠিয়ে দিয়েছি

BanglaBook.org

আমি। সেং সবাইকে একসাথে জড়ো করছে। কাজ শেষ করেই বেরিয়ে পড়ো ওখান থেকে।'

'প্লেনে যেন বিয়ারের ব্যবস্থা থাকে, আগেই বলে দিচ্ছি', ক্যাব্রিলো বলল, হাসছে।

'অবশ্যই থাকবে', হেনলে বলল।

★★★

হাসি। ব্যান্ডের লোকটারও এই একই হাসি। পো **বাইনোকুলারটা কেসে ভরে** রেখে ড্রাইভারের দিকে ঘুরল, 'পোটালায় চলো।'

★★★

'ঐ ওপরে নিয়ে মাল নামাও', সম্পূর্ণ সাদা প্যালেসটার মাঝখানের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ক্যাব্রিলো, 'এরপর খোঁজা শুরু করো। খোঁজা শেষে লম্বা অংশের ওদিকের উঠোনে এসে আমার সাথে দেখা করবে।'

দুংকারের দলটার প্রধান মাথা ঝাঁকাল।

'সিঁড়ি ধরে নিচের তলাগুলো দেখতে যাচ্ছি আমি', হেলিকপ্টারের ভেতর থেকে একটা অক্সিজেন ট্যাংক নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে বলল ক্যাব্রিলো। নোজ ক্লিপ লাগিয়ে, অক্সিজেনের প্রবাহ চালু করে সিঁড়ি বাইতে লাগল ও।

কয়েক মিনিট পর হেলিকপ্টার দুংকার যোদ্ধাদের আর মালপত্র নামিয়ে দিলো। চার মিনিট পরে পো আর পাবলিক সিকিউরিটি মেম্বারদের ট্রাকটা এসে থামল সিঁড়ির সামনে। পো হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল, পেছনে অন্যরা অনুসরণ করে আসছে। ক্যাব্রিলো ততক্ষণে দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

ট্রাকের পাশেই যাত্রী শূন্য হেলিকপ্টারটা রয়ে গিয়েছে। পাইলট ওরিগুনকে ট্রাকটার ব্যাপারে রেডিওতে জানাচ্ছে।

'পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর গাড়ি', সে জানাল।

'ক্যাব্রিলোকে জানিয়ে দিচ্ছি আমি, 'তবে এখন এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সময় নেই। রাডারে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক কিছু ধরা পড়ছে। সেগুলোর উৎস খুঁজে পাইনি এখনও। মাথার ওপরে খেয়াল রেখো', হেনলে বলল।

BanglaBook.org

★★★

জর্জ এডামস দুবার চাইনিজ অ্যাটাক হেলিকপ্টারটা থামিয়ে তেল ভরে নিয়েছে। চাক গুন্ডারসনের এখনো অর্ধেক ট্যাংক ভরা আছে। ওদের মিশনের বেশিরভাগটাই শেষ। মোটর পুলের মারামারিতে সাহায্য করতে ডাকা হয়েছিল গুন্ডারসনকে। কিন্তু দুংকারেরা এত দ্রুত নিয়ন্ত্রণ বুঝে নিয়েছে যে ওদেরকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয়নি। গুলি করার মতো পরিষ্কার কোনো টার্গেট এখনো পায়নি

এডামস। গত বিশ মিনিটে পরিস্থিতি পাল্টেছে। লাসা এখন দুংকারের নিয়ন্ত্রণে, শুধু হঠাৎ হঠাৎ দু-একটা গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে। যুদ্ধ প্রায় শেষ–দুজনেই স্পষ্ট বুঝতে পারছে সেটা।

'গর্জিয়াস জর্জ, আমি টিনি', রেডিওতে বলল গুন্ডারসন।

'হাই, চাকি। তুমিও কী আমার মতো বিরক্ত হয়ে পড়েছ নাকি?' এডামস জিজ্ঞেস করল।

'আমি তোমাকে বলছি....', বলতে শুরু করল গুন্ডারসন।

'ক্লাইম্বার ওয়ান বলছি', মার্ফি বলল, 'তিনটা চাইনিজ ফাইটার আমাকে আর রেস্কিউ ওয়ানকে পার হয়ে গেলো। গংগার থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে আছি আমরা। লাসার দিকে যাচ্ছি।'

'সংগঠনের সকল সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ওরিগন বলছি', হেনলে বলল, 'উত্তর দিক থেকে আসা তিনটা ফাইটারকে শনাক্ত করেছি আমরা। ভাবভঙ্গি সুবিধার ঠেকছে না। লুকিয়ে পড়ো সবাই। সব আক্রমণকারী দল রিপোর্ট করো এখুনি।'

'প্রিডেটর রেডি', লিংকন ভুটানের স্টেশন থেকে বলল।

'এট্যাক ওয়ান রেডি', এডামস বলল।

'গানশিপ ওয়ান রেডি', গুন্ডারসন বলল।

'আমি দুঃখিত। নিচু হয়ে রাডার ফাঁকি দিয়ে এসেছে ওরা। এজন্যেই আগে ধরতে পারিনি। কয়েক মিনিটের মাঝেই পৌঁছে যাবে ওরা', হেনলে জানাল।

লাসার উত্তরের গিরিপথটা তিনটা ফাইটারের গর্জনে মুখরিত হয়ে উঠল।

★★★

বিশাল একটা প্রার্থনা কক্ষে এসে পৌঁছেছে ক্যাব্রিলো, এটা থেকে আবার ছোট ছোট অনেক রুম বেরিয়েছে। প্রত্যেকটা রুমেই খুঁজে দেখছে ও, তাই গতি বেশ ধীর। পো আর ওর দল সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। দরজার বাইরে থেমে পিস্তল বের করে ভেতরে উঁকি দিল পো। কাউকে দেখতে না পেয়ে ভেতরে ঢুকল সে। একটা স্টোররুমে কাঠের বক্সের গাদায় খুঁজে ফিরছে ক্যাব্রিলো, বিষাক্ত গ্যাসের দিকে ওর মনোযোগ। বাইরে যে পো আর পো'র দল রয়েছে সে ব্যাপারে তাই কোনো খেয়ালই নেই। পুরোনো বই, স্ক্রোল আর নথিপত্রতে ঠাসা বক্সটা। হাত মুছে রুমটা থেকে বের হল ও।

দরজার বাইরেই ক্যাব্রিলোর বুকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে পো। পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর পাঁচজন সদস্যের হাতেই রাইফেল, সেগুলোও ওর দিকে তাক করা।

হাসল ক্যাব্রিলো, 'শুভ সকাল, ভাইসব', স্বাভাবিকভাবেই বলল ও, 'চুল্লীর ছাকনিটা পালটে দিলাম, তুষার পড়া শুরু হলে আর কষ্ট হবে না।'

BanglaBook.org

ম্যাকাও পুলিশ বাহিনীর ডিটেক্টিভ লিং পো আমি, 'খুন আর চুরির দায়ে আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো।'

'খুন? আমি কাউকে খুন করিনি', শান্তকণ্ঠে বলল ক্যাব্রিলো।

'আপনি বুদ্ধমূর্তি চুরি করতে গিয়ে তিনজন চাইনিজ নাগরিককে মেরে রেখে এসেছেন।'

'আপনি কী চাইনিজ নেভির আক্রমণের ব্যাপারটা বোঝাতে চাচ্ছেন? ওরাই শুরু করেছিল প্রথমে', ক্যাব্রিলো বলল।

সেই মুহূর্তে প্রথম ফাইটার প্লেনটা লাসার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, নরক ভেঙে পড়ল সাথে সাথেই।

★★★

মার্ফির সতর্কবাণী এডামস আর গুন্ডারসনকে প্রস্তুত হতে যথেষ্ট সময় পাইয়ে দিয়েছে। এডামস লাসার পশ্চিমে একটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল, ওর লেজ ফাইটার তিনটার দিকে তাক করা। গুন্ডারসন পাহাড়ের আরেক পাশে গিয়ে গুলি করার জন্য মিনি গান রেডি করল। প্রিডেটর আস্তে আস্তে লাসাকে আবর্তন করছে, এলাকাটার প্রতিরক্ষা করতে প্রস্তুত।

ফাইটারগুলো লাসার ওপর দিয়ে গুলির ফোয়ারা ছুড়ে অসংখ্য তিব্বতীকে মেরে উড়ে গেল এয়ারপোর্টের দিকে। এক মিনিটের একটু পরেই এয়ারপোর্টের কাছে পৌঁছে গেল ফাইটারগুলো, এন্টিএয়ারক্রাফট গান ঝলসে উঠল এবার। এর মাঝ দিয়েই উড়ে এয়ারপোর্ট পার হয়ে গেল সামনের ফাইটারের প্লেনটা, বায়ে ঘুরে লাসার দিকে ফিরে গেল। পাহাড়ের বিপরীত একটা হেলিকপ্টার উদয় হলো। ওটার নিচ থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বের হলো আর তার ভেতর থেকে একটা আগুনের বর্শা ছুটে এলো।

ভিডিও ক্যামেরার দিকে চোখ এডামসের, ফাইটারের দিকে মিসাইল ছুটে যেতে দেখল ও। বিমানের শরীরের দিকে তাক করেছিল ও, গিয়ে লেগেছে পাখায়। পাইলট বিমান ছেড়ে প্যারাশ্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ল।

বইয়ে পড়া সূত্র অনুযায়ী, পেছনের ফাইটারের প্লেনটা ডান দিকে মোড় নিলো। রাডার স্ক্রিনে ডানে কিছু একটা উদয় হতেই পিঠটান দিলো লাসার দিকে। কিন্তু কিছু করার আগেই একটা চাইনিজ মালবাহী বিমান উদয় হলো দৃশ্যপটে। নিজ দেশের প্লেন দেখে গুলি করবে কি-না দোটানায় ভুগল পাইলট।

'গুলি করো', পেছনে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল গুন্ডারসন।

প্রথম গুলিতেই ফাইটারটার একপাশ এমনভাবে উড়ে গেলো যেন কেউ শটগান দিয়ে একটা হাসকে গুলি করেছে। ফাইটারটা দৃষ্টিসীমার বাইরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত গুলি অব্যাহত রাখল লোকটা।

'আমার মনে হয় ওটার আর কিছু আস্ত নেই, থামো এবার', গুন্ডারসন বলল।

BanglaBook.org

গুনডারসন বাঁক নিয়ে এক ঝলক দেখতে পেল ফাইটারটাকে, দুমড়ে মুচড়ে জ্বলতে জ্বলতে একটা পাহাড়ের ওপরে গিয়ে পড়ছে। এটা থেকে কেউ পালাতে পারেনি।

তৃতীয় ফাইটারটা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হচ্ছে বুঝতে পেরে উপরের দিকে উঠতে লাগল। প্রিডেটর ওর পিছু পিছু যাচ্ছে।

'চারটা পাঠাও', রেডিওতে বলল লিংকন। সবকটি মিসাইল রওনা দিলো ফাইটারটার দিকে।

ফাইটার জেটটা স্বর্গ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ধান্দায় ছিল, তবে পেছনে লেগে থাকা মিসাইলগুলো আরো বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন।

নিচের তিব্বতীরা দেখতে পেলো ফাইটারটা থেকে সাদা ধোঁয়ার একটা রেখা বের হচ্ছে, তার ঠিক পেছনেই আরো দুটো জমজ ধোঁয়ার রেখা ছুটছে। কিছুক্ষণ পরেই লাসার আকাশে একটা আগুনের গোলা ফেটে পড়ল। ফাইটার তিনটা আর কখনো আক্রমণ করতে পারবে না।

★★★

'গিয়ে দেখো তো কী হচ্ছে বাইরে', তিব্বতীদের একজনকে নির্দেশ করল পো।

লোকটা বেরিয়ে এসে তাকাল শহরের দিকে। 'প্লেন অ্যাটাক', ফিরে আসার সময় বলল সে।

'তাহলে চাইনিজরা শহরে আক্রমণ করেছে। কয়েক মিনিট পরে....'

এমন সময় ক্যাব্রিলোর টেলিফোন বেজে উঠল, ফোনটা ধরল ও।

'এক্সিউজ মি', রিসিভারের ওপরে হাত রেখে বলল পো-কে।

'ঠিক আছে। আচ্ছা, ভালো। না, না এখনই না। একটু ঝামেলা হয়েছে। একজন ম্যাকাও পুলিশম্যান...'

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে ক্যাব্রিলোর টেলিফোনটা বাড়ি মেরে মেঝেতে ফেলে দিল পো।

'এটা করা উচিত হয়নি আপনার। ফোনটার ওয়ারেন্টি নেই', ক্যাব্রিলো বলল পো-কে।

পো রেগে আছে, ক্রমশই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। এখনই সেটা ফিরে পাওয়া চাই তার।

লাইন না কাটায় ওরিগনে হেনলে এখনো শুনে যাচ্ছে সব।

'দেয়ালে হাত রেখে দাঁড়ান', ক্যাব্রিলোকে পাথুরে দেয়ালে ঠেসে পিছিয়ে এলো পো।

ক্যাব্রিলো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কী ঘটছে বুঝতে শুরু করেছে।

'কী ভাবেন নিজেকে পো? নিজেই বিচারক, জুরি, নিজেই জল্লাদ?' হিসিয়ে উঠল ও।

'লোকেরা, সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ো সবাই', পো আদেশ দিল।

BanglaBook.org

তিব্বতীরা সারি বেঁধে রাইফেল কাঁধে নিয়ে দাঁড়াল।

ওরিগনে হেনলের পাশে দাঁড়িয়ে শুনছে স্টোন, 'স্যার, কী করব আমরা?'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল হেনলে।

'ম্যাকাও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তোমাকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করছি আমি। এই মুহূর্তে, এইখানে ফায়ারিং স্কোয়াডের হাতে প্রাণ দিতে হবে তোমাকে', পো বলল।

আতংক নিয়ে হেনেলের দিকে তাকিয়ে আছে এরিক স্টোন, হেনলের চেহারা এখনো ভাবলেশহীন।

'শেষ কোনো কথা বা ইচ্ছে আছে তোমার?' পো জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, বোকার মতো এই কাজ করা বন্ধ করো এক্ষুনি। কাছে-পিঠেই কোথাও একটা বিষাক্ত গ্যাস লুকানো, দ্রুত ওটা খুঁজে না পেলে আমরা সবাই মারা পড়ব', ক্যাব্রিলো বলল।

'যথেষ্ট হয়েছে বকোয়াজ। লোকেরা গুলি করতে তৈরি হও', পো গর্জন ছাড়ল।

ক্যাব্রিলো ওর ক্রু কাটে ছাঁটা চুলে হাত বুলিয়ে হাসল, তারপর চোখ টিপ দিল।

'ফায়ার!' পো চিৎকার করল।

এক ঝাঁক গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো চারপাশে, প্রার্থনা কক্ষ গান পাউডারের গন্ধে ভরে উঠল।

★★★

'ঐতো ওগুলো', দুংকার নেতা বলল।

তিনটা স্টেইনলেস স্টীলের বাক্সে চাইনিজ ছাপ মারা। গ্যাস নষ্ট করার যন্ত্রপাতি বের করা শুরু করলো ও, তারপর রাবার গ্লাভস আর গ্যাস মাস্ক পরে নিলো। ঝুরেন যেখানকার কথা বলেছে গ্যাস ঠিক সেখানেই আছে।

'আমেরিকান লোকটাকে দেখেছ কেউ?' দুংকার নেতা জিজ্ঞেস করল।

না-বোধক জবাব আসল।

'ধীরে ধীরে নষ্ট করে ফেলো গ্যাস, আমি নিচতলায় যাচ্ছি। খুঁজে পেয়েছি সেটা জানিয়ে আসি', দুংকার নেতা বলল।

BanglaBook.org

★★★

ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেলে দেখা গেলো ক্যাব্রিলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে। পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর একজন অফিসার এগিয়ে এসে হোলস্টার থেকে পোর পিস্তলটা বের করে নিয়ে নিল। এরপর চাপড়ে পরীক্ষা করে দেখল আর কোনো অস্ত্র-শস্ত্র আছে নাকি।

'গুলি তো লাগলো না', ক্যাব্রিলো বলল। চিবুকে একটা পাথর কুচির আঘাতে বেরোনো রক্ত মুছে ফেলল।

হেনলের দিকে তাকাল স্টোন, হেনলে হাসল। 'তিব্বতীরা আমাদের পক্ষে, ওরা শুরু থেকেই আমাদের সাথে ছিলো', বুঝিয়ে বলল ও।

বাতাসে হাত উঁচিয়ে দুই পাশে ছড়িয়ে দিয়ে হতাশা প্রকাশ করল স্টোন। 'কেউই কিছুই বলে না আমাকে', ও বলল।

দুংকার নেতা যখন রুমটায় প্রবেশ করল তখন ক্যাব্রিলো ওর টেলিফোনটা তুলছে। হতভম্ব চেহারায় রুমটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। দেয়ালে গুলির আচড়ে একজন মানুষের প্রতিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। পাঁচজন পিএসবি অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে রাইফেল হাতে, একজন অফিসার একটা লোককে হ্যান্ডকাফ পরাচ্ছে।

'গ্যাস খুঁজে পেয়েছি, স্যার। নষ্ট করাও শুরু করে দিয়েছি', দুংকার নেতা বলল।

নিচু হয়ে টেলিফোনটা তুলে নিল ক্যাব্রিলো, 'হেনলে শুনেছ?'

'হ্যাঁ, হুয়ান। এখন ঐ নরক থেকে বেরিয়ে আসো', হেনলে বলল।

ভাঁজ করে টেলিফোনটা পকেটে রেখে দিল ক্যাব্রিলো। 'তোমার নাম নোরকুয়ে, তাই না?' পিএসবি অফিসারদের নেতাকে বলল ক্যাব্রিলো।

'জ্বি, স্যার', অফিসার জবাব দিল।

'গ্যাসটা ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করো দুংকারকে। এরপর পোটালার নিরাপত্তা নিশ্চিত করো। জেনারেল রিম্পোশ তোমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। আর সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ', ক্যাব্রিলো বলল।

নোরকুয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'স্বাধীন তিব্বতের জন্য', চেঁচিয়ে বলল ক্যাব্রিলো।

'স্বাধীন তিব্বতের জন্য', সবাই গলা মেলাল এবার।

দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল ক্যাব্রিলো।

'স্যার, আর একটা ব্যাপার', নরকুয়ে বলল।

ক্যাব্রিলো থামল।

'ওনাকে নিয়ে কী করব?' পোকে দেখিয়ে বলল নোরকুয়ে।

'ছেড়ে দাও', ক্যাব্রিলো হাসল।

দরজার হাতল ধরে আবার ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু তার কাগজপত্র আর ইউনিফর্ম রেখে দাও, সব জায়গায় পুলিশগিরি দেখানোর অভ্যাস তার।'

তারপর দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসল বাইরে। হেলিকপ্টারে চড়ে পাঁচ মিনিটের মাঝেই গংগার এয়ারপোর্টে চলে আসল ও। দশ মিনিট পর ও আর ওর দল সি-১৩০-এ করে আবার আকাশে উড়ল। কিছুক্ষণ পরই ভাড়া করা হেলিকপ্টারগুলোর পাশ কাটালো ওরা, ভুটানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওগুলো। সি-১৩০-এর পাইলট পাখা নেড়ে সম্ভাষণ জানালো ওদের, জবাবে হেলিকপ্টারগুলোও লাইট জ্বেলে বিদায় জানালো।

বিমান ঘুরে আরেক দিকে রওনা দিলো, এরপর অল্প সময়ের মাঝেই ওরিগনে পৌঁছে যাবে।

BanglaBook.org

## অধ্যায় : ৪৬

বেইজিং-এ তিব্বতের ঘটনা পৌঁছে যেতেই, একটা জরুরি মিটিং ডাকা হলো।

প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের সামনে কী কী পথ খোলা আছে?'

'লাসায় একদল বোম্বার পাঠাতে পারি আমরা। এরপর হামলার জন্য একদল প্যারাট্রুপার প্রস্তুত করা যায়', চাইনিজ এয়ার ফোর্সের প্রধান বললেন।

'কিন্তু তাতে তো মঙ্গোলীয় সীমান্তে আমাদের শক্তি কমে যাবে', জিনতাও মন্তব্য করলেন, 'রাশিয়ানদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সর্বশেষ গোয়েন্দা রিপোর্ট কী?'

চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের প্রধান ছোটোখাটো পেটওয়ালা মানুষ। কথা বলার আগে চশমা ঠিক করে নিলেন উনি, 'রাশিয়ানরা যে পরিমাণ সৈন্য জড়ো করেছে তাতে আমাদের কিংহাই প্রদেশের দিকে আগানো সৈন্যরা টিকতে পারবে না। ওরা আকাশপথেও আক্রমণ করলে কিংহাই আর জিনজিয়াং প্রদেশ অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিম সীমান্তই হারাতে হবে আমাদের।'

'এতে তো ওরা লুপ নূরে আমাদের গোপন অস্ত্র কারখানা আর স্পেস প্রোগ্রামের দখল পেয়ে যাবে', জিনতাওয়ের কণ্ঠস্বরে দুশ্চিন্তা।

'আমারো তাই আশংকা', ইন্টেলিজেন্সের প্রধান বলল।

'ঠিক আছে..., বলতে শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট, কিন্তু তার সহকারী এসে কানে কানে কী যেন ফিস ফিস করে বলল।

'আপনারা আলোচনা চালিয়ে যান। আমার একটু একজনের সাথে দেখা করতে হবে। রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত দেখা করার জন্য গোয়ার্তুমি শুরু করেছেন, নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে গিয়েছেন উনি', জিনতাও বললেন।

রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত বাইরের একটা অফিসে বসে আছেন। জিনতাও রুমে ঢুকলে উঠে দাঁড়ালেন উনি।

'মি. প্রেসিডেন্ট', ব্যগ্র কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'আগেই চলে আসার জন্যে দুঃখিত। তবে আমাদের প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে তাৎক্ষণিকভাবে দেখা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।'

BanglaBook.org

'আপনি কী যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে এসেছেন?' জিনতাও সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বাইরের বাগান দেখা যায় এরকম একটা জানালার পাশে সোফায় বসতে ইঙ্গিত করলেন জিনতাও।

সোফার বা প্রান্তে বসলেন রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত, জিনতাও ডান দিকে।

'মি. প্রেসিডেন্ট,' বলতে শুরু করলেন উনি, স্যুট-প্যান্ট সোজা করে নিচ্ছেন, 'একটা ব্যবসায়িক প্রস্তাব নিয়ে এসেছি আমি, দুই দেশেরই দুশ্চিন্তা কমবে এতে। সাথে আপনার দেশের অর্থনীতিও আগের মতো নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারবে।'

উত্তর দেয়ার আগে ঘড়ির দিকে তাকালেন জিনতাও, 'আপনার হাতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় আছে।'

চার মিনিটেই রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত সব বুঝিয়ে বলল।

'তার মানে আপনাদের ধারণা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ভোটে জিততে পারবেন আপনারা?' জিনতাও জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, আমরাই জিতব', রাষ্ট্রদূত জবাব দিলেন।

'ভোটের ফলাফল মেনে নিলে বা এর পক্ষে ভোট দিলে চীনের কী লাভ?' জিনতাও জিজ্ঞেস করলেন।

রাশিয়ান অ্যাম্বাসেডর হাসলেন, 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা?'

'আমি তেলক্ষেত্রের আরো বড় অংশের ভাগ চাই।'

দুই মিনিট পরে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত জিনতাওকে রাজি করিয়ে ফেললেন।

'আমাকে একটা ফোন করার সুযোগ দিন, মি. প্রেসিডেন্ট', রাষ্ট্রদূত বললেন।

'ওদেরকে বলুন আপনাদের সাজোয়া গাড়ির সারি এখুনি থামিয়ে দিতে। স্যাটেলাইট ছবি দেখে নিশ্চিত হতে চাই আমি', প্রেসিডেন্ট জিনতাও বললেন।

আট মিনিট পরে নতুন প্রস্তাবনায় দুই পক্ষ সম্মত হলো আর রাশিয়ান সাজোয়া বহরও থেমে গেল। জাতিসংঘে ভোটাভুটির পড়ে বাকি চুক্তি সম্পাদিত হবে।

★★★

রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত যে মুহূর্তে মস্কোতে কল করছিলেন সেই মুহূর্তেই কর্পোরেশনের লোকেরা সি-১৩০-এ চেপে ইন্ডিয়া পার হচ্ছিল। ওদের ডান পাশ দিয়ে দালাইলামাকে বহনকারী জেটটা পার হয়ে গেল। জেটের পাইলট পাখা নাড়ল, সি-১৩০-এর পাইলটও একই কাজ করল।

এক ঘণ্টার মাঝেই দলটা কলকাতায় পৌঁছে গেল। সি-১৩০ মাটি স্পর্শ করার কয়েক মিনিটের মাঝেই কর্পোরেশনের উভচর প্লেনে করে জাহাজের দিকে উড়াল দিল ওরা।

৩১ মার্চের সূর্যাস্তের সময় ওরিগন বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ থেকে যাত্রা শুরু করল।

BanglaBook.org

ডেকে দাঁড়িয়ে হেনলে আর ক্যাব্রিলো সূর্যাস্ত দেখছে।

'তুমি কলকাতা ছাড়ার পর ওভারহল্ট ফোন করেছিল আমাকে', হেনলে বলল।

'কি বলেছে বুঝতে পারছি। ভালো কাজ দেখিয়েছ, ডাকযোগে চেক পাঠিয়ে দিয়েছি, এসব হাবিজাবি নিশ্চয়ই?' ক্যাব্রিলো বলল।

'তাতো বলেছেই। তবে এবার টাকা পাঠিয়েছে তার যোগে ডাকে না, হ্যালপার্ট চেক করে দেখেছে সেটা, ' হেনলে জানাল।

'আর কিছু?' ক্যাব্রিলো জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের জন্য আরেকটা কাজ পাঠিয়েছে', হেনলে বলল।

'কোথায়?' ক্যাব্রিলোর প্রশ্ন।

'মধ্যরাতের সূর্যের দেশে, আর্কটিক সার্কেল', হেনলে বলল।

নোনা বাতাসে শ্বাস টানল ক্যাব্রিলো, তারপর জাহাজের ভেতরে ঢোকার জন্য হাঁটতে শুরু করল। 'আসো, ডিনারের পরও বুঝিয়ে বলতে পারবে।'

'ডিনারের সাথে ড্রিংক যা জমবে না! কিউবার পরে আজতক একটা ককটেল গিলিনি আমি!' হেনলে বলল।

'কিউবা! মনে হচ্ছে একবছর পার হয়ে গিয়েছে!' নস্টালজিক হয়ে পড়েছে ক্যাব্রিলো।

BanglaBook.org

# পরিশিষ্ট

সময়ের বুননে খোদাই হয়ে থাকে ইতিহাস, আর তার মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন কিছুক্ষণ আসে যেগুলো এতোটাই নিখুঁত যে তা নকল করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই ক্ষণগুলো এক অবাস্তব আবহে ঘেরা থাকে, এরকম দৃশ্যই ছবিতে ধারণ করে রাখা উচিত, এই দৃশ্যগুলোই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের স্মৃতিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

সচরাচর ঘটে না এসব, স্কি খেলার নিখুঁত বাঁকের মতোই দুষ্প্রাপ্য এসব, তপ্ত রোদে বাড়িতে বানানো আইসক্রিমের মতোই সুস্বাদু। এসব মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে আশা হারাতে নেই। মনে করিয়ে দেয় যে প্রতিশ্রুতি পূরণ হবেই। এখনো জন্মায়নি সেসব প্রজন্মের জন্য টিকে থাকে এসব ঘটনা।

লাসায় দালাইলামার প্রত্যাবর্তন এরকমই একটা ঘটনা।

১ এপ্রিল, ২০০৫। বাতাসহীন পরিষ্কার একটি সকাল। শহর ঘিরে রাখা তুষার ঢাকা পর্বতগুলো এত কাছের মনে হচ্ছে যে মনে হয় আঙুলের ডগা দিয়েই পর্বতের চূড়া স্পর্শ করা যাবে। আশ্চর্য রকমের জীবন্ত লাসার বাতাস। সে বাতাস দশকের পর দশক নীরবে প্রতীক্ষা করতে থাকা মানুষগুলোর ফুসফুসে ঢুকে যুদ্ধের আগুন প্রশমিত করে দিচ্ছে।

'অভাবনীয়', লস এঞ্জেলেস নিউজ পেপারের এক সাংবাদিক বলল শান্তস্বরে।

সাংগ্রি-লা থেকে দেখে পোটালা প্যালেসটাকে মরীচিকার মতো চিকচিক করছে বলে মনে হচ্ছে। প্যালেসের চারপাশের পাহাড়-পর্বত লাল নীল ফুলে ছেয়ে আছে, রঙিন ঝর্না সৃষ্টি করে নিচেও নেমে গেছে ফুলের দঙ্গল। হলুদ রোব পরা এক হাজার বুদ্ধ সন্ন্যাসীতে ছেয়ে আছে সিঁড়ির নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত। নিচের ইমারতগুলোর ছাদের একাংশ দেখা যাচ্ছে, কাঠামোর সাদা পাথরগুলো দেখে মনে হচ্ছে অত্যাচারীর সাথে সাথে সব ময়লাও যেন কর্পূরের মতো উড়ে গেছে। অনেক উঁচুতে অলসভাবে একটা বাজ পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে।

BanglaBoi.org

প্রিয় মানুষটা ঘরে ফিরছে।

প্রায় এক মাইল দূরে, পোটালার নিচের বিস্তৃত সমতল তৃণভূমিতে একটা বাঁকানো কাঠের কাঠামোতে একটা ঘণ্টি ঝোলানো। একজন সন্ন্যাসী সেটার দিকে এগিয়ে গেলো। সোনার কারুকাজ করা একটা সিংহাসনে বসে থাকা

দালাইলামার দিকে তাকাল সে। সিংহাসনটা সিল্কে মোড়া, নিচের পায়া কাঠের। ছয়জন শক্তপোক্ত সন্ন্যাসী উঁচু করে ধরলো আসনটা।

সন্ন্যাসী ছয়জন একটা এক শব্দের স্লোগান দিতেই কাঠ-চামড়ার হাতুড়িটা দিয়ে ঘন্টায় আঘাত করল আগের সন্ন্যাসীটা।

ঘন্টির শব্দে বাতাস ভরে গেল। তিন বার শব্দ হলো ঘন্টায়। মিছিল সামনে এগোল এবার। নাগাগপা সবার সামনে, তার হাতে একটা চাকা–জীবনের প্রতীক। তার পেছনেই তিব্বতীয় ঘোড়সওয়ারেরা। আনুষ্ঠানিক সাজপোশাকে ঢাকা ঘোড়াগুলো, প্রতিটা সুচের কাজেই ফুটে উঠেছে তিব্বতীয় ইতিহাস। নিখুঁত ছন্দে ছন্দে এগুচ্ছে ঘোড়াগুলো। মিছিলের শেষভাগে ডজনখানেক তীরন্দাজ, ধনুক কাঁধে হাঁটছে। তালে তালে এগুচ্ছে তারা। এরপর খাচায় বন্দী পাখি নিয়ে হাঁটছে কিছু কুলি, স্বাধীনতা আর মুক্তির গান গাইছে পাখিগুলো। এদের পেছনে আসছে নামগয়ালে দালাইলামার নিজস্ব মন্দিরের পঁয়তাল্লিশ জন সন্ন্যাসী। হাতে পবিত্র বাণী নিয়ে স্তব গাইতে গাইতে সামনে বাড়ছে তারা।

এরপর আরো কিছু ঘোড়সওয়ার, মোট চার ডজন। এরাও সঙ্গীতজ্ঞ। হাঁটুর ধাক্কায় ঘোড়া চালানোর পাশাপাশি গান বাজনা অব্যাহত রেখেছে তারা। ওদের পরে তিব্বতের বর্তমান সরকারের প্রতিনিধি টসেদ্রাং সংঘের সন্ন্যাসীরা আসছে। তাদের পেছনে বাচ্চারা রঙিন পতাকা ওড়াতে ওড়াতে আসছে, বাতাসে লেজ ছাড়া ঘুড়ির মতো উড়ছে ওগুলো।

বাচ্চাদের পেছনে আরো একদল অশ্বারোহী, এরা তিব্বতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য। পরনে সবুজ পোশাক আর লাল টুপি। তারা কয়েক ফুট সামনে এগিয়ে থেমে দাঁড়াল। আরো কিছুদূর এগিয়ে আবার থেমে গেল। এরা বহন করছে তিব্বতের জাতীয় প্রতীক। এদের পেছনে খালি পায়ে হলুদ রোব পরা আরো দশজন সন্ন্যাসী, উচ্চস্বরে গুনগুন করছে এরা।

এরপরেই গোল্ডেন বুদ্ধ, একটা ঘোড়ার গাড়ির ওপর রাখা হয়েছে সেটা।

গোল্ডেন বুদ্ধের কয়েক ফিট পেছনে সিংহাসনসহ দালাইলামা।

দুই লাখ তিব্বতী মিছিল করে পোটালার দিকে এগোচ্ছে। অনেকেই রাস্তার দুই পাশে ভিড় জমিয়েছে। কয়েক যুগ ধরে যে স্বপ্ন তারা দেখেছে সেটা আজ সমাগত। গোল্ডেন বুদ্ধ দৃষ্টিসীমায় আসতেই বন্য হয়ে উঠল লোকজন।

গর্জন ভেসে আসল, সম্মিলিত কণ্ঠের স্তবসঙ্গীতে পরিণত হলো সেটা। কান্নাভেজা দর্শকদের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন দালাইলামা। মানুষ তাঁর দিকে সম্মান আর ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তাই দেখে মুখে হাসি ফুটে উঠল তাঁর।

দালাইলামার পরে তার পরিষদের সদস্যরা, এদের ডাকা হয় কাসাগ। এরপরে তার দেহরক্ষীবাহিনী কুসুন ডেপন। তাদের ঐতিহ্যবাহী কালো পোশাক পরা আর বাঁকানো তরবারি বইছে হাতে। এদের পেছনে তিব্বতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান মাক-চি। সাথে কয়েক প্লাটুন সৈন্য।

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সৈন্যরা তাদের উৎসবের পোশাক পরেছে আজ। কালো পাজামা আর সোনালি গিলে করা হলুদ জামা। ধীরলয়ে এগুচ্ছে মিছিলটা, বুটের মচমচ আওয়াজ উঠছে পায়ের তালে। তারপরে দালাইলামার ধর্মীয় শিক্ষকবৃন্দ আর পরিবার পরিজন।

মিছিলের সবার শেষে খাঁচাবন্দী একটা বাঘ। তার পেছনে একজন ঘোড়সওয়ার তিব্বতের পতাকা হাতে এগিয়ে আসছে। মিছিলটা একই সাথে অভূতপূর্ব আর অসাধারণ। দুই হাজার বছরের ঐতিহ্য এটার ভিত্তি আর পঞ্চান্ন বছরের নির্বাসন এটার চালিকা শক্তি।

পোটালার দিকে এগিয়ে চলল মিছিলটা...

★★★

গত রাতে প্রায় চারশ শ্রমিক টানা আট ঘণ্টা খেটে তৃণভূমির মাঝ থেকে পোটালার আশি ফুট লম্বা দেয়ালের ওপর পর্যন্ত একটা পাথরের সিঁড়ি তৈরি করেছে। পাথরে বাধা পেয়ে স্রোতধারা যেরকম দুভাগে ভাগ হয়ে যায়, মিছিলটাও ঠিক তেমনি সিঁড়ির সবচাইতে নিচের ধাপে পৌঁছে দুপাশে ভাগ হয়ে গেল। সিঁড়িপথের দুপাশে অবস্থান নিল সবাই।

গোল্ডেন বুদ্ধ সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছলে দশজন সন্ন্যাসী এগিয়ে এসে হাত দিয়ে মই বানিয়ে দেয়ালের শীর্ষে বসিয়ে দিল মূর্তিটা। এরপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসল তারা। দালাইলামার সিংহাসন এসে থামল সিঁড়ির গোড়ায়। দালাইলামার ইশারায় তার সিংহাসন বয়ে নিয়ে আসা সন্ন্যাসীরা হাঁটু গেড়ে আসনটা নামিয়ে আনল। সিংহাসনটা মাটির মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো তারা। দালাইলামা জমিনের ওপর বিছানো পুরু কাঠের কার্পেটে নেমে এলেন। ওজনটা নেমে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সন্ন্যাসীগুলো। দালাইলামা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলে সিংহাসনটা মাটিতে বসিয়ে নিজ পায়ে উঠে দাঁড়াল তারা।

ঐতিহ্য মণ্ডিত হৃদয় আর স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন দালাইলামা।

ওপরে পৌঁছে ঘুরে ভিড়ের দিকে তাকালেন উনি। আশেপাশের পাহাড়ি এলাকা আর তৃণভূমিতে লোকজন গিজগিজ করছে। মাথা ঝাঁকিয়ে সবাইকে সম্মান জানিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বুজল দালাইলামা। এরপর কথা বলে উঠলেন।

'আপনাদের কথা মনে পড়েছে খুব,' শান্তস্বরে বললেন উনি।

এক সেকেন্ড আগেও নীরব ছিল ভিড়টা, আবারো উল্লাসে ফেটে পড়ল সবাই। দালাইলামা আরেকবার কথা বলার মতো শান্ত হতে আরো বিশ মিনিট সময় লেগে গেল।